# রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

## সভাপতির অভিভাষণ।

( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পঠিত )

গত জ্যৈষ্ঠমাসে দারজিলিঙ্গ থাকা কালীন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যখন প্রস্তাব করিলেন, রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের বর্ত্তমান সাংবৎসরিক অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমি বিষম বিপদে পতিত হইলাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর, বাগ্মীবর অক্ষয়কুমার, শ্রীকণ্ঠ যতীন্দ্রনাথ, প্রবীণ সাহিত্যিক শশধর বাবু, অধ্যাপক ললিতবাবুর তুল্য রথিগণ যে আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাদৃশ আসনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত আমাকে কেন আহ্বান করিতেছেন, তাহা আমার বোধগম্য হইল না। আমি কাকুতি মিনতি করিলাম, আমার অযোগ্যতার দোহাই দিলাম, আমি মোটেই দুছত্র গুছাইয়া বলিতে পারি না, তাহা কহিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুই দৃক্‌পাত করিলেন না। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি নিমিত্ত তিনি আমাকে মনোনীত করিলেন, বুঝিলাম, আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি আমি যে সমিতির সহিত সংসৃষ্ট, সেই বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তখন আর আমার দ্বিধা রহিল না, আমি সম্মত হইলাম।

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, এই অপবাদ বহুকালাবধি প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষাবিজ্ঞানপ্রণেতা মনস্বী বিনয়কুমারের তুল্য ব্যক্তিও এই ১৯১২ সালে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে রাজপুত, শিখ ও মহারাট্টার কৃতিত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্রবল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখনও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় নাই।" কিন্তু তাই কি? সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই? যে দেশে এই বর্ত্তমান যুগেও বহু বহু মনস্বিগণ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সে দেশের যে কোনও অতীত ছিল না, একথা সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। মুসলমানাধিকার কালের বাঙ্গালা দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন, সে সময়েও কত মনস্বী বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অপরাপর জাতির তুল্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মজীবনে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্রবল, বাঙ্গালীর ঐক্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের অভাব নাই। আপনারা হয় ত বলিবেন, এত গেল মুসলমানাধিকার যুগের কথা, তৎপূর্ব্বে এদেশে কিছু ছিল

কি ?—ছিল বৈকি। যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই ইহাও কি সম্ভবপর ? ত্রিকালদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিত নিহিত ছিল, আক্ষেপের বিষয় একাল পর্য্যন্ত কেহই তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পান নাই। অনেকেই মনে করেন, বঙ্গদেশ চিরকালই পরপদানত ছিল। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের রাজচক্রবর্ত্তিগণ বঙ্গদেশকে বরাবরই স্বীয় মুষ্টিমধ্যে কবলিত রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে কোন রাজচক্রবর্ত্তীই জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা এতদ্দেশের প্রজাসাধারণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে, কি স্থাপত্যে, কি যুদ্ধে, কি সমুদ্রগমনে, কি ব্যবসা বাণিজ্যে, কোন বিষয়েই পারদর্শিতা বা উৎকর্ষ লাভ করেন নাই, এই বিশ্বাসের কারণ অস্মদ্দেশে পুরাতত্ত্বালোচনা এখনও সম্যক্ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয় পুরাতাত্ত্বিকগণের অগ্রগণ্য ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার অসাধারণ গবেষণাশক্তি বঙ্গদেশের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই; তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ উড়িষ্যা ও বেহারের প্রতিই পতিত হইয়াছিল। যাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারাও মুসলমানাধিকারকাহিনী লইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ববিভাগও এতাবৎকাল এতৎ সম্বন্ধে উদাসীন। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদের তাদৃশ অপরাধ নাই, ইহা প্রধানতঃ বাঙ্গালাদেশ ও তাহার জল বায়ুর অপরাধ। বাঙ্গালাদেশের উত্তরাংশ বাদ দিলে অধিকাংশ ভূভাগই নদীমাতৃক, সুতরাং পলিমৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত, অতএব এই পলির কোন্ নিম্নস্তরে যে প্রাচীন বাঙ্গালার পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সকল চাপা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে ?

উত্তর খণ্ডের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের, ইহাতে পলির বড় সম্পর্ক নাই, অধিকাংশ স্থলই কঠিন তাম্রাভ কর্দ্দমে গঠিত, এই অঞ্চলে চেষ্টা করিলে প্রাচীন বাঙ্গালার বহু পুরাকীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে অনুসন্ধানকার্য্যের পন্থা পুষ্পমণ্ডিত নহে। বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাব উপেক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এমত কোন প্রাচীন হর্ম্ম্যের সন্ধান আমরা জানি না। বাঙ্গালাদেশে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্যে ইষ্টকই চিরকাল প্রধান উপাদানের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার জলবায়ু অচিরকালমধ্যেই ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহকে ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত করে, এবং ঐ সকল ভগ্নস্তূপকে শীঘ্রই লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া ফেলে। এই সকল জঙ্গলও শীঘ্র গভীরতর হইয়া ব্যাঘ্র সর্পাদি শ্বাপদ জন্তুর আবাসভূমি হয়। অতএব তাহা যে লোকলোচনের বহির্ভূত ও মনুষ্যের দুরধিগম্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাহারা বন জঙ্গল ও শ্বাপদ জন্তুর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগ্নস্তূপের সমীপবর্ত্তী হন, তাঁহারা বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কেবল ইষ্টকরাশি পরিদর্শন করিয়াই তাঁহাদিগকে ফিরিতে বাধ্য হইতে হয়। কেননা ভগ্ন স্তূপ সকল খনন করিতে না পারিলে তাহার অভ্যন্তরে যে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই সকল ভগ্ন স্তূপের খননকার্য্যও সহজ সাধ্য নহে, বিপুল ব্যয়বিধান ত আছেই, তাহা ছাড়া ভূম্যধিকারিগণের অনুমতি গ্রহণ

প্রভৃতি আরও প্রতিবন্ধক আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজার ট্রোভ আক্টের বিভীষিকাও সামান্য নহে।

এই সকল বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান থাকায় বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের আলোচনা এতক তাদৃশ সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। পাঞ্জি পুথির মধ্য দিয়া বহু ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সুসাধ্য নহে। এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালার জলবায়ু তদীয় ধ্বংসকর হস্ত প্রসারিত করিয়াছে, প্রামাণ্য সুপ্রাচীন পুথি বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এমত সংবাদ পাই নাই। দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুথি হইলেই তাহা এরূপ জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয় যে, তাহা ব্যবহার করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। গৃহদাহ বহু প্রাচীন পুঁথির ধ্বংসের কারণ।

তবে কি বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস উদ্ধারের কোনই উপায় নাই? সৌভাগ্য বশতঃ আছে। প্রাচীন হিন্দু নরপালগণ শাসনপত্র দ্বারা যে সকল ভূমি দান করিতেন, তাহা অনেক স্থলেই তাম্রপত্রে খোদিত করাইয়া দিতেন এবং এই সকল শাসনপট্টে স্বীয় বংশপরিচয় ও তৎকীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এইরূপ বিস্তর তাম্রশাসন ভারতবর্ষময় বহুস্থানে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের রাজগণেরও অনেক শাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পাঠোদ্ধারের সহিত ভারতবর্ষের অপরাপর দেশসমূহের ন্যায় বাঙ্গালা দেশেরও বহু কাহিনী অবগত হওয়া গিয়াছে।

তাম্রপট্ট লিপি ছাড়া শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। এই উত্তরবঙ্গেই তিনখানি সুবিখ্যাত শিলালিপির আবিষ্কার হইয়াছে—আমি বদাল স্তম্ভলিপি, দিনাজপুর স্তম্ভলিপি ও মহারাজ বিজয়সেননির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দির লিপির বিষয় বলিতেছি। এই লিপিত্রয়ের দ্বারা বাঙ্গালার ইতিহাসক্ষেত্রে যে আলোকপাত হইয়াছে, তাহা অতি উজ্জ্বল। বাঙ্গালী কবিগ্রথিত বাঙ্গালী শিল্পী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ একখানি সমগ্র নাটিকার অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি রাজপুতনায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু শিলাময়ী ও ধাতুময়ী মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখা যায় এবং অনেক মূর্ত্তির পাদদেশে দুই চারি ছত্র লিপিও পাওয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তি শুধু প্রাচীন যুগের ধর্ম্মবিশ্বাসেরই একমাত্র নিদর্শন স্বরূপ নহে, ইহা তাৎকালিক শিল্পকলারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৎপর প্রাচীন মুদ্রা হইতেও অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এক তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্রম্ম ব্যতিরেকে পালরাজগণের আর কোনও সমকালীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। বিদেশীয়গণ আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লামা তারানাথের গ্রন্থ ও ল্যাপসন জঙ্গাম গ্রন্থ হইতে পালরাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন এবং এই উত্তরবঙ্গেরই যে তাঁহারা অধিবাসী ছিলেন, তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে আমরা উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে আরও এক তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি, মহারাজ ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র মহারাজ দেবপাল দেবের সময় বরেন্দ্রে ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল নামে দুইজন শিল্পী প্রাদুর্ভূত হয়েন, যাঁহারা দুইটি পৃথক্

শিল্পাদর্শের সৃষ্টি করেন, যাহা ক্রমে ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এমন কি নেপাল ও তিব্বত হইয়া চীন পর্য্যন্ত বরেন্দ্রের এই শিল্পাদর্শ বিস্তৃতি লাভ করে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১১, ১৪, ৩৪, ৯২ ও ৯৯ সংখ্যক মূর্ত্তিগুলি দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে ধীমানের শিল্পাদর্শ কিরূপ ধরণের ছিল। এই মূর্ত্তিনিচয়ের সহিত উড়িষ্যা বেহার অথবা উত্তর ভারতের যে কোন দেশের তৎকালপ্রচলিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লামা তারানাথ মিথ্যা কহেন নাই এবং বরেন্দ্রই যে আটশত হইতে বারশত খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতকে শিল্পাদর্শ প্রস্থান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই শিল্পাদর্শের ব্যাপ্তি সুদূর যবদ্বীপেও লক্ষিত হয়। ভিনসেণ্ট স্মিথ যবদ্বীপের বোরো বদরের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ব্বক তাহার আদর্শ কোথা হইতে আসিল স্থির করিতে না পারিয়া, কখন তাহা চৈন কখন বা ভারতীয় রূপে ব্যাখ্যা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই দুইটির কাহারও সহিত তদাদর্শের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ভারতীয় বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বোরোভদরের শিল্পের প্রতিকৃতি তাঁহার ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সংগৃহীত বরেন্দ্রের শিল্পের দৃষ্টান্তগুলি মিলাইলে তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হইবে, বোরোভদরের শিল্পাদর্শ কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তদীয় গ্রন্থ লিখিবার কালে বরেন্দ্রের মূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাইলে তিনিও তাহাই স্বীকার করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল-রাজাধিকার কালে গৌড়সাম্রাজ্য উত্তরভারতে বৌদ্ধ নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত একমাত্র সুবৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল। সুতরাং তাবৎ বৌদ্ধজগৎ এই গৌড়সাম্রাজ্য হইতেই সকল বিষয়েই শিক্ষালাভ করিত। নালন্দে, বিক্রমশিলায় এবং এই বরেন্দ্রের মধ্যে জগদ্দলে তিনটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র বৌদ্ধজগতে গৌড়-সাম্রাজ্যের জ্ঞানালোক বিস্তার করিত। গৌড় হইতেই শ্রীজ্ঞান—অতীষ, নেপাল ও পশ্চাৎ তিব্বত দেশে গমন করিয়া তথায় গৌড়ে প্রচলিত মহাযানি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় শিল্পকলারও অবনতি হয়। লামা তারানাথও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই যে শিল্পকলা বিশেষ অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত তাৎকালিক শিল্পের নিদর্শন হইতে সম্যক্ প্রতিভাত হইবে। এই সময়ে পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালদেব তাঁহার অনীতিনিবন্ধন তাড়িত হওয়ায় কৈবর্ত্ত-রাজগণ বরেন্দ্রে আধিপত্য লাভ করে এবং সেই সুযোগে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় জাতবর্ম্মা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাঢ়ে কর্ণাটরাজ রক্ষিত যোদ্ধ‍ৃবর্গমধ্য হইতে বিজয়সেন দেব মস্তক উত্তোলন করেন ও ক্রমে তদ্বংশীয় সেনরাজগণ সমগ্র বঙ্গ অধিকারপূর্ব্বক স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে তুর্কীয় মুসলমান আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য এককালে বিধ্বস্ত হয়, এবং গৌড়ীয় সভ্যতার অপরাপর অঙ্গের সহিত গৌড়ীয় শিল্পও চিরকালের নিমিত্ত লুপ্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা এই সকল সূত্র ধরিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সুকঠিন হইবে, সুতরাং বরেন্দ্রমণ্ডলে যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, কেবল তাঁহাদের বিষয়ই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব। এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম কোম্পানী বাহাদুর হস্তক্ষেপ করেন এবং অতি সুদক্ষ ব্যক্তির উপরেই ইহার ভারার্পণ করেন। ডাঃ বুকানন হামিল্‌টনের নাম বরেন্দ্র-অনুসন্ধানকারিগণের নিকট চিরস্মরণীয় রহিবে। তিনি বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার বহুস্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক তত্তৎস্থানের ধ্বংসাবশেষ সমূহের যথাযথ বিবরণ ও প্রচলিত কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এতৎকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এ কার্য্য করেন নাই, সুতরাং সকল স্থানও পরিদর্শন করিবার অবসর পান নাই। তিনি পাহাড়পুর স্তূপখনন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার জঙ্গল পরিষ্কার ও শ্বাপদ জন্তু দূরীকরণ করেন, কিন্তু ভূম্যধিকারীর অনুমতির অভাবে তাঁহাকে এতৎকার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। দিনাজপুর জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব ও বগুড়া জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বরেন্দ্রের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে র‍্যাভেন্‌স, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু তাঁহার গুরুতর কর্ম্মজীবনে যখনই অবসর ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন তখনই তিনি প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিয়াছেন এবং মুসলমানাধিকার কালের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের পুরাতত্ত্বের উপাদানসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক মালদহের কাছারীতে তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

গত ১৯১০ সালে ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে ফিরিবার কালে অক্ষয় বাবু প্রস্তাব করেন, বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিক রূপে অনুসন্ধান করিতে পারিলে প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি ও আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই ক্ষুদ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা করি, এবং প্রথম সুযোগেই রাজসাহী নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করি। আমাদের নিমন্ত্রণে কলিকাতা হইতে আসিয়া বন্ধুবর রাখাল বাবু আমাদের সহিত যোগদান করেন। প্রথম বারের ভ্রমণে আমরা এতদূর কৃতকার্য্য হই যে, আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি, এই ভ্রমণ-কার্য্য ধারাবাহিক রূপে চালাইতে পারিলে প্রাচীন বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব-ঘটিত বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর আমরা বরেন্দ্রমণ্ডলের বহু স্থান পরিদর্শন করিয়াছি এবং অদ্য আপনাদিগকে আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, আমাদের এই ভ্রমণ নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। আমরা এক্ষণে সন্ধান লাভ করিয়াছি, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধারসাধন হইতে পারিবে। এতাবৎ আমরা যে যে

কার্য্য করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজসাহী জেলায় দেওপাড়া, চব্বিশনগর, মাড়ইল, কোঁয়ারপুর, বিজয়নগর, পাহাড়পুর, ও হলুদবিহার প্রভৃতি; বগুড়া জেলায় মহাস্থান, খেতলাল, মহীপুর, ছাতিনগ্রাম, সাঁতইল প্রভৃতি; রঙ্গপুরে বিরাট ও সাতগড়; দিনাজপুরে দিনাজপুর, বাণগড়, মনোহলী, বাসর, তপনদীঘি, বালুরঘাট, মহী-সন্তোষ, আগরা-দ্বিগন, জগদ্দল, আমইর, ধুরইল, যোগিগুফা, হরগৌরী এবং ঘোড়াঘাট প্রভৃতি; বারাণসীতে কাশী ও সারনাথ এবং ঢাকায় বিক্রমপুর পরিদর্শন করা হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য স্থান হইতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রায় দেড়শত শিলাময়ী ও ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক পাঁচশত সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় আশিখানা অপ্রকাশিত পাণিনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তন্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। এই পাণিনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র বরেন্দ্রমণ্ডলেই অধিত হইত। এতন্মধ্যে পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি ও সৃষ্টিধর বিরচিত তট্টীকা আমাদের সংগৃহীত পুঁথি হইতে এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের সম্পাদকতায় মুদ্রিত হইতেছে। আর একখানি অতি মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য পাণিনীয় ব্যাকরণগ্রন্থ কাশিকাবৃত্তির ন্যাস অথবা বুদ্ধদেশীয়াচার্য্য জিনেন্দ্রবুদ্ধিপাদ বিরচিত কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা আমাদের অনুসন্ধান-সমিতি হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি,এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইবে। তন্ত্র-পরিচয় নাম দিয়া অনেকগুলি তন্ত্রের সার-সংগ্রহ সমিতি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সারদাতিলক তন্ত্রের তিনখানি টীকা সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত রাঘবভট্টের টীকা রহিয়াছে, এই টীকাসমন্বিত সারদাতিলক তন্ত্র প্রকাশিত হইলে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইবে।

তাম্রপট্টলিপি ও শিলালিপি এবং তৎপ্রতিলিপি অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল লিপি বহু সমিতির বহু পত্রিকাদিতে ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতন্মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গদেশসংক্রান্ত ভাবৎ লিপি একত্রীভূত করিয়া আলোচনা করিবার সুবিধা নাই, এই অসুবিধা দূরীকরণাভিপ্রায়ে বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের সম্পাদকতায় ও তল্লিখিত অনুবাদ ও টিপ্পনী সহ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পালরাজগণের সময়কালীন লিপি সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়লেখমালা প্রথম-স্তবক প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সাহ্লাদে আপনাদিগকে আরও জানাইতেছি, নবাবিষ্কৃত বেলবার তাম্রশাসনখানির অতি সুন্দর অনুবাদ টিপ্পনী সহ আমাদের সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়লেখমালার দ্বিতীয় স্তবক পালসেন ও বর্ম্ম প্রভৃতি রাজগণের লিপির অনুবাদ সহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। গৌড়লেখমালার তৃতীয় স্তবকে মুসলমানাধিকার কালের আরব্য ও পারস্য লিপি সকল ও তদনুবাদ সন্নিবেশিত রহিবে। অনুসন্ধানসমিতি এ বিষয়ের ভারও অতিসুযোগ্য হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের আরবী ও পারসিকের অধ্যাপক মৌলবী গোলাম ইয়াজদানী এম্, এ

প্রত্নতত্ত্ববিভাগে বহুকাল কর্ম্ম করিয়া পরিপক্ক হইয়াছেন এবং স্বয়ং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর।

গৌড়রাজমালা সম্বন্ধে আপনারা সম্ভবতঃ অনেকেই শ্রুত হইয়াছেন, এই গ্রন্থ সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বিপুল পরিশ্রমপূর্ব্বক উহা প্রণয়ন করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে এতক যাহা কিছু প্রামাণিক রূপে জানা গিয়াছে, তৎসমুদায়ই রমাপ্রসাদ বাবু এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌড়রাজমালা পাঠে জানিতে পারা যাইবে, ভারতের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর স্থান নিতান্ত নিম্নে ছিল না, তাঁহাদিগের মধ্যেও রাজচক্রবর্ত্তিগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং মহারাজাধিরাজ অশোকও উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেনাগণ কাশ্মীর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের বিপুল গজবল ও নৌবল সমগ্র ভারতবর্ষের এমন কি সুদূর রোমকসাম্রাজ্য-বাসীরও বিস্ময়োৎপাদন করিত। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের প্রতাপে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনও শঙ্কিত ছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মপালের প্রভাব গান্ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ের মহাবিহার সকলের এবং গৌড়ীয় শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে ত ইতি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। গৌড়রাজমালাকার অতি সাবধানতার সহিত বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ সকল গ্রহণ করাতে গ্রন্থে অনেক প্রচলিত কিম্বদন্তী স্থানলাভ করে নাই। গৌড়রাজমালায় অনেকগুলি নূতন তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পূর্ব্বে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন গৌড়বিজয় করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় মাৎস্যন্যায়ের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। পালরাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন এবং এই বরেন্দ্রমণ্ডলেরই যে তাঁহারা অধিবাসী ছিলেন, তাহা লিখিত হইয়াছে। কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতিগণের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেনরাজগণের প্রভু কল্যাণের চালুক্যরাজগণের রাজ্যকেই যে কর্ণাটরাজ্য কহিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপর মুসলমানকর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল-নির্ণয়েরও চেষ্টা করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানসমিতি গৌড়বিবরণমালা, গৌড়শিল্পকলা, গৌড়জাতিমালা ও গৌড়ীয় উপাসক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য-নির্ণয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহার ফলাফল যথাকালে প্রচারিত হইবে।

অনুসন্ধানসমিতি খননকার্য্যেও কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কুমারপুর নামক স্থানে একটি বৃহৎ স্তূপের কতকাংশ খনন করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

এই সকল গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্মুখে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় তাঁহাদের শক্তি অতীব ক্ষুদ্র। যাহা সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা একটি ক্ষুদ্র সমিতির প্রয়াসে কিরূপে সম্পন্ন হইবে? তবে আমরা এখনও হতাশ হই নাই, আমরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতির অপিচ গবর্ণমেণ্টের কি সহানুভূতি

ও সাহায্য পাইব না? ইতিমধ্যেই অনেক মনীষী আমাদের সহিত যোগদান করিয়া আমাদিগকে বিবিধ উপায়ে সাহায্য ও সাহচর্য্য করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম আমাদিগের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ গৌড়রাজমালায় আমরা যথাস্থানে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিয়াছি। রাজসাহী বিভাগের কমিশনর মহানুভব মোনাহেন সাহেব আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বিবিধ উপায়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতেছেন। ইহা ছাড়া মাননীয় দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর এবং মদগ্রজ মাননীয় রাজা প্রমদানাথ রায়বাহাদুরও আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুধী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ও দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহলাভে আমরা ধন্য হইয়াছি। সম্প্রতি বঙ্গের মহামান্য সদাশয় গবর্ণর বাহাদুরও আমাদিগের সমিতির পরিদর্শনীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আর এই আজ যে আপনারা আমার তুল্য গুণহীন ব্যক্তিকে এই মহতী সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছেন, ইহা দ্বারাও সেই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিই আপনাদের স্নেহ সূচিত হইতেছে। এতক আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই উত্তরবঙ্গমধ্যেই নিবদ্ধ থাকায় সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের স্নেহাকর্ষণে যে আমরা সমর্থ হইয়াছি, তাহা অদ্য অনুভব করিতে পারিতেছি; এবং অনুভব করিয়া আশান্বিত হইতেছি। বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া দুঃসাহসিকের ন্যায় যে সুদীর্ঘ পন্থায় আমরা পদার্পণ করিয়াছি, তাহার পাথেয় সংগ্রহের নিমিত্ত আর আমাদিগকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইবে না। আপনাদের সহায়প্রদ হস্ত এখন হইতে সর্ব্বদা আমাদের অভিমুখে সম্প্রসারিত রহিবে। পথ চলিতে চলিতে দুর্ব্বল ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলে আপনারা আমাদিগকে 'মাভৈঃ' বাণীতে অভয় প্রদান করিবেন।

আমি অদ্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কেবল আমাদের নিজের কথাই কহিলাম, কিন্তু আপনারা যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা শ্রবণ করিলেন, এই নিমিত্ত আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, আপনাদিগকে নমস্কার করিয়া এক্ষণে আমি আসন পরিগ্রহ করি।

শ্রীশরৎকুমার রায়

———

# পঞ্চভূত।

বিশ্বপ্রপঞ্চ পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন। তাই ইহা প্রপঞ্চ বলিয়া খ্যাত। আমরা যে দেহ লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা পঞ্চভূতের সমষ্টি। এই জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত নানাবিধ বিচিত্র সম্বন্ধে সমবেত হইয়া রহিয়াছে। যাহাদিগের সংযোগে কোন এক বস্তুর উৎপত্তি হয়, উহারাই উক্ত বস্তুর উপাদান, তাই পঞ্চভূতই জগতের উপাদান।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও ব্যোম এই পাঁচটি পদার্থেরই সংজ্ঞা পঞ্চভূত। আমরা যে কোন স্থানের কথাই বিবেচনা করি না কেন, সেই স্থানেই পৃথগ্‌ভাবে এই পাঁচটিরই এক বা বহুর অথবা উহাদেরই দুই বা ততোধিকের সংযোগোৎপন্ন পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাইয়া থাকি। তাই আমরা সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকি, পঞ্চভূতই জগতের মূল পদার্থ, কারণ ইহাদেরই সংশ্লেষণে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণতঃ আমরা এইরূপ বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু কথাটি কি খাঁটী? বৈজ্ঞানিক কি এই কথার অনুমোদন করিতে পারেন? আপাততঃ বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের কাছে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণ বৈজ্ঞানিক বলিবেন, তোমরা যে পাঁচটিকে মূল উপাদান বলিতেছ, তাহার একটিও মূল পদার্থ নহে। তোমরা ক্ষিতিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ দেখি? উহা হইতে কতকগুলি মূল পদার্থ বাহির হয় যথা:—Silicon, Allumininum, Calcinum Oxygen, Hydrogen, Carbon, Nitrogen প্রভৃতি। তারপর জল Hydrogen এবং Oxygen এর সংযোগে উৎপন্ন। বায়ু Oxygen Nitrogen এর সংযোগে উৎপন্ন। তারপর তেজঃ ও ব্যোম অর্থাৎ আকাশ, ইহারা ত কোন পদার্থই নহে? অতএব পঞ্চভূতের একটিও মৌলিক উপাদান পদবী লাভের দাবী করিতে পারে না।

আমরা প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিকের উচ্চ আসন হইতে অনেক নিম্নে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকের এই আপত্তির একটা মোটামুটি উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। বৈজ্ঞানিক তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য, তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য, যে সমুদয় শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সাধারণ লোকে সেই শব্দ যথাযথ সেই সেই অর্থে ব্যবহার নাও করিতে পারে। তাই বলিয়া উক্ত অর্থেরই আশে পাশে বিদ্যমান আর একটা অর্থে প্রকাশ করিবার জন্য কি তাঁহারা ঠিক্ ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে পারেন না? অস্ত্র চিকিৎসক যে ছুরি দিয়া দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন, অন্যে সেই ছুরি দিয়াই কাগজ, কলম, কাটিতে পারে, অজ্ঞান বালক তাহা দিয়াই কাঁচা আম কাটিয়া খায়। ব্যবহারে একেবারে সাদৃশ্য নাই, তাহাও নহে। অস্ত্রচিকিৎসকও কাটিবার জন্য উহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, আর সাধারণ লোকেও উহা দ্বারা একটা না একটা কাটিয়াই থাকে।

যে যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মিলিয়া আর একটা বস্তু গঠন করে, তাহারাই শেষোক্ত বস্তুর

উপাদান। যথা—গৃহের উপাদান বাঁশ, রজ্জু ও খড়; দালানের উপাদান, ইট, চুণ ও সুরকী। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির ধার না ধারিয়া যদি খোলা প্রাণ মনে একবার পৃথিবীর দিকে তাকাই, তবে কি দেখিতে পাই না যে, এক অসীম অনন্ত আকাশ যেন এই পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। এই আকাশই পৃথিবীর বহিরংশ। তার পর প্রতিপদার্থে, প্রত্যেক অণুগুলের মধ্যেই আকাশ বিদ্যমান্। বিশাল সমুদ্র ও অগণ্য নদনদী, হ্রদ তড়াগাদি পৃথিবীর তিন ভাগের অধিকাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বায়ু কোথাও মৃদুমন্দ হিল্লোল, কোথাও প্রমত্ত প্রভঞ্জন রূপে, আবার কোথাও নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তার পর ক্ষিতির কথা আর কি বলিব? মৃত্তিকাই পৃথিবীদেহের মাংসপিণ্ড-স্বরূপ। তাই ইংরাজীতে পৃথিবী বাচক earth শব্দই মৃত্তিকাবোধক। বাকী রহিল তেজঃ।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রক্তিম ভানু পূর্ব্বাকাশে ভাসিয়া উঠে,ক্রমে ক্রমে তাহার রশ্মি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া মৃতপ্রায় পৃথিবীকে জীবন্ত করে, শৈত্য দূর করে, অন্ধকার বিদূরিত করে। পৃথিবীর কথা আলোচনা করিতে বসিয়া ঐ সূর্য্যরশ্মির কথা কি করিয়া ভুলিতে পারি? রন্ধনালয়ে যাই দেখি, এক তেজোময় শিখা স্বচ্ছন্দ বনজাত বনফল মূলকে, ইতস্ততঃ-বিহারী জীবের মাংসকে আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া আমাদিগের ভক্ষণোপযোগী করিয়া তুলিতেছে। গ্রীষ্মকালে গরমে ছট্‌ফট্ করি। শীতকালে শরীর শীতে আড়ষ্ট হইয়া উঠে, তখন গরম কাপড় গায়ে দিয়া বা অগ্নি সেবন করিয়া ঠাণ্ডা শরীরটাকে গরম করিয়া লই। এতদবস্থায় তেজঃ একটি পৃথিবীর আবশ্যকীয় উপাদান, ইহা কাহার না মনে হইবে? তুমি তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে তেজঃ কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার, আকাশ কিছু নয় বলিয়া হাসিতে পার, কিন্তু আমি আমার সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির হিসাবে উহাদের সত্তা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। আমি দেখিতেছি, মাটী পৃথিবীর একটা প্রধান উপাদান, মাটী হইতে গাছপালা উঠিতেছে, মাটীতেই জীবজন্তু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার গাছপালাও মাটীতে বিলীন হইতেছে এবং মাটীর দেহও মাটীতেই মিশিতেছে, অতএব সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, মাটী, জল, বায়ু, আকাশ ও অগ্নি এই পাঁচটিকেই ত পৃথিবীর মূল উপাদান বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই পঞ্চভূতকে পৃথিবীর মূল উপাদান আখ্যা দিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও নিতান্ত অযৌক্তিক বা কোনও অংশে অস্বাভাবিক হয় না।

সাধারণের চক্ষে পঞ্চভূত ব্যাপারটা কি, আমরা এই পর্য্যন্ত তাহাই বলিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক—বিশেষজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই শব্দটি দ্বারা কি অর্থ বোঝেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে বৈশেষিক দর্শনমতে পঞ্চভূত শব্দের অর্থ কি তাহাই আলোচনা করিব। উক্ত দর্শন বাহ্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়কে প্রথমতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া এবং তাহাদের নিম্নলিখিত নামকরণ করিয়াছেন যথাঃ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, ও অভাব। যে পদার্থে কোন না কোন একটি গুণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ যাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব হয় না, তাহারই নাম দ্রব্য। বোধ হয় পাশ্চাত

দর্শনে ব্যাপ্তভাবে Thing বলিতে যাহা বুঝেন তাহাই দ্রব্য। গুণ পদার্থটি বুঝা কঠিন নয়। সাধারণতঃ গুণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইংরাজীতে attributes শব্দের যে অর্থ, উহা তাহাই। কর্ম্মও সহজ বোধ্য বটে। ব্যাকরণে যাহাকে ক্রিয়া বলে, ইংরাজীতে act বলিতে যাহা বুঝায়, কর্ম্ম পদার্থ তাহাই। সামান্য পদার্থের অপর নাম জাতি—কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তর বা বিষয়ের কতকগুলি গুণ সাধারণ হইলে আমরা তাহাদিগকে একটা শ্রেণীভুক্ত করি। এই শ্রেণীর নামই জাতি বা সামান্য পদার্থ—সুতরাং ইংরাজী class বা genus শব্দ উহার সমার্থ বোধক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুইটি ভিন্ন বস্ত একটা জাতির অন্তর্ভূক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা না একটা ভেদ থাকে, তাহা না থাকিলে উহারা ভিন্ন ভিন্ন বস্ত হইত না। তেমনি আবার দুইটি জাতি একটা বৃহত্তর জাতির অন্তর্গত হইয়াও উহাদের মধ্যে একজাতি হইতে অন্য জাতির একটা পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। ইহারই নাম বিশেষ পদার্থ। সামান্য ও বিশেষের অন্যোন্যাপেক্ষিতা আছে। সামান্য থাকিলেই বিশেষ থাকিবে। এই ভাবে সামান্যকে Class বলিলে বোধ হয় বিশেষকে Individuality বলা যাইতে পারে। অথবা Genus ও Species বলা যাইতে পারে। সমবায় পদার্থটি একপ্রকার সম্পর্কের নাম। দুই বস্ত বা বিষয়সমূহের মধ্যে নানা প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং নিয়ত। আবার কতকগুলি সম্পর্কের অবস্থা ও সময় বিশেষে বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কথিত সম্পর্কগুলির নাম সমবায়। অবয়বীর সহিত অবয়বের সম্পর্ক, দ্রব্যের সহিত তাহার গুণের সম্পর্ক, দ্রব্যের সহিত তাহার কর্ম্মের সম্পর্ক উহার দৃষ্টান্ত স্থল। সুতরাং সমবায় পদার্থটি ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে হইলে Inseparable permanent relation বলা যাইতে পারে। সর্ব্বশেষ পদার্থের নাম অভাব। অভাব পদার্থের অর্থ—অবিদ্যমানতা অর্থাৎ না থাকা। যাহা নাই, তাহা আবার আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে? এই মনে করিয়া কেহ কেহ অভাবকে একটা পদার্থ স্বীকার করিতেই চাহেন না। কিন্তু তাহা ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না। যে বস্তর অভাব, তাহার সত্তা নাই বটে, কিন্তু অভাব বলিতে আমরা একটা কিছু বুঝি। সুতরাং অভাব শব্দের প্রতিপাদ্য একটা অর্থ আছে, তবেই অভাব বলিয়া একটা পদার্থ আছে। ভাব বা Existence যেমন একটা বিষয়, অভাব বা Non-existence ও তেমনই একটি; এই রূপে যাবতীয় বিষয়গুলিকে সপ্ত পদার্থে বিভক্ত করিয়া লইয়া দার্শনিকগণ আবার এক একটা পদার্থকে পুনর্বিভাগ করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাই দ্রব্য পদার্থটিকে তাঁহারা আবার নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই ভাগগুলি এই—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী ও মনঃ। এই নয়টি দ্রব্যের প্রথম পাঁচটিই পঞ্চভূত নামে খ্যাত।

দ্রব্যমাত্রেরই কতকগুলি গুণ থাকিবে, কারণ দ্রব্যের সংজ্ঞাই তাহাই। আবার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের একটা না একটা অনন্য-পরতন্ত্র বিশেষ গুণ থাকা চাই, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিশেষ গুণ না থাকিলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারিত না। সুতরাং এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ গুণ আছে। ইহাদের প্রথম পাঁচটির বিশেষ গুণ

আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এইজন্য এই পাঁচটি দ্রব্যেরই সংজ্ঞা পঞ্চভূত। এই পাঁচটি দ্রব্য দ্বারা দার্শনিকগণ কি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিতে যাইতেছি। ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ। এই বিশেষ গুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। জলেও আমরা অনেক সময় গন্ধ পাইয়া থাকি বটে কিন্তু উহা জলের পক্ষে আগন্তুক, ক্ষিতি জলের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়াই ক্ষিতির গুণ গন্ধই জলের গুণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অপ্ অর্থাৎ জলের বিশেষ গুণের নাম দেওয়া হইয়াছে স্নেহ। স্নেহ কথাটা কি পরিষ্কার বুঝা যায় না। তবে এই বিশেষ গুণ রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এই বিশেষ গুণ রস অর্থাৎ আস্বাদ বই আর কিছু নহে। এই বিশেষ গুণের অস্তিত্ব দ্বারা জলকে তেজ, মরুৎ ও ব্যোম হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে এবং গন্ধের অনস্তিত্ব দ্বারা ইহা ক্ষিতি হইতে বিভিন্ন করা হইয়াছে। তেজের বিশেষ গুণ রূপ। রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মরুৎ ও ব্যোমের রূপ নাই—এতদ্দ্বারা তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম বিভিন্ন দ্রব্য। আবার মরুৎ বা বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচর। তেজঃ শব্দের সাধারণ অর্থ উত্তাপ। কিন্তু উত্তাপ বিশেষরূপে ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচর বিষয়ই বটে। আমরা স্পর্শ দ্বারাই উত্তাপ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু স্পর্শ মরুতেরই বিশেষ গুণ। উহা তেজের বিশেষ গুণ নহে। আবার আলোকের বিশেষ গুণ রূপ। অর্থাৎ তেজঃ দ্বারা আলোকই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য উত্তাপ ও আলোকে নিকট সম্পর্ক আছে। উত্তাপের মাত্রা বাড়াইলেই বস্তু আলোকময় হইয়া থাকে এ কথা সত্য, তেজঃ শব্দ এই স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোকেরই বাচক এবং গৌণভাবে ইহা উত্তাপকেও বুঝাইয়া থাকে। বাকী রহিল ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। ইহার বিশেষ গুণ শব্দ এবং এই গুণ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এক্ষণে কথা এই আমরা পঞ্চভূতের লক্ষণ লিখিলাম বটে, কিন্তু উহার কোনটি কোন্ কোন্ পদার্থকে বুঝাইয়াছে, তাহা জানা দরকার। ইংরাজী Logicএর ভাষায় বলিলে বলা যায় আমরা পঞ্চভূতের Connotation লিখিলাম বটে, কিন্তু উহাদের Denotation কি? পঞ্চভূতজ্ঞাপক শব্দপঞ্চকের সাধারণ প্রচলিত অর্থ যথাক্রমে মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ; আর প্রাগুক্ত লক্ষণগুলি আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্য যথাক্রমে ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুৎ-ব্যোম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আর কিছু ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি সংজ্ঞায় বোধ্য হইতে পারে না, এমন বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ দার্শনিকগণ কোন্ কোন্ দ্রব্য বুঝাইবার জন্য এই সমুদয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহারা ভূত শব্দ দ্বারা যাবতীয় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যকেই বুঝাইয়াছেন। সুতরাং ক্ষিত্যপ্-তেজঃ প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বস্তু যাবতীয় বাহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের বোধক হইবে অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে কোন বস্তুই পঞ্চভূতের কোন না কোন এক ভূতের অন্তর্গত হইবে। তবে ক্ষিতি শব্দের কোন্ অর্থ অভিপ্রেত একবার দেখা যাউক, ইহার অর্থ যদি শুধু মৃত্তিকা হয়, তবে কাষ্ঠ

প্রস্তরাদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চভূতের মধ্যে কাহার অন্তর্গত হইবে ? কিন্তু উহাদের পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি ভিন্ন অন্য কোন ভূতের শ্রেণীভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কণাদ-দর্শনের মতানুসারে ক্ষিতি কেবল ক্ষিতি শব্দের সাধারণ অর্থ মৃত্তিকার বাচক হইতে পারে না, উক্ত ক্ষিতি শব্দাভিধেয় ভূত মৃত্তিকা, কাষ্ঠ প্রস্তরাদি যাবতীয় কঠিন দ্রব্যেরই বাচক হইবে। শাস্ত্রকারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও আমরা যুক্তিক্রমে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি, কোন্ ভূতদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন্ কোন্ দ্রব্য বুঝান তাঁহাদের অভিপ্রেত। সুস্পষ্টভাবে না বলিয়া থাকিলেও তাঁহারা উক্ত অভিপ্রায়ের পরিস্ফুট আভাসও স্থানে স্থানে দিয়াছেন। ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, ক্ষিতিতে গন্ধ সময় সময় অতি বিরলভাবে অবস্থান করে বলিয়া গন্ধ নাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যথা—পাষাণে আপাততঃ কোনও গন্ধ না পাওয়া গেলেও পাষাণ-ভস্মে স্পষ্ট গন্ধ টের পাওয়া যায়, অতএব এতদ্দ্বারা পাষাণেও গন্ধ আছে অনুমান করিতে হইবে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা স্পষ্ট আভাস দিবেন যে, পাষাণও তাহাদের মতে ক্ষিতি। এইক্ষণে অপ্ নামধেয় ভূতের প্রতিপাদ্য অর্থ কি তাহা একবার দেখা যাউক। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ জল বটে। কিন্তু উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ কি কেবল জল ? তাঁহারা কি দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি অন্যান্য তরল পদার্থের কথা জানিতেন না। এই সব দ্রব্যই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব পঞ্চভূতের মধ্যে কোথাও না কোথাও উহাদের একটা স্থান চাই। কেবল অপ্ নামক ভূতেই উহাদের স্থান হওয়া সম্ভবপর। অতএব বুঝিতে হইবে উক্ত দর্শনের মতে সমুদয় তরল পদার্থই এই ভূতের অন্তর্গত। এইরূপেই বুঝিতে হইবে যে, মরুৎ কেবল বায়ুবোধক নহে, প্রত্যুত উহা সর্ব্ববিধ বায়বীয় পদার্থের বাচক। বাকী রহিল তেজঃ ও ব্যোম। সূর্য্য, অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহগণ হইতে আলোকময় কিরণমালা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাই উক্ত কিরণমালা তেজোদ্রব্য। মসৃণ ধাতুপাত্র হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এই রশ্মিগুলিও তেজঃ। তাই ধাতুনির্ম্মিত স্থালী প্রভৃতির এক বিশেষণ তৈজস। বিদ্যুতও তেজঃ, আর অগ্নিশিখামাত্রেই তেজঃ, কারণ অগ্নিশিখা অন্ধকার দূর করিয়া সমুদয় বস্তুর রূপ প্রকাশ করে। অগ্নিশিখার তেজোময়ত্ব সম্বন্ধে আপাততঃ একটা আপত্তি উঠিতে পারে। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দাহ্য পদার্থের কতক উপাদানের বায়ুস্থিত অম্লজান বায়ুর রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তাহাতে কতকগুলি বায়বীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ুই ( $Co_2$ ) উহাদের মধ্যে প্রধান। এই বলিয়া gas অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ কাজেই উহারা তোমার মতে মরুৎ নামধেয় ভূতেরই অন্তর্গত হইয়া পড়িল। তার পর শিখার বহির্ভাগে যে কৃষ্ণবর্ণ অংশ দৃষ্ট হয়, উহারা অদগ্ধ সূক্ষ্ম অঙ্গারকণার সমষ্টিমাত্র সুতরাং উহারা তোমার মতে ক্ষিতি নামক ভূতের অন্তর্গত। তারপর শিখার দেদীপ্যমান অংশেও দহ্যমান অঙ্গার-কণা। সুতরাং ইহাও ক্ষিতিই হইবে। সত্য বটে দ্রব্য Matter খুঁজিতে গেলে শিখাতে আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু শিখার অংশবিশেষ হইতে যে আলোকরশ্মি বাহির হইতেছে,

তাহাত ঠিক। ঐ আলোকরশ্মিই তেজোনামধেয় ভূত। সর্ব্বশেষে ভূত ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। শব্দ আকাশের বিশেষগুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একটা আপত্তির কথা এই যে, শব্দ আকাশের গুণ হইল কি করিয়া? শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ বৈজ্ঞানিক মত এই, যখন কোনও বস্তু অগ্রপশ্চাৎদিকে কাঁপিতে থাকে, তখন সেই কম্পন উক্ত বস্তুসংলগ্ন বায়বীয়স্তরে সঞ্চালিত হয়, সেই স্তর আবার স্বকীয় কম্পন তৎসংলগ্ন অন্য বায়ুস্তরে সঞ্চালিত করে, এইরূপে উক্ত কম্পন ক্রমশঃ দূরতর প্রদেশে সঞ্চালিত হইয়া পড়ে। এইরূপে উক্ত কম্পন যখন কাহারও কর্ণপটহসংলগ্ন বায়বীয় স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কর্ণপটহও উক্ত কম্পনে কম্পিত হয় এবং পরে স্নায়বীয় ক্রিয়াবশতঃ শব্দজ্ঞান জন্মে। আর কেবল বায়ুদ্বারাই যে, শব্দ সঞ্চালিত হয়, তাহা নহে, যে কোনও বায়বীয় পদার্থ দ্বারা উহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই বা কেন, তরল ও কঠিন পদার্থ দ্বারাও শব্দ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে কোনও বস্তু কাঁপিতেছে, তৎসংলগ্ন চতুর্দ্দিকস্থ স্থল যদি সর্ব্ববিধ জড়-পদার্থশূন্য অর্থাৎ নির্ব্বাত হয়, তবে কম্পন সঞ্চালিত হইতে পারে না, সুতরাং শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। আকাশ শব্দের অর্থ যেখানে কিছুই নাই, অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থবিহীন প্রদেশ। আমরা কিন্তু দেখিলাম, নির্ব্বাতপ্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না; তবে শব্দকে কি করিয়া আকাশের বিশেষ গুণ বলা যাইতে পারে? একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাউক, শব্দকে কাহার গুণ বলা সঙ্গত। কেহ বীণাধ্বনি শুনিতেছে বলিলেই বুঝিতে হইবে বীণার তারের কম্পন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রোতার কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে। তারের কম্পনকে শব্দের কারণ বলিতে হইবে, কারণ কম্পন না হইলে কি সঞ্চালিত হইবে? তারপর যে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া কম্পন সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাকেও কারণ বলিতে হয়, কারণ বায়ুমণ্ডল না থাকিলে সঞ্চালন হইত কি করিয়া? তবে শব্দকে কাহার গুণ বলিব; বায়ুর কি তারের কম্পনের? বায়ুর গুণ বলিবার বিশেষ কোনও হেতু পাওয়া যায় না, বায়ু উহার জন্য একটা পথ করিয়া দিয়াছে মাত্র। তবে কি উহা তারের কম্পনের গুণ? কম্পন একটি কর্ম্ম, উহা দ্রব্য নহে, গুণ দ্রব্যতেই থাকে, কর্ম্মে থাকে না, সুতরাং শব্দকে তারের কম্পনের গুণও বলা যাইতে পারে না। তবে কি শব্দ তারেরই গুণ বলিব? তাহাই বা বলা চলে কি করিয়া? তারের কম্পন না হইলে ত শব্দ হইবে না। সুতরাং যে দ্রব্য তারের কম্পনের আশ্রয় বা আধার, তাহাকেই শব্দগুণের আধার বা আশ্রয় বলাই সঙ্গত। এক্ষণে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কম্পমান দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে কম্পনক্রিয়ার আধার নহে। কম্পনক্রিয়া অর্থাৎ বস্তুর কি প্রভাবে অগ্র-পশ্চাৎগতি সম্পন্ন হইতেছে। আকাশ বা Space অগ্রপশ্চাৎ দিকে আছে বলিয়াই কম্পন-ক্রিয়া হইতে পারিতেছে। যদি আকাশ আধাররূপে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত না থাকিত, তবে দ্রব্যটার অগ্রপশ্চাৎ গতিই সম্ভব হইত না। সুতরাং আকাশকেই আধার বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তবেই শব্দকে আকাশের বিশেষ গুণ বলা অযৌক্তিক হয় না। তারপর ভূতের যে

সংজ্ঞা করা হইয়াছে, তদনুসারে পারিশেষ্য হেতুবলে আকাশকেই ব্যোম নামক ভূতের প্রতিপাদ্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণযুক্ত পদার্থই ভূত। সেই হিসাবে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ দ্বারা যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং আকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে বাকী রহিয়াছে মাত্র আকাশ। সুতরাং আকাশই ব্যোম হইবে।

কেহ কেহ ব্যোম বলিতে আকাশ না বুঝিয়া Ether (ইথর) বুঝিতে চাহেন। Ether বায়বীয় দ্রব্য হইতে অতিশয় লঘুতর; উহা পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ,নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। Ether কে ব্যোম বলিয়া বিবেচনা করা আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। শব্দ ব্যোমের বিশেষ গুণ। যদি Ether ব্যোম হয়, তবে শব্দ Ether এর বিশেষ গুণ হইল। সুতরাং Ether শব্দানুভূতির জনক হইবে। কোনও স্থান বায়ুশূন্য করিলেই Ether শূন্য করা হয়, একথা বলা যাইতে পারে না। আমরা কিন্তু জানি, বায়ুশূন্য প্রদেশে শব্দ হয় না। সেই স্থানে ত Ether রহিয়াছে, তবে শব্দ হইল না কেন? বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, পৃথিবীতে একটা তুমুল শব্দ হইলেও তাহা কোন গ্রহ বা উপগ্রহ হইতে শ্রুত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ মধ্যে নির্ব্বাত প্রদেশ ব্যবধান রহিয়াছে! কিন্তু Ether ত আছেই। কাজেই, বুঝিতে হইবে Ether এর শব্দ সঞ্চালনের ক্ষমতা নাই। সুতরাং শব্দকে কোন রূপেই Ether এর গুণ বলা যাইতে পারে না।

আবার কেহ কেহ তেজ নামক ভূতকে প্রাণ Energy কহিয়াছেন। সত্য বটে Energy অবস্থাবিশেষে তেজঃ ও আলোর আকারে পরিণত হয়। কিন্তু রূপ তেজো দ্রব্যের বিশেষ গুণ। রূপকে কিন্তু Energy এর বিশেষগুণ বলিয়া ধরিবার কোনও হেতু পাওয়া যায় না। তাই আমরা Energy কে তেজঃ বলিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দু দার্শনিকগণ প্রাণ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন Energy এর সহিত তাহারই সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণের কথা বলিবার সময় আমরা এতৎ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করিব।

একটা সাধারণ প্রচলিত ধারণা এই যে, ভূত ও জড়পদার্থ এই দুইই এক কথা, অর্থাৎ ইংরাজী Matter বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই নাম ভূত। কিন্তু সে ধারণাও ঠিক নহে। Matter মাত্রেই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ ভূত বটে। কিন্তু ভূতমাত্রেই Matter নহে। অর্থাৎ Matter এর অতিরিক্ত ভূত আছে। পঞ্চভূতের অন্তর্গত ক্ষিতি, অপ্ ও মরুৎ যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থকে বুঝাইতেছে। Matter মাত্রেই কঠিন (Solid) তরল (Liquid) এবং (Gaseous) এই ত্রিবিধ অবস্থার কোন না কোন অবস্থা বিশিষ্ট হইবে। সুতরাং যাবতীয় Matter ক্ষিতি, অপ্ ও মরুৎ এই ভূতত্রিতয়ের অন্তর্গত হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট দুইভূত Matter এর বহির্ভূত। তেজঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বটে, Matter আলোক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত কি, এই স্থলে তাহার একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত দুইটি বৈজ্ঞানিক মতের উদ্ভব হইয়াছে। তাহার একটির নাম Emissive or Corpuscular

theory সেই মতে জ্যোতিষ্মান্ বস্তু মাত্রেই এক প্রকার সূক্ষ্ম ভারবিহীন দ্রব্য আছে, তাহাই চক্ষুর Retina নামক স্থানে পড়িলেই দর্শনজ্ঞান জন্মে। সেই মত সত্য হইলে আলোক যাহাই হউক না কেন,উহা Matter নহে,কারণ Matter কখনও ভারবিহীন হইতে পারে না। আলোক সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতের নাম Lumineferous theory। বর্ত্তমান কালে প্রথমোক্ত মতটির আর আদর নাই, দ্বিতীয় মতটিই সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেইমতে কঠিন, তরল ও বায়বীয় সর্ব্ববিধ জড়পদার্থ, এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির ব্যবধানস্থান অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষ দ্বারা ব্যাপৃত, উহার নাম Lumineferous ether। জ্যোতিষ্মান্ বস্তু মাত্রেরই কম্পন ঐ Lumineferous etherএর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চক্ষুর Retinaতে আঘাত করিলেই দর্শন জ্ঞান জন্মে। মোটের উপর সেই মতানুসারে আলোকও শব্দের ন্যায় কল্পনা বিশেষ সমুদ্ভূত। অতএব এই মতানুসারেও আলোক জড়পদার্থ বা Matter নহে। কেবল তাহাই নয়, এই মতে আলোক দ্রব্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। ইহা কণাদদর্শনের কর্ম্ম নামক পদার্থের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। বৈশেষিক দর্শনকারগণের আলোক সম্বন্ধীয় ধারণা বর্ত্তমান যুগের Lumineferous theory এর অনুরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহারা আলোককে একটা দ্রব্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন, তবে সেই দ্রব্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের matter নহে এবং উহা হইতে সূক্ষ্মতর।

অতএব বৈশেষিক দর্শনমতে পঞ্চভূতের স্থূল মর্ম্ম এই—ক্ষিতি বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞার কঠিন ( Solid ) দ্রব্য, অপ্ তরল (Liquid) দ্রব্য, এবং মরুৎ বায়বীয় (Gaseous) দ্রব্য। এই তিন ভূতের মধ্যে সমস্ত ( Matter ) পড়িয়া গেল। তাহার পর তেজঃ আলোক এবং ব্যোম আকাশ অর্থাৎ Space শেষোক্ত ভূত দুইটি (Matter) বা জড়পদার্থ নহে। কিন্তু ইহারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশিষ্ট পদার্থ। পঞ্চভূতের এই সংজ্ঞানির্দ্দেশের পর আর বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের উপহাসের কারণ থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক পরিদৃশ্যমান জগতকে একভাবে ভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর হিন্দু দার্শনিকগণ তাহাকে অন্যভাবে ভাগ করিয়াছেন। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার কি সম্ভাবনা? বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া ভাগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আর হিন্দু দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপলব্ধির দিক দিয়া ভাগ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পদার্থ মাত্রকেই ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে করিতে যখন এমন এক বস্তু পান যে তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া আর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ প্রাপ্ত হন না,তখন উহাকে একটি মূল পদার্থ বলিয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ৭০টি ভিন্ন পদার্থকে মূলপদার্থ আখ্যা দিয়াছেন, কালক্রমে এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে, তবে রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধানের বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্ত জড় জগৎ বৈজ্ঞানিকের খাতায় ৭০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। আর হিন্দু দার্শনিক কেবল জড়জগতকে আলোচনার বিষয়ীভূত না করিয়া আলোচ্যমান যাবতীয় বিষয়কে সাত ভাগ, তাহার এক ভাগ দ্রব্যকে পুনর্ব্বায় নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের আলোচিত জড় জগৎ তাহার তিন ভাগের মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের মত আলোচ্য সমুদয়

বিষয়কে প্রথমতঃ কয়েক ভাগ করিয়া উহাদিগের পদার্থ আখ্যা দিয়াছেন। নৈয়ায়িকের পদার্থ ১৬টি, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, প্রভৃতি। আবার প্রমেয় নামক পদার্থকে দ্বাদশ ভাগে পুনর্বিভাগ করা হইয়াছে। যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, দ্রব্য, ভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

আত্মা দেহাতিরিক্ত, তিনিই কর্তা ও ভোক্তা। শরীর আত্মার ভোগায়তন অর্থাৎ আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকিয়াই ভোগ করিয়া থাকেন। আর ইন্দ্রিয়গুলি আত্মার ভোগসাধন অর্থাৎ ভোগ করিবার কারণ,ইন্দ্রিয়গুলির কতক বহিরিন্দ্রিয়, আর মন অন্তরিন্দ্রিয় নামে খ্যাত। এই বহিরিন্দ্রিয়গুলি যথাক্রমে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। যে ইন্দ্রিয় যে ভূত হইতে উৎপন্ন, সেই ইন্দ্রিয় সেই জাতীয় ভূতই কেবল উপলব্ধি করিতে পারে। অন্য কিছু পারে না। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় মন কোন ভূত হইতে উৎপন্ন নহে। সুতরাং উহার ক্রিয়াও কোন বিশেষ জাতীয় ভূত দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। প্রত্যুত ন্যায় দর্শনে পঞ্চভূত লইয়া বৈশেষিক দর্শন হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই। সুতরাং বৈশেষিক দর্শনে পঞ্চভূতের প্রতিপাদ্য যে যে বস্তু ন্যায় দর্শনেও তাহাই। এক্ষণে সাংখ্য দর্শনে পঞ্চভূতের স্থান কোথায়, তাহা একবার দেখা যাউক। সাংখ্য দর্শন আলোচ্য বিষয়সমূহকে পঞ্চবিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক একটিকে তত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার একটি পুরুষ—পুরুষ জ্ঞানময়, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব প্রকৃতি বা প্রধান। প্রকৃতি হইতে প্রথম উদ্ভব মহত্তত্ত্ব, উহার অর্থ বুদ্ধি। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

অহঙ্কার শব্দের অর্থ অহংজ্ঞান। আমি ইহা করিতে পারি, আমার ইহা আছে, আমি ইহা অনুভব করি, এইরূপ স্বভোর্ক্তৃত্ব বিষয়ক জ্ঞানের নামই অহংজ্ঞান। মূল প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। সুতরাং এই মূল প্রকৃতি হইতে পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত অন্যান্য তত্ত্বগুলিতেও এই তিনগুণ বর্তমান। কারণ সাংখ্য দর্শনমতে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং কারণেও যাহা বিদ্যমান আছে—কার্য্যেও তাহাই বিদ্যমান থাকিবে। কার্য্য কারণের অভিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই অহঙ্কার নামধেয় তত্ত্বেও এই ত্রিগুণ বর্তমান আছে। অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। এই পঞ্চ তন্মাত্রা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ক। এই পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে পঞ্চ ভূতের জন্ম। শব্দ—তন্মাত্রা হইতে শব্দগুণাত্মক আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।

শব্দ তন্মাত্রাযুক্ত স্পর্শতন্মাত্রা হইতে মরুৎ অর্থাৎ বায়ুর,শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রাযুক্ত রূপ তন্মাত্রা হইতে তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্রা যুক্ত রস তন্মাত্রা হইতে অপ অর্থাৎ জলের এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্রা যুক্ত গন্ধ তন্মাত্রা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনোক্ত তত্ত্বসমূহের বংশাবলী দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাবৎ বোধ হয়। উক্ত দর্শনকারগণও একথা স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষ ও প্রধান এই তত্ত্বদ্বয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ আর মহ-

দাদি হইতে সৃষ্টিক্রম অনুমানগম্য নহে, উহা আপ্তবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইলাম, সাংখ্য মতে আকাশাদি পঞ্চভূতের অব্যবহিত পূর্ব্ব পুরুষ পঞ্চ তন্মাত্রা। আর পঞ্চ তন্মাত্রা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ স্থূল নহে, উহারা সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মশরীরেরই অংশ ! অতএব বলিতে পারা যায়, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা আকাশাদি পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মাবস্থা। উহারাই স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভূতে পরিণত হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারকে যখন কোন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন তিনি পূর্ব্বে কাগজ কলমে তাহার একটা নক্‌সা ( Plan ) প্রস্তুত করিয়া লন। প্রাসাদের এই প্ল্যান্‌খানাকে প্রাসাদ হইতে সূক্ষ্মতর এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই সূক্ষ্ম Plan হইতে স্থূল প্রাসাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এক হিসাবে এই কথা বলিতে পারা যায়। তারপর আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, কাগজ কলমে অঙ্কিত Plan হইতেও সূক্ষ্মতর একটা কিছু Engineer এর মনে পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল। উহারই স্থূলাভিব্যক্তি কাগজাঙ্কিত Plan এবং তাহারই আবার স্থূলতর অভিব্যক্তি প্রাসাদ। সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু বাহ্যসত্তা আছে, তাহারই হেতু স্বরূপ সূক্ষ্মতর মানসসত্তাবিশিষ্ট একটা কিছু তৎপূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। সংসারে যত Phenomena দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রত্যেকেরই অন্তরালে তাহার হেতুভূত একটা Noumenon অবশ্যই বিরাজ করিবে। সেই হিসাবে ভূতপঞ্চকের সত্তা যেমন বাহ্য, বস্তুরও স্থূলত্ব তেমনই উহাদের কারণ স্বরূপ। পঞ্চ তন্মাত্রার সত্তা মানস, অবাস্তব ও সূক্ষ্ম। সংযোজতত্ত্বসমূহের মধ্যে কার্য্য কারণ সূক্ষ্ম এবং ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পারম্পর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, মূলপ্রকৃতি এই পঞ্চভূতাত্মক জগতের ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর অবস্থা মাত্র। মূল প্রকৃতি প্রধান বা অব্যক্তে যাইয়াই উহার পর্য্যবসান হইয়াছে। সুতরাং মূল প্রকৃতিই সূক্ষ্মতম অবস্থাসম্পন্ন। এইস্থলে আর একটা কথা বলা সঙ্গত বোধ হইতেছে, আমরা দেখিয়াছি, এক অহঙ্কারই কর্ণ, ত্বক্‌, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ এতৎসমুদয়ের এবং তন্মাত্রাপঞ্চকেরও কারণ। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের সঙ্গে ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের সঙ্গেও তন্মাত্রা পঞ্চকের যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই কর্ণ বাক্‌ ও শব্দ, অবাক্ত ত্বক্‌ পাণি ও স্পর্শ নাম চক্ষু, পাদ ও রূপতন্মাত্রা জিহ্বা, পায়ু ও রস তন্মাত্রা এবং নাসিকা উপস্থ ও গন্ধতন্মাত্রা ইহাদের তিন তিনটির মধ্যে যেন একটা বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা দেখিয়াছি শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রার সত্তা বাস্তব নহে। উহা ভাগবত সূক্ষ্ম সত্তা মাত্র। সুতরাং উহাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত একই কারণ-তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণেরও বাস্তব সত্তা নাই, উহাদিগের সত্তাও ভাগবত বই আর কিছুই নহে। সুতরাং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় বাচক শব্দসমূহ এবং বাক্‌, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় বাচক শব্দনিচয়ও স্থূল ভূতাত্মক শরীরের অংশবিশেষ বুঝাইতেছে না কতক শক্তি বা গুণ বুঝাইতেছে মাত্র। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অর্থ দর্শন শ্রবণাদির ফল এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির অর্থ কথন গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষমতামাত্র, তবে এই ক্ষমতাগুলি শরীরের অংশ-

বিশেষ হইতে অভিব্যক্ত হয়। তাই আমরা সাধারণ ভাষায় তৎতৎক্ষমতার আধার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশকেও সেই সেই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

পাতঞ্জল দর্শন অনেকাংশে সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ, বিশেষতঃ আমাদিগের আলোচ্য বিষয় পঞ্চভূত সম্বন্ধে উক্ত দর্শনদ্বয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। অষ্টাঙ্গযোগের বিশদ আলোচনাই উক্ত দর্শনের বিশেষত্ব। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ইহারা যোগের অষ্টাঙ্গ। ইহাদিগের মধ্যে প্রাণায়ামের সঙ্গে আমাদিগের আলোচ্যবিষয়ের একটু সম্পর্ক আছে। প্রাণকে স্ববশে আনিবার উপযোগী প্রক্রিয়ার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণ কি এবং কোথা হইতে আসিল? মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব এই তিনটি হইতে কিছু কিছু লইয়া প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাণের কার্য্য নানাবিধ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণের কার্য্য, মলমূত্রাদি ত্যাগার্থে অধোবেগ প্রদান প্রাণের কার্য্য, পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া উহাকে দেহপোষণক্ষম রক্তের সমজাতীয় করিয়া তোলা প্রাণেরই কার্য্যবিশেষ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালন, দেহের ভিতরস্থ কোনও যন্ত্র হইতে কোনও কিছু ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ এই সমুদায়ই প্রাণের কার্য্য। কার্য্যের বিভিন্নতানুসারে এক প্রাণেরই আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নাম আছে। তার পর কি শারীরিক কি মানসিক যখন যে কোনও কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মূলেই প্রাণ শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। এই প্রাণের শক্তি এত প্রবল যে, যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে যথোচিত উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তাহার প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সমগ্রজগতের জ্ঞান হয়, অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তিনি অভিজ্ঞান ভূমিতে উপনীত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। তাই আমরা মোটের উপর দেখিতে পাইলাম, শরীর যন্ত্রে সর্ব্ববিধ গতির মূলে বিদ্যমান প্রাণ এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ক্রিয়ার মূলেও বিদ্যমান প্রাণ। তাই বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় নাম দিতে হইলে প্রাণকে Energy বলা যাইতে পারে। প্রাণশক্তির যেমন শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ ক্রিয়াই আছে, Energy তেমনই Physical ও mental এই দুই রকমেই বলা হইয়া থাকে। আবার প্রাণও যেমন কখন উদ্বুদ্ধ এবং কখনও সুষুপ্ত থাকে Energy ও কখনও Kinetic আবার কখনও Potential হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা বেদান্তদর্শনমতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটুকু আলোচনা করিব। বেদান্তদর্শনমতে সত্তা তিন প্রকার, যথা—পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। যাহা অনাদি অনন্ত, স্থানদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, নির্ব্বিকার অর্থাৎ বরাবর একই ভাবে আছে ও থাকিবে, তাহার সত্তাকেই কেবল পারমার্থিক সত্তা বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ সত্তা এক মাত্র ব্রহ্মেরই আছে, অতএব তিনিই একমাত্র সদ্বস্তু আর সমুদয়ই অসৎ। তারপর পারমার্থিক সত্তাবৎ না হইলেও এই বিশ্বপ্রপঞ্চের একটা লৌকিক সত্তা আছে। এই বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিবস্তু বা বিষয়েরই আদি ও অন্ত আছে। কোনও সময়ে উহার উদ্ভব হয়, ক্রমশঃ উহার

বৃদ্ধি বা উপচয় হইতে থাকে, পরে আবার ক্রমশঃ হ্রাস বা অপচয় হইতে থাকে এবং অবশেষে উহার তিরোভাব হয়। উদ্ভবাবধি তিরোভাব পর্য্যন্ত লোকে উহার একটা সত্তা অনুভব করিয়া থাকে। সত্য বটে, পারমার্থিক সত্তার হিসাবে এই অনুভবটাও মিথ্যা। কিন্তু লোকব্যবহারে উহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আমরা এই জগতে যাহা কিছু করি, বলি বা চিন্তা করি তাহা এতাদৃশ সত্তাবিশিষ্ট বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে। যদি এতাদৃশ সত্তাকে সত্য বলিয়া অনুভব করা না হইত তাহা হইলে জগতের যাবতীয় ব্যাপারের উচ্ছেদ সাধিত হইত। তাই এতাদৃশ সত্তার নাম ব্যাবহারিক সত্তা। তারপর প্রাতিভাসিক সত্তা, ইহার ভিত্তি ব্যাবহারিক সত্তার ভিত্তি হইতেও দুর্ব্বলতর। ব্যাবহারিক সত্তার, গতির ভিতর থাকিয়া যে টুকুকে সৎ বলিয়া বলা যায়, সেই পরিমাণ সত্যমূলকতাও যাহার নাই, যাহা ব্যাবহারিক সত্তার হিসাবে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ভ্রান্তির স্থিতিকাল পর্য্যন্তই যাহার সত্তা প্রতীয়মান হয়, ভ্রম অপনীত হইলে আর যাহার অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না, তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্বকেই প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান এই সমুদয়ই প্রাতিভাসিক সত্তার চিরাচরিত দৃষ্টান্ত। যখন কোনও ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ একখণ্ড রজ্জুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহাকে সর্প জ্ঞান করিতেছে, তখন আর তাহার রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান হইতেছে না, যতক্ষণ ভ্রম আছে ততক্ষণ উহাকে সর্প বলিয়াই মনে করিতেছে। কিন্তু যখন ভ্রম দূর হইবে, তখন সর্পজ্ঞান আর প্রতিভাসিত হইবে না, তখন রজ্জুজ্ঞানই আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। এতাদৃশ সর্পের সত্তাই প্রতিভাসিত সত্তা। গণিতের ভাষায় এই ত্রিবিধ সত্তাকে ক্রমসমানুপাতিক বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত ব্যাবহারিক সত্তার যে অনুপাত ব্যাবহারিক সত্তার সহিত পারমার্থিক সত্তার সেইরূপ অনুপাত। ব্যাবহারিক সত্তার চক্ষে প্রাতিভাসিক সত্তা যেমন মিথ্যা পারমার্থিক সত্তার চক্ষে ব্যাবহারিক সত্তাও তেমনই মিথ্যা। প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যাবহারিক সত্ত্ববান্ জীবের ভ্রান্তিপ্রসূত। ব্যাবহারিক সত্তাও পারমার্থিক সদ্বস্তু ব্রহ্মের মায়াপ্রসূত। যখন ব্রহ্ম কূর্ম্মের গ্রীবার ন্যায় তাঁহার মায়াশক্তি প্রত্যাহার করিয়া লন, তখন আর ব্যাবহারিক জগৎ বলিয়া কিছু থাকে না, তখন কেবল ব্রহ্মই বিরাজ করেন। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতই হউক, আর ব্যাবহারিক জগৎই হউক, প্রত্যেকেরই একটা সৃষ্টিক্রম আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইতেছি। এইবার ভারতসম্রাটের অভিষেকোপলক্ষে স্থানীয় কালেক্টরির মাঠে আনন্দের লহর ছুটিয়াছিল। রাত্রিযোগে আলোকমালায় সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইয়াছিল, মাঠের স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পটমণ্ডপের নিম্নে বিবিধ নৃত্যগীত বাদ্যাদি সর্ব্বসাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতেছিল, উহারই এক পটমণ্ডপের নীচে Bioscope প্রদর্শিত হইতেছিল, তাহারই একটি দৃশ্য হঠাৎ আমার মনে পড়িতেছে। দেখিলাম দৃশ্যপটের মধ্যস্থলে সহসা একটি বাজিকর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি গাত্র হইতে একখানা চাদর উন্মোচন করিলেন, যেই তিনি এক হস্তদ্বারা চাদরখানা নিক্ষেপ করিলেন, অমনি যেন তাঁহার দেহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিন্তু চাদরখানা হইতে প্রভূত ধূমশিখা বহির্গত হইতে লাগিল, তাহারই কিয়ংক্ষণ পরে চাদরখানা হইতে ক্রমে ক্রমে চারিটি বালিকা আবির্ভূত হইল। বালিকাচতুষ্টয় কিছুকাল নাচিয়া খেলিয়া একে একে অন্তর্হিত হইল, আবার সধূম চাদর আসিল, পরে বাজিকর স্বয়ং আসিলেন, সর্বশেষে তাঁহার তিরোভাব হইল। বলাবাহুল্য এইস্থলে বাজিকর হইতে আরম্ভ করিয়া নৃত্যপরায়ণা বালিকাচতুষ্টয় পর্যন্ত এই সমুদয়ের সত্তাই প্রাতিভাসিক। পরে বিপরীত পথে উহাদের ক্রমশঃ বিলোপও প্রাতিভাসিক। কিন্তু উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক হইলেও উহাদের উদ্ভবের একটা ক্রমপর্য্যায় ছিল। বাজিকর হইতে বস্ত্রের আবির্ভাব, বস্ত্র হইতে ধূমের আবির্ভাব, আবার ধূম হইতে ক্রমশঃ বালিকাচতুষ্টয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। পারমার্থিক সত্তার হিসাবে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ bioscopeএর দৃশ্যপটস্থ দৃশ্যাবলী স্বরূপ। তাই এই দৃশ্যাবলীর যেমন একটা ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয় আছে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চেরও তেমনই একটা সৃষ্টিক্রম ও প্রলয়ক্রম আছে। এই সৃষ্টিক্রম এবং প্রলয়ক্রমরূপ শৃঙ্খলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয় পঞ্চভূতের একটা স্থান আছে। এক্ষণে আমরা সেইস্থান নির্দ্দেশ করিতে একটু প্রয়াস পাইব।

সৃষ্টিক্রমের সর্ব্বপ্রথম শৃঙ্খল ব্রহ্ম হইতে তাহার সৃষ্টিসংসাধিনী শক্তি বিশেষের আবির্ভাব, এই শক্তিরই এক নাম মায়া। পরে মায়া হইতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ও দেহাদির সৃষ্টি হইয়াছে। মায়া নামতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নসত্তা বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি এতদুভয়ের মধ্যে বস্তুগত ভেদ আছে কি? সত্যবটে আমরা ভাষায় অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে পৃথক্ করিয়া লইবার কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি বটে; কিন্তু যখনই অগ্নিবিষয়ক চিন্তা আমাদিগের মনে উদিত হয়, তখন উহার দাহিকাশক্তিও আমাদের মনে পড়ে, আবার যখনই অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা চিন্তা করিতে চাই, তখনই অগ্নিবিষয়ক চিন্তা আমাদিগের মনে না আসিয়া পারে না। আর যদি ধরিয়াও লই চিন্তাদ্বারা এতদুভয়ের পৃথক্‌করণ সম্ভবপর, কিন্তু বাস্তবিক হিসাবে উহাদিগকে পৃথক্ করা মোটে সম্ভবপর নহে। যেখানে অগ্নি আছে, সেইখানে তাহার দাহিকাশক্তি থাকিবেই থাকিবে, আর যেখানে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, সেখানে অগ্নি অবশ্যই আছে, সুতরাং বলিতে পারি অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি সর্ব্বথা সমসত্তক ও অভিন্ন। সেইরূপ সৃষ্টির মূল উপাদান স্বরূপ মায়ানামধারী ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

এই মায়ার দুইটি বিশেষ গুণ আছে, যথা—আবরণ ও বিক্ষেপণ শক্তি। আবার ঐ শক্তিদ্বয়কেই প্রকারান্তরে মোহ ও নির্ম্মাণশক্তি বলা যাইতে পারে। এইস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে। অতিদূরস্থিত ও অত্যুচ্চ স্থানবিশেষ হইতে কোনও সুপ্রশস্ত তরঙ্গিনীর দিকে পথিক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যেন একটি শুভ্র রেখা ধরণীর বক্ষে অঙ্কিত রহিয়াছে। পথিক যতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবেন ততই সেই শুভ্র

রেখা ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইবে, পরে একখানা শুভ্রবস্ত্রের মত মনে হইবে, পরে নদীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে এক বিশাল জলপ্রবাহ পথিকের নয়নগোচর হইবে। নদীটির স্বরূপ অবশ্য বরাবরই এক আছে অথচ তৎসম্বন্ধে পথিকের জ্ঞান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে। আবার যে জল পথিকের চক্ষে একপ্রকার জ্ঞান জন্মাইতেছে তাহাই উহার ত্বগিন্দ্রিয়ে অন্যপ্রকার অনুভূতির সঞ্চার করিতেছে, জিহ্বাতে আর এক রকম জ্ঞান জন্মাইতেছে। অতএব নদী বিষয়ক জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা উহার স্বরূপের জ্ঞান নহে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য এবং অবস্থার বৈশিষ্ট্য বা বিকল্পহেতু ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট। ব্যাবহারিক জগতে আমরা যাহাকে ভাল বলিয়া জানি তাহার প্রকৃতিই এইরূপ। এই জ্ঞানের নাম সবিশেষ উপাধিক বা সবিকল্প জ্ঞান। আর বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ যাহা অন্য কিছু নিরপেক্ষ হইয়া নিজে নিজে প্রতিভাত তাহার নাম, নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বিকল্প বা স্বরূপ জ্ঞান। ব্যাবহারিক জগতের জীব এই স্বরূপজ্ঞান হইতে বঞ্চিত। মায়ার যে দুইটি শক্তি বিশেষের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের কার্য্য এই—মায়া বস্তুর নির্ব্বিকল্প বা স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে আমাদিগকে মোহিত করিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই নাম আবরণ শক্তি বা মোহশক্তি। আবার এই মায়াই আমাদিগকে স্বরূপতত্ত্ব হইতে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করিতেছে, আমাদিগকে বিবিধ সবিকল্প জ্ঞান প্রদান করিতেছে অর্থাৎ পারমার্থিক হিস'বে মিথ্যা এমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আমাদিগের জন্য নির্ম্মাণ করিতেছে উহাই মায়াবিক্ষেপ বা নির্ম্মাণ শক্তি।

আমরা এইপর্য্যন্ত সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ ব্রহ্মশক্তিকে সাধারণভাবে মায়া নামেই অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করণার্থে মায়া শব্দটির প্রয়োগও আছে। অতএব উক্ত ব্রহ্মশক্তির সাধারণভাবে আর একটা নামকরণের আবশ্যক। উহার নাম প্রকৃতিও বলা যাইতে পারে। উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে শ্রেণীবিভাগ সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। প্রত্যেক দ্রব্যেরই একভাগকে আমরা উত্তম, এক ভাগকে মধ্যম এবং অবশিষ্টাংশকে অধম আখ্যা দিতে পারি ও দিয়া থাকি। সৃষ্টির মূল উপাদান স্বরূপ ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিকেও আমরা তেমনই তিনভাগ করিয়া দেখিতে পারি। এক হিসাবে এই জগত্রয়ের নামই যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশের নাম মায়া, আর রজঃ ও তমোদ্বারা মলিনীকৃত সত্ত্বাংশের নাম অবিদ্যা। ব্রহ্মকে যখন আমরা মায়াশক্তিদ্বারা উপহিত অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট এই ভাবে দেখি তখন তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য, আবার ব্রহ্ম যখন অবিদ্যোপহিত হন তখন তিনি জীবপদবাচ্য হন্। খাঁটিসোণা এক প্রকার ভিন্ন কখনই অনেক প্রকারের হইতে পারে না। আর সোণাতে যদি রূপা ও তামার খাদ দেওয়া যায় তবে তাদৃশ অবিশুদ্ধ স্বর্ণ অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। রূপা ও তামার মিশ্রণের অনুপাত অসংখ্যপ্রকার সম্ভব সুতরাং তন্মিশ্রিত স্বর্ণেরও অসংখ্যপ্রকার ভেদ সম্ভব। প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ

দ্বারা উপহিত ব্রহ্মেরই নাম ঈশ্বর। বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না, তাই ঈশ্বরও এক ভিন্ন দুই নহেন। আর অবিদ্যা রজঃ ও তম দ্বারা মলিনীকৃত সত্ত্বাংশ। স্বর্ণালঙ্কারে যেমন রৌপ্য ও তাম্রের খাদ থাকিলেও স্বর্ণের ভাগেরই মাত্রা বেশী থাকে, কিন্তু স্বর্ণের মাত্রা-প্রাধান্য রক্ষা করিয়াও খাদের পরিমাণ ভেদে মিশ্রিত স্বর্ণ বহুপ্রকারের হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাতে সত্ত্বের প্রাধান্য সর্ব্বদাই থাকিবে বটে, কিন্তু এই প্রাধান্য সত্ত্বেও রজঃ ও তমঃ এতদুভয়ের মাত্রার ন্যূনাধিক্য বশতঃ অবিদ্যা অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। তাই অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মআত্মা জীবও অসংখ্য। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে দ্বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হইল, যথা—ঈশ্বর ও জীব, আবার ঈশ্বর তমোপ্রধান প্রকৃতি হইতে জীবের ভোগের নিমিত্ত পাঁচটি বস্তুর সৃষ্টি করিলেন। ইহারাই পঞ্চভূত অর্থাৎ ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্, ক্ষিতি। আবার এই পঞ্চভূতের মধ্যেও সৃষ্টির ক্রমবিকাশ আছে। পঞ্চভূতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হইল ব্যোম। আবার ব্যোমের একাংশ হইতে জন্মিল মরুৎ। সেইরূপ মরুতের একাংশ হইতে তেজঃ, তেজের একাংশ হইতে অপ্ এবং অপের একাংশ হইতে ক্ষিতির জন্ম হইয়াছে। আমরা পঞ্চ-ভূতের উপাদানকে তমোপ্রধানা প্রকৃতি বলিয়াছি। উহার অর্থ এই যে, এই উপাদানে তমের মাত্রার আধিক্য আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে রজঃ ও সত্ত্বের মাত্রাও মিশ্রিত আছে। সুতরাং পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিতেই যেমন প্রচুর পরিমাণে তামসিক অংশ আছে, তেমনই কিছু কিছু করিয়া রাজসিক ও সাত্ত্বিক অংশও আছে। পঞ্চভূতান্তর্গত সাত্ত্বিক অংশ হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যোম হইতে শ্রোত্র, মরুৎ হইতে ত্বক্, তেজ হইতে চক্ষু, অপ্ হইতে রসনা এবং ক্ষিতি হইতে নাসিকার জন্ম। আবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইহাদিগেরই রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় উহাদের কোনটিই দেহের অংশবিশেষ Matter নহে। উহারা প্রত্যেকেই অতীন্দ্রিয় এক একটি শক্তি মাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের অর্থ দর্শন ক্ষমতা মস্তকের স্থান বিশেষে অবস্থিত, মাংস মেদ ও স্নায়ুর সমষ্টি বিশেষ, উহার প্রতিপাদ্য অর্থ দেখিবার ক্ষমতা। সেইরূপ বাগিন্দ্রিয়ও মুখগহ্বর, কণ্ঠ-নালী বা দেহের অংশবিশেষ নহে, বলিবার ক্ষমতাই উহার প্রতিপাদ্য অর্থ। অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও এই কথা। তারপর পঞ্চভূতের সমবেত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম। এক অন্তঃকরণই কার্য্যের প্রকারভেদ বশতঃ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই নাম চতুষ্টয়ে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ যখন কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল সন্দেহদোলায় দুলিতে থাকে, তাদৃশ অবস্থায় অন্তঃকরণের নাম মনঃ। আর যখন প্রকৃত তত্ত্ব অধিগত করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, মনে করে ইহাই ঠিক তখন তাহার নাম বুদ্ধি। আর অন্তঃকরণে যখন এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়, আমি বড় তখন অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার। আর অন্তঃকরণ

যখন পূর্ব্বের উপলব্ধ বিষয় বর্ত্তমানে আনয়ন করে, অর্থাৎ স্মরণ করে, তখন তাহার নাম হয় চিত্ত। আবার পঞ্চভূতের সমবেত সাত্ত্বিক অংশ হইতে যেমন অন্তঃকরণের সৃষ্টি হইল, তেমনই ইহাদের সমবেত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের সৃষ্টি হইল। এই প্রাণই আবার কার্য্যের প্রকারভেদে পাঁচটি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হয়, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়া এইখানেই শেষ হইল না। তিনি আবার পূর্ব্ব কথিত পাঁচটি ভূত লইয়া একটা নূতন প্রণালীতে উহাদিগকে মিশাইয়া নূতন ধরণের আর পাঁচটা জিনিস গড়িয়া তুলিলেন। সেই পাচটিরও নাম হইল পঞ্চভূত। কিন্তু আদিম পঞ্চভূত হইতে এই নূতন পঞ্চ-ভূতের পার্থক্য রক্ষা করা আবশ্যক। তাই আদিম ভূতপঞ্চকের নাম সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, আর নূতন ভূতপঞ্চকের নাম স্থূল পঞ্চভূত। সূক্ষ্ম ভূতগুলিকে যে প্রণালীতে মিশাইয়া স্থূল ভূতপঞ্চ গঠিত হইল, বৈদান্তিকের ভাষায় উহার নাম পঞ্চীকরণ। ইহার বিশেষত্ব মিশ্রণের অনুপাত লইয়া। স্থূল ক্ষিতিতে সূক্ষ্ম ভূতগুলি নিম্নলিখিত অনুপাতে বর্ত্তমান,যথা—ক্ষিতি ৪,অপ্ ১, তেজঃ ১, মরুৎ ১ এবং ব্যোম ১। তেমনই স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম অপের অংশ ৪ এবং অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভূতচতুষ্টয়ের মাত্রা ১ করিয়া। স্থূল তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের অংশেরও ঠিক এই নিয়ম। এই স্থূলভূত বা পঞ্চীকৃত ভূত হইতেই ভোগ্যবস্তু অন্নাদি এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তি, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সসাগরা ধরার উৎপত্তি, চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি, সংক্ষেপতঃ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বা Material universe এর উৎপত্তি।

প্রকৃতির প্রহেলিকাময় বংশাবলীর মধ্যে আমরা দুই স্থলে পঞ্চভূতের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। প্রথম দেখা পাইলাম, সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের, ইহার মূল উপাদান প্রকৃতির তমোপ্রধান অংশ, আবার প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ, সুতরাং সূক্ষ্মভূত ব্রহ্মশক্তিরই স্থূল বা অপকৃষ্ট অংশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দ সাধারণতঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বেলাতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাবাত্মক জগতেও উহাদের ব্যবহার না আছে, এরূপ নহে। আমরা অহরহঃ বলিয়া থাকি অমুকের বুদ্ধি স্থূল ও অমুকের বুদ্ধি সূক্ষ্ম। ব্রহ্মশক্তির বেলাই স্থূল শব্দ শেষোক্ত প্রকারের অর্থেই প্রথম ব্যবহৃত। তারপর আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মশক্তির যেমন সূক্ষ্মভূতের জন্ম, তেমনই আবার সূক্ষ্মভূতপঞ্চক হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণের জন্ম। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় Matter নহে,আর শক্তি Energy সুতরাং Matter নহে, অতএব সূক্ষ্মভূতপঞ্চক হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে,ইহাদের কোনটিই Matter নহে। উহাদের একেতেই সংজ্ঞা ভাগবত মানসিক। পক্ষান্তরে স্থূলপঞ্চভূত হইতে যে বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে উহারা Matter, উহাদের সত্তা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা বাহ্য। অতএব আমরা বলিতে পারি, সমগ্র মানসিক জগৎ বা অন্তর্জগৎ সূক্ষ্মপঞ্চভূতোদ্ভূত, আর সমগ্র জগৎ বা বহির্জগৎ স্থূলভূতপঞ্চক হইতে উৎপন্ন। এইস্থলে আমরা জড় শব্দটি ইংরেজী Material এর সমার্থক ভাবে ব্যবহার করিতেছি। নতুবা হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য ভিন্ন সমুদয়ই জড়। কাজেই তদনুসারে বহির্জগৎ ও মানসজগৎ উভয়ের প্রতিই জড় আখ্যা

প্রযোজ্য। আবার সূক্ষ্মভূতই স্থূলভূতের পিতৃপুরুষস্বরূপ, সুতরাং সূক্ষ্মভূতের অন্তর্জগৎ Ideal world স্থূলভূতের বহির্জগৎ বা Material worldএর পূর্ব্ববর্ত্তী ও কারণ স্বরূপ। কার্য্য ও কারণে মূলতঃ কোনও ভেদ নাই। কার্য্য কারণের অভিব্যক্তিবিশেষ মাত্র। কারণে কার্য্য সর্ব্বদাই অন্তর্লীন ভাবে বিরাজমান আছে। সুতরাং বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোনও ভেদ নাই। অন্তর্জগৎ বা ভাবাত্মক জগতের স্থূলাভিব্যক্তি বহির্জগৎ বা বাস্তবজগৎ; আর বাস্তব জগতের তিরোভাব হইলে উহা অন্তর্লীন অবস্থায় ভাবাত্মক জগতে বিদ্যমান থাকে। এই কথাটি আপাততঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমুদয় তত্ত্বের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা সাধারণের সাধ্য নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই গুলিকে মিথ্যা বলিব কোন সাহসে? আমরা জানি তুষার, জল ও জলীয় বাষ্প প্রকৃত পক্ষে একই পদার্থ। কিন্তু সুকুমারমতি ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা সেই বালকই আবার কিছুদিন পরে উহার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্ব্ববিধ বিষয়েই অধিকার ভেদ আছে। অনুন্নত অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের যাহা বুঝিবার অধিকার নাই সম্যগুন্নত হইলে সেই বিষয় বুঝিবার আবার তাহারই অধিকার জন্মে। সেইরূপ সাধারণ জ্ঞান ভূমিতে থাকিয়া আমরা এই সমুদয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না বটে, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান-ভূমি হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিলে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অতীন্দ্রিয়ার্থ-দর্শী হইতে পারিলে আমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারিব যে, এই বাস্তব বহির্জগতের মূলে ভাবময় অন্তর্জগৎ বিদ্যমান এবং ক্রমশঃ মূলের পর মূলে যাইতে যাইতে bioscopeএর দৃশ্যের ন্যায় একের পর একটি অন্তহিত হইবে এবং সর্ব্বশেষে পরাৎপর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বিরাজমান থাকিবেন।

হিন্দুদর্শনসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা সমুদয় দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বলা হইয়াছে, আত্মা দেহ নহে, কিন্তু দেহভেদে বহু এবং আত্মাই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যেন আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, আত্মা দেহ নহে, দেহভেদে বহুও বটে এবং ভোক্তাও বটে, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কর্ত্তা নহেন। সর্ব্বশেষে বেদান্ত দর্শন যেন অধিকতম অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, আত্মা দেহ নহেন, দেহভেদে বহুও নহেন, তিনি এক, তিনি কর্ত্তা নহেন এবং ভোক্তাও নহেন, তিনিই একমাত্র নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সদ্বস্তু। পঞ্চভূত-তত্ত্বের বেলায়ও তেমন একটা আভাস না পাওয়া যায়, এরূপ নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে পঞ্চভূত জড় ও স্থূল, উহা মনের উপাদান নহে। সাংখ্য মতেও পঞ্চভূত স্থূলই বটে, কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রা সূক্ষ্ম উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কেবল ভাগবত সত্তা আছে. অতএব সাংখ্যদর্শনে স্থূলপঞ্চভূতের অতিরিক্ত সূক্ষ্মতর কিছুর আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বশেষে বেদান্ত দর্শন স্থূলভূত পঞ্চাতিরিক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন। হইতে পারে এই ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দর্শনকারগণের চিন্তা ও গবেষণার ক্রমবিকাশের পরিচায়ক, অথবা ইহাও হইতে পারে যে, দর্শনকার ঋষিগণ সকলেই

সিদ্ধপুরুষ ও অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির ন্যূনাধিক্য কল্পনা করা সঙ্গত নহে। তবে তাঁহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণের উপকারার্থে এই বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলে মহাশয়ের

# শিক্ষা-আইন ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলে মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন সাধারণ বা বিশেষভাবে তাহার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিল্ আইনে পরিণত হইলে ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গঠিত হইবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেকগুলি সভ্যদেশে নিম্নশিক্ষা আইনতঃ বাধ্যকর; অর্থাৎ ছেলেদিগকে স্কুলে না পাঠাইলে, অভিভাবকগণকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। তাহার ফলে দেশের সকল ছেলেই, অনেক দেশে সকল ছেলেমেয়েই পড়িতে ও লিখিতে শেখে। গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত আইনটির লক্ষ্যও তাহাই। তবে, প্রস্তাবক মহাশয়ের ভাষায়, তাঁহার বিল্‌টি অত্যন্ত cautious ও modest। উহা আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের সকল অভিভাবককেই স্কুলে ছেলে পাঠাইতে বাধ্য হইতে হইবে না। কেননা সেটা অসম্ভব ব্যাপার; স্কুল কোথায় এবং টাকা দেয় কে! সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে আইনটি পাশ হইলেও Seditious Meetings Act এর মত বিনা আবাহনে উহা কোনও স্থলে প্রয়োগ করা হইবে না। তবে এ আবাহন রাজ পুরুষের নহে, জনসাধারণের। যদি কোনও Municipality, District Board বা অন্য স্থান বিশেষের জনসাধারণ বা তাহাদের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করে এবং খরচের অংশ বহন করিতে স্বীকৃত থাকে তবেই সেইস্থানে এই আইন প্রযুক্ত হইবে, এবং বালকের মাতৃভাষা শিক্ষা দেয় দুই মাইলের মধ্যে এরূপ recognised স্কুল থাকিলে সাধারণের অভিভাবক বালককে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হইবে। না পাঠাইলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য বিশেষভাবে আবেদন করিলে বালিকাদিগের সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ বিধি প্রযুক্ত হইবে।

গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত আইনটি লইয়া খুব বেশী নয় তবে কিছু আন্দোলন হইয়াছে। তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশের মত এই

আইনের সপক্ষে। দিল্লির দরবারে সম্রাট ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে রাজ-অভিপ্রায় ও অৰ্দ্ধকোটী মুদ্রাদান ঘোষণা করিয়াছেন, এবং যে দান ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত গোখেলে মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষাসচীব বার্ষিক দান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনে ভারত-সম্রাট যে প্রত্যুত্তর করিয়াছেন তাহা সমস্তই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে গোখেলে মহাশয়ের বিলের সমর্থক। সুতরাং খুব সম্ভব এই শিক্ষাবিল্ কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবৰ্দ্ধিত আকারে সত্বরেই আইনে পরিণত হইবে।

আইনে বাধ্য করিয়া দেশের সকল ছেলেমেয়েকে লিখিতে পড়িতে শেখান উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সে আলোচনা অতি জটিল এবং এ সম্বন্ধে মতভেদও অতি বিচিত্র। যাহাদের প্রায় সকল বিষয়েই মতের মিল তাহাদেরও এ স্থলে মতদ্বৈধ। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৭০ সালে যখন Englandএ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়, তখন এই আইনের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থক ছিলেন Thomas Huxley ও অত্যন্ত গোঁড়া আপত্তিকারী ছিলেন Herbert Spencer। বিজ্ঞান-ধৰ্ম্ম-দর্শনে একমতাবলম্বী এই দুই বৈজ্ঞানিক বীরের এ সম্বন্ধে মসিযুদ্ধ অতি বিখ্যাত ও শিক্ষা-প্রদ। যাঁহারা বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষার দুই পিঠই দেখিতে চাহেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে উভয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। ৩০ বৎসরের অধিক ঐ আইনের ফলাফল দেখিয়াও Herbert Spencer জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মত পরিবর্ত্তন করেন নাই; এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বুয়র যুদ্ধের মৃদু আঘাতেই ইংলণ্ডের সভ্যতার বার্ণিশ উঠিয়া গিয়া ভিতরের বর্ব্বরতার লৌহ বাহির হইয়া পড়িল তখন বৃদ্ধ Spencer এই "up to the level of news paper reading"—শিক্ষার উপর যে রোষাগ্নি বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে অতি উৎসাহীর মনেও দ্বিধা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে জার্ম্মানি, জাপান ও মার্কিণরাজ্যের উন্নতির যে বিদ্যুৎগতি সকলকে চমৎকৃত করিতেছে অনেকেই তাহার মূলে প্রধানতঃ এই তিন দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী দেখিতে পান। যাহা হউক এই বিষয়ের মীমাংসা এ প্রবন্ধের জন্য অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত গোখেলে মহাশয়ের শিক্ষাবিল্ আইনে পরিণত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাহার ফলাফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা তাহাই আমার আলোচ্য।

কলিকাতার Statesman, Friend of India, অর্থাৎ "রাজনৈতিক ভারতবন্ধু" গোখেলে মহাশয়ের আইনের একটা মস্ত দোষ বাহির করিয়াছেন। দোষটা এই যে, এই আইনের ফলে যে স্থানে শিক্ষার প্রচলন অধিক সেই স্থানেই উহা আরও অধিক হইবে, কিন্তু যে স্থানে শিক্ষা সম্বন্ধে লোক পশ্চাৎপদ সেই স্থানে ঐ আইন দ্বারা বড় ফললাভ হইবে না, কেননা সে জায়গার লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া সম্ভবতঃ ঐ আইনকে ডাকিয়া লইবে না। ভারতবাসীর দিন বোধ হয় ঘনাইয়া আসিয়াছে, কেননা তাহারা এ সুহৃদ্‌বাক্যের মৰ্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তাহারা বলিতেছে যে, শ্রীযুক্ত গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্যই তাহাই। যে প্রদেশের লোক শিক্ষায় অগ্রবর্ত্তী তাহারা আরও দ্রুতবেগে অগ্রবর্ত্তী

হউক, তখন ঐ আইনের সুফল দেখিয়া পশ্চাৎপদ প্রদেশও ক্রমে অগ্রসর হইবে এবং তাহা হইলে Punitive Police এর মত Governmen কে খুসি হইয়া ঐ আইন কোনও স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে না, অর্দ্ধোদয় স্নানে স্বেচ্ছা-সেবকের মত লোকে নিজের খুসিতেই উহাকে ডাকিয়া লইবে। সে যাহা হউক, মিত্র মহাশয়ের প্রকাশিত ব্যাপারটি প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের দোষই হউক বা গুণই হউক, ঐ ব্যাপারটি সত্য।

শ্রীযুক্ত গোখেলে মহাশয়ের বিল আইনে পরিণত হইলে যে প্রদেশের লোকশিক্ষা কিছু অগ্রসর হইয়াছে সেই প্রদেশেই সর্ব্বপ্রথমে আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে। আমাদের বাঙ্গালা দেশ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতি লইয়া যে প্রদেশ রাজাজ্ঞায় গঠিত হইতে চলিল, সেই প্রদেশ লোকশিক্ষায় ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী। এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতীয় জীবনের উন্মেষ ও চাঞ্চল্যও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং আশা করা যায়, গোখেলে মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের কার্য্য এই প্রদেশেই প্রথমে দ্রুত গতিতে চলিতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তবে আগামী দশ বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপান পুস্তক পড়িতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইবে। বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটী ২০ লক্ষ। এই জন সাধারণের মধ্যে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইবে, তাহার উদ্দেশ্য হইবে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া। মাতৃভাষায় ছাপান পুস্তক অনায়াসে পড়িতে শেখানই প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এইটুকু না করিতে পারিলে উহার উদ্দেশ্য বিফল হইল, এবং ইহার অধিক বেশী কিছু চেষ্টা করা প্রাথমিক শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষে অসম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও আনন্দদান নহে, উহার উদ্দেশ্য পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া। পূর্ব্বোক্ত ৪ কোটী ২০ লক্ষের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেকের সামান্য কিছু উপরে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই বিরাট মুসলমান জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই প্রদত্ত হইবে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে যে যাহাই বলুক না কেন, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার উপায় নাই, এবং বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণও তাহা বেশ জানেন। বিগত গ্রীষ্মকালে রঙ্গপুরে পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান শিক্ষাসমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে বক্তাগণ সকলেই বাঙ্গালাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেবল সভাপতি মহাশয়ের লিখিত বক্তৃতা ইংরেজীতে হইয়াছিল। এবং ঢাকা আইন-কলেজের অধ্যাপক মহাশয়, যিনি পূর্ব্বে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং পীড়িত বলিয়া আসিতে পারেন নাই, তিনি ইংরেজী ভাষায় রচিত আরবী সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠকালে সভাস্থলে মুসলমান প্রতিনিধি ও দর্শকগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন মহম্মদীয়গণের পূর্ব্বগৌরব স্মরণে বলিয়া বোধ হইল

না। ঐ সভাস্থলে কোনও মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবের সহিত সমিতির কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত, অধুনা নবাব, নবাবআলি চৌধুরী মহাশয়ের উর্দ্দুতে কিঞ্চিৎ তর্কযুদ্ধ হয়। সেই সময় নিমন্ত্রিত হিন্দু ও সমাগত মুসলমান সভামহোদয়গণের সকলেরই মুখে প্রায় একই রূপ উদাসভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোখেলে মহাশয়ের শিক্ষা-আইনের ফলে এই ৪ কোটী লোকের বেশ একটি বড় অংশ বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপান বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক পড়িতে শিখিবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর ইহার ফলাফল কিরূপ? পড়িতে শিখিলেই অবশ্য লোকে পড়ে না, কিন্তু যদি কেহ পড়িতে জানা এই বিরাট জনসমষ্টিকে পড়াইতে পারে, তবে যশের মন্দিরে তাহার স্থান হউক বা নাই হউক কমলার ভাণ্ডার তাহার নিকট অবারিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বঙ্গসাহিত্যসেবীর সাহিত্যরচনাই জীবনোপায় তাহার সাংসারিক অবস্থা লোভনীয় নহে, তা তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাই করুন আর ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসই রচনা করুন। ইংলণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীর অবস্থা যাহাই হউক, অনেক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখক কোটীপতি হইয়াছে। হল কেইন (Hall Caine) বর্ত্তমানকালের ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা উপন্যাসিক। তাঁহার ক্রিশ্চিয়ান্ (Christian) নামে একখানি উপন্যাস আছে। প্রকাশ তিনি ১৫০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২½ লক্ষ টাকায় ঐ একখানি পুস্তকের গ্রন্থসত্ব বিক্রয় করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে Christian এর সমতুল্য উপন্যাসের একবারে অভাব নাই। বঙ্কিমের যে কোনও উপন্যাস Chiristian হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত উপন্যাসের গ্রন্থ সত্বের বিক্রয় মূল্য Christian এর তুলনায় নগণ্য হইবে। ইহার কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা মুষ্টিমেয়, ইংরাজী পুস্তকের পাঠক সংখ্যা অগণিত। কিন্তু গোখেলে মহাশয়ের শিক্ষা-আইনের ফলে, যদি একটি বিরাট জনসঙ্ঘ বাঙ্গালা পড়িতে শেখে, তবে আমার স্থিরবিশ্বাস বাঙ্গালার একশ্রেণীর সাহিত্যের একটি বিরাট পাঠক সংখ্যার সৃষ্টি হইবে। সে কোন শ্রেণী? উত্তর অতি সহজ—ছোট গল্পে ভরা অল্প দামের ছবিওয়ালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র, এবং অল্প দামের ছোট উপন্যাস। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে যাহারা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া বাহির হইবে, কেহ আশা করেন না যে, তাহারা কোনও রূপ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম ও ইচ্ছুক হইবে, কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর গল্প ও উপন্যাস তাহাদের ঘরে উপস্থিত হইবেই হইবে। এই শ্রেণীর সাহিত্য হইতে আনন্দলাভের উপযুক্ত হইয়া তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ত বর্দ্ধনশীল, চঞ্চলগতি ছাপাখানা তাহাদিগকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে না, এবং তাহারাও এই আনন্দকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর সাহিত্য স্রষ্টাগণের কেহ কেহ বাঙ্গালা দেশেও বিলাতের মত কোটীপতি না হউক লক্ষপতি হইবে। ইহাদের রচিত উপন্যাস ও গল্পে কোনও রূপ উচ্চ কলানৈপুণ্য প্রকাশ হইবে এরূপ সম্ভাবনা বিরল; কেননা যে বাজারে এই সাহিত্য বিকাইবে

সেখানকার খরিদদারগণ সূক্ষ্মশিল্প চায় না, মোটামালেরই আদর করে। সমালোচকগণ যতই তারস্বরে উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে বলুন না কেন, ইহা অতি সহজে বোধা যে ফরমাইস্ করিলেই উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না এবং যশের মন্দিরে স্থানলাভ যতই লোভনীয় হউক বেঙ্গলব্যাঙ্কএর আমানতের খাতায় স্থান লাভও কম লোভনীয় নহে। মোট কথা, আবশ্যক ও যোগানের ( Demand ও Supply ) নীতিতে কাপড়, চিনি, ঘি, ময়দার মত এই সাহিত্যের মালও প্রস্তুত ও বিক্রয় হইবে। সেইরূপই অবারিত ভেজাল চলিতে থাকিবে। কোনও সমালোচক সম্প্রদায় (Corporation) তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

এই চিত্র দেখিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। যে দেশেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেই দেশেই এইরূপ সাহিত্য অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা। অন্যান্য দেশে যেরূপ হইয়াছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ গল্প উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বস্তু বিষয়ের জ্ঞান লোকের ঘরে প্রবেশ করিবে এবং নানাবিষয়ে জ্ঞানের সরল গ্রন্থাদিও বাঙ্গালাভাষায় বহু পরিমাণে রচিত হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্য স্রষ্টাগণ ইহাতে যত অধিক সমর্থ হইবেন, ততই বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর মঙ্গল। যাঁহারা মনে করেন দেশময় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলেই দেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানের আলোকে দেশ পূর্ণ হইবে, তাঁহারা অবিদ্যার অন্ধকারকে অতি লঘু বলিয়াই মনে করেন এবং মানবজাতির সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর অতিরিক্ত সম্মানও প্রদর্শন করেন না।

একটি শেষ কথা, কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কথা আছে। দেশের যে শ্রেণীর লোক এখন কোনও শিক্ষা পায় না, তাহারা গোখেলে মহাশয়ের আইনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে। কিন্তু সকলের শিক্ষাই প্রাথমিক অবস্থায় শেষ হইবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশ্চয়ই শিক্ষালাভে তৎপরতা দেখাইবে, এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। এই রূপে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধিত হইবে। তাহার ফলে বাঙ্গালায় উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্রষ্টা ও রসজ্ঞের সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে। আম গাছে যে মুকুল আসে তাহার অধিকাংশই ঝরিয়া পড়ে, অতি অল্প কয়েকটিই ফলে পরিণত হয়। সকল দেশেরই উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে পনর আনা লোক কেবল টাকা আনা ও টাকা ব্যয়ের কাজেই জীবন কাটায়। বাকী এক আনাই জ্ঞানের বৃদ্ধি ও সাহিত্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু মোট ষোল আনা যত বড় হইবে, এক আনাও সেই অনুপাতেই বড় হয়। আমাদের আশা আছে, গোখেলে মহাশয়ের শিক্ষা-আইনের ফলে বাঙ্গালীর মধ্যে এক আনার সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং গোখেলে মহাশয়ের ও তাঁহার বিলের জয় হউক।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

# একখানি গিরিলিপি।

দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার ৩২৩ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে পূর্ব্ব নিদাঘতাপিত বাবিলন নগরে দেহত্যাগ করিলেন। পরবর্ত্তী শীতকালে ভারতবাসিগণ প্রথিতনামা মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের বিপুল বিক্রমকে আশ্রয় করিয়া গ্রীকগণকে ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশে বিতাড়িত করিল এবং অচিরকাল মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত স্বকীয় অসামান্য প্রভাবে ও পরাক্রমে নন্দবংশীয় শেষরাজা ধননন্দকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাটালীপুত্রের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দে 'পারদ' (Paradeisos) নগরে আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্যের পুনরায় বিভাগ হইল এবং সেলিউকস নিকেটর (Seleucus Nikator) বাবিলনরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার ছয় বৎসর যাইতে না যাইতেই সেলিউকসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এন্টিগোনাস্ (Antigonus) সেলিউকসকে বাবিলন রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। সেলিউকস ইজিপ্ত দেশে পলায়ন করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। ইহার পর তিনটি সুদীর্ঘ বৎসর কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল, সেলিউকসের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় সুপ্রসন্না হইলেন। তিনি পুনরায় বাবিলন রাজ্য অধিকারে সমর্থ হইলেন এবং চতুর্দ্দিক স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার ও বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ভীষণযুদ্ধে ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ (Bactrians) গণকে পরাভূত করিয়া আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক বিজিত ভারতীয় প্রদেশসমূহ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত স্বকীয় বিজয়োৎফুল্ল বাহিনীকে ভারতাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু এবার ভারতবাসিগণ উদাসীন ছিলেন না, তাঁহাদের উপযুক্ত নেতারও অভাব হয় নাই। তাঁহারা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গর্ব্বিত পতাকামূলে সজ্জিত হইয়া বিপুল বিক্রমে গ্রীকবীরগণের উপর আপতিত হইলেন। গ্রীকগণ ভারতবাসিগণের সে বীরবিক্রমের সম্মুখে, ঝটিকামুখে তৃণদলের ন্যায় বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন এবং অবিলম্বে গ্রীকরাজের সহিত ভারত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাজ দুহিতা লাভ করিলেন এবং গান্ধার হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অপর পক্ষে সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে ৫০০ হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে ৩০৬ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে সেলিউকস্ নিজরাজ্যে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট সিরিয়ার রাজা (King of Syria) নামে সুপরিচিত হইলেন।

ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, এই সময় হইতে পাটালীপুত্রের ভারতসম্রাট্‌গণের সহিত গ্রীকরাজগণের রীতিমত সখ্যতা সংস্থাপিত হয় এবং গ্রীকদূতগণ নিয়মিতভাবে পাটালীপুত্র রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক ভারতবাসিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা দৃঢ়তর করিতে থাকেন। সেলিউকস্ নিকেটর প্রথিতনামা মেগাস্থিনিস্‌কে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন, এবং চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাতের সভায় ডাইমেকস্ নামক গ্রীকদূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেলিউকসের মৃত্যুর পরেও গ্রীকরাজগণের সহিত মৌর্য্যসম্রাটের সখ্য-ভাব তিরোহিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক প্রিয়দর্শীর ত্রয়োদশ সংখ্যক গিরি-লিপি হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা গিরিলিপি খানির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম—

"দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী স্বকীয় রাজত্বের নবম বর্ষে কলিঙ্গদেশ সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন। (কলিঙ্গ দেশ হইতে) ১৫০০০০ লোক সামরিক বন্দী স্বরূপে আনীত হইয়াছে, ১০০০০০ লোক হত হইয়াছে এবং বহু সহস্র ব্যক্তি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

কলিঙ্গদেশ সমূহ স্বরাজ্যভুক্ত করিবার পর হইতে সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সদ্ধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছেন, ধর্ম্মকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সদ্ধর্ম্মের নিয়মগুলি প্রচার করিতেছেন।

সম্রাট্ প্রিয়দর্শী কলিঙ্গদেশসমূহ জয় করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন। কারণ কোন প্রদেশকে জয় করিতে হইলে বহু লোককে হত্যা ও বন্দী করিতে হয় এবং বহুলোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

সম্রাট প্রিয়দর্শীর অধিকতর অনুতপ্ত হইবার আরও একটি কারণ এই যে কলিঙ্গদেশ-সমূহে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ এবং নানা সম্প্রদায়ের লোক ও গৃহস্থগণ বাস করেন। এই সকল ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও পিতামাতার প্রতি ভক্তি, শিক্ষকের নিকট আনুগত্য, এবং বন্ধু-বর্গ, পরিচিত ব্যক্তিসমূহ, সহচর, আত্মীয়, দাস ও ভৃত্যগণের সহিত বিশ্বস্ত ও উপযুক্তভাবে আচরণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধ দ্বারা এই সকল সুশীল ব্যক্তিগণের নির্য্যাতন ও বধ, এবং স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহাদের আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি, যে সমস্ত ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাদের বন্ধুবান্ধব, সহচর এবং আত্মীয়গণের ধ্বংস সাধিত হওয়ায় তাহাদের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে বেদনা লাগিয়াছে এবং এইরূপে যাহারা শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের প্রতিও কঠোরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমুদয় দুঃখের কাহিনী রাজা অশোককে অত্যন্ত অনুতপ্ত করিয়াছে। কারণ এমন কোন দেশ নাই যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায় ব্যতীত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ পরিদৃষ্ট হয় না এবং যেখানে সাধারণ ব্যক্তিগণ ইহাদের যে কাহারও প্রতি অনুরক্ত নহে। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি নিহত, বন্দী ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার শত কি সহস্রাংশের একাংশ ক্ষতিতেও এক্ষণে রাজা প্রিয়দর্শী অত্যন্ত অনুতপ্ত হইবেন।

যদি কেহ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করে, তথাপি রাজা প্রিয়দর্শী যথাসম্ভব ধৈর্য্যসহকারে তাহা সহ্য করেন। এমন কি, তাঁহার রাজ্যমধ্যস্থিত আরণ্য মানবগণের প্রতিও রাজা প্রিয়-দর্শীর সহানুভূতি জন্মিয়াছে এবং তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে তিনি চেষ্টা করেন, কারণ রাজা প্রিয়দর্শীর সমুদয় শক্তি এক্ষণে অনুতাপে প্রযুক্ত হইতেছে। ঐ সমস্ত জাতির

প্রতি এই প্রকার আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ; যথা—দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হও, কারণ তাহা হইলে ধ্বংস মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ; রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন যে, জীব মাত্রই যেন নিরাপদ হয়, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিতে শিক্ষা করে, মনের শান্তি ও আহ্লাদ লাভ করে।

সম্রাট প্রিয়দর্শীর মতে ধর্ম্মদ্বারা বিজয়লাভই শ্রেষ্ঠ বিজয়। সম্রাট প্রিয়দর্শী তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যে এবং তাহার বাহিরে ৬০০ যোজন পর্য্যন্ত যে সমস্ত রাজা বর্ত্তমান রহিয়াছে তথায় এমন কি, যেখানে যবনরাজ আন্তিয়োক (Antiochus) বাস করেন এবং আন্তিয়োকের রাজ্য ছাড়িয়া যেখানে টলেমী (Ptolemy), আন্তিগোনস (Antigonus), মগ (Magus), ও অলিকসন্দর (Alexander) রাজত্ব করেন, সেই সমস্ত রাজ্য এবং দক্ষিণদিকে চোল, পাণ্ড্য ও সিংহলরাজ্যে এবং সম্রাটের নিজ রাজ্যের যেখানে যবন ও কাম্বোজগণ আছে তথায়, নাভাক-রাজ্যের নাভিতিগণ, ভোজ ও পৈঠানকগণ, এবং অন্ধ্র ও পুলিন্দগণের মধ্যে, এবং সর্ব্বত্র যেখানে সম্রাট প্রিয়দর্শীর প্রচারিত সদ্ধর্ম্মের অনুগামী মানবগণ বর্ত্তমান আছে ঐ সমস্তদেশ ও জাতি তিনি সদ্ধর্ম্মের দ্বারা বিজিত করিয়াছেন।

এমন কি যে সকল প্রদেশে সম্রাট প্রিয়দর্শীর দূতগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে, সেই সমস্ত প্রদেশের লোকসমূহও সম্রাটের পুণ্যময় ঘোষণা [ যাহা সদ্ধর্ম্মের অনুকূল ] অনুসারে সদ্ধর্ম্মের নিয়মগুলি শ্রবণমাত্র পালন ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

এইরূপে কার্য্য দ্বারা যে বিজয়লাভ [ সর্ব্বত্রই যে বিজয়লাভ হইয়াছে ] তাহাতে মানবমনে আনন্দের উদ্রেক করে।

সদ্ধর্ম্মের দ্বারা বিজয়লাভে যে আনন্দপ্রাপ্ত হওয়া যায় ঐ প্রকার আনন্দও সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করেন, কারণ, পারলৌকিক ব্যাপারসমূহ ব্যতীত আর কিছুই সম্রাটের মনে স্থানপ্রাপ্ত হয় না।

এই গিরিলিপি এই উদ্দেশ্যে সমুৎকীর্ণ হইল যে সম্রাট প্রিয়দর্শীর পুত্রপৌত্রাদি মধ্যে কেহ যেন কখনও অন্যবিধ দিগ্বিজয়কে কর্ত্তব্য বিবেচনা না করেন।

এমন কি, যদি কখনও অস্ত্রবলে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, তখনও যেন সদ্ধর্ম্ম দ্বারা বিজয়-লাভকেই প্রকৃত বিজয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং ধৈর্য্য ও সাধুতার মধ্যে আনন্দ প্রাপ্ত হন। এই প্রকার বিজয়লাভ ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই উপকারী—তাঁহারা যেন ইহ-লোক ও পরলোক উভয়লোকে ফলপ্রদ কার্য্যসমূহের মধ্যে আনন্দ অনুভব করেন।"

সম্রাট্ প্রিয়দর্শী যে সমস্ত রাজন্যবর্গের নিকট সদ্ধর্ম্মের প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে গ্রীকরাজ আন্তিয়োক্, টলেমী, আন্টিগোনস, মগ ও অলিকসন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য এবং উদ্ধৃত গিরিলিপি খানি আমাদিগের নিকট অতীতযুগের একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিতেছে। যবনরাজ "আন্তিয়োক" গ্রীক ইতিহাসোক্ত সিরিয়াদেশের গ্রীকরাজ 'এন্টিয়োকস্ থিয়স্' (Antiochus Theos). 'টলেমি', গ্রীক ইতিহাস বর্ণিত ইজিপ্ট-

রাজ 'টলেমি ফিলাডেলফস্' (Ptolomy Philadelphus) 'এন্টিগোনস্' গ্রীক ইতিহাসবর্ণিত মাসিডোনিয়ার অধিপতি 'এন্টিগোনাস্ গোনেটস্' (Antigonus Gonatas), 'মগ' গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত সাইরিন্-রাজ 'মেগাস্' (Magus), এবং 'অলিকসন্দর' গ্রীক ইতিহাসোক্ত ইপাই রাসের রাজা 'আলেকজাণ্ডার' (Alexander) হইতে যে অভিন্ন তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ইঁহারা সকলেই সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর সমসাময়িক ও তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে এবং এই গিরিলিপিখানিই প্রাচীন ভারতের স্মরণীয় সম্রাটের সহিত তদানীন্তন গ্রীক-রাজন্যবর্গের ঘনিষ্ঠতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

# কলাপ-ব্যাকরণের উৎপত্তি।

প্রাচীনকালে এই বঙ্গদেশে বিশেষতঃ নবদ্বীপ বিক্রমপুর প্রভৃতি পীঠস্থানে, বেদ ও বেদাঙ্গ, প্রাচীন ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র, পাতঞ্জল ও মহাভাষ্য-সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে হিন্দু রাজত্বের অধঃপতনে ও মুসলমান-শাসনের প্রভাবে, স্বদেশীয় রাজার উৎসাহের অভাবে ও দেশীয়গণের অযত্নে ও অনুৎসাহে সেই বিদ্যার জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং ষড়ঙ্গ বেদ, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি, কপিল, কণাদ প্রভৃতির ষড়দর্শন এবং দুরূহ ও বিস্তীর্ণ ব্যাকরণ শাস্ত্রসমূহের অধ্যাপনা এদেশ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময়ে এদেশে সহজ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সকল ও শ্রমকাতর অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা-সৌকার্য্যার্থ প্রাচীন ন্যায় ও স্মৃতির নব্যসংগ্রহ গ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বোপদেবের মুগ্ধবোধ, ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার, পদ্মনাভের সুপদ্ম-কৌমুদী ও শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি হয় এবং প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্ত্তে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নব্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের ও রঘুনাথ শিরোমণির দর্শনসংগ্রহের জন্ম হয়। সেই অবধিই পাণিনী, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য কপিল ও কণাদ প্রভৃতির আদর বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হয়। এই সকল সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের সৃষ্টি হওয়ায় বঙ্গভূমির নানাস্থানে উহাদেরই প্রচলন হইয়া উঠে। এখনও এই বঙ্গদেশের কলিকাতা ও নবদ্বীপ অঞ্চলে মুগ্ধবোধ, ঢাকা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা চট্টগ্রাম নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে ও উড়িষ্যা বিভাগের অনেকস্থলে কলাপ ব্যাকরণ, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় সংক্ষিপ্তসার এবং কোন কোন প্রদেশে সুপদ্মের প্রচলন দেখা যায়। এই জন্যই এক্ষণে এদেশীয়গণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য একরূপ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভূত ভাষায় লিখিত "বৃহৎকথাগ্রন্থ" অতীব প্রাচীন। দণ্ডী, সুবন্ধু, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভবভূতি, বিশাখা দত্ত এবং বিষ্ণুশর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ বৃহৎ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎকথার বিষয় লইয়াই বাসবদত্তা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। সোমদেব ভট্ট কৃত 'কথা-সরিৎসাগর" গ্রন্থ উক্ত কথা গ্রন্থেরই সংস্কৃত পদ্যানুবাদ, ইহাও অনেকেই জানেন। সংস্কৃত শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কিরূপে কলাপ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তাহা "কথাসরিৎসাগরে" বিশদ রূপে বর্ণিত আছে। সে বিবরণ এই :—শর্ব্ববর্ম্মার নিবাস দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নর্ম্মদাতীরে বরুকচ্ছ ( বর্ত্তমান বরোচ ) নামক গ্রামে যথা—

"রাজার্হরত্ননিচয়ৈরথ শর্ব্ববর্ম্মা
তেনার্চ্চিতো গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞা
স্বামিকৃতশ্চ বিষয়ে বরুকচ্ছনাম্নি
কূলোপকণ্ঠবিনিবেশিনি নর্ম্মদায়াঃ ( কথাসরিৎসাগর ১।৬।১৬৬ )

অর্থ—রাজা সাতবাহন গুরু শর্ব্ববর্ম্মাকে বিবিধ মহার্ঘরত্নের দ্বারা পরিতুষ্ট নর্ম্মদাতীরস্থ বরুকচ্ছ গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার অধীশ্বর করিয়াছিলেন। শর্ব্ববর্ম্মার আবাসস্থানের পরিচয় পাওয়া গেল, এখন কলাপোৎপত্তি কাহিনী বলিতেছি :—

বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান ( মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন রাজধানী ) নগরীতে প্রবল পরাক্রান্ত "সাতবাহন" ( সিংহ বহন করিয়াছিলেন বলিয়া নাম সাতবাহন ) নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি জলক্রীড়া কালে পত্নীকে জলতাড়নে কাতরা করিলে পত্নী তাহা সহিতে না পারিয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন "মোদকৈর্দেব! পরিতাড়য় মাম্", যথা—

"সাজলৈরভিষিঞ্চন্তং রাজানমসহা সতী।
অব্রবীন্মোদকৈর্দেব! পরিতাড়য় মামিতি॥"

অর্থাৎ রাজমহিষী রাজার জলতাড়ন সহিতে না পারিয়া কহিয়াছিলেন, রাজন্! উদক দ্বারা আমাকে পরিতাড়িত করিবেন না, উক্ত বাক্যে রাজা মোদক শব্দ শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই মোদক আনাইয়া স্বহস্তে মহিষীর মুখে দিলেন, তখন রাজ্ঞী হাস্য করিয়া রাজাকে কহিলেন "মহারাজ একি? আমি কি আপনার নিকট মোদক চাহিয়াছি? আমি গাত্রে জল দিতে বারণ করিয়াছি।"

রাজা কহিলেন "সে কি? তাহা তুমি কখন বলিলে? তুমি বলিলে "মোদকং দেহি" অর্থাৎ মোদক কি না সন্দেশ দাও। "ক্ষুচ্ছ্বাসশ্রমকাতরা" ক্ষুধা, শ্বাস ও শ্রমে তুমি কাতরা"; রাজ্ঞী পুনরায় হাস্য করিয়া শ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন 'ছি মহারাজ! তুমি বড় মূর্খ, তুমি ব্যাকরণের সান্ধ জান না, আমার ক্ষুধা পায় নাই আমি সন্দেশও চাহি নাই, আমি জল দিতে বারণ করিয়াছি, বলিয়াছি মোদকং দেহি অর্থাৎ "মা উদকং দেহি" 'উদকং মা দেহি" অর্থাৎ গায়ে জল দিও না, "ক্ষুৎশ্বাসশ্রমকাতরা" ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি, শ্বাস অর্থাৎ হাঁপ ও শ্রমে কাতর হইয়াছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া বড়ই অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইলেন। অপ্রতিভ হইয়া জলবিহার

হইতে নিবৃত্ত হইয়া রাজবাটী গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভাপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা আমাকে কতদিনে ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন করিতে পারেন? রাজপণ্ডিত কহিলেন, আমি ছয় বৎসরে আপনাকে ব্যাকরণে কৃতাবস্থ করিতে পারি। তচ্ছ্রবণে পণ্ডিত শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া কহিলেন, আমি ছয় মাসে পারি। যথা:—

শ্রুত্বৈতৎ সহসা সের্ষাং শর্ব্ববর্ম্মা কিলাব্রদৎ
সুখোচিতে জনক্লেশং কথং কুর্য্যাদিয়চ্চিরং।
তদহং মাসষট্কেন দেব ত্বাং শিক্ষয়ামি তৎ॥
(কথা সরিৎসাগর ১।৬।১৪৬)

শর্ব্ববর্ম্মা ঐরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোর বিপদে পড়িলেন। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরিতে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষদেব কার্ত্তিকেয়ের আরাধনার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয় সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বার্থপূর্ণ বর ও উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর শর্ব্ববর্ম্মা সিদ্ধমনোরথ হইয়া রাজা সাতবাহনের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, আপনি বিস্তৃতরূপে কার্ত্তিকেয়ের বর প্রদানের কথা বলুন, তখন শর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন—

"আমার কঠোর আরাধনার পর ভগবান কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া ছয় মুখেই "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়" এই সূত্রটি উচ্চারণ করিলেন তাঁহার বরে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমি মনুষ্য স্বভাব সুলভ চপলতাপ্রযুক্ত নিজ বুদ্ধির প্রভাবে তৎপরবর্ত্তী "তত্র চতুর্দ্দশাদৌস্বরাঃ" এই সূত্রটি বলিলাম। অনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, যদি তুমি চপলতাপ্রযুক্ত আমায় বাধা না দিয়া পরবর্ত্তী সূত্রও বলিতে দিতে, তাহা হইলে এই ব্যাকরণের নিকট পাণিনির ব্যাকরণও পরাস্ত হইত। এখন অল্প সিদ্ধান্ত থাকা প্রযুক্ত ইহা "কাতন্ত্র" নামে এবং আমার বাহন ময়ূরের কলাপের (পুচ্ছের) নামানুসারে এই ব্যাকরণ "কলাপ" নামেও খ্যাত হইবে। উক্ত কলাপ ব্যাকরণ কুমার কার্ত্তিকেয়ের বরলব্ধ বলিয়া "কৌমার ব্যাকরণ" নামেও অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; যথা—সায়নাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যকের ২ আং, ২ অং, ৪ সং, ১ মন্ত্র "তদা ইদং বৃহতী সহস্রং" এই মন্ত্রের ভাষ্যে "কৌমার ব্যাকরণ" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক অনেকে শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের শিষ্য এই সাতবাহনকে শালিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্যের কথা কি বলিব? কলাপচন্দ্র প্রণেতা সুষেনাচার্য্যও সন্ধিবৃত্তির নমস্কার পাদে "পুরাকিল শ্রীশালিবাহনাভিধানং নরপতিং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং" ইত্যাদি লিপিদ্বারা শালিবাহনই শর্ব্ববর্ম্মার শিষ্য এই কথা বলিয়াছেন, এবং কথাসরিৎসাগরের অনুরূপ জনশ্রুতিমূলক দুইটি পদ্যও লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, সুসেনাচার্য্য কথাসরিৎসাগর না দেখিয়াই সাতবাহন স্থলে শালিবাহন লিখিয়াছেন, অথবা লিপিকরগণ সাতবাহন শব্দের অন্তর্গত সাত শব্দের সিংহার্থ না বুঝিয়া শালিবাহন করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় সাতবাহন ও শালিবাহন নরপতির অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বিগত ১৩০৮ সনে গবর্ণমেণ্ট গৃহীত কলাপব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি কিরূপে হইল এবং কাতন্ত্র সূত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বা কি? এরূপ প্রশ্ন ছিল। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে পুরাতত্ত্বানুশীলনের চর্চ্চা না থাকায় ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় কেহই লিখিতে পারেন নাই, এবং গ্রন্থের বাহিরে প্রশ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তদবধি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের এবং গ্রন্থকর্ত্তাগণের বিবরণ সংগ্রহের বাসনা আমার বলবতী হয়। এবং অনুসন্ধানে 'কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি" সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

এ বিষয়ে স্বর্গীয় পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও সংস্কৃত-চন্দ্রিকার সম্পাদক অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বভাবতই গ্রন্থকর্ত্তার জীবনী সম্বন্ধে এবং গ্রন্থের উৎপত্তি রহস্য জানিবার পিপাসা জাগরিত হইয়া থাকে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহোদয়গণের ও ছাত্রবর্গের এ বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

# কথা ও ছিল্কা।

## বাহা সে বান্ধব

রাজা ভাইক বড়এ ছেন্‌হ[১] করে। দালান কোটা গাড়ী দিছে; চৌদি[২] তার ফুলের বাগান; দাসী বান্দী দিছে, টাকা কড়ি দিছে, পৈরণ[৩] পরিচ্ছদ হাত্তী ঘোড়া ভৈস[৪] গরু কতএ দিছে। রাজার ভাই রাজার কুঙর; খায় বেড়ায় মহা সুক্কে থাকে। কুঙর জন্ধাও[৫] বড়; জন্ধে[৬] লাগিলে কাঞোএ উয়ার সথে না পারে। কিন্তু কেছুতে কুঙরের মন নাঞি। ভাই ছেন্‌হ করে, সোগ[৭] দেয়; কেছুর ভাবনা নাই; যে দিন যেটে[ক] খুসি সে দিন সেটে[খ] যায়; হাসি খেলি করি থাকে; আর শিকারের কথা শুনিলে ত মহা আনন্দ। সাত কাম ফেলে থুইয়া শিকারক যায়; তিন দিন ভোক্ সয়া শিকার করে তেঞো না হাউপ্‌সায়[৮]।

---

১। ছেন্‌হ—স্নেহ। ২। চৌদি—চতুর্দ্দিকে। ৩। পৈরণ—পহিরণ—পরিহান—পরিধান। ৪। ভৈস্—মহিষ। ৫। জন্ধা—যোদ্ধা। ৬। জন্ধে—যুদ্ধে। ৭। সোগ সকল। (ক) যেটে—যত্র; (খ) সেটে—তত্র। ৮। তেঞো না হাউপ্‌সায়—তেঞো—রূপান্তর তেঁহো, তাহোঁ, তহোঁ—তধো—তথোই—তথাপি। হাউপ সায় ক্লান্ত হয়। সয়া—সহিয়া।

বৈশাখ মাসিয়া খরতাপী[৯] দিন। ঠাঞি ঠাঞি মাটি ফাটি চৌচির হৈচে। বোন জঙ্গল শুক্কি[১০] গেইচে। কোনটে পোড়া গেইচে; কোনটে খানিক তাজা আছে। বোনলা[১১] জন্তু গুলাও এলা[১২] বড় চালাক, দেখা পাওয়ায় দুষ্কর। তাবদ্দিন[১৩] ঘুরি কুঙর একটা শিকারও নাই পায়। পশ্চিয়া[১৪] বাতাস, তুফান[১৫] চড়ি গেইচে। তিস্‌সায়[১৬] কুঙরের ধাতু উড়ি গেইচে। বেলাও ডুবোঁ ডুবোঁ[১৭] তেঞো ঠাণ্ডা না হয়। ঘোড়াও ঘামি গেইচে[১৮]। দোনোএ[১৯] অচল। কুঙর একটা দিঘী পাইলে। জল তার ফটিকের কওয়াঁ[২০]। কুঙরের মন তুষ্ট হৈল। ঘোড়া হাতে নামিল। একটা গছত ঘোড়া বান্ধিল। সাজু[২১] থুইয়া ঘাসের উপরত বসিল। ঝসে[২২] তেঞো প্রাণ যায়। দিঘীত নামি ছিন্নান[২৩] করিল। উপরত উঠি ভিজা বস্তর ছাড়ি শুকুনা[২৪] বস্তর পিন্ধিল। ইদি[২৫] চানও উঠিছে। উপালি[২৬] জোনাকে বাড়ী ঘর, গছবীরূ,[২৭] ঝাড় জঙ্গল ঝক্ মক্ করি তুলিছে, সির্‌সিরা[২৮] বাতাসে নড়াচড়া ডালত্[২৯] ডাল জঙ্গলি ফুলের উপর পড়ি জনি জঙ্গল খানক হাসেয়া তুলিচে। কুঙরের নিজ বাড়ীর দুই জায়পুতে বেরা[৩০] ফুলের বাউক্‌চাতো অধিক শোভা। বাতাস লাগি কুঙরের সব্বাঙ্গ হিলহিলা[৩১] হৈল। মনের উল্লাসে কুঙরের মুখ দিয়া সুরধরা ছিক্কা বিরাইল।

দিগ্‌ঘী সে সরোবর, চন্দ্রে সে দীপ।
ভাই সে বান্ধব আর তিরি সে রসিক[৩২] ॥

মনত খোয়া[৩৩] ছিক্কা একবার কয়, দুইবার কয়, তিনবার কয়; বারে বারে কয় তেঞো হাউসে না মিটে; কিজানি এক অপুরূব[৩৪] বস্ত।

ওপারে একজন গিরির বেটী[৩৫] দিঘী হাতে কলসী কলসী জল তুলি পাহাড়ের নামাত

৯। মাসিয়া—মাসিক। খরতাপী—খরতাপ যার। ১০। শুক্কি—শুকিয়া, জোরে উচ্চারণ জন্য দ্বিত্ব। ১১। বোনলা—বনল—জঙ্গলা। ১২। এলা—এবেলা, এখন। ১৩। তাবদ্দিন—তাবৎ দিন, সমস্ত দিন। ১৪। পশ্চিয়া—পশ্চিমা, পশ্চিমদিক হইতে আগত। ১৫। তুফান—শুষ্কঝড়, নীরসতা। ১৬। তিস্‌সায় ধাতু উড়ি গেইচে—তিস্‌সায়—তৃষ্ণায়, ধাতু—শরীর ধারক ধাতু, রসধাতু ১৭। ডুবোঁ ডুবোঁ—"ডুবি" "ডুবি" এইরূপ ভাব দেখায় যে। ১৮। ঘামি গেইচে—ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। ১৯। দোনয়—দুয়য়, দ্বয়, উভয়ে ২০। কওয়াঁ কনবা, কণা। ২১। সাজু—সজ্জা। ২২। ঝসে, ঝস্—ঘর্ম্ম। ২৩। ছিন্নান—স্নান। ২৪। শুকুনা—শুক্‌, "শুষ্ক" এই ভাবটিও ইহাতে আছে। ২৫। ইদি—এদিকে। ২৬। উপালি—রূপালি, রূপাসদৃশ। ২৭। গছ বিরূ—গছ—গাছ, বিরূ—বিরূধ্, বৃক্ষ। ২৮। সিরসিরা—সরসরা, মৃদুল। ২৯। ডালত ডাল—ডাল হইতে ডাল। জনি—যেন। ৩০। জায়পুতে বেরা—জারপইত—জায়াপতি—দম্পতী, বেরা—বেড়ায়, ভ্রমণ করে যাহাতে। বাউকচাতো অধিক—বাগিচা হইতেও অধিক। ৩১। হিল হিলা—হিল্লোল হিল্লোল, মৃদু হিল্লোল। ৩২। প্রথম চরণের বচনান্তর—দিগ্‌ঘী সে সুশীতল। দিগ্‌ঘী—দিঘী, জোরে উচ্চারণ বলিয়া দ্বিত্ব। সরোবর—শ্রেষ্ঠ সরঃ বা রসাধার। ৩৩। মনত খোয়া—মনে খাইয়াছে মিলিয়াছে যাতে, মনোরম। ৩৪। অপুরূব—অপূর্ব্ব, ৩৫। গিরির বেটী—গৃহস্থের বেটী।

রোয়া[৩৬] শেমাস চুধকুসি কৈল্যার গছত ছেকির[৩৭] নাগছিল। ছিল্কাটা বারে বারে শুনি তার আর সহে না হৈল। কোর্দ্দি[৩৮] করি কয়া[৩৯] উঠিল।

কোন্ বা বরবরে কয়;
চাইর্‌টা কথার একটাও নোঞায়[৪০]।

কথা শুনি কুঙর তণ্ডিত[৪১] খাইলে। মুখ ফিরি দেখে ওপারে এক কন্যা তার ধুল পণ্ডরী গাওদি রূপের ছাটা[৪২] ফুটিয়া পড়িছে। থতমত খায়া কুঙর কন্যাক পুছ করিল—যদি চাইরোটা নোঞায়[৪৩] কথা, হয় কথা তে কি? গিরির বেটী উত্তর দিলে।

মেগ্‌ঘে সে সবোবর, আখি সে দীপ।
বাহা সে বান্ধব অঙ্গে সে রসিক[৪৫]॥

কুঙর কৈলে তাঞে[৪৬] কেমন,—গিরির বেটী পড়ি উত্তর[৪৭] দিলে,—

এই আছে দিঘী, কয়জনাক ঠাণ্ডা করে? যাঞে[৪৮] আসি উয়াত গাও ধোয় যাঞে আসি উয়ার জল খায়, যাঞে আসি উয়ার জল নেয়। উপরের বিরিথও উয়ার জল না পায়। আর উয়ার জল আইসে কোটে হাতে? মেঘ হাতে। দেওয়া[৪৯] মেঘ নাগাইল, জীবজন্তু শীতল হৈল। মেঘে বস্‌সিল[৫০], বসমিতা[৫১] ঠাণ্ডা হৈল। খাল, খন্দক, ডারা[৫২] নদী ভর্ত্তি হৈল। গছ বিরূ চিয়া[৫৩] উঠিল। জায় জিয়াইত শাক পিতাইর[৫৪] মেঘ বাড়নে বাড়িয়া উটিল। মানুষ পক্ষী পশু সব্বারে জিউ[৫৫] আসিল। সমস্ত যাঞে জল দেয়, সবাকে যাঞে শীতল করে তাঞে সে সরোবর।

মেঘের যাঞে মেঘ, আর মেঘক যাঞে মেঘ করিছে, মেঘত যাঞে সব্বারে জীউ থুইছে তাঞে সে সরোবর।

তিরি রসিয়া রস দেয়, যদি থাকে তোমার[৫৬] রস। তোমার রস থাকে—যদি থাকে তোমার ঘরত ভাত। ঘরত না থাউক ভাত, মনতো নাই সুক, জালা জন্থনায় চঞ্চল চিত। রস কেনে লউও[৫৬ক] শুকায়। সেলা কি তিরি তোমাক রসাইবে, তারে নাই রস। ঘরত

৩৬। রোয়া—রোপা, রূপিত। ৩৭। শেমাস—শশা; চুধকুসি—চিচ্চিঙ্গে, কৈল্যা—করোলা, উচ্ছে; ছেকির—ছেকিবার সেচিবার। ৩৮। কোর্দ্দি—ক্রোধ। ৩৯। কয়া—কহিয়া। ৪০। নোঞায়—নাহত, নহে। ৪১। তণ্ডিত খাইলে, তণ্ডিত—তড়িৎ, বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। ৪২। ছাটা—ছটা। ৪৩। নোঞায় কথা- অপ্রকৃত। ৪৪। হয়কথা—হয়—হোয়—ভোয় ভেব্—ভবং প্রকৃত। ৪৫। মেগ্‌ঘে—মেঘে মেঘ, জোর জন্ত্র স্থির। আখি—অক্ষি। বাহা—বাহু। ৪৬। তাঞে—তাহে, তথা। ৪৭। পরিউত্তর—প্রতিউত্তর। ৪৮। যাঞে—যে। ৪৯। দেওয়া, দ্যাওয়া, দ্যাওয়া দেবঃ। মেঘ নাগাইল—মেঘ উপস্থিত করিল। ৫০। বস্‌সিল—বর্ষিল। ৫১। বসমিতা—বসুমতী। ৫২। ডারা—দারা, দরী অপ্রশস্ত দীর্ঘ নিম্ন-ভূমি। ৫৩। চিয়া—চীয়, উপচীয়—উজ্জীবিত হইয়া। ৫৪। শাকপিতাইর—পাতাইর—পাতাইর, পাতারি? ৫৫। জিউ—জীব। ৫৬। তোমার—তোমাদের, সম্ভ্রমার্থে বহুবচন। ৫৬ (ক) লউ—লহু, লহ, লোহিত, রক্ত।

থাউক ভাত, পেট তুষ্ট থাউক, হিয়া থাকিবে ঠাণ্ডা, রস আপনি ছঞ্চরিবে[৫৭] নিজিরি[৫৮] নিজিরি পড়িবে। তিরিও সেলা[৫৯] রস দিবে, সংসারে জুড়ি সব্বারে রস বাড়িবে ; সব্বাঞে তোমাক রস দিবে, আনন্দ দিবে,—সেই কঞো[৬০] অন্নে সে রসিক। অন্নক যাঞে অন্ন করিছে, অন্নত যাঞে সমস্ত রস সমস্ত আনন্দ থুইচে অন্নের যাঞে অন্ন, তাঞে সে রসের রস ; তাঞে সে রসিক, তাঞে সে আনন্দ।

অলপ্ অলপ্ নীয়রী[৬১] পাতত জোনাক পড়িচে। হিল হিলা[৬২] বাতাসে নড়ি চড়ি পাতারিগুলা জমি পুল্কির[৬৩] ধরিচে। তিন্নকুটাকোনাও[৬৪] দেখা যায় এগুলা দেখে কাঞে তোমার আখি। ফুলের মহমহ বাস[৬৫] পকী পয়ালের[৬৬] কোরহাল[৬৭] সোঙ্গে[৬৮] কাঞে ? নাক ; শুনে কাঞে ? কান। দেখে-শুনে-বুঝে-তোমার ইন্দ্রি, তোমার আত্মা পুরুষ। আখি না থাউক, ইন্দ্রি নাথাউক সেলা হাজার চান উটুক, হাজার সুরুজ জ্বলুক, কেছুই না দেখাইবে কেছুই দেখা না যাইবে, সেই কাঞো আখি সে দীপ।

আখির যাঞে আখি ; আখিক যাঞে আখি করিচে, ইন্দ্রিক যাঞে ইন্দ্রি করিচে, ইন্দ্রির যাঞে ইন্দ্রি তাঞে সে জগৎ হাসায়[৬৯], তাঞে সে জগৎ ভাগায়ে তাঞে সে জগৎ দীপায়—তাঞে সে দীপের দীপ।

তোমার ভাই তোমাক সুক্কের সামগ্রী দেয়, ছেন্হ করি। কতএ বা তাঞে দিবে ? আর সেই ছেন্হও কমিল আদরও কমিল। কেনে বা সেই ছেন্হ বাড়ে আর কমে তারও নিন্নয়[৭১] নাই। আর ভাই যতএ দেউক ভাত কি তোমার বল ? ভাই তোমাক সেলা যাক দিবে, তাক সে সেলা তোমরা খাইমেন[৭২]। সেই কি তোমার খাওয়া ? ঘরত বান্দা গরুও ওমন খায়। তোমার বাহাত বল থাউক, ছরদ[৭৩] চলুক কাম কাজ করির পারেন, তোমার হাউসের সমস্ত বস্তু আপনে মিলিবে আপনে আসিবে ; আপন বলে সোগ জিনিমেন। কতজন কত বস্তু আনি আদরি[৭৪] দিবে। সবাঞে সেলা বান্ধব। আপন বলে ভুঞ্জিমেন, আপন বলে পরাক ভুঞ্জাইমেন—সেই সে খাওয়া, সেই সে পৌরস[৭৫]। ছরদ না চলুক কাঞোএ তোমাক গণ্য না করিবে। সেই কথায় কয় :—

৫৭। ছঞ্চরিবে—সঞ্চরিবে, সঞ্চারিত হইবে। ৫৮। নিজিরি—নিজরি, নিঝরি, নির্ঝরের ন্যায় ঝরিয়া। ৫৯। সেলা—সে বেলা, তখন। ৬০। কঞো—কহোঁ। ৬১। নীয়রী—নীহারী, নীহার পড়া। হিলহিলা—হিল্লোল হিল্লোল, মৃদু হিল্লোল সম্পন্ন। ৬৩। পুল্কির—পুলকির, পুলকিত হইবার। ৬৪। তিন্নকুটাকোনা—তিন্ন—তৃণ কোণা, কণা, খানি। ৬৫। মহমহ বাস—মহমহ, আমোদসম্পন্ন, ভুরভুরে বাস, সুগন্ধ। ৬৬। পকী পয়াল—পকী পক্ষী, পয়াল পক্ষল পক্ষী। ৬৭। কোরহাল—কোলাহল। ৬৮। সোঙ্গে—সুঁকে। ৬৯। হাসায়—ভাসায়, প্রকাশ করে। ৭০। দীপায়—দীপবৎ দেখায়। ৭১। নিন্নয়—নির্ণয়। ৭২। খাইমেন—খাইবেন, সম্ভ্রমার্থে বহুবচন। ৭৩। ছরদ—ষড়েন্দ্রিয়, ষটকর্ম্মেন্দ্রিয়। ৭৪। আদরি—আদর করি, ৭৫। সেই সে পৌরস, পৌরস—পৌরুষ ; সে— ও ; এইরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইলে অব্যয় ; নির্দ্ধারণে।

ছয় ছরদ ছয় ভাই, তাবৎ[৭৫ক] বান্ধব তাবৎ ভাই।
ছয় ছরদ ছয় ভাই, তাবৎ বন্ধন তাবৎ খাই॥
সেই কঞো বাহা সে বান্ধব।

কথা কয়া গিরির বেটী বাড়ী গেইল। কথা শুনি কুণ্ডর আপনা আপনি ধিক্কার খাইলে। কন্যার লাগি বড় ছন্ধা রতি[৭৬] হইল। ঘোড়াত চড়ি কন্যার বাপ পাহারভাঙ্গা গিরির চাপ চেকোয়ার[৭৭] দি ঘিরা গুয়া নারিকেল নানান গছগাছালি অলা বাড়ী[৭৮] গেইল। ঝাড় জঙ্গল ভাঙ্গি বাড়ী করিছে বুলি গিরির নাঞো[৭৯] পাহারভাঙ্গা।

চাইরটা গোয়াইল[৮০]; দুইটা বড় ডারী ঘর[৮১], হেটে উপরে তামাকুতে ভর্ত্তি। চাইরটা গোলাঘরের ছাইঞ্চা[৮২] টাটী পাকা তামাকুতে ভরা। নয়া কাটা তামাকু এলা কোনটে শুকির দেওয়া যায়[৮৩] দুইজন কিস্‌সান এই কথা ভাবা গুনা করির ধরিচে আর এক কমরি[৮৪] কাচলি রঙ্গের পাতত সিন্দুরের ফোটার মত কোসাপড়া[৮৫] তামাকুর থুকি চিরি শুকির দিবার ধরিচে। এমন সমে[৮৭] কুণ্ডর উপস্থিত হইল। অতিথ দেখি আদর করি বসির[৮৮] দিলে। বাড়ীতে মাছ তরকারী, দুধ, দই দিয়া পরম সন্তোষ করি খাওয়াইলে। আগুনের ভয়ে পাহারা থাকির নাগি বাহিরে চালাম[৮৯] পাতিচে তার তলত বসি আলাপ লাগাইলে। দোনোয় দোনোরে[৯০] পরিচয় পাইলে। কুণ্ডর কন্যাক বিয়াও[৯১] করির চাইলে। কুণ্ডরের মন বুঝি পাহারভাঙ্গা বিয়াও দিলে কন্যা পাত্রক যাবার সমে তালের পাত লেখি যৌতুক দিলে।

ছয় ছরদ্ ছয় ভাই,
ইয়াত বাড়া বান্ধব নাই।

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

---

৭৫ ক। তাবৎ—ততক্ষণ। ৭৬। ছন্ধা ও রতি—শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকী ইচ্ছা, আসক্তি।

৭৭। চাপচেকোয়ার—বাঁশের ফালা দিয়া তেড়াভাবে ঘন নির্ম্মিত চেগার।

৭৮। গছগছালি—গাছসমূহ। ৭৯। নাঞো—নাম। ৮০। গোয়াইল—গোয়াল। ৮১। ডারীঘর—দ্বারীঘর, দ্বারস্থিত সকলের বসিবার জন্য ঘর। ৮২। ছাইঞ্চা—বেড়ার বাহিরে চালের যে অংশ ও তাহার নিম্নস্থিত স্থান। ৮৩। শুকির দেওয়া যায়—শুকাইতে দেওয়া যায়। ৮৪। এক কমরি—কমর পর্য্যন্ত লম্বা। ৮৫। কোসা পরা—পাতের উপররক্ত বর্ণদাগ। ৮৬। থুকি—স্তবক, থোকা। ৮৭। এমন সমে—এমন সময়ে। ৮৮। বসির—বসিবার। ৮৯। চাগাম—চালা। ৯০। দোনোয় দেনোরে—উভয়ে উভয়ের। ৯১। বিয়াও বিবাহ।

# আমরাজ ও কুমারপাল।

বেদ, আর্য্য জাতির প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র, বেদের অনুগত হিন্দু জাতির এইরূপ বিশ্বাস। কালসহকারে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র সমূহের প্রাধান্যে আঘাত লাগে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা, বেদের ও ব্রাহ্মণের পবিত্রতা স্বীকার করিত না, হিন্দু দেবদেবীর সম্মান করিত না। হিন্দুরাজগণের সময়ে ব্রাহ্মণেরা যে সকল অধিকার ভোগ করিতেন, বৌদ্ধ ও জৈনরাজগণের সময়ে তাঁহারা সে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন। হিন্দু রাজগণের সময়ে যে সকল অপরাধে অন্য জাতীয় অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, সে সকল অপরাধে ব্রাহ্মণের সামান্যমাত্র দণ্ড হইত। বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের চক্ষে সকল প্রজাই সমান ছিল। ব্রাহ্মণদের হিংসাবহুল যাগযজ্ঞ, তাঁহাদের ভাল লাগিত না। সুযোগ পাইলে বা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁহারা অনেকস্থলে ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বহরণ করিতেন। আমরা একটি সত্য ঘটনামূলক উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি। (স্কন্দপুরাণ অবলম্বনে)

কোন সময়ে কান্যকুব্জ দেশে আম নামক এক জন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। আম প্রথমতঃ "সত্যধর্ম্মপরায়ণ" ছিলেন। তাঁহার সময়ে "সত্যধর্ম্ম" সমুদায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিয়াছিল। এই বর্ণনায় বোধ হয় সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, কান্যকুব্জ ও নৈমিষারণ্য ব্যতীত সমুদায় স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। "কলির আক্রমণে কান্যকুব্জপতির বুদ্ধি পাপাক্রান্ত হইল, তাঁহার প্রজাগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ক্ষপণকেরা তাহাদের উপদেষ্টা হইল।"

মহাদেবী মামার গর্ভে রাজার এক কন্যার জন্ম হয়। নৃপতি, কন্যার রত্নগঙ্গা নাম রাখিলেন। রত্নগঙ্গা অসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন। তাঁহার রূপপ্রভায় রাজপুরী উদ্ভাসিত হইল। ষোড়শবর্ষবয়স্কা হইলেও কন্যার বিবাহ হয় নাই। এই সময়ে ইন্দ্রসূরি নামক এক যুবা কান্যকুব্জনগরে আগমন করেন। ইন্দ্রসূরি এক জন জৈন প্রচারক ছিলেন। ঐন্দ্রজালিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। সে সময়ে জৈনপ্রচারক ও প্রচারিকারা বড় বড় লোকের অন্তঃপুরে দাসদাসীদের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইন্দ্রসূরি রাজান্তঃপুরের এক দাসীকে হস্তগত করিয়া রত্নগঙ্গার নিকট পরিচিত হইলেন। ইন্দ্রসূরির উপদেশে রাজকন্যা মোহিত হইলেন; তিনি জৈনধর্ম্মে অনুরাগিণী হইলেন। পুরাণকার লিখিয়াছেন; "ইন্দ্রসূরি শাম্বরী মায়া দ্বারা রাজকন্যাকে মোহিত করিয়াছিল"।

আমরাজ ব্রহ্মাবর্ত্তের রাজা কুম্ভীপাল বা কুমারপালেরসহ রত্নগঙ্গার বিবাহ দিলেন। কুমারপাল, জৈনধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। আমরাজ, মোহেরক প্রদেশ, জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। কুমারপাল মোহেরকে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। মোহেরকের প্রাচীন নাম ধর্ম্মারণ্য। এই প্রদেশে, দীর্ঘকাল যাবৎ কান্যকুব্জরাজগণের অধিকার ছিল। এই স্থান অযোধ্যা ও কান্যকুব্জের নিকটবর্ত্তী। এই প্রদেশ, কয়েকবার ম্লেচ্ছ, শক,

অসুর ও রাক্ষসদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কোন সময়ে ইহার সত্যমন্দির ও বেদভবন নামও হইয়াছিল। এ প্রদেশে ছত্রিশ হাজার বৈশ্য ও আঠার হাজার ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিত। এখানকার ব্রাহ্মণদের কয়েকটি কুল ছিল। প্রত্যেক কুলের এক একটি কুলদেবতা ছিলেন। কুল দেবতাগণের নাম গুলির কোন কোনটি সংস্কৃতমূলক নয়, ইহাতে বোধ হয় অনেক নাম গ্রামের নামানুসারে কল্পিত হইয়াছিল। ধর্ম্মারণ্যের ব্রাহ্মণেরা ৪৪৬৯ খানি গ্রাম নিষ্কর ভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের নামানুসারে আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। ছাপ্পান্নটি প্রধান কুল ছিল। বাঙ্গালার কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের ছাপান্ন গাঁই কি, ধর্ম্মারণ্যবাসীদের গাঁই অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কুলদেবতারাও বঙ্গে আসিয়াছিলেন, অনুমিত হয়। বাঙ্গালার গ্রাম্যদেবতাদের নামের সঙ্গে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদের কুলদেবতার নামের সাদৃশ্য কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়।

কুমারপাল রাজা হইয়া ব্রাহ্মণদের দেবদেবী ও হিংসা বহুল যাগ যজ্ঞের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলেন। ধর্ম্মারণ্যের সর্ব্বত্র জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা বিপদ্ গণিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া আমরাজের নিকট গমন করিলেন। আমরাজ তাঁহাদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা, তাঁহার নিকট কুমারপালের ব্যবহার বিজ্ঞাপন করিলেন। আমরাজ, তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কুমারপালকেই গিয়া ধরুন, তিনি অবশ্যই আপনাদের বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন। ব্রাহ্মণেরা কুমারপালের নিকট গিয়া আপনাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিয়া প্রতীকার প্রার্থী হইলেন। কুমারপাল তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনাদিগকে ধর্ম্মারণ্যে কে স্থাপন করিয়াছে? কে আপনাদিগকে ভূমিদান করিয়াছে? ভূমিদানের কোন প্রমাণ আছে কি না? ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "কাজেশ" ( ক + অজ + ঈশ = ব্রহ্মা + বিষ্ণু + শিব ) আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন। রামচন্দ্র, ধর্ম্মারণ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া আমাদিগকে ভূমি দান করিয়াছেন। তাম্রশাসনে ভূমিদানের কথা লিখিত আছে"। কিরূপে ভূমিদান করিতে হয়, পুরাণে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রামচন্দ্র তাম্রশাসনের শেষভাগে যে সকল ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক লিখিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইয়াছে। সে সকল শ্লোকের দুইটি পাঁচটি বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা তাম্রশাসনের নাম করিলেন বটে কিন্তু তাহা কুমারপালকে দেখাইতে পারিলেন না। কুমার-পাল বলিলেন, "তোমরা কৃষিকর্ম্ম ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কর। ভূমি পাইবে না। তোমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে দেখা যায় না। রাম ত এক জন সামান্য মানুষ। তোমরা বলিতেছ, হনুমান্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাকে আন, সে তোমাদিগকে রক্ষা করুক।" ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজা কিছু শঙ্কিত হইলেন। তিনি বৈশ্য প্রধানদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তোমরা ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইয়া দেশে থাকিতে বল। তাঁহারা রাজার অনুরোধ পালনে

অসম্মত হইলেন। অতঃপর শূদ্রপ্রধানদিগকে সেই কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিল। পনর হাজার ব্রাহ্মণ পরিবার দেশে থাকিতে সম্মত হইলেন। রাজা তাঁহাদের জীবিকার অনুকূল ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিন হাজার ব্রাহ্মণপরিবার, দেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন হাজার ব্রাহ্মণ পরিবার ত্রৈবিদ্য বা ত্রয়ীবিদ্য নামে ও ঐ পনর হাজার ব্রাহ্মণ পরিবার চাতুর্বিদ্য নামে খ্যাত হইলেন। ইহাই তেওয়ারি ও চোবে ব্রাহ্মণোৎপত্তির কারণ। আমার অনুমান হয়, এইরূপ বিভাগ যেন পূর্ব্বেও ছিল।

যাহা হউক পনর হাজার ব্রাহ্মণ, নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া সেতুবন্ধে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর নানা অলৌকিক বর্ণনা আছে। তাঁহারা বহুদিন তপস্যা করিয়া হনুমানের দর্শন পান। হনুমানের উপদেশে দেশে ফিরিয়া আইসেন। ব্রাহ্মণেরা দেশে আসিয়া কুমারপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কেহ অশ্বে, কেহ গজে কেহ বা দোলায় চড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন স্থান হইতে সাহায্য না পাইলে এমন ধূমধামে রাজার সহ সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। সম্ভবতঃ ধর্ম্মারণ্যবাসী ধনী বৈশ্যগণ ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কুমারপালের নিকট গিয়া তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া বিনীতভাবে, আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা, তাঁহাদের ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণে সম্মত হইলেন না। এই সময়ে রাজপুরীর সর্ব্বত্র অগ্নি লাগিল। পুরাণকার, ইহা ব্রাহ্মণের কোপের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা ও রাজপাদোপজীবিগণ, ভীত হইলেন। রাজা প্রজাবিদ্রোহ অনুমান করিলেন। বহুকষ্টে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় পৈতৃকধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ইহার পর রাজানুগ্রহ লইয়া ত্রৈবিদ্য ও চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। যাহারা বলপূর্ব্বক রাজার অনুগ্রহ আদায় করিতে পারিয়াছিল, তাহাদেরই জয় হইল। রাজা চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণগণকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুখবাস নামক স্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কৃষিকর্ম্মরত, কেহ যজ্ঞপরায়ণ, কেহ রজকযাজী, কেহ বা রক্ষাজীবযাজী, কেহবা তন্তুবায়যাজী হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মল্ল, ও কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদরত হইল। তাহাদের অনেকে বেদজ্ঞান হীন, লোভী, রোষী, কুটিল, সামর্ষ, পরচ্ছিদ্রৈকনিরত, অসত্যভাষী, অরিমর্দ্দন ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে আসিয়া বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মারণ্যবাসী শূদ্রদিগের অনেকে তৈল কার, কলকার (?) তণ্ডুলকারক ও রাজপুত্রাশ্রিত হয়। এই রাজপুত্র, রাজপুত জাতি। চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক শ্রেণী গোপাল হয়। তাহাদের সংস্রবে ব্রাহ্মণকুমারীদের গর্ভে ধেনুজ নামক ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব হয়। ইহার পর ত্রৈবিদ্য ও চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিস্তর সঙ্কর হয়। এ সকল পশ্চিমাঞ্চলের কথা। সেদেশের লোক, অনুসন্ধান করিলে উপরিলিখিত বিবরণের সত্যতার প্রমাণ পাইতে পারেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

# সেরসার কামান।

রঙ্গপুর জেলার ডিমলা রাজবাড়ীতে রক্ষিত বক্ষ্যমান কামনটি আফগান-সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা সের সাহের সময়ে নির্ম্মিত কিনা নির্ণয় করা বড়ই সমস্যার বিষয় হইয়াছে। সেরসাহ নামাঙ্কিত এইরূপ একটি কামান গৌরীপুর রাজবাড়ীতে দেখিয়াছি; এবং ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানভোগ গ্রামে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের H. E. Stapleton Esq. B. A, B. Sc. কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অপর আর একটি এই নামাঙ্কিত কামানের বিবরণ আসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের নব পর্য্যায়ের পঞ্চম ভলিউমের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়াছি। এইরূপ আর অন্য কামানের আবিষ্কার-বার্ত্তা অবগত হই নাই, সুতরাং ডিমলা রাজবাড়ীর কামান সেরসার নামাঙ্কিত কামানগুলি মধ্যে তৃতীয়, কিন্তু প্রাচীনত্বে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কামানটির দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ১০ ইঞ্চ, ইহার মুখের ব্যাস ১৷০ ইঞ্চ, বেড় ১০ ইঞ্চ, পিত্তলনির্ম্মিত ব্যাঘ্রমুখযুক্ত ও পশ্চাতে একটি ৩ ইঞ্চ দীর্ঘ কীলক আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, ইহা স্থল-যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। একজন অতি বলবান লোকে ইহাকে অতি কষ্টে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারে সুতরাং ওজন এক মণের অধিক হইবে না।

কতদিন হইতে এই কামানটি ডিমলা রাজবাড়ীতে রক্ষিত হইতেছে তাহা স্থির করা এক্ষণে কঠিন। ডিমলা ষ্টেটের প্রতিষ্ঠাতা হররাম সেন হেষ্টিংসের শাসনকালে অর্থাৎ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবীসিংহের ইজারার সময়ে রঙ্গপুরের রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরবঙ্গ রেলের ডোমার নামক ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে মৌজা ডিম্‌লায় আবাসস্থল নির্ম্মাণ করেন।* তাঁহার পরিখা-বেষ্টিত বাসবাটীর পুরদ্বারে কামানটি রক্ষিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে আসাম হইতে ইংরেজরাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এই কামান তাঁহার অধিকারে আইসে। উহার পশ্চাদ্ভাগের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে রঙ্গপুর সহরের মাহিগঞ্জস্থ ডিমলা রাজবাড়ীর পথিপার্শ্বস্থ প্রবেশদ্বার-স্তম্ভের উপরিভাগে স্বর্গীয় রাজা জানকীবল্লভ সেন কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই দ্বারস্তম্ভ ভগ্ন করিবার সময়ে উহার গাত্রে খোদিত লিপি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এই কামানের অগ্রভাগের দিকে পারসিক অক্ষরে নিম্নলিখিত খোদিত লিপি রহিয়াছে।

"দরসহরে সাবান বরায়ে ফৎহে হিন্দুস্থান বতারিখ মাহে মজকুর ছাকৃতা শোদ। বক্করমানে সুলতানে সেরসা ৮০৮ হিজরী জেহেতে কজে সাহি ছেপাহদার ও আমলদার সৈয়দ আহম্মদ গাজীরা তছলিম করদা শোদ।

* District Gazetteer Rangpur by Mr. Vas 139 page.

সের সা আলী আকাব্বের হায়দর আদল গোস্তর বা আলম্।" বঙ্গানুবাদ। হিন্দুস্থানকে জয় করার জন্য ৮০৮ হিজরী সাবান মাসের ১লা তারিখে এই কামান প্রস্তুত করা হইল ও সের সা বাদসাহের আদেশ অনুসারে ইহা রাজ্যশাসন জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ আহম্মদ গাজীকে প্রদত্ত হইল। সেরসাহ আলী আকাব্বের হায়দার জগতের শাসনকর্ত্তা।

উহার শেষ ভাগে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীস্বর্গদেব-জয়ধ্বজসিংহমহারাজেন যবনং জিত্বা গুবাকহট্যাং ইদং অস্ত্রং প্রাপ্তং শক ১×৭×।"

মিঃ ষ্টেপল্‌টনের আবিষ্কৃত সেরসাহের কামান হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় গৌরীপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত কামানের নির্ম্মাণকাল ৯৪৯ হিজরী নির্ণয় করিয়াছেন।* ঐ কামানের তারিখের পরে "মহম্মদ্ ব্যতীত অন্য কোন কথা খোদিত না থাকায় এবং ৯০০ হিজরীতে সেরসাহের জন্ম হয় নাই বলিয়া তিনি ষ্টেপলটনের কামানের চিত্রের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ৯০০ স্থলে ৯৪৯ হিজরী অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে কামানের কথা উল্লেখ করিতেছি তাহার সহিত ৯ সংখ্যার কোনও সম্পর্ক নাই, ইহাতে অঙ্কের দ্বারা স্পষ্টরূপ ৮০৮ হিজরী লিখিত আছে। এরূপস্থলে গৌরীপুরের কামানটিকে আফগান-সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতার জন্মের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯০০ হিজরীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিতে আর বাধা নাই। কেননা তৎপূর্ব্ব সময়ের ৮০৮ হিজরীতে নির্ম্মিত সেরসায় নামাঙ্কিত কামান আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সেরসা কে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করাই ঐতিহাসিকগণের কর্ত্তব্য। বারান্তরে আমরা তাহার প্রয়াস পাইব।

ডিমলা রাজবাড়ীর কামানের সহিত সেনাপতি মিরজুম্লার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহারই নিকট হইতে ইহা আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ কর্ত্তৃক মুসলমান বিজয়ের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইবার সাক্ষ্য বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় লিপিটি প্রদান করিতেছে। আসাম বুরুঞ্জী অনুসারে ১৫৭৬ শক ( খৃঃ অব্দ ১৬৫৪ ) হইতে ১৫৮৫ শক পর্য্যন্ত চুতামলা স্বর্গদেব—হিন্দুনাম জয়ধ্বজ সিংহ—রাজত্ব করেন।† এই কামানের উৎকীর্ণ শকাব্দের আদ্যক্ষর ১ পরবর্ত্তী অক্ষর দুর্ব্বোধ্য তৃতীয় অক্ষরটি ৭ এবং চতুর্থ অক্ষরটি অস্পষ্ট। যাহা হউক এই চতুরঙ্ক সমন্বিত শকের সহিত জয়ধ্বজ সিংহের সময় বেশ মিলিয়া যাইতেছে।

ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মিরজুম্লা আসাম অধিকারার্থে বহু সৈন্যসহ অভিযান করেন‡ অহোম সৈন্য তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া পলায়নপর হইলে তিনি গৌহাটী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। বর্ষাকালে তাঁহার সৈন্যমধ্যে পীড়াদির প্রকোপ হওয়ায় এবং তিনিও নিজে পীড়িত হইয়া পড়ায় সেনাপতি মজুমখানসহ জয়ধ্বজসিংহের সহিত সন্ধি

* রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পঞ্চম ভাগ ২য় সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠা।
† গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরুঞ্জী অষ্টম অধ্যায় ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা
‡ Stuart's History of Bengal Sect. VI, Page 325

নিম্নাংশ চিত্র নং ৫৭। শীর্ষাংশ

ডিমলা রাজবাটীতে রক্ষিত শেরসাহ নামাঙ্কিত কামানের চিত্র।
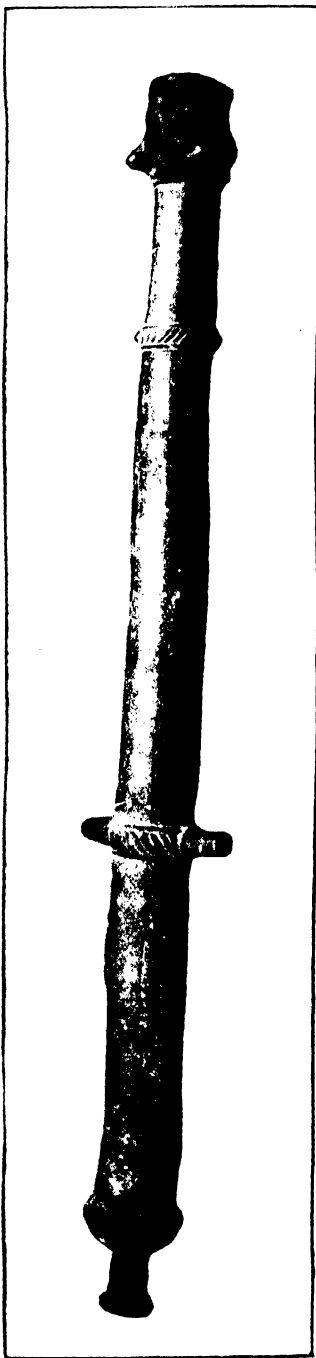
চিত্র নং ৫৮

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

( ময়মনসিংহে-ন্যায়চর্চ্চা প্রবন্ধের ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

করিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জয়ধ্বজসিংহ ১০০ জন বন্দী, ১০০ জন কুমারী, ৪০টা হস্তী, ০০০০ তোলা স্বর্ণ, ১০০৮০০০ তোলা রৌপ্য এবং আওরঙ্গজেব বাদশাহের প্রীত্যর্থ স্বীয় পরিবারস্থ দুইজন সুন্দরী রমণীর বিনিময়ে স্বীয় রাজত্ব ফিরাইয়া লইলেন। তন্মধ্যে একজন স্বীয় আত্মজা অপরটি আসামের সামন্তরাজদুহিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বার্ষিক রাজস্ব প্রদানের প্রতিভূরূপে চারিটি জ্ঞাতিপুত্রও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।* উভয় পক্ষের এই কলঙ্ককাহিনী যে অমূলক আখ্যায়িকামাত্র তাহা আমাদিগের বক্ষ্যমান্ কামান-লিপি সপ্রমাণ করিতেছে। বিশিষ্ট কোনও প্রমাণাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের উপরে নির্ভর করিয়া গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় ও মিঃ গেইট মহোদয় মুসলমান অভিযানের ফল পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াও, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিরজুম্লার জয়ধ্বজসিংহের হস্তে পরাজয়ের কথা যাহা সন্দিগ্ধচিত্তে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা "শ্রীস্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহ মহারাজেন যবনং জিত্বা গুবাকহট্যাং ইদং অস্ত্রং প্রাপ্তং" এই কামানলিপি দৃঢ়রূপে সমর্থন করিয়া দিতেছে। মিরজুম্লা তাঁহার অতিলোভের প্রতিফল-স্বরূপে চীনজয়ের পরিবর্ত্তে স্বীয় সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্রাদি, শেষে জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়া কামরূপ অভিযান শেষ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে ১৩৩০ হিজরী চলিতেছে, সুতরাং আমাদের বর্ণিত কামানটি প্রায় সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষকালের সহিত যুদ্ধ করিয়াও এতকাল পরে একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিতে সক্ষম হইল। আর ডিমলা-রাজবংশীয়েরা তাহাকে এতদিন আশ্রয় দান করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিলেন। রাজকুমার শ্রীযুক্ত যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর এই কামান-সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহের ও চিত্রগ্রহণের অনুমতি প্রদান ও সশরীরে কামানটিকে পরিষদের সদস্যগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

# ময়মনসিংহে ন্যায়-চর্চ্চা।

ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল হইতে সারস্বতগণের পবিত্রলীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, শস্ত্রচর্চ্চা অপেক্ষা শাস্ত্রচর্চ্চার মাহাত্ম্যই আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ভারতবর্ষ সুধীগণের আবাসস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র সংপূজিত। এই বঙ্গভূমিতে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শনাদি শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম-তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক গভীর ভাবপরিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা

* Stuart's History of Bengal Sect. VI, Page 339.

ও রচনা করিয়া অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের ধারাবাহিক কোন ইতিবৃত্ত নাই।

এই ময়মনসিংহ জেলায় ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া "তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, অশেষশাস্ত্রবিৎ "নদীয়ার শঙ্কর বঙ্গের কিঙ্কর" নামধারী কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, স্মার্ত্ত-চূড়ামণি ৺তারাকান্ত ন্যায়রত্ন, শিবানন্দ বাচস্পতি, বিচারমল্ল ৺গুরুদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, "বিশ্ববিজ্ঞান" নামক সংস্কৃত ভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও "তত্ত্বোপস্কার" নামক দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতা ৺রঘুনাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া, এবং শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা ময়মনসিংহকে "সারস্বতলীলা-নিকেতন" রূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

যে মহাত্মা প্রথম সুদূর নবদ্বীপ গিয়া কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মার জীবনী আলোচিত হইবে। ক্রমে অন্যান্য মহাত্মগণের জীবনী যথাসাধ্য আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

১১০০ শত বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার ৫ মাইল দূরে ধীতপুর নামক পল্লীতে বিখ্যাত গাঙ্গুলীবংশে ৺রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাসস্থানের নিকট পঞ্চবটী রোপণ করিয়া ঐ পঞ্চবটীমূলে বসিয়া অধিকাংশ সময় ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অদ্যাপি পঞ্চবটীর বৃহৎ বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তাঁহার এইরূপ সদাচার ও ঈশ্বরারাধনায় অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়া তৎকালে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত ব্রহ্মত্র ও তালুকাদি দান করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ঐ সকল ব্রহ্মত্র ও তালুকাদি ভোগ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার এই তপশ্চর্য্যার কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার জমিদার মহাশয়দিগের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় মুক্তারাম লাহিড়ী মহাশয় কোন কার্য্য-ব্যপদেশে জেলা ময়মনসিংহ পরগণে সুসঙ্গের অন্তর্গত পারিয়াখালী গ্রামে গিয়া ভাদুড়ী মহাশয়দিগের আলয়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। উক্ত লাহিড়ী মহাশয় সিদ্ধান্ত মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত থাকার বিষয় প্রায়ই অবগত হইতেন। এদিকে তাঁহাদের পূর্ব্ব গুরুকুলেও কেহ ছিলেন না, বহুদিন হইতেই কোথা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এই চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত। সিদ্ধান্ত মহাশয়ের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগের কথা অবগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে এবং তিনি সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং তৎকালে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপ নানা স্থানের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ময়মন-

সিংহ জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বধলার বাগছিবংশ, পারিয়াখালীর ভাদুড়ীবংশ, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বড়বাশালিয়ার বাগছিবংশ এবং জেলা ফরিদপুর, গোয়ালন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত ভাকলার বাগছিবংশ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের শিষ্য, অদ্যাপি তদ্বংশধরেরা ঐ সকল বংশীয় ব্যক্তিকে দীক্ষা-প্রদান করিতেছেন।

ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পিতার নিকট ও দেশে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান পিপাসা মিটিল না, তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন নবদ্বীপ ভিন্ন বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বিতীয় স্থান ছিল না। নবদ্বীপ যাওয়ার কল্পনা স্থির করিয়া পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, সিদ্ধান্ত মহাশয় আনন্দের সহিত তাঁহাকে নবদ্বীপ যাওয়ার অভিমত দিলে ভিখারী" নামক একজন ভৃত্যসহকারে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। তৎকালে নবদ্বীপ যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। জলপথে নৌকায় ও স্থলপথে হাটিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বহুকষ্টে ভৃত্যসহকারে নবদ্বীপে উপনীত হইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রায় সাত বৎসরকাল কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তি ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া আগ্রহ সহকারে "ন্যায়ভূষণ" উপাধি প্রদান করিলেন। উপাধি গ্রহণের পর ভৃত্যসহ বাড়ীতে আসিয়া চতুষ্পাঠীর অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ভিখারী নবদ্বীপ হইতে আসাকালীন চারা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সুমিষ্ট আম্র ফল আনিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া ঐ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিহিত নিজ বাড়ীতে রোপণ করে। অদ্যাপি ঐ প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, এরূপ সুমিষ্ট আম্র বিরল।

ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার সুযশ ক্রমে দেশময় প্রচারিত হইল এবং বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানে স্থানে নানাদিগ্‌দেশীয় পণ্ডিতের সহিত বিচারে জয়লাভ করায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ দেশীয় রাজা জমিদারগণ সাদরে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মত্র দান পূর্ব্বক তাঁহাকে পরস্কৃত করিতে লাগিলেন।

একদা ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়দিগের আলয়ে এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত নানাদেশে বিচারে জয়লাভের পর উপনীত হইয়া শাস্ত্রীয় বিচারপ্রার্থী হন। তখন ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ময়মনসিংহে আদৌ ছিল না। চৌধুরী মহাশয় দেওয়ান বিজয়রাম সিংহ মহাশয়ের নিকট বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এদেশে এরূপ পণ্ডিত নাই যে, ইঁহার সহিত বিচার করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করে, তখন দেওয়ান বলিলেন যে ধীতপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে আনাইলে বিচার হইতে পারে। তিনি নবদ্বীপ হইতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেছেন। জমিদার মহাশয় শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং তখনই পত্রসহ ন্যায়-ভূষণ মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইলেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয় পত্রপ্রাপ্তে উৎসাহিত হইয়া

জমিদার মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং জমিদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জমিদার মহাশয় আগত নৈয়ায়িক পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতে হইবে জ্ঞাপন করিলে ন্যায়ভূষণ মহাশয় সানন্দে বিচার করিতে সম্মত হইলেন। তখন উক্ত জমিদার মহাশয়ের আলয়ে আহূত সভায় উভয়ের নব্য ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে বিচারে আগত পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। তাঁহার এই অসাধারণ বিচারশক্তিতে জমিদার মহাশয় মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মত্র ও অর্থাদি প্রদানে পুরস্কৃত করিলেন। ধীতপুর গ্রামের সন্নিকট শিমুলজানি গ্রামে একটি বাড়ী তিনি চতুষ্পাঠীর জন্য দান করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ী এখনও "ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চৌপাড়ী বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং বাড়ী হইতে টোল বাড়ীতে আসার জন্য একটী রাস্তা ছিল, তাহা অদ্যাপি "ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং কালেক্টরীর চিঠাতেও "জাঙ্গাল" বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ রাস্তাটি প্রায় সমভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, প্রায় ২০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাস্তাটির সংস্কার করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াছেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয় যে সকল সনন্দমূলে ব্রহ্মত্র লাভ করিয়াছেন, তাহার ২।১ খানা এবং তাঁহার সময়ে সম্পাদিত প্রাচীন দলিল ( মনুষ্য বিক্রয়পত্র ) পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের দুই বিবাহ, প্রথম জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত ভাটরানিবাসী ৺শিবপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা ৺কাঞ্চনবালা দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর অভাবে শাখুয়াইনিবাসী ৺সীতারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষে পুত্র ৺কমলাকান্ত ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য ( ওরফে সদাশিব ভট্টাচার্য্য ) দ্বিতীয় পক্ষে পুত্র ৺চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ন্যায়বাগীশ মহাশয় অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে "কমলেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া প্রায় সর্ব্বদা শিবমন্দিরেই দিনযাপন করিতেন। সময় সময় রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গায় শিষ্যালয়ে থাকিতেন। কড়ইবাড়ী পরগণার রাজপণ্ডিতের সনন্দ তাঁহার নিকটে ছিল। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ৺কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি অল্প বয়সেই নলডাঙ্গা মোকামে পরলোক গমন করেন। ইনি অতীব সদাচারসম্পন্ন ও নিরহঙ্কার ছিলেন। মৃত্যুকালে পত্নী বিজয়াদেবী মহাশয়াকে দত্তকানুমতিপত্র প্রদান করিয়া যান। বিজয়াদেবী মহাশয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারিণীর প্রতিমূর্ত্তি ও অত্যন্ত সৎকার্য্যানুরাগিণী ছিলেন। ৺কাশীধাম গণেশমহল্লায় "কাশীবিজয়েশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং নিজবাড়ীতে বঙ্গীয় ১৩০০ সনে 'শিমুলজানি বিজয়া চতুষ্পাঠী" নামে একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবী মহাশয়ার কোন সন্তান না থাকায় শিবপুর গ্রাম হইতে জ্ঞাতি ৺ফকিরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র গোপীনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। গোপীনাথ অতি অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহার পর পুনরায় উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ৺জগচ্চন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। বিধির বিড়ম্বনায় জগচ্চন্দ্রও অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করে। তদনন্তর ৺কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খুল্লতাতভ্রাতা ৺রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দত্তক

গ্রহণ করেন। ইনি নলডাঙ্গা জমিদারবংশের বর্ত্তমান গুরুদেব। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানা কারণে বাল্যকাল হইতেই পৈতৃক ধীতপুরের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া উক্ত ধীতপুর গ্রামের সন্নিকট শিমুলজানি গ্রামে বাস করিতেছেন।

ইঁহার সততায় সন্তুষ্ট হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বিগত ১৩১৯, ৪ঠা আশ্বিন তারিখে ঐ বাড়ীর ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র তিনটি, জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তৃতীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা আদিশূর-আনীত কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ মধ্যে সাবর্ণিগোত্রীয় বেদ-গর্ভের সন্তান, গাঙ্গুলী গাঞি, আদি বাসস্থান আমাটিয়া, শিবগাঙ্গুলীর সন্তান, রাঢ়ীশ্রেণী, আমাটীয়ার গাঙ্গুলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ময়মনসিংহ জেলার শিবপুর এবং ইটাম্রতলা নামক স্থানে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বংশে ইদানীন্তনও ৺শিবদেব বিদ্যারত্ন, ৺তারাকান্ত ন্যায়রত্ন, ৺গুরুদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

## পরিশিষ্ট

( ১ )

শ্রীরামঃ

৭ ইয়াদিকীর্দ্দ

শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ

সচ্চরিত্রেষু।

সনন্দ পত্রমিদং সন ১১৭১ সনাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে শিমুলজানি চাকলে কসবা আমলে পরগণে ময়মনসিংহ মৌজে মজকুর পতিত মধ্যে তোমাকে ।/৴০ সাত আড়া জমি ব্রহ্ম উত্তর করিয়া দিলাম, আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগামল করহ, রাজস্বতলব নংিবেক, ইতি তারিখ ৭ই মাঘ।

( ২ )

সকল মঙ্গলালয়

শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য

সদাশয়েষু

মনুষ্যবিক্রয়পত্রমিদং সন ১১৯৬ এগার শত ছিয়ানব্বই সনাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার পৈতৃক নফর মঙ্গলানন্দীর কন্যা অমারা দাসীকে বাকলজোয়ার টিকারাম ভাণ্ডারী বিবাহ করে, তাহার দ্বিতীয় পুত্র ফকিরা চতুর্থ পুত্র কাঞ্চটা আমারদিগের অংশেতে ইহারা

ঘোর দুর্ভিক্ষযোগে রক্ষা পায় না, কারণ আপনে কেনার রাজী হয়াছে, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুরোজন দশনীশ ১৬৲ টাকা দস্তবদস্ত পাইয়া অমায়া দাসা ও ইহার সন্তান ফকিরা ভাণ্ডারী ও কাঞ্চটা ভাণ্ডারী ও ফকিরার স্ত্রী ইহারদিগেক আপনেতে বিক্রী করিলাম। এহি মনুষ্য ও ইহার সন্তানেতে আমারদিগের পত্রাদিক্রমে স্বত্ব নাহি, আপনের পুত্রাদিক্রমে দানবিক্রীর স্বত্বাধিকারী হয়া দাসদাসীত্বে ( পড়াযায়না )

( ৩ )

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ<br>( লাহিড়ী জমীদার<br>নলডাঙ্গা রঙ্গপুর )

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত সদাশিব ভট্টাচার্য্য

ঠাকুর মহাশয়

সনন্দপত্রমিদং সন ১১১১ সনাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার নীলাম খরিদা জমীদারী থানে ও পরগণে কড়ইবাড়ী সরকার দক্ষিণকূলপরগণা ও থানা মজকুরের রাজপণ্ডিতিতে মহাশয়কে প্রবর্ত্ত করা গেল, পরগণা ও থানা মজকুরের প্রজাআদি লোকের ব্যবস্থাকার্য্য যখন যে উপস্থিত হয় তাহার যথাযোগ্য শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা দিবেন, ইতি তারিখ ২০শে বৈশাখ আখেরী।

ময়মনসিংহ জেলায় ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের বংশাবলী

৺শিবরাম পঞ্চানন ( ধীতপুর )<br>|<br>৺রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ<br>|<br>৺রামকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত<br>|<br>৺রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ

৺কমলাকান্ত ন্যায়বাগীশ — ৺কালীনাথ ভট্টাচার্য্য — শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ( ইনিই নলডাঙ্গা জমিদার-বংশের বর্ত্তমান গুরুদেব)

৺চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য — ৺রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — ৺শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( দত্তক ) — ৺কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( দত্তক )

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র: শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুত্র: শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন, শ্রীরমেশচন্দ্র, শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র

শ্রীঅম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি

# আয়ুর্ব্বেদ

পঞ্চম প্রবন্ধ

( সন্তানোৎপত্তি )

অনন্তর আমরা সন্তানোৎপত্তিক্রম আলোচনা করিব। পূর্ব্বোক্তরূপ বিশুদ্ধশুক্র ও বিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিত ঋতুকালে সংসর্গবশে গর্ভাশয় প্রাপ্ত হইয়া জীবসম্পৃক্ত হইলে গর্ভোৎপত্তি হয়। অবিশুদ্ধ শুক্রে বা অবিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিতেও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে, যদি তাহাতে বীজভাগ উত্তপ্ত না হয়, এ জন্যই প্রমেহ, প্রদর, উপদংশ, কুষ্ঠ, অর্শ, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিবশে বীজভাগের অংশবিশেষ আক্রান্ত হইলে অপত্যও তত্তৎ কুলজরোগে পীড়িত হইয়া থাকে। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে না, ঋতু-কালেও পুরাণরজঃ নিবৃত্ত হইবার পর নবরজঃ অনবস্থিত হইলে গর্ভোৎপত্তি সম্ভবপর নহে। মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন, "গতে পুরাণরজসি নবে চাবস্থিতে শুদ্ধস্নাতাং স্ত্রিয়ং ঋতুমতীমাচক্ষহে" এই বাক্যের মর্ম্মার্থ লইয়াই পূর্ব্বোক্ত বাক্য লিখিত হইল। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গর্ভোৎপত্তি না হইবার কারণ এই যে, সে সময় জরায়ুর মুখ সঙ্কুচিত থাকায় শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যেমন দিবসাত্যয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ ঋতুকাল অতীত হইলে জরায়ুর মুখপদ্ম সংবৃত হইয়া থাকে। "যদাহ সুশ্রুতঃ :—নিয়তং দিবসেতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা, ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ইতি।" রজোদর্শনের দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল, কোন মতে ১৬ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। কলিযুগে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার মত বলবান্ বলিয়া আমরা দ্বাদশ দিনই গণনা করিব, তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন অবশ্য পরিহার্য্য। "যদাহ বাগ্‌ভট. ঋতুস্তু দ্বাদশ নিশাঃ পূর্ব্বাঃ তিস্রস্তু নিন্দিতাঃ ইতি।" প্রথম তিন দিন রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত না হইবার দুইটি কারণ আছে, প্রথম কারণ—দৃষ্টিশক্তি, আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস হয় এবং ধর্ম্ম হানি হয়। "সুশ্রুত বলিয়াছেন, দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিঃ অধর্ম্মশ্চ ততোভবেৎ।" দ্বিতীয় কারণ—নিষিক্ত শুক্র বেগবতী স্রোতস্বতীতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ন্যায় বহির্নিক্ষিপ্ত হয়।

গর্ভাশয়ে শুক্র-শোণিত সম্মূর্চ্ছিত হইলে হস্তপদাদি বিশিষ্ট চেতনাবান্ সমনস্ক মানব দেহ কিরূপে সম্ভূত হয়, তাহা বিশেষরূপে চিন্তার বিষয়। বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিতের সংমিশ্রণেই গর্ভোৎপত্তি হয়, ইহা কদাচ সম্ভাবনীয় নহে ; কারণ তাহাতে আত্মা বা মনের কিম্বা ইন্দ্রিয়গণের সত্তা থাকে না। এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীবসম্পৃক্ত হইলে গর্ভোৎপত্তি হয়। এ সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, "শুক্র-শোণিতজীবসংযোগেতু খলু কুক্ষিগতে গর্ভ-সংজ্ঞাভবতীতি।" এই জীব বা চেতনাধাতু কোথা হইতে আইসে, তৎসম্বন্ধেও মহর্ষি চরক যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

"ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ,
কর্ম্মাত্মকত্বাৎ নতুতস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তিরূপং,
ভূতানি চত্বারিতু কর্ম্মজানি, যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভং
সবীজধর্ম্মী হ্যপরাপরাণি দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি।"

অর্থাৎ কর্ম্মাধীনতা হেতু সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মহাভূত চতুষ্টয় সমন্বিত পরমাত্মা মনোবেগে দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গমনাগমনকালে সুসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ভূতসমন্বিতবিধায় ইহার রূপ আমাদের স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। যাঁহারা দিব্যচক্ষু অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়দর্শী মহাযোগী কেবল তাঁহারাই ইহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ২য় শ্লোকের অর্থ—কর্ম্মবিপাকজ আত্মস্থ যে চারিটি সূক্ষ্মভূত আত্মার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভে প্রবেশ করে, সেই বীজ-ধর্ম্মী-সূক্ষ্মভূতনিবহ আত্মার বহির্গমন কালে আত্মার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ উৎকৃষ্ট দেবাদি দেহ কিম্বা নিকৃষ্ট ক্রিমিকীটাদি কায়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গর্ভোৎপত্তিকালে বা দেহবিয়োগ সময়ে আত্মার সহিত সততই অতীন্দ্রিয় অতিসূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতচতুষ্টয়,—কর্ম্ম, মন, মতি ও অহঙ্কার সম্বন্ধ থাকে। মন সর্ব্বদাই রজ ও তমোগুণ সংসৃষ্ট, জ্ঞান ভিন্ন তাহাতে সমস্তই দোষ, আত্মার দেহান্তর গমন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়ার প্রবৃত্তিতে সদোষমন এবং বলবৎ কর্ম্মই কারণ। চরকে ইহার অনুরূপ নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি লিখিত আছে, যথা—

"অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈঃ অতিসূক্ষ্মরূপৈঃ আত্মাকদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ
ন কর্ম্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং নচাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ।"
রজস্তমোভ্যাংহি মনোনুবন্ধং জ্ঞানাৎ বিনা তত্র হি সর্ব্বেদোষাঃ,
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্ত মুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম।" ইতি

এই কয়েকটি শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, সুসূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতময় আতিবাহিক দেহধারী আত্মা গর্ভোৎপত্তিকালে মনঃ, অহঙ্কার, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ও কর্ম্মফল সহ সমবায়ী হইয়া গর্ভে প্রবেশ করে এবং শুক্র শোণিতাত্মক স্থূলদৃশ্য মহাভূত-পঞ্চকের সহিত মিলিত হয়, অনন্তর মনদ্বারা কার্য্যসাধক আত্মা গুণ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন, এস্থলে গুণ শব্দের অর্থ গুণবদ্‌ভূতপঞ্চক বুঝিতে হইবে। দেহ গ্রহণে প্রবর্ত্তমান আত্মা প্রথমতঃ আকাশ তদনন্তর যথাক্রমে বায়ু প্রভৃতি অপর ভূতচতুষ্টয়কে গ্রহণ করেন, এই গুণ-গ্রহণ-কার্য্য অতীব সূক্ষ্মকালে সম্পন্ন হইয়া থাকে; গুণ-গ্রহণ ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, মহাপ্রলয়াত্যয়েও সিসৃক্ষু বিধাতা পূর্ব্বে আকাশের সৃজন করেন, তৎপশ্চাৎ ব্যক্ততর গুণ বাতাদিভূতচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপ স্থূলমহাভূত গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে যেমন মাকড়সার গুণে মাকড়সা আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিভু পরমাত্মা লিঙ্গশরীরিরূপে স্থূল মহাভূতপঞ্চকের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন, এই গুণ-গ্রহণ সম্বন্ধে মহর্ষি চরক যাহা বলিয়াছেন তাহা এই, "তত্র পূর্ব্বং চেতনা-

ধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে, যথা প্রলয়াত্যয়ে স্রষ্টুমিচ্ছুর্ভূতানি সত্ত্বোপাদানঃ পূর্ব্বতরমাকাশং সৃজতি, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্, বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ তথা দেহগ্রহণেপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ সর্ব্বমপিতু খল্বেতদ্গুণোপাদানম্ অণুনা কালেন ভবতীতি।" এই গুণ গ্রহণ সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, তাঁহার গুণ গ্রহণ ক্রিয়া সম্ভবে না, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতনাবান্ আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, অচেতন মনের সহিত সংযুক্ত বলিয়া অচেতন ক্রিয়াশীল মন যাহা করে তাহাই চেতনাবান্ আত্মার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, চেতনাবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে, অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে। অর্থাৎ আত্মা চেতনাবান্ বলিয়াই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং মন অচেতন বলিয়া ক্রিয়াশীল হইলেও কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন না। বেদান্ত বলেন, অগ্নিসন্তপ্ত লৌহগোলক দাহ জন্মাইতেছে, এই বাক্যে বস্তুতঃপক্ষে লৌহগোলকের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে লৌহগোলকান্তর্গত দহন দাহ জন্মাইলেও যেরূপ লৌহগোলকে দহনক্রিয়া আরোপ হয়, তদ্রূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মস্থ মন কার্য্যকারী হইলেও নিষ্ক্রিয় আত্মাতেই কার্য্যের আরোপ হইয়া থাকে, তাই আমি দুঃখী ইত্যাদি ব্যবহার হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ বা দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে, উহা মনেরই ধর্ম্ম। "তথাচ শ্রুতিঃ— কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।" ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, জরায়ুতে গুণগ্রহণ ব্যাপার প্রকৃত প্রস্তাবে মনেরই কার্য্য। মন ইন্দ্রিয়ার্থগ্রাহক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে মনকে উভয় ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, বস্তুতঃ পক্ষে মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত নহে। "তথাচ শ্রুতি,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যাদি। আমরা বেদান্তপরিভাষায় মনোবিষয়ক একটি বিষয় দেখিতে পাইলাম, বিষয়টি এই, যথা—"তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃ করণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত্য ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে, স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে ইতি।" অর্থাৎ যে প্রকার তড়াগ সলিল ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া প্রণালীপথে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্যক্ষেত্রের অনুরূপ চতুষ্কোণাদি আকার প্রাপ্ত হয়, তদ্বৎ তেজোময় অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়দেশে গমন করতঃ ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত হয়, এইরূপ পরিণতিকে মনের বৃত্তি কহে।

এক জনের সম্মুখ দিয়া হাতী চলিয়া গেল, অথচ সে দেখিল না, লোকটি অন্ধও নয় এ স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা মনের অনির্গমনই অদর্শনের কারণ, আয়ুর্ব্বেদের মতে মনঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহায়তা করে নাই বলিয়াই সে দেখিতে পাইল না, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে অদর্শনের পক্ষে কারণ একই জাতীয় "স মনো সৃজত" এই শ্রুতি বাক্যানুসারে মন আদিদ্রব্য

সাকার, সুতরাং সেই তৈজস সাকার পদার্থের ছিদ্রপথে বহির্নির্গমন অসম্ভব নহে, তবে মনের এইরূপ পরিণতি আমাদের স্থূলদর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, ফলতঃ মনের ক্রিয়াতেই আত্মার ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা, মনোবলেই মানুষ বলীয়ান্, মনের অলৌকিক শক্তিতেই মানুষ যাবতীয় অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, কিন্তু দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ এই অন্তঃকরণে যে তিনটি গুণ নিহিত থাকে তন্মধ্যে রজঃ ও তমোগুণ মনের কালিমা বা দোষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, মন জন্মকালে বা অন্য সময়ে যোগদ্বারা রজো বা তমোগুণে অভিভূত না হইলে ইহ জন্মে পূর্ব্ব কর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণে গত জন্মের বিষয় উদিত হইতে থাকে, ঐ প্রকার লোককে পণ্ডিতগণ জাতিস্মর বা শুদ্ধসত্ব বলিয়া থাকেন, মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, "যদাতু তেনৈব শুদ্ধেন সংযুজ্যতে তদা জাতেরতিক্রান্তায়া অপি স্মরতি স্মার্তং হি জ্ঞানং আত্মনঃ তস্যৈব মনসোহনুবন্ধাদনুবর্ত্ততে, যস্যানুবৃত্তিং পুরস্কৃত্য পুরুষো জাতিস্মর ইত্যুচ্যতে ইতি।"

যেরূপ মলিন দর্পণে—প্রতিবিম্বন হয় না, তদ্রূপ তমোজালাবৃত প্রাক্তন কর্ম্মবৎ অন্তঃকরণে পূর্ব্ব কর্ম্মের বিষয় পরিস্ফুরিত হয় না। কিন্তু তমোজাল ঘনীভূত না হইলে তরল মেঘাবৃত চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনে প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার ন্যূনাধিক স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই জন্যই পণ্ডিতগণ বলেন,

"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈ বাভ্যস্যতে পুনঃ ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ দান অধ্যয়ন ও তপশ্চর্য্যার অভ্যাস করা গিয়াছে, জীব সেই পূর্ব্বাভ্যাসের যোগ অর্থাৎ অনুবৃত্তিহেতু ইহ জন্মেও পুনঃ তত্তৎ বিষয় অভ্যাস করিয়া থাকে এবং সেই সেই বিষয় মনেও সত্বর অভ্যস্ত হয়, এই জন্যই মনীষিগণ বলেন, "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা" ইত্যাদি। পূর্ব্বজন্মে জীবে যে মন নিহিত থাকে, পরজন্মে তৎসঙ্গে সেই মন পুনরাগত হইয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্বজন্মে যে মন ছিল ইহ জন্মেও তাহাই আছে, পর জন্মেও তাহাই থাকিবে, তবে কর্ম্মানুসারে উহা ক্রমশঃ অমল বা সমল হইয়া উন্নত বা অনুন্নত যোনিগমনের কারণ হইয়া থাকে মাত্র, জীবের সহিত মনের এই সমবায় সম্বন্ধ মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী।

আমরা এ পর্য্যন্ত জন্মক্রম সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করিলাম, তন্মধ্যে মায়া, অবিদ্যা বা জীবাত্মার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, কেহ বলেন, মায়া অবিদ্যা বা জীবাত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তবে উহা পরমাত্মার প্রতিভাস মাত্র, যেমন দর্পণে মুখ দেখিলে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়; বস্তুতঃ ঐ দর্পণস্থ মুখ দর্পণ ভিন্ন কোন পদার্থই নহে, যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সনক্ষত্র চন্দ্রের অনুসন্ধান করিলে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়, অথচ জলে চন্দ্র ও নক্ষত্রের উপলব্ধি জন্মে, তদ্রূপ দেহে জীবাত্মা বলিয়া পৃথক্ কোনও পদার্থ নাই, কিন্তু পরমাত্মা ভিন্ন অন্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থের আপাততঃ উপলব্ধি জন্মে ঐ পরমাত্মার প্রতিবিম্বমূলক অমূলক উপলব্ধিই জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়, এই সুগুম্ফিত বাক্যমালা আপাততঃ মনোহর ও স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হইলেও

বৈদিক প্রকরণের অনুশীলন করিলে উহার নশ্বরতা প্রতিপন্ন হইবে, শ্রুতি বলেন, 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপঃ, অজো হ্যেকো জুষমাণোনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোন্যঃ। অস্যার্থঃ লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং রজঃসত্ত্বতমোগুণময়ীং বহ্বীঃ বহুলাঃ সরূপাঃ সমানরূপাঃ ত্রিগুণান্বিতা ইতি যাবৎ, প্রজাঃ জন্যপদার্থান্ সৃজমানাং উৎপাদয়ন্তীং একাং অদ্বিতীয়াং অজাং প্রকৃতিমায়াজীবাত্মাবিদ্যাব্যক্তপরপর্য্যায়াং ঐশ শক্তিং একঃ অবিদ্বান্ অজঃ পরমার্থতঃ জন্মরহিতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ জুষমাণঃ সেবমানঃ অনুশেতে অনুসরতি, অন্যঃ বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানবান্ অজঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ভুক্তভোগাং আসাদিতসুখদুঃখাং এনাং অজাং মায়াং জহাতি ত্যজতি মায়াবন্ধাৎ মুচ্যতে ইতি যাবৎ। এস্থলে অজাশব্দে শ্রুতি মায়া ও অবিদ্যাকে লক্ষ্য করিতেছেন, মায়া ও অবিদ্যাতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সত্ত্ববিশুদ্ধ প্রকৃতিকে মায়া এবং অবিশুদ্ধা প্রকৃতিকে অবিদ্যা কহে। অন্যত্র আবার শ্রুতি বলিতেছেন, "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকসীতি॥ অস্যার্থঃ, দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিবৎ প্রকাশমানৌ জীব-পরমাত্মানৌ সযুজৌ সহচরৌ সখায়ৌ সুহৃদৌ সমানং একং বৃক্ষং শরীরং পরিষস্বজাতে আশ্রয়তি তয়োর্মধ্যে অন্যঃ জীবঃ পিপ্পলমিব স্বাদুভোগ্যং ফলং স্বর্গাদিলোকং অত্তি ভুঙ্‌ক্তে, অন্যঃ পরমাত্মা অনশ্নন্ ভোগরহিতঃ সন্ অভিচাকশীতি প্রকাশতে" ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ, পক্ষিবৎ প্রকাশমান জীব ও পরমাত্মা পরস্পর সহচর এবং অন্যোন্য বন্ধু, ইহারা উভয়ে বৃক্ষবৎ শরীরকে আশ্রয় করে, উভয়ের মধ্যে জীব পিপ্পল ফলের ন্যায় স্বাদুভোগ্য স্বর্গাদিফল উপভোগ করে এবং পরমাত্মা ভোগরহিত হইয়া প্রকাশমান থাকে, এই পরমাত্মাই মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিয়া অভিহিত হয়॥ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্বন ভিন্ন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, অবস্থাবিশেষে ইহাকে প্রকৃতিমায়া ও অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, ইহাই আয়ুর্ব্বেদে সত্ত্বরজস্তমোগুণময় অব্যক্ত নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাহার মতে অন্তঃ-করণ প্রতিবিম্ব চৈতন্যই জীবাত্মা, কিন্তু এই পক্ষ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা অনেকদূরে আসিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূক্ষ্মাঙ্গ শুক্রশোণিতাত্মক স্থূলভূতের সহিত মিশ্রীভূত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই প্রকার অবস্থাকে গর্ভসঞ্চার কহে। প্রথম মাসে শুক্রশোণিত জরায়ুতে কললতা প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মাসে ঐ সঙ্ঘাত ঘনীভূত হয়, ঘনীভূত সঙ্ঘাত পিণ্ডাকার প্রাপ্ত হইলে পুত্র, পেশী আকারে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদাকার প্রাপ্ত হইলে নপুংসক উৎপন্ন হয়; মহর্ষি শৌনক বলেন, সম্ভবতঃ মস্তকই পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়, কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মূল, কৃতবীর্য্য বলেন, হৃদয় বুদ্ধি ও মনের স্থান, সুতরাং হৃদয়ই পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়, মহর্ষি পরাশর অনুমান করেন, নাভিই পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়, কারণ নাভী নাড়ী হইতেই দেহ বর্দ্ধিত হয়, মার্কণ্ডেয় বলেন, পূর্ব্বে পাণিপাদ উৎপন্ন হয়, কারণ গর্ভের চেষ্টা পাণিপাদমূলক, গৌতম অনুমান করেন, পূর্ব্বে মধ্যশরীর উৎপন্ন হয়, কারণ সমুদায় অঙ্গভাগ তাহাতেই নিবদ্ধ, মনীষী উদারধী ভগবান্ ধন্বন্তরি বলেন উল্লিখিত কোনও

যুক্তি সমীচীন নহে, বংশাঙ্কুর এবং রসালফলবৎ সমুদায় অঙ্গবিভাগই যুগপৎ উৎপন্ন হয়, যেমন রসালফল পরিপক্ক হইলে কেশরমাংসাস্থিমজ্জা পৃথক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তরুণাবস্থায় উহাদের পৃথক্‌রূপ উপলব্ধি হয় না, গর্ভেরও তদ্রূপ এবং কালপ্রকর্ষই তাহার হেতু, গর্ভের তরুণাবস্থায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহাদের সূক্ষ্মতাহেতু অনুপলব্ধি হইয়া থাকে এবং কালপ্রকর্ষে পরিস্ফুট হইলে উহারা নয়নের গোচরীভূত হয়। তৃতীয় মাসে হস্ত পদ ও মস্তকের পঞ্চপিণ্ডকা অভিব্যক্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগ সূক্ষ্মরূপে লক্ষিত হয়, চতুর্থমাসে গর্ভিণীকে দৌহৃদিনী বহে, কারণ এই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে চেতনাধাতুর অভিব্যক্তি হয় এবং সে ইন্দ্রিয়ার্থে অভিপ্রায় করে, উভয় হৃদয়ের কার্য্য হয় বলিয়াই গর্ভিণী দৌহৃদিনী আখ্যালাভ করিয়া থাকে, এই সময়ে সন্তানের অভিপ্রায়ানুসারে গর্ভিণীর যে অভিপ্রায় হয়, তাহাকে দৌহৃদ কহে, দৌহৃদকার্য্য যথাসম্ভব সম্পন্ন না হইলে, প্রসূতি কুব্জ, খঞ্জ, বামন, বিকৃতাক্ষ বা অন্ধ পুত্র প্রসব করিতে পারে। সর্ব্বত্রই প্রসূত বালকের বর্ণ জনকজননীর অনুরূপ হয় না, গর্ভোৎপত্তিকালে তেজোধাতু অব্ধাতুপ্রায় হইলে শিশু গৌরবর্ণ পৃথিবীধাতুপ্রায় হইলে কৃষ্ণ হইতে পারে। গর্ভোৎপত্তিকালে তেজোধাতু দৃষ্টিভাগ প্রাপ্ত না হইলে শিশু জাত্যন্ধ হয়; ঐ তেজ রক্তানুগত হইলে রক্তাক্ষ, পিত্তানুগত হইলে পিঙ্গলাক্ষ, শ্লেষ্মানুগত হইলে শুক্লাক্ষ এবং বাতানুগত হইলে বিকৃতাক্ষ হইয়া থাকে। যে স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্তনে পূর্ব্বে পয়োদর্শন হয়, দক্ষিণচক্ষু বিস্ফারিত হয় এবং দক্ষিণ সক্‌থির উৎকর্ষ হয়, সে পুত্রসন্তান এবং তদ্বিপর্য্যয়ে কন্যা প্রসব করিয়া থাকে, যাহার উদর দ্রোণীভূত মধ্যনিম্ন, সে যুগ্মসন্তান প্রসব করে। গর্ভস্থ শিশুর পঞ্চম মাসে মনঃ, ষষ্ঠে বুদ্ধি, সপ্তমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগ পরিস্ফুট হয়, অষ্টম মাসে প্রসূত হইলে প্রায়শঃ সন্তান বা গর্ভিণীর জীবনের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কারণ এই সময় ওজঃধাতু কখন সন্তানহৃদয় হইতে মাতৃহৃদয়ে এবং মাতৃহৃদয় হইতে সন্তানহৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে, ওজোধাতুর সঞ্চারণ সময় জন্ম হইলেই মৃত্যু সম্ভাবনা। অষ্টম মাসে প্রসব হইলে প্রসূতিকে মাংসযূষ আহার দিবে। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশমাস প্রসবকাল, এই সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইলে গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হয় এবং মূঢ়গর্ভাদি কঠিন সাঙ্ঘাতিক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

জননীর রসবহা নাড়ীর সহিত শিশুর নাভীনাড়ী প্রতিবদ্ধ থাকে, এই নাভীনাড়ীই জননীর আহাররসবীর্য্য বহন করে এবং তদীয় উপস্নেহদ্বারাই শিশু বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

জরায়ুদ্বারা মুখ আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফবেষ্টিত ও বায়ুর পথ অবরুদ্ধ থাকায় গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতে পারে না, তবে জননীর নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ ও নিদ্রার সময় শিশুও নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ ও নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদাহ সুশ্রুতঃ—

"জরায়ুণা মুখে ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি,
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নান্ গর্ভোঽধিগচ্ছতি মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্।"

গর্ভস্থ শিশু মাতার পৃষ্ঠাভিমুখে ঊর্দ্ধমস্তকে অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া জরায়ুবৃত হইয়া অবস্থান

করে, প্রসবকালে প্রসববায়ুদ্বারা অবাঙ্‌মস্তক হইয়া কদাচিৎ উর্দ্ধমস্তক হইয়াও প্রসূত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে যথা—ক্লান্তি, শরীরের গ্লানি, মুখ ও চক্ষুর শিথিলতা, বক্ষঃস্থলের অবসাদ, উদরের স্রস্ততা বস্তিদেশের গুরুতা, বঙ্ক্ষণ, বস্তি, কটী, কুক্ষি ও পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা এবং অপত্যপথ হইতে লালাস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার পর আবির প্রাদুর্ভাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্ভোদকের প্রসেক হইতে থাকে, অনন্তর গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়, যদি গর্ভ অবাঙ্‌মুখ না হওয়ার দরুণ প্রসবের ব্যাঘাত জন্মে, তবে ভূর্জ্জপত্রের ধূম গ্রহণ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও সক্‌থিদেশ উষ্ণতৈল দ্বারা অনুমর্দ্দন করিবে, এই ক্রিয়াদ্বারা গর্ভ প্রসবকালোচিত হইয়া থাকে।

প্রসবের পরক্ষণেই শিশু কাঁদিয়া উঠে. মায়ারূপিণী পৃথিবীর সহিত সংসর্গই এ ক্রন্দন ও পূর্ব্বজন্মবিস্মৃতির কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, এ অনুমানটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না, কেননা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও জাতিস্মর হইয়া থাকে, যাহাদের পূর্ব্বজন্মব্যাপার স্মৃতিতে জাগরূক থাকে, সেই সকল বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির গর্ভে পৃথিবীতে বা পরলোকে পূর্ব্বস্মৃতির অভাব হইতে পারে না, যাহাদের পৃথিবীতে পূর্ব্বস্মৃতির অভাব হয়, তাহাদের গর্ভে এবং পরলোকেও স্মৃতির অভাব অবশ্য স্বীকার্য্য, পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মানুসারে ইহাই যুক্তিযুক্ত, কখন কখন বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির পূর্ব্বস্মৃতির কালান্তরে কার্য্যবশে পুনরুন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, অবিশুদ্ধসত্ত্ব মনোবলবান্ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির পরলোকযাত্রাকালে ঐহিক স্মৃতির সত্ত্বা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা পরলোক পর্য্যন্ত পৌঁছায় কিনা তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য। এই সকল বিষয় মৃত্যু ও পরলোকগমন বিবরণ আলোচনায় আলোচিত হইবে।

প্রসবের পর অমরানামক নাড়ী নির্গত না হইলে সুশিক্ষিতা ধাত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির নাভির উর্দ্ধভাগ এবং বামহস্ত দ্বারা পৃষ্ঠভাগ পুনঃপুনঃ অনুলোমভাবে সুনির্ধূত করিবে, কেশবেণী কণ্ঠতালুতে স্পর্শ করাইয়া বমনোদ্রেক করাইবে, সর্পনির্ম্মোক অভাবে ভূর্জ্জপত্র দ্বারা প্রসবপথ ধূপিত করিবে; মসনাসীজের দুগ্ধদ্বারা পৃষ্ঠবংশ, হস্ত ও পাদতল ম্রক্ষিত করিবে, হস্তপাদে লাঙ্গলীমূল (ঈশনাঙ্গলামূল) বা বিশল্যামূল বন্ধন করিবে এবং বায়ুর প্রকোপ নিমিত্ত হইলে অনুগ্র মদ্য, বেদানা, দুগ্ধাদিসেবন ইত্যাদি আভ্যন্তর প্রয়োগ দ্বারায় অমরা পাতন করিবে। অনন্তর সূত্রদ্বারা অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া নাড়ী বন্ধনকরতঃ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা বন্ধনোপরি নাড়ীচ্ছেদ করিবে, যদি কোন কারণবশতঃ নাভীনাড়ী পচিতে আরম্ভ হয়, তবে লোধ যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু ও দারুহরিদ্রার কল্কদ্বারা তৈলপাক করিয়া অভ্যক্ত করিবে এবং ঐ সকল কল্কের চূর্ণদ্বারা নাভিদেশ অবচূর্ণিত করিবে। প্রসবকালে রক্তস্রাবের অল্পতা হইলে তলপেটে যে বেদনা হয়, তাহাকে মক্কলশূল কহে, শার্দূলকাঞ্জিক প্রভৃতি বাতঘ্ন ঔষধ উহার মহৌষধ, প্রসবের পর সূতিকারোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, এজন্য পুরাতন দ্রাক্ষারিষ্ট বা

পুরাতন অন্তগ্রসুরা ( শ্যামপেন ) আহারের পর মাসাবধি ব্যবহার করা বিধেয়। মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি রসশোষক ও উত্তেজক ঔষধও ব্যবহৃত হইতে পারে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় ( কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন )।

# নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ।

পদ্মাপুরাণ এবং ইহার রচয়িতা বিভিন্ন কবি সম্বন্ধে অনেকদিন যাবং নানা প্রকার আলোচনা ও সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে, পদ্মাপুরাণ ও তদ্‌বিষয়ক কথা ক্রমশঃ রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। এই বিষয়ে গত কয়েক বৎসর যাবৎ মাসিক পত্রিকাদিতে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি বিষয়-গুরুত্বে এবং গবেষণার গভীরতায় উপভোগ্য আবার এমনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা শুধু একদেশদর্শী কিংবা অস্বাভাবিক কল্পনা দ্বারা জড়িত।

সম্প্রতি "রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় ( ১৩১৮, ষষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা ) এবং "আর্য্যাবর্ত্তে" ( ১৩১৯, জৈষ্ঠ ) দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে;—প্রথমটির বিষয়; নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ'—লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির বিষয়, "মনসামঙ্গল" লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিয়া, এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে করি।

প্রথমতঃ, শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ইহা একটা আনন্দের কথা যে, সতীশ বাবুর মত শিক্ষিত যুবক "প্রাচীন সাহিত্যালোচনা কার্য্যে" প্রবৃত্ত হইয়া "নারায়ণ দেব এবং পদ্মাপুরাণের লেখকগণকে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধে তিনি দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—

( ১ ) নারায়ণদেব ও সুকবিবল্লভ ( কবিবল্লভ ) বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। সুকবিবল্লভ উপাধিব্যঞ্জক পদ।

( ২ ) নারায়ণদেব খাঁটি ময়মনসিংহবাসী। ময়মনসিংহ জেলার সহিত পদ্মাপুরাণের সবিশেষ পরিচয় স্থাপন করিতে সতীশবাবু যাদৃশ বদ্ধপরিকর, "কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক 'বঙ্গদেশ ও আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নারায়ণ দেবের বাসভূমি এবং জন্মস্থান নির্দ্দেশের চেষ্টায়" তাদৃশ "বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ" করেন নাই। অতীতের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ হইতে যাহাদিগকে সত্যের কণা সংগ্রহ করিতে হয়,—তাঁহাদিগকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। অন্ধকারময় গৃহে তাঁহাদিগকে হাতড়াইতে হয়, হয়তো কাহারও হাতে সত্যের সোণা উঠে, কাহারও হাতে কল্পনার কাচ উঠে। তাঁহাদের লভ্যবস্তুর প্রকৃতি কিরূপ তদ্বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হইয়া উঠে। সারসত্য আবিষ্কার করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও গবেষণা করার প্রয়োজন। একটা কথা শুনিলাম, তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম, অথচ কোনও যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাহাকে দাঁড় করান যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সতীশবাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে অনেক স্থলে কাল্পনিক উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা নারায়ণদেব এবং দ্বিজবংশীদাস ময়মনসিংহের আবাল-বৃদ্ধবনিতার চির-পরিচিত। ময়মনসিংহের শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকে.........পূর্ব্ববাঙ্গালার মুসলমান শিষ্যগণ এখনো তাহাদের সুপবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ সরিপের শ্লোকশিক্ষার পূর্ব্বে "নারায়ণদেবে কয় নরসিংহ সুত" প্রভৃতি কবিতাংশ শিক্ষা এবং অর্দ্ধস্ফুট জড়িত স্বরে যথেচ্ছ ভাবে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া থাকে।" ময়মনসিংহের 'চারুমিহির" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ এবং হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত দ্বিজবংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ময়মনসিংহের পদ্মাপুরাণ প্রীতির সম্পূর্ণ নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, দ্বারকা বাবুর "বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের সংস্করণ বাহির হইবার পূর্ব্বে এই পুস্তক সংপ্রতি ১৩১৮ সনে মুদ্রিত হইয়াছে। ময়মনসিংহবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে শতকরা ৫ জন লোকও জানিতেন না যে দ্বিজবংশীদাসের পৃথক্ পদ্মাপুরাণ আছে। তাঁহারা শুধু এই জানিতেন যে, নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে বংশীদাসের ভণিতা আছে এবং নিজে এই পদ্মাপুরাণ নকল করিবার সময় স্থানে স্থানে স্বীয় নামটি বসাইয়া দিয়াছেন। এই বংশীদাস যে কোথাকার লোক, তাহা অনেকেই জানিতেন না। দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, নারায়ণদেব কোন্ জেলার লোক জানিতে চাহিয়া ময়মনসিংহের কয়েক স্থানের টোলের প্রাচীন অধ্যাপক হইতে এই উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি পূর্ব্বদেশের লোক, ময়মনসিংহের কি না তাঁহারা জানেন না। যে স্থলে প্রাচীন শিক্ষিত বৃদ্ধদের ভিতরে নারায়ণদেব ও দ্বিজ বংশীদাস সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, সে স্থলে বাল এবং বনিতাদের কথা আর কি বলিব?

তৃতীয় প্যারাগ্রাফে সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, "শৈশবে মাতৃস্তন্যের সহিত যাঁহার কবিতার পরিচয়, তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করা ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে অতিমাত্র স্বাভাবিক।" ইহা কি যুক্তি? যদি এই প্রকার বিশ্বাস স্বাভাবিক হয়, তবে কবিগুরু বাল্মীকি, মহামতি চাণক্য, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঁহাদিগকেও ময়মনসিংহবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, "মাতৃস্তন্যের সহিত" হউক বা না হউক, অন্ততঃ পিতৃক্রোড়ে থাকা সময়ে, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ", "বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ", 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল,"—প্রভৃতি গাথার সহিত অন্য স্থানের ন্যায় ময়মনসিংহের শিশুদিগেরও পরিচয় হইয়া থাকে।

সতীশবাবু স্বীয় প্রবন্ধের ভূমিকার শেষভাগে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন সাহিত্যালোচনা-কার্য্যে নারায়ণদেব এবং পদ্মাপুরাণের লেখকগণ আমার সর্ব্বপ্রধান অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার পদ্মাপুরাণের বিবিধ মুদ্রিত গ্রন্থ, বিবিধ সংবাদ সাময়িক পত্র ও সভাসমিতির কার্য্যবিবরণে পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এই আলোচনার

ফলে নারায়ণদেব সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, অদ্য তাহা সাহিত্যিকগণের সেবার জন্য নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম।" "বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় পদ্মাপুরাণের বিবিধ মুদ্রিত গ্রন্থ" কথাটাতো ভাল করিয়া বুঝা গেল না? মোটের উপর ৫ খানার বেশী পুথি মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তবে যে তিনি (৮২ পৃষ্ঠে) লিখেন "এ পর্য্যন্ত আমি বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট ৭০ খানিরও অধিক পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি আলোচনা করিয়াছি।" তাহা বোধহয়, তদীয় আপন জেলাতেই সীমাবদ্ধ। যদি এরূপ হয়, তবে বলিতে হইবে যে, সতীশবাবু যথেষ্ট মৌলিক গবেষণা করেন নাই। ফলতঃ সতীশবাবুর গবেষণা যে অগভীর ও অসমীচীন তদ্বিষয়ে সম্প্রতি দুইটি উদাহরণ তদীয় প্রবন্ধ হইতেই প্রদর্শন করা যাইতেছে। (১) পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে, "বন্ধুবর কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার ময়মনসিংহের বিবরণের প্রথম সংস্করণের ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রাচীন সাহিত্যের বিবরণে নারায়ণদেবের স্বহস্ত-লিখিত পদ্মাপুরাণ হইতে পরিচয়সূচক যে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'সুকবি বল্লভখ্যাতি সর্ব্বগুণযুত' এই পাঠ দৃষ্ট হয়।" নিতান্ত দুঃখের সহিত লিখিত হইতেছে, সতীশবাবুর বন্ধুবরের সাক্ষ্য তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কেদারবাবু তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার নিকট নারায়ণদেবের হস্তাক্ষরসম্বলিত পদ্মাপুরাণ ছিল না। নারায়ণদেবের বংশধরগণের নিকট যে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ছিল, তাহা শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" ইহার উপর আর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত হোম মহাশয়ের সহিত আমার নিজের যাহা আলাপ হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এ স্থলে দেওয়া গেল। তিনি বলেন, "বোরগাঁও বা বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বাদ্‌লা থানার নিকট। ইহার নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রাম সাঁকাইল, দীগ্‌-দাইর। ইহা একটি প্রাচীন গ্রাম। আমাদের বাড়ী সোহিলা গ্রাম হইতে বোরগাঁও বেশী দূরে নহে। সোহিলাতে আমরা ২৫ পুরুষ যাবৎ আছি। বোরগাঁও অন্ততঃ ১৭।১৮ পুরুষ প্রাচীন হইবে অনুমান হয়। আমাদের বাড়ীতে প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ছিল। তাহাতে কবির বাসস্থানের পরিচয়সূচক নিম্নলিখিত ভণিতাটি দেখিতে পাই,

'পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
রাঢ় ত্যজিয়া বোরগ্রামেতে বসতি॥'

ইহা দেখিয়া আমার কৌতূহল হয়। সে আজ ত্রিশ বৎসরের (১৮৮১।৮২ ইংরাজির) কথা। ঢাকাতে আমার পঠদ্দশায় বোরগাঁওবাসী ৺মহেন্দ্রচন্দ্র দেব আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমি তাঁহার সাহায্যে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি তাঁহাদের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করি। মহেন্দ্রচন্দ্র নিজকে এবং তাঁহাদের জ্ঞাতিগণকে নারায়ণদেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। সেই প্রাচীন পুথিখানি একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থায় আমার হস্তগত হয়। কোন্ সনে লেখা, কাহার হস্তের লেখা ইত্যাদি পরিচয়সূচক কথা থাকিলেও আমার স্মরণ নাই। আমাদের বাড়ীর প্রাচীন পুথি হইতে সেইখানি অধিকতর প্রাচীন ছিল। আমরা আমাদের বাড়ীর

প্রাচীন পুথির সাহায্যে এই গলিতপ্রায় পুথির পাঠোদ্ধার করি। এই কার্য্যে ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ (যিনি সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী প্রকাশিত করেন) আমার প্রধান সহায় ছিলেন। মুদ্রণ-কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইলে পর, আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমি পশ্চিমে যাই। কার্য্যের সমস্ত ভার ৺ঘোষ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। মূল পুথি (অর্থাৎ যাহা আমি বোরগাঁও হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম) তাঁহার নিকট থাকে। তিনি পীড়িত হওয়ায় বাড়ীতে চলিয়া যান এবং মারা যান। ইহার পর সেই পুথিখানির আর সন্ধান পাই নাই। ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ৺ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াও পুথিখানি পাই নাই। যে কয়ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাও দপ্তরীর দোকানে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া খোজ করিয়া পাই নাই। যে পুথিখানি হারাইয়া গিয়াছে, তাহা নারায়ণদেবের স্বহস্ত-লিখিত কিনা, আমি দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি না। এই বিষয়ে আমি ১৮৯২ সনের নব্যভারতে পদ্মাপুরাণ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। ইহা এখন আমার নিকট নাই। আমার বয়স তখন প্রায় ২০ বৎসর।"

(২) ৮৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে। পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক ৮ম অধিবেশনে পঞ্চাননবাবু "নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "নারায়ণদেবের জন্মস্থান জোয়ানসাহী পরগণার অন্তর্গত বোরগ্রাম। এই বোরগ্রাম পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল। এখন কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত হইয়াছে।" এই কথার উপরে, সতীশবাবু, পঞ্চাননবাবুর কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। সতীশবাবুর মন্তব্যে আছে, "আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধহয় বোরগ্রাম চিরদিন ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল। পঞ্চাননবাবু কোন্ প্রমাণের বলে ইহাকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।" সতীশবাবুকে জিজ্ঞাস্য তিনি কোন্ প্রমাণের বলে ঠিক করিলেন যে, বোরগ্রাম চিরদিন ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল? পঞ্চাননবাবুর কৈফিয়তটা আমরাই দিতেছি। প্রথম নম্বর সাক্ষী, তদীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার। "ময়মনসিংহের বিবরণে" স্পষ্টই আছে যে, জয়নসাহী (বা জোয়ানসাহী) পরগণা সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। কেদারবাবু পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে লিখিয়াছেন, পরগণা জয়নসাহী এক সময় সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। তাহা আমার পুস্তকেই আছে।" দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্ব-নিধিকৃত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"। সতীশবাবু কি জানেন না যে, জোয়ানসাহী, সুসঙ্গ, দুর্গাপুর প্রভৃতি অধুনাতন ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাংশে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল। *

---

* বোরগ্রাম যে জয়নসাহী পরগণার অধীন, এ কথা এতদিন সর্ব্ববাদিসম্মতরূপেই গৃহীত ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এ কথা সপ্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারও এ কথাই বলিয়া আসিতেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। "বোরগ্রাম" জোয়ানসাহী পরগণার অন্তর্গত নহে, ইহা নাসিরুজ্জিয়াল পরগণার অন্তর্গত, ইহা আমি

এক্ষণে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর মতের পরিচয় দিতেছি—

"আর্য্যাবর্ত্তে" দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণের এক স্থানে লিখিয়াছেন, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকা" বেহারীয়া রাজার কন্যা" ছিলেন। দ্বিজবংশী লিখিয়াছেন, মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের হলবাহক জাতীয় "বছাই" নামক রাজা মনসা দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহের বুড় গ্রামে বাস করেন। সুতরাং এই তিন প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গলের উপাখ্যান আদৌ মগধ অঞ্চলের কথা ছিল। এতৎ সম্বন্ধে আর একটি অনুকূল যুক্তি এই যে, ভাগলপুর ও পাটনা অঞ্চলে এখনও গীতব্যবসায়ীদল মনসামঙ্গলের গান গাইয়া থাকে।"

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য ক্রমশঃ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। দেখা যাইতেছে যে, নারায়ণ দেব সম্বন্ধে নানা রকম উক্তি প্রচলিত আছে:—যথা,

(ক) "নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ"
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা আলোচ্য সংখ্যা　৮৭ পৃষ্ঠা

(খ) "রাঢ় ত্যজিয়া বোড় গ্রামেতে বসতি"
৮৭ পৃষ্ঠা

(গ) "জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ"
৯১ পৃষ্ঠা

(ঘ) "শূদ্রকুলে জন্ম মোর সংকায়স্থের ঘর"
৯৩ পৃষ্ঠা

(ঙ) "কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভখ্যাতি সর্ব্ব গুণযুত ॥"
৮৪ পৃষ্ঠা

(চ) "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে হয়।"
৮১ পৃষ্ঠা

---

জানিতে পারিয়া সত্য অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য কেদারবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি (এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর) কেদারবাবু একখানা চিঠিতে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, বোরগ্রাম 'নাসিরুজ্জিয়াল" পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এই নাসিরুজ্জিয়াল পরগণাটি কতদিনের, ইহা জয়নসাহী হইতে খারিজা কি না, যদি না হয়,তথাপি তৎকালে শ্রীহট্টান্তর্ভুক্তি স্থান মধ্যে উহাও ছিল কি না,'কেননা জয়নসাহী ছাড়াও অনেক জায়গা শ্রীহট্টের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এখনও বাকী রহিয়াছে। "বোরগ্রাম চিরদিনই ময়মনসিংহের অন্তর্গত" এই কথাটি বলিবার সময় সতীশবাবু আরও একটি কথা যেন মনে করেন যে "ময়মনসিংহ" এই নামক জেলাটিরই অস্তিত্ব আজ ১২৫ বৎসর যাবৎ মাত্র। কেদারবাবুর "ময়মনসিংহের" বিবরণে দেখা যায় যে "১৭৮৭ সনের ১লা মে এ জেলা স্থাপিত হয়।" লেখক।

এই সকল কথার একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। (ক) ও (খ) পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হয়। (গ) ও (ঙ) -ই দুই যে বিষম বিরোধ। এই সকল সামঞ্জস্য সতীশবাবু করেন নাই। ময়মনসিংহ (?) তাঁহার পরিদৃষ্ট হস্তলিখিত অনূন ৭০ খানি পুথির মধ্যে মাত্র ৭।৮ খানি পদ্মপুরাণে যে পরিচয়-সূচক ভণিতা আছে, (তাহাও আবার পরস্পর অনেক গরমিল) তাহাই তিনি বেদবাক্য মানিয়া অন্যান্য পুস্তকে যে সকল কথা আছে, তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকাংশ পুস্তকে যাহা নাই, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সাহিত্যিকেরা ধরিয়া থাকেন। পরিচয়সূচক কবিতাযুক্ত যে ৭।৮ খানি পুথি (পত্রিকা ৮৫ পৃষ্ঠা) তাহা হয়তো একই পুস্তকের নকল, এবং কবিতাগুলি প্রথম পুস্তকে নারায়ণদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত কাহারও কীর্ত্তি। পরস্পর যে গরমিল দেখা যায়, তাহা নকলের দোষে। মিথ্যার একটা প্রমাণ এই যে, ইহার অন্যত্র বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের "জন্ম মগদ" যদি হয়, তবে পূর্ব্ব পুরুষ" রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে আসেন কেমন করিয়া ?

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "আর্য্যাবর্ত্তে" যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেকেই হতাশ হইয়াছেন। ঐতিহাসিক সার সত্য আবিষ্কার করিতে যাইয়া, অদ্ভুত হেঁয়ালীর অবতারণা সাহিত্যের ইতিহাসকে একটা আরব্যোপন্যাসে পরিণত করে। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশেই আছে, "নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ বোরগ্রামে আসেন।" রাজনৈতিক কোনও অপরাধে একাধিকবার নারায়ণ দেব দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন কি না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। তবুও একটা সহজ যুক্তি আসিয়া এই মতকে খণ্ডন করিয়া দেয়। কোথায় মগধ, কোথায় রাঢ়, আর কোথায় বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে বোরগ্রাম? সেই মগধ হইতে এক ভোজপুরী বোর গ্রামে আসিয়া সুন্দর পরিষ্কার বাঙ্গালায় কাব্য লিখিতে বসিল! যে সে কাব্য নয়! সে কাব্য বাঙ্গালার জনসাধারণের হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিল।

দীনেশ বাবু কবিকে কেবল মগধ অর্থাৎ বিহার অঞ্চলে জন্মাইয়া, তৃপ্তি লাভ করেন নাই। তদীয় বর্ণিত বিষয়ও নাকি তিনি মগধ হইতে বাঙ্গালায় আমদানী করিয়াছেন। যে তিনটি প্রমাণ এবং একটি যুক্তি দ্বারা তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, মনসামঙ্গলের উপাখ্যান আদৌ মগধ অঞ্চলের কথা ছিল, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। সম্প্রতি নারায়ণ দেব-বিষয়ক উক্তিগুলির ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি:—

(ক) "জন্ম মগদ"— মগদ বা মগধ কোথায়?

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি-কৃত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" (পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহার মীমাংসা আছে। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"শ্রীহট্টে মগধ নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের মগধের নাম কামাখ্যাতন্ত্রে আছে। পুরাকালে শ্রীহট্টের একটা পর্ব্বতের নাম মাগধী ছিল, এই স্থানে অবশেষে তন্নামে একটা খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হয়।

"ত্রিপুরা কৌকিকা চৈব জয়ন্তী মণিচন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মাগধী দেবী অষ্টামী সপ্ত পর্ব্বতা ॥"—কামাখ্যাতন্ত্রবচনম্।

"ইহা হইতে দেখা যায়, মাগধী নামে একটা পর্ব্বত কামরূপ বা কামাখ্যা দেশে আছে। শ্রীহট্টও সেই কামরূপের অন্তর্গত ছিল।"

"বারাম্বর এক খানি পাঁচালী। শ্রীহট্টবাসী রঘুনাথ নামে কোন কবি ইহা রচনা করেন। ইহার ভাষায় এমত বহুতর শব্দ রহিয়াছে, যাহা শ্রীহট্টে ভিন্ন অন্যত্র প্রচলিত নাই। অন্যান্য পাঁচালীকারের ন্যায় এই গ্রন্থকারও নানা অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীব্রজ গোপাল বন্দ্যঘটী উড়িষ্যা দেশে তালপত্রে এই লিখিত পুথি পাইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে রচিত এই পুথিখানি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল, অথচ স্বদেশে ইহার নামও হয়ত অনেকে জানেন না।"

এই বারাম্বর পাঁচালীতে আছে :—"শ্রীহট্ট **নগরে** বাস **মগধ** নৃপতি।"

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই মাগধী পর্ব্বত লাউড়ের পাহাড়। মগধ রাজ্য, লাউড়। "নগর" শ্রীহট্ট অঞ্চলের এই মগধ রাজ্যের রাজধানী। অতএব "শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি ইহার অর্থ, শ্রীহট্ট অঞ্চলের "নগর" নামক স্থানে মগধ নৃপতি (লাউড় রাজ্যের রাজা) বাস করিতেন।

শ্রীহট্ট জেলার প্রধান নগর শ্রীহট্টে কখনও কোন মগধ নৃপতি বাস করেন নাই। শ্রীহট্ট গৌড়ের রাজধানী ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, শ্রীহট্টে প্রচলিত জনশ্রুতি (নারায়ণ দেব নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন) নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। "নগর" নামটিতে প্রাচীনত্ব আছে, এবং দেখিতেও একটি পুরাতন বসতি বলিয়াই বোধ হয়।

(খ) "পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি। রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি ॥"

ইহার অর্থ এইরূপ হইবে,—অতি শুদ্ধমতি আমার পূর্ব্ব-পুরুষ রাঢ় হইতে আসিয়াছিলেন। এখন আমাদের বোর গ্রামেতে বসতি হইয়াছে। আমার জন্ম মগদ (মগধ) (অর্থাৎ লাউড়ের নগর) হইলেও পূর্ব্ব পুরুষ রাঢ়ের ছিলেন। বোর গ্রামে পশ্চাৎ আসিয়াছি।

এই স্থলে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর আড়ম্বরপূর্ণ মন্তব্য, মগধ (বিহার) হইতে রাঢ় হইয়া বোর গ্রামে আসা, স্মরণ করা আবশ্যক।

(ক) এবং (খ) পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্যাখ্যা করিলে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। বরং ইহাই এক মাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়।

একই পুস্তকে "মগধ" এবং "রাঢ়" এর উল্লেখ দেখিয়াই দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন "নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ বুড়গ্রামে আসেন।'*

* এইরূপ লেখাতে দীনেশ বাবুর গবেষণার গভীরতায় এবং সিদ্ধান্তের সমীচীনতায় সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। প্রকৃত বানান 'বোর গ্রাম'। সাধারণতঃ স্থানীয় লোকে বোরগাঁও বলিয়া থাকে। লেখক।

আলোচ্য প্রবন্ধে ( পত্রিকা ৮৭ পৃষ্ঠা ) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়-লিখিত এবং ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসের "নব্য ভারতে" প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে কথা আছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করি। নারায়ণ দেবকে ময়মনসিংহের বোর গ্রামের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি কি প্রকারে তৎ প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" নিম্ন লিখিত কথাগুলি লিখিলেন ?—"ময়মনসিংহ যে কবিকে লইয়া গৌরব করিতে প্রয়াসী জলশুকা পরগণার নগর গ্রামে সেই নারায়ণ দেব জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তথা হইতেই সন্নিকটবর্ত্তী বোর গ্রামে গমন করেন, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অতএব নারায়ণ দেব প্রকৃত পক্ষে শ্রীহট্টের লোক। ইহা অচ্যুত বাবুর ৮ বৎসর পরের কথা। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" বিশেষতঃ এই ৮ বৎসরই অচ্যুত বাবু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের জন্য উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই সম্বন্ধে অচ্যুত বাবুর নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত হইতেছে :—"পদ্মাপুরাণ সেই স্থানেই ( পাথারিয়া পরগণায় কাঁঠালতলী গ্রাম ) পাইয়া দুই চারিটি নোট আনিয়াছিলাম, এবং তাহাই নব্যভারতের প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। তারিখ ঠিক ৩০০ বৎসর কিনা মনে নাই, কিন্তু পুথি খুব পুরাতন ছিল, ৩০০ বৎসর অঙ্কটা হয়তো ছাপার ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যদি অক্ষরে 'তিনশত বৎসর' লেখা থাকে, তবে উহা বলা চলে না। গত রথের পর এই পদ্মাপুরাণখানি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হস্তান্তরিত হওয়ায় ইহা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। * * * * * * "জিলা ত্রিপুরা, গ্রাম শশীদল। পোঃ হরিমঙ্গল ( নয়ানপুর ষ্টেশনের নিকট) কবি জগচ্চন্দ্র সেনের বাড়ী গিয়া আমি তাঁহার পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাইয়া যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়া আনিয়াছিলাম।

(১) উবানালে কাপড় পিন্ধে কেশ মুক্ত করি।
মাথা হইতে পদ্মাবতী বিষ নিল ঝারি॥

(২) তেজিয়া শ্রীহট্ট ঘর নাম বঙ্গনালে।

* * *

(৩) প্রথমে শ্রীহট্ট দেশে ভ্রমিয়াছি বিশেষে
কামরূপ কামাখ্যা নীলগিরি।

---

একটা কথা এ স্থলে বলিতে চাই। "রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি" এই পদটিতে চৌদ্দ অক্ষরস্থলে তেরটি অক্ষর পাওয়া যায়। যখন নারায়ণ দেবের স্বহস্ত-লিখিত পুস্তক পাওয়া যায় না, প্রাচীনতম নকলও দেখা যায় না, তখন এই পদটি যে কি ছিল, তাহা কিরূপে বলিব ? কিন্তু আমার বোধ হয়—

"নগর ত্যজিয়া বোড় গ্রামেতে বসতি" অথবা "রাঢ় ত্যজিয়া নগর গ্রামেতে বসতি"

এইরূপ একটা কিছু ছিল—অন্ততঃ তাহাতে চৌদ্দ অক্ষরপূর্ণ হয়—যদিও তখন অক্ষর গণিয়া কেহ কবিতা লিখিত না। লিপিকরপ্রমাদে 'নগর' 'রাঢ়' বা 'বোর' হইয়া "তিন নকলে আসল খাস্তার" একটি উদাহরণ রাখিয়া যাইতে পারে। লেখক।

ত্রিপুরা জৈন্তা জয় কলঙ্ক ভ্রমিয়াছি নানা রঙ্গ
গৌড়মণ্ডল আদি করি।

(৪) নারায়ণদেবে কয় সুকবিবল্লভ হয়
নারীগণে দিতেছে জোকার।"

"এই কয়েকটি ছত্রেই শ্রীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কি মনে হয়? তারপর, পুনঃপুনঃ একটু উপলক্ষমাত্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ, শ্রীহট্টস্থ জয়ন্তীয়ার উল্লেখ। ইহাতে গ্রন্থকারের অনুরাগের ঝোঁকটা কোন দেশের প্রতি অধিক বোধ হয়? বরং ত্রিপুরার উল্লেখ আছে, ময়মনসিংহের উল্লেখ মাত্রও নাই। ......আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস, নারায়ণ কবি শ্রীহট্টের ......আমি নব্যভারতে যদি পূর্ব্বে ইঁহাকে ময়মনসিংহবাসী বলিয়া থাকি, তবে সে পরের কথা শুনিয়া।"

শ্রীযুক্ত অচ্যুতবাবুর উক্তি-সমর্থনার্থ দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি; আপত্তি হইতে পারে যে, তিনি 'উবানালে' 'জোকার" প্রভৃতি যে সকল শব্দকে কেবল শ্রীহট্ট জেলার প্রাদেশিক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অধুনাতন ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলারও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে এবং 'জোকার' (উলু) শব্দের প্রয়োগ দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মা-পুরাণেও আছে; ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে, এইগুলি প্রকাণ্ড শ্রীহট্ট প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত; এবং জোয়ানসাহী, সরাইল প্রভৃতি ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার যে সকল অংশ শ্রীহট্ট-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতেই ঐ সকল শব্দ সুপ্রচলিত দৃষ্ট হয় এবং বোধ হয় তাহা হইতে পশ্চাৎ ঐ জেলার অন্যত্র নানাস্থলেও সংক্রমিত হইয়া থাকিবে। অপিচ, একটু উপলক্ষমাত্র শ্রীহট্টের উল্লেখ থাকিবার কারণ এই যে, নারায়ণদেবের সময় এবং তৎপরেও বোরগ্রাম ইত্যাদি স্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন "ময়মনসিংহ" বলিয়া একটা স্থান থাকিলে ত উল্লেখিত হইবে?

(গ) "জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ"

পত্রিকা ৯১ পৃষ্ঠা

ইহার সামঞ্জস্য সতীশবাবুর করা উচিত ছিল। 'কায়স্থ' আবার 'ব্রাহ্মণ' হইল কি প্রকারে? আমাদের বোধ হয়, এই উক্তিটি কবিবল্লভের। অতর্কিতে এখনও পুস্তকের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ হইলে,—

(ঘ) "শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থের ঘর।"

পত্রিকা ৯৩ পৃষ্ঠা

ইহাতে দোষ আসে না। নচেৎ (গ) এবং (ঘ) পরস্পর-বিরোধী হয়।

(ঙ) "কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত॥" পত্রিকা ৮৪ পৃষ্ঠা

ইহা লইয়া সতীশবাবু বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ও দীনেশবাবুর অনুসন্ধানে শ্রম-স্বীকারের অভাব, এই বলিয়া একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। এই জন্যই নাকি তাঁহাকে "অপ্রীতিকর আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।" সঙ্কোচ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে অপ্রিয়সত্যেরও আলোচনা হইয়া থাকে। নতুবা, সমালোচনা বলিয়া জিনিষটা এতদিনে লোপ পাইত। এই পংক্তি দুইটি সম্বন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মন্তব্যই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। একজন গ্রাম্য কবির পক্ষে এইরূপ আড়ম্বর লেখা সম্ভব হয় কি? ইহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যোজনা। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মৃচ্ছকটিক নাটক রাজা শূদ্রকের লিখিত। ইহার প্রস্তাবনায়, শূদ্রক রাজা অগ্নিতে শরীরার্পণ করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন, এইরূপ আছে। ইহা যে শূদ্রক লিখিতে পারেন না, তাহা বলাই অনাবশ্যক। বিশেষতঃ সতীশবাবু বলেন, পদ্মাপুরাণ নারায়ণদেবের "অল্প বয়সের রচনা" (পত্রিকা ৯৩ পৃষ্ঠা) তাহা হইলে "সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত" অল্প বয়সে সম্ভবপর হয় কিরূপে?

(চ) তাই "নারায়ণদেবে কয় সুকবিবল্লভে হয়" এই ভিন্ন-ব্যক্তিত্বই আসিয়া পড়ে।

সতীশবাবু ঘোর প্রত্যক্ষবাদী। তাই তিনি অনুমান-বিরোধী। প্রাচীন কথার তথ্যানুসন্ধানে যেখানে অন্ধকারে হাত বুলাইতে হয়, সেখানে অনুমানই আমাদের প্রধান পরিচালক। অনুমানের দ্বারা সম্ভাব্য বিষয় দাঁড় করান হয়, পশ্চাৎ প্রমাণ করিতে হয়। সেই অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহাই প্রমাণের বিষয়। ঈদৃশ সঙ্গত অনুমান এক চার্ব্বাক্ ব্যতীত প্রত্যেক দর্শনকার কর্ত্তৃক প্রমাণরূপে গণ্য হইয়াছে। সতীশবাবু কি "রাঢ় ত্যজিয়া বোরগ্রামেতে বসতি" ইত্যাদি কথা নারায়ণদেবকে লিখিতে দেখিয়াছেন? ইহার সত্যতা কি অনুমানের বিষয় নয়? নারায়ণদেবের স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া যাহা বলা হইত, তাহা এখন পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে "তাহা নারায়দেবের লেখা" এইরূপ সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারা যাইত কি? অতএব অনুমান বলিয়া কিছুই উড়াইয়া দিতে যাওয়া নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র।

"সুকবি বল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ
এক লাচাড়ী কহি অনাদি জনম॥" (পত্রিকা ৮৫ পৃষ্ঠা)

এই পংক্তিদ্বয়ই নাকি নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ উপাধির সমর্থক। ইহাই সতীশ বাবুর মতে সহজলভ্য প্রমাণ। সতীশবাবুকে জিজ্ঞাস্য, উপরি উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের তিনি কিরূপ ব্যাখ্যা করেন? "হয়ে" এই পদের অর্থ কি? ইহা কাহার সহিত অন্বিত? উপরি উদ্ধৃত অংশ কখনও নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ উপাধির সমর্থক নহে; বরং ইহা তাঁহার ভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। ইহার অর্থ এইরূপ হইবে,—আমি নারায়ণদেব 'অনাদিজনম' বিষয়ে এক লাচাড়ি কহিতেছি, এই বিষয়ে সুকবিবল্লভ 'হয়ে' অর্থাৎ হাঁ করেন। অথবা সুকবিবল্লভের 'হয়'কে অর্থাৎ 'হয়' (হাঁ=অভিমতি) অনুসারে। ভাবার্থ এই আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, কিন্তু এই

জটিলবিষয়ে আমার বক্তব্য বিদ্যাবিশারদ কবিবল্লভ পণ্ডিত সমর্থন করেন বলিয়াই লিখিলাম।

এই সম্বন্ধে রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না যদিও তাঁহার মতের সহিত আমাদের কোনও কোনও বিষয়ে ঐক্য নাই। তিনি লিখেন,—

'আমরা কবিবল্লভ ও নারায়ণদেবকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করি। নারায়ণদেব কাব্যমধ্যে আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া এই কয়েকটি কথার অধিক বলেন নাই:—

"নারায়ণদেবে কয় জন্ম মগদ    পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ    মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সংকায়স্থের ঘর    পূর্ব্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি
মদ্‌গুল্য গোত্র মোর গায়ন গুণাকর    রাঢ় তাজিয়া বোরগ্রামেতে বসতি।"

যদি কবিবল্লভ এই কবির উপাধি হইত তবে তাহা আত্মপরিচয়ে তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। ("নারায়ণদেবে কয় সুকবিবল্লভে হয়," এই ভণিতায়) কবিবল্লভের পরিচয়ে কেবল বলিয়া যাইতেছেন যে, বল্লভ একজন সুকবি। আপনার কাব্যপ্রণয়নে বল্লভের নিকট আত্মঋণ স্বীকার করিবার জন্য এই ভণিতার সৃষ্টি। পুরাকালে এতদঞ্চলের লোক একাকী ঈদৃশ কোনও কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কবি জীবন মৈত্রের পদ্মা-পুরাণ, কবি জগজ্জীবনের মনসার কথা, কবি হরগোবিন্দের মনসার ভাসান পাঠ করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক কাব্যের দুইজন করিয়া কবি আছে। ইহার মধ্যে একজন লেখক পদবাচ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নারায়ণদেবের কাব্যে সেইমত "বল্লভ" একজন লেখকমাত্র। তবে নারায়ণদেব যখন তাঁহাকে "সুকবি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন পদ্মাপুরাণে তাঁহারও হাত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এমন কি, এই পদ্মাপুরাণের লেখার পদ্ধতির ক্রম দেখিলে বোধ হয়, ইহা কখনও নারায়ণদেবের একার লেখা নয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরামের মহাভারত এখন যেমন সামগ্রী হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, এই পদ্মাপুরাণখানিও সেইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। * * নারায়ণদেবের পাঁচালীর শব্দবিন্যাসপ্রণালী ও ব্যাকরণাদির দোষশূন্যতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন কি, বলিতে ইচ্ছা হয়, নারায়ণদেব "বক্তা" আর লেখক সুকবিবল্লভ। নারায়ণদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি বিপ্রপণ্ডিত বা ভট্টবিশারদ ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁহার তদনুরূপ পাণ্ডিত্য ছিল না। * * * এখন সুকবিবল্লভ কোন জাতি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সুকবিবল্লভ নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। সম্প্রতি বল্লভনামে একজন ব্রাহ্মণ কবির লেখা একখানা কাব্যের কয়েকখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। কাব্যখানি "দুর্ব্বাসার পারণ"। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত উপাখ্যান। পাঠ করিলে কাশীরামদাসের বোধহয়। এই কবির পরিচয় এইরূপ

"চৌধুরী কেশব রায়,    সর্ব্বলোকে গুণ গায়,
অনূপ নারায়ণ-সুত বিখ্যাত ভারতে।

আটকাহনিয়া ধাম, ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে,
বসতি বল্লভ দ্বিজ তাঁহার দেশেতে ॥
হরি হরি বল ভাই, সঙ্গীত সুধা বিলাই,
হরকান্ত সুত কবি কৃষ্ণের চরণে।"

এই বল্লভ ও নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। এই বল্লভ যে ব্রাহ্মণ তাহার আর দ্বৈধ নাই। সম্ভবতঃ নারায়ণদেব নিজ পাঁচালীর দলে এই বল্লভকে লইয়া লেখকের পদে অভিষিক্ত করিয়া থাকিবেন।"

পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠায় সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "শূদ্র নারায়ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না বলিয়া তিনি অনাদরের আশঙ্কায় কবিবল্লভকে সমর্থকরূপে যোগাড় করিয়াছিলেন, পদ্মাপুরাণের কোন কোনও হস্তলিখিত বা মুদ্রিতগ্রন্থে এরূপ প্রসঙ্গ এযাবৎ দেখা যায় নাই।" দেখা না যাওয়াতে কি হইল? প্রকৃত হইলেও এমন কথা কি গ্রন্থে থাকে? সম্প্রতি (১৩১৮) ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী একত্রযোগে দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রস্তাবনায় একস্থলে আছে (পৃষ্ঠা ৶০) নারায়ণদেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন এবং কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন।" এইস্থলে জিজ্ঞাস্য, গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বে না উপাধিলাভ পূর্ব্বে, উপাধিলাভ যদি পরে হয়, তাহা হইলে 'সুকবিবল্লভ' পদটা কি ভবিষ্যৎ উপাধিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় নারায়ণদেব গ্রন্থমধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন? কোথা হইতে কি প্রকারে নারায়ণদেব এই উপাধি লাভ করিলেন তাহা জানা প্রয়োজন।

পত্রিকার ৯০ পৃষ্ঠায় যে "সুকনান্নি" প্রবন্ধের কথা আছে, তাহার আলোচনায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইবার জন্য তাঁহার সহিত আমার পত্রব্যবহার হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করিলাম,—

"সুকনান্নি প্রবন্ধের উপর গৌহাটীর সাহিত্যানুশীলনী সভাধ্যক্ষরূপে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে একটু ছিদ্র রহিয়াছে। আমি অনুমানতঃ বলিয়াছিলাম যে, নারায়ণদেব ও কবিবল্লভ স্বদেশ হইতে আসাম-অঞ্চলে আসিয়া দরঙ্গরাজ-সভায় থাকিয়া নিজেদের পুস্তকখানির অসমীয়া ভাষার সংস্করণপূর্ব্বক উভয়ে ফিরিয়া যাওয়ার সময় কবিবল্লভ রঙ্গপুর অঞ্চলে যান এবং নারায়ণদেব বোরগ্রামে গিয়া বসতি-স্থাপন করেন। কবি-বল্লভের বংশধরগণ আজিও রঙ্গপুরের অন্তর্গত চোরতাবাড়ী গ্রামে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। এই মন্তব্যে দুইটি বিষয়ে গলদ আছে :—

(১) দরঙ্গ রাজগণ কোচবংশীয় ছিলেন। ইঁহারা সপ্তদশ খ্রীঃ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। ময়মনসিংহের বিবরণ-প্রণেতা কেদার বাবুর মতে ৪২৫ অথবা ৫৫০ বৎসর হইল (রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকা ষষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠা (৪) ফুটনোটে দ্রষ্টব্য) নারায়ণদেব জন্ম গ্রহণ

করেন। কেননা, বোরগ্রামের বিশ্বাসগণ নারায়ণ দেবের সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন। বোর-গ্রামের বিশ্বাসগণের নারায়ণ দেবের বংশজ হওয়ার দাবী ঠিক্ কি না জানি না। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে দরঙ্গ রাজসভায় তিন শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বে নারায়ণ দেবের আসা অসম্ভাবিত নয় কি?

( ২ ) সুন্দরগঞ্জ থানার চোরতাবাড়ীর যে ব্যক্তির কথা রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকায় ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় উল্লেখ আছে, ঐ ব্যক্তির নাম দীননাথ দাস। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ কবিবল্লভ "ব্রাহ্মণ" হইতে পারে না।"

এই দুইটি খট্‌কার মীমাংসার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম।

( ১ ) "ময়মনসিংহের বিবরণ" লেখক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়কে বোর-গ্রামের বিশ্বাসগণের নিকট কোনও বংশলতিকা আছে কি না, তাঁহাদের সপ্তদশ পুরুষ" কল্পনার কোনও ভিত্তি আছে কি না, বংশে কয় ঘর লোক আছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু চূড়ান্ত উত্তর পাই নাই। এতদ্ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন। ( ক ) বোরগ্রামখানি কয় শতাব্দীর বসতি? ( খ ) ঐ বিশ্বাসমহাশয়েরা কয় ঘর কোন্ কোন্ স্থলে ইঁহাদের জ্ঞাতি গোত্র আছেন? ( গ ) ইঁহাদের নারায়ণ দেবের বংশজ হইবার বিষয়ে ইঁহাদের কথা ভিন্ন আর কি প্রমাণ আছে? ইত্যাদি

( ২ ) দ্বিতীয় বিষয়ে, রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকার গ্রন্থ-বিবরণ-লেখক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট চিঠি দিয়া জানিয়াছি, তাহাতে আমার এই অনুমান ব্যর্থ হইলেও, রঙ্গপুরনিবাসী একজন ব্রাহ্মণ "বল্লভ" কবির কথা তিনি বলেন এবং তিনিও অনুমান করেন, বল্লভই নারায়ণ দেবের সঙ্গী পদ্মপুরাণ রচয়িতা। তিনি 'সুকবি' বিশেষণ করিয়া "বল্লভ" নাম সিদ্ধান্ত করেন *। ইহা অসম্ভাবিত নয়। কবিবল্লভের উপর পাদপূরণে 'সু' জুড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা "বল্লভকে" সুকবি করাই বোধ স্বাভাবিক। অথবা, বল্লভ কবি বল্লভের সংক্ষেপও হইতে পারে, যেমন 'প্রসাদ' রামপ্রসাদের। ফলকথা এই ব্যাপার বড়ই রহস্যময়। জানি না কিরূপে এই রহস্যোদ্‌ভেদ হইবে।

একটা কথা এই স্থানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নারায়ণদেবের বংশধর-গণের প্রদত্ত বংশতালিকা একটু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। সতীশ বাবু বলেন যে, বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা নারায়ণদেব হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন। ( পত্রিকা ৮৮ পৃষ্ঠা )। পদ্মাপুরাণের প্রস্তাবনায় ( পৃষ্ঠা ।০ ) দেখা যায় যে, নারায়ণ দেব হইতে তাঁহার বর্ত্তমান অধস্তন বংশধর ২০ পুরুষ ব্যবহিত। পরস্পর-বিরোধী দুইটি কথার মধ্যে উভয়টি সত্য হইতে পারে না। নারায়ণ দেব নিজে বলিয়াছেন.

"শূদ্রকুলে জন্ম মোর সংকায়স্থের ঘর।
মদ্‌গল্য গোত্র মোর গায়ণ গুণাকর॥" পত্রিকা ৯৩ পৃষ্ঠা

* শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের অভিমত ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা গিয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, নারায়ণদেব সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশজ ছিলেন। বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা যাহারা নিজেদের নারায়ণ দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা দেশে বিশিষ্ট সম্মানিত কায়স্থ নহেন। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলেন যে, তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে, বোরগ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ নাই।

নারায়ণ দেব কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ বৎসর তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রকৃত বিবরণ আজ পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। কেবল যুক্তি-প্রমাণহীন একটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই যেন নারায়ণ দেবকে ৪।৫ শতাব্দী পূর্ব্বের লোক এবং বোরগ্রামের বিশ্বাসদের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। নারায়ণ দেবের বংশলতিকার কথা যাহা আমরা "ময়মনসিংহের বিবরণ" লেখক এবং দ্বিজবংশী দাসের পদ্মা-পুরাণ-সম্পাদক-মুখে শুনিতে পাই, তাহা এ যাবৎ সাধারণো প্রকাশিত হয় নাই। যাহারা বলেন যে, বোরগ্রাম পাঁচ শতাব্দীর প্রাচীন, তাঁহারা এক শোনা কথা ভিন্ন, দলীলের প্রমাণে নিজেদের মত সমর্থন করেন নাই। এই বিষয়ে ময়মনসিংহের সাহিত্য-সেবকগণ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন কি না সন্দেহ। নারায়ণ দেব অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষের নাম থাকিতে পারে; কিন্তু নারায়ণ দেবের পিতা নরহরি ভিন্ন তাঁহার পিতামহ ও বৃদ্ধ পিতামহ লইয়া এত গোলযোগ কেন? এই গোলযোগের মীমাংসা ও সামঞ্জস্য না করিয়া কোনও বংশলতিকার সাহায্যে নারায়ণ দেবের কাল ও বংশধর নিরূপণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠায় সতীশ বাবু এই বিষয়ে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার মীমাংসা কিছুই হয় নাই। আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে যে, বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা নারায়ণদেবের প্রকৃত বংশধর কি না।*

এক্ষণে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর মত সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক—

নারায়ণদেবের জন্মস্থান 'মগদ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দীনেশ বাবু লিখি-

---

* এ স্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এক 'নারায়ণ দেব' ছিলেন। তিনি ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ের চাকদহ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের গোত্রও মৌদ্গাল্য। কিন্তু এই নারায়ণ পদ্মাপুরাণ রচয়িতা কি না তাহা বলিতে পারেন না। এই কথাটাতে মীমাংসার পথ আরও জটিল হইয়া উঠিবে। কবি নারায়ণের গ্রন্থে যে এই মৌদ্গাল্য নারায়ণের গাই গোত্রাদি জুড়িয়া দিয়া নগর ত্যজিয়া বোর-গ্রামেতে বসতি'র স্থলে 'রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি' না হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? বোর গ্রামের বিশ্বাস মহাশয়দের বংশলতিকা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহোদয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি কেবল এই মাত্র জানাইয়াছেন যে, "নারায়ণ দেবের পিতা মাতার নাম বংশাবলীর সহিত মিলিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ধনপতি, নরসিংহ, প্রভাকর বিশ্বাসদের বংশাবলীতে আছে।" ইহাতে আরও খট্‌কা বাধিতেছে, বংশাবলীতে মাতামহের নাম থাকে কিরূপে? নানা পুস্তকে নানারূপ নামই বা দেখা যায় কেন, যদি বিশ্বাসদের নিকট বংশলতিকা পূর্ব্বাবধিই ছিল?

য়াছেন, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকা বেহারিয়া রাজার কন্যা ছিলেন।" "বেহার" এই নাম দ্বারা তিনি পাটনা ও গয়া প্রভৃতি জেলা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, চাঁদ সদাগর কোন দেশের লোক ছিলেন? তিনিও কি বেহারী? চম্পকনগর কোথায়, মনসার ভাসানের পুথি বেহার প্রদেশে আছে কি? ভিন্ন ভিন্ন পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা কবিগণ কি একই স্থানসমূহের নির্দ্দেশ করিয়াছেন? রামায়ণ ও মহাভারতের মত পদ্মাপুরাণের কাহিনী কি ঐতিহাসিক? যদি তাহাই হয়, তবে সেই ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তি কোথায়? ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন স্থানের উল্লেখ করেন কেন?

"রত্ন পাট মহানদী, বিহারিয়া দুই নদী,
কালিন্দী আর যে কালিয়ানী।" বংশীদাস

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর বেহারে এই সমস্ত আছে কি? বেহার অঞ্চলে মনসার পূজা নাই। সেখানে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে নাগপঞ্চমী নামক ব্রত প্রচলিত আছে। ইহাতে কোনও মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত হয় না। পূজার রাত্রে গ্রামবাসীরা কেবল গান গাহিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কোন সাহিত্য নাই, যে সমস্ত গান গায়, তাহাতে কোনও বীরচরিত্র বা নায়কনায়িকার কথা নাই। এই গুলি কেবল সর্পের দেবতার স্তুতিগাথা মাত্র। আমাদের মনে হয়, পদ্মাপুরাণের কাহিনী কল্পনার কুজ্‌ঝটিকাবৃত রহিয়াছে। আমাদের যতদূর অনুমান হয়, এই বেহার তদানীন্তন কামরূপ-প্রদেশের অন্তর্গত কোচবেহার। মগধ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকার পিতৃ-পরিচয় বংশীদাস অন্যরূপ দিয়াছেন,—

"মাণিক্য পাটলী দেশে, গন্ধ্য বণিক্য বংশে,
সুর সার পুত্র শঙ্খপতি।
কুলে শীলে মহাশয়, বণিক্যের বংশে হয়,
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতীয় কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
নাম তার সনকা সুন্দরী।"

এই 'মাণিক্য পাটলী' কোথায়? ইহা কি বর্ত্তমান পাটনা? তাহা হইলে 'পাটলীপুত্র' না লিখিয়া 'মাণিক্য পাটলী দেশ' কেন? শ্রীহট্টেও 'পাটলী' নামক স্থান আছে। বংশীদাসের পুস্তকে 'বিহারিয়া' শব্দেরও একাধিকবার দেখা যায়। যদি সোনকা বিহারিয়া রাজার কন্যা হইতেন, তাহা হইলেও কবি অবশ্যই তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতেন।

অতঃপর, শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর শেষ কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলেন, "দ্বিজবংশীদাস লিখিয়াছেন, মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের হলবাহক জাতীয় 'বছাই' নামক রাজা মনসাদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন"। দ্বিজবংশীদাসের

পদ্মাপুরাণ আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে ঠিক এমন কথাটি পাই নাই। বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত অংশ টুকু গ্রহণ করা হইল,—

"উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর। তার মধ্যে রম্য গিরি বাছাইর নগর॥
হৃষ্ট পুষ্ট লোক সব সুখময় পুরী। সেই রাজ্য জুড়িয়া বাছাই অধিকারী॥
মাতা তার মালতী পিতা যে গুণাকর। সবে মাত্র এক পুত্র শ্রীবংসধর॥
রাজ্যেতে গোধন পালে কৃষিকর্ম্ম তার। পঞ্চশত হাল চযায় অনিবার॥
ক্ষেতে বান্ধিয়াছে উত্তম টঙ্গীঘর। তাহাতে বসি চযায় হাল নিরন্তর॥
হালকর্ম্ম বিনে তার অন্য কর্ম্ম নাই। এতেকেই লোকে বলে **হালুয়া** বাছাই॥
বাছাইর দোহাই পড়ে সর্ব্বত্র নগরে। বিনে তার আজ্ঞা কেহ পথ বৈতে নারে॥
ধনে ধান্যে রাজ্যপূর্ণ গোধন যূথ যূথ। অতি মনোহর রাজ্য পরম সুকৃত॥
ইহা দেখি অন্তরে ভাবেন শূলপাণি। এই রাজ্যে কন্যারে করিব পূজ্যমানী॥"

ইহা হইতে কি কেহ অনুমান করিতে পারে যে, 'বাছাই' বিহারের অধিবাসী ছিলেন? নিষধ ও কালঞ্জরের মধ্যে কি মগধ? আমরা যতদূর অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিহার অঞ্চলে মনসাপূজার প্রচলন নাই। বরং, যদি নিষধ ও কালঞ্জরের উল্লেখ না থাকিত, তার বর্ণনা দ্বারা এবং হালুয়া বাছাইর রাজ্যাধিকারের উল্লেখে স্থানটি শ্রীহট্টের মগধ বা লাউড় বলিয়াই ধরিয়া নিতাম—কেননা, এই খানে এখন হালুয়া দাস জাতীয় অনেক বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী আছেন এবং মনসার পূজা গৃহে গৃহে সমারোহ সহকারে হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের 'নৌকা পূজা' এই মনসারই সাড়ম্বর অর্চ্চনা-ব্যাপার। "আর্য্যাবর্ত্তে" দীনেশ বাবু যে অভিনব তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সুতরাং সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ

# উদ্ভিদ—তাহার উপকরণ ও বর্দ্ধন

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, উদ্ভিদ্‌দেহ ১৪টি মাত্র উপকরণে গঠিত। যথা—অঙ্গার (Carbon), জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষারজান (Nitrogen), প্রস্ফুরক (Phosphorus), গন্ধক (Sulphur), ক্লোরিন (Chlorin), সিলিকন (Silicon), লৌহ (Iron), ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), চূণ (Calcium), ম্যাগনেসিয়ম্‌ (Magnesium), লবণজান (Sodium) এবং সোরাজান (Potassium)। প্রথম ৪টি জৈবিক (Organic) এবং শেষোক্ত ১০টি অজৈবিক (Inorganic)। এই ১৪টি মাত্র পদার্থের ভাগের ন্যূনাধিক্যেই এই বিশাল উদ্ভিদ্‌ জগতের সৃষ্টি। কিন্তু উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই এই ১৪টি সমবায়ী উপকরণ সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে না। উদ্ভিদাদির আঁসাল কঠিন কাষ্ঠভাগ অপেক্ষা পত্র এবং মাংসভাগে জৈবিকেতর পদার্থ অধিক। পল্লবাদির রসের জলীয়ভাগ অভ্যন্তরস্থ কঠিন কাষ্ঠের রসস্থ জলীয়ভাগ অপেক্ষা অতি শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়। সংক্ষেপতঃ বৃক্ষাদি অপেক্ষা বহুপত্রে বা কেবল পত্রবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে, বৃক্ষের বল্কল অপেক্ষা পত্রে, অসার কাষ্ঠ অর্থাৎ গরমা অপেক্ষা বল্কলে এবং কঠিন সার কাষ্ঠ অপেক্ষা অসার গরমা কাষ্ঠে অধিক ধাতব পদার্থ থাকিতে দেখা যায়।

দ্বিদল শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদের (Legumirous plants) ফলের দুইটি বিশেষ অংশ। একটি দাইল বা বিচি দ্বিতীয় তাহার আবরণ অর্থাৎ খোসা। এই আবরণ ভাগের বায়ুর সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার রসভাগস্থ জলীয় পদার্থ শীঘ্র শীঘ্র বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় বলিয়া ইহাতে জৈবিকেতর পদার্থ অধিক।

এই প্রকার যে সকল বৃক্ষে শীতকালে নূতন পত্রোদ্গম হয়, সেই সকল বৃক্ষের পত্রাপেক্ষা যে সকল গাছে গরমের সময়ে পত্রোদ্গম হয়, তাহাতে জৈবিকেতর পদার্থ অধিক। কারণ শীতকালে ঐ সমস্ত নবোদ্গত পত্র হইতে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বাষ্পই বহির্গত হইয়া থাকে। সেই জন্য শীতোদ্গত পত্র অপেক্ষা গ্রীষ্মোদ্গত পত্রে জৈবিকেতর পদার্থ অধিক।

নিম্নোক্ত তালিকা দৃষ্টে উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপলব্ধি হইবে।

১০০শত ভাগ শুষ্ক উদ্ভিদ্‌ পদার্থের অন্তর্গত জৈবিকেতর (Inorganic) পদার্থের ভাগ।

| | |
|---|---|
| পত্রবহুল বা কেবলমাত্র পত্রসঙ্কুল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে | —৭৮৪ |
| বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদে ... ... ... | ০'৯৯ |
| সারকাষ্ঠ ভাগে ... ... ... | ০'৫৫ |
| অসার ( গরমা ) কাষ্ঠে ... ... ... | ২'৮৫ |
| বল্কলে ... ... ... | ৭'৪৭ |
| পত্রে ... ... ... | ১৪'২০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পতিত পত্রে | ... | ... | ... | ৬'৬০ |
| বৃক্ষস্থিত পুরাতন পত্রে | ... | ... | ... | ২'০০ |
| মটরের খোসাতে | ... | ... | ... | ৫'৫০ |
| মটরে | ... | ... | ... | ৩'১০ |

উপরোক্ত সমষ্টিগত ধাতব পদার্থের প্রত্যেকটির বিষয় পৃথক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদের অংশ বিশেষকে আবার একটি একটি ধাতু বিশেষ পছন্দ করিয়া থাকে। যথা—সিলিকা (সিলিকন ধাতু এবং অক্সিজেন অর্থাৎ অম্লজানীয় রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন বালুকা বিশেষ), চূণ, লৌহমল (Ferric Oxide), গন্ধক এবং ক্লোরিণ ঘটিত পদার্থ (Sulphates এবং Chlorides) ফল এবং শস্য অপেক্ষা পল্লব এবং কাণ্ডে অধিক, অপরপক্ষে প্রস্ফুরিকাম্ল (Phosphoric acid) পোটাস এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া ফল এবং শস্যের প্রধান উপকরণ।

গোধূমকে উদাহরণস্থলে লইলে দেখা যায় যে, শস্যের ১০০ ভাগ ভস্মে ৪৬ ভাগ, ভুষি ভস্মে ২'৫৪, খড়ভস্মে ২'২৬ এবং মূল ভস্মে ১'৭০ অংশমাত্র ফস্‌ফরিক এসিড আছে।

ফস্‌ফরিক এসিড্ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ম্যাগ্‌নেসিয়া এবং পোটাস সম্বন্ধেও সেই প্রকার। নিম্নস্থ তালিকা দৃষ্টে তাহা প্রতীত হইবে।

১০০ ভাগ গোধূম ভস্মে—

| | মূল | খড় | শস্য |
|---|---|---|---|
| ফস্‌ফরিক এসিড | ১'৭০ | ২'২০ | ৪৬'০০ |
| ম্যাগনেসিয়া | ১'৯৭ | ৩'৯২ | ১৩'৭৭ |
| পোটাস | ২'৮৭ | ১৫'১৮ | ৩২'৫৯ |
| চূণ | ০'৪৪ | ৩'০০ | ১'১৯ |

গোধূমে যে প্রকার পার্থক্য প্রদর্শিত হইল, সেই প্রকার সমস্ত উদ্ভিদেই অঙ্গবিশেষে জৈবিকেতর পদার্থের সংস্থানের পার্থক্য হইয়া থাকে। সেইজন্য জৈবিকেতর পদার্থের সংস্থান আকস্মিক নহে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্ভূত।

সর্ব্বপ্রকার জীবন্ত পদার্থই প্রাকৃতিক বিধানে বংশরক্ষার্থ নিয়ন্ত্রিত। এই বিধান কার্য্যে পরিণত হইতে হইলেই শস্যে নিহিত উদ্ভিদ্ বীজ সেই উদ্ভিদ্ শরীরের প্রথম বর্দ্ধনোপযোগী অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপকরণগুলি তাহার ক্ষীণ শক্তির সমীপে প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্তেই শস্যে ফস্‌ফরিক এসিড্ পোটাস এবং ম্যাগনেসিয়ম এত বাহুল্যভাবে নিহিত।

এই পদার্থগুলি বীজের প্রথম বিবর্ত্তন জন্য সঞ্চিত শক্তি মাত্র। উপরিউক্ত তালিকা দৃষ্টে আরও উপলব্ধি হইবে যে ফস্‌ফরিক এসিড্ ফল বা শস্য ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গে প্রায় সমভাবে আছে, কিন্তু পোটাস মূল হইতে শস্যে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে।

উদ্ভিদ্‌দেহ যে ১৪টি উপকরণে গঠিত, যদিও তাহার কেবলমাত্র ৪টি জৈবিক (Organic)

পদার্থ কিন্তু ১০০ ভাগের ৯৫ ভাগই এই ৪টি পদার্থ। জৈবিকেতর পদার্থগুলির সমষ্টি কেবল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ; কিন্তু পরিমাণের ন্যূনতার হেতু তাহাদিগের উপযোগিতা কোনও অংশে ন্যূন নহে। তাহাদিগের অভাবে উদ্ভিদের বর্দ্ধন বা জীবন রক্ষা অসম্ভব। এবং যদি কোনও ভূমিতে ঐ জৈবিকেতর পদার্থগুলি যথেষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উদ্ভিদ্ নিস্তেজ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি হয়।

উদ্ভিদ্দেহে জৈবিকেতর পদার্থের তুলনায় জৈবিক পদার্থের একটু বিশেষত্ব আছে। ৪টি জৈবিক পদার্থের মধ্যে অঙ্গার, জলজান এবং অম্লজান এই তিনটির অনুপাত প্রায় এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হইয়া থাকে। সমস্ত উদ্ভিদের সমস্ত প্রত্যঙ্গেই এই তিনটি পদার্থ একই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে; তাহার কোনও তারতম্য হয় না। বৃহৎ বৃক্ষ, মধ্যমাকৃতি গাছ, সামান্য সামান্য ছোট উদ্ভিদ্ মূল, কাণ্ড, বল্কল, শাখা, পাতা, ফল এবং শস্য বা বিচি সমস্তেই এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে অঙ্গার, জলজান এবং অম্লজান থাকিতে দেখা যায়।

যবক্ষারজান এই প্রকার নিয়মাধীন নহে। প্রস্ফুরিকাম্ল (Phosphoric acid) এবং পোটাসের ন্যায় অঙ্গবিশেষে ইহার তারতম্য হয়। অন্য অঙ্গ অপেক্ষা ফল, শস্য এবং বীজে ইহা অধিক থাকে; কারণ উদ্ভিদ্বীজ অঙ্কুরোদ্গমন সময় শস্য বা বিচি হইতে আহার গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তাহার ক্রিয়াশক্তি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্য হইতে কেবল মাত্র জৈবিকেতর পদার্থ প্রাপ্ত হইলেই তাহার বিবর্দ্ধন হইবে না; কিন্তু যবক্ষারযানও অতি প্রয়োজনীয়।

উদ্ভিদ দেহে অঙ্গার এবং অম্লজান শতকরা ৪০ হইতে ৪৫, জলজান শতকরা ৫ হইতে ৬ এবং যবক্ষারজান শতকরা ১ হইতে ২ অনুপাতে বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদ্ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে ক্রমিক যে সকল ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা সমস্তই নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন। যে ১৪টি উপকরণে উদ্ভিদদেহ গঠিত, তাহার কয়েকটি প্রথমতঃ বায়ুমধ্যে বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে। অপরগুলি তরলভাবে অথবা কঠিন অবস্থায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকে। প্রথমোক্তগুলি পত্রদ্বারা এবং শেষোক্তগুলি মূলের দ্বারা উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক শোষিত বা গৃহীত হয়। সুতরাং উদ্ভিদের বিবর্দ্ধন-বিষয়ক উপকরণগুলিকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীতে সেই সকল যৌগিক বা মিশ্র পদার্থ—যাহা কেবল অঙ্গার, জলজান এবং অম্লজানে গঠিত, যাহাকে ইংরেজীতে কার্ব্বো হাইড্রেট (Carbo-Hydrates) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অন্য শ্রেণীতে আমরা ঐ পদার্থগুলির সঙ্গে যবক্ষারজান, গন্ধক এবং প্রস্ফুরক দেখিতে পাই। এই শ্রেণীর জটিল যৌগিক পদার্থগুলিকে প্রোটিন (Proten) কহে। এই দুই শ্রেণীর মিশ্রপদার্থগুলি উদ্ভিদের বিবর্দ্ধনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। ইহার বিবৃতি অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাগ করা হইল।

উদ্ভিদ্দেহ কি প্রকারে গঠিত হয় উপরে তাহা অতি সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু

কার্য্যক্ষেত্রে উদ্ভিদ্ বিবর্দ্ধন বিষয়ে শীতোষ্ণতা (Climate), জমির অবস্থা (যাহার অন্তর্ভুক্ত—আহারীয় সারপদার্থ) এবং উৎকৃষ্ট বা উপযুক্ত বীজ এই তিনটির বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়।

প্রথম শীতোষ্ণতা অর্থাৎ (Climate) এর কার্য্যকারিতা বা শক্তি অবিসম্বাদী। কোনও কোনও উদ্ভিদ্ শীতপ্রধানদেশে এবং কোনও কোনও উদ্ভিদ্ গ্রীষ্মপ্রধানদেশের উপযোগী। ইহার বিপর্য্যয়ে উদ্ভিদের বর্দ্ধন হয় না। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বর্দ্ধন বিষয়ে দেশের শীতোষ্ণতা সর্ব্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয়। তৎপর জমির উপযোগিতা এবং সার নির্ব্বাচন। অতি নিকট দুইখণ্ড জমির উর্ব্বরতা বিষয়ে বহুল পার্থক্য দেখা দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, উদ্ভিদের আবশ্যকীয় উপকরণ এক জমিতে বর্ত্তমান আছে, অপর জমিতে তাহার কোন কোনটি নাই। এই অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডে যে যে উপকরণের অভাব আছে, সাররূপে সেই সেই উপকরণগুলি মাটীর সহিত মিশাইয়া দিলে, ঐ জমির তৎক্ষণাৎ উর্ব্বরতা সম্পাদন হয়। সুতরাং উপযুক্ত সারের দ্বারা এই প্রকার ভূমিতে অসীম উৎপাদিকা শক্তি সঞ্চার করিতে পারা যায়। মনুষ্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। এই সারবিষয়ক তত্ত্ব—যাহা উদ্ভিদ বর্দ্ধনবিষয়ে দ্বিতীয় উপযোগী, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উদ্ভিদের বর্দ্ধন বিষয়ের তৃতীয় উপযোগিতা বীজবিচার এবং উৎকৃষ্ট উপযোগী বীজ নির্দ্দেশ। বীজ হইতেই উদ্ভিদের প্রথম উৎপত্তি। সুতরাং বীজের উৎকর্ষতা এবং উপযোগিতার উপরই পরবর্ত্তী দেহ এবং শস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বীজের উৎকর্ষতা সাধন মনুষ্যের চেষ্টা সাধ্য। সুতরাং কৃষিব্যাপারে তদ্বিষয়ক চেষ্টা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহা দেখা গিয়াছে যে,—একই জমিতে একই সারে একই শস্যের একজাতীয় বীজে যে পরিমাণ ফসল হইয়াছে, অন্যজাতীয় বীজে তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। একই শস্যের একজাতীয় উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, অপরজাতীয় উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইলেও রোগগ্রস্ত হইয়াছে। কোনও স্থানে শ্বেত গোধূম ভাল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু লাল গোধূম ভাল জন্মে না বা রোগগ্রস্ত হয়। অপরস্থলে লাল গোধূম ভাল জন্মে অথবা রোগগ্রস্ত হয়। সুতরাং স্থানভেদে বীজের উপযোগিতা এবং ঐ বীজের উৎকৃষ্টতা কৃষি বিষয়ে বিশেষ আবশ্যকীয় এবং কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্যতা ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুপরিপক্ক পূর্ণাবয়ব নীরোগ এবং সুরক্ষিত বীজ ব্যবহার করিতে হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী

কামরূপ-শাসনাবলী—২

# ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন

## ভূমিকা

[ অদ্যপ্রায় চারিবৎসর অতীত হইল বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের কোনও অধিবেশনে মল্লিখিত "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন" পঠিত হয় এবং সেই প্রবন্ধ ১৩১৭ সালের ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, অন্যান্য তাম্রশাসনও ক্রমশঃ আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কামাখ্যা অধিবেশনে "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে। তাই এই সকল তাম্রশাসনের আলোচনা "কামরূপশাসনাবলী" নামে উক্ত সমিতির অনুষ্ঠেয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিবার সংকল্পে "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন-" কে প্রথম সংখ্যক গণ্য করিয়া ইহা দ্বিতীয় সংখ্যক করা হইল। ]

আসামের প্রত্নতত্ত্বানুশীলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই যাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেই অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব বাহাদুর বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের এবং রত্নপালের দুইখানি শাসনের ন্যায়, এই ইন্দ্রপালের শাসনখানিও এশিয়াটিকসোসাইটির হস্তে পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত সমর্পণ করেন। স্বনামখ্যাত ডাঃ হর্ণলি মহোদয় অপরগুলির ন্যায় ইহারও সমালোচনা করেন। ডাক্তার হর্ণলিকৃত পাঠব্যাখ্যা ও সমালোচনা এবং শাসনের ফলকগুলির চিত্র দেখিবার নিমিত্ত যাঁহারা সমুৎসুক, তাঁহারা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেল ৬৬ খণ্ড অর্থাৎ ১৮৯৭ সাল ১ম ভাগ, ১১৩ পৃষ্ঠাবধি পাঠ করিবেন।

আজ অর্দ্ধশতাব্দী প্রায় হইল, কামরূপ জিলায় পাতিদরং মৌজায় বড়পানারা গ্রামস্থ একটা উচ্চ জমি আবাদ করণার্থ তনুরাম নামক জনৈক কৃষীবল হলচালনা করিতে গিয়া ভূগর্ভ হইতে এই ফলকত্রয়-সমন্বিত শাসনখানির আবিষ্কার করে। উহারই নিকট হইতে তদাত্মীয় ধৈর্য্যনাথ মণ্ডল ইহা হস্তগত করিয়া আপনার স্বত্বাধিকারে রাখিয়াছিল—প্রায় ৩০ বৎসর পরে ইহা মহামতি গেইট সাহেবের গোচরে আইসে; এখন তাঁহার এবং ডাঃ হর্ণলি বাহাদুরের অনুগ্রহে আমরা ইহার আলোচনা করিতে সমর্থ হইতেছি।

ডাঃ হর্ণলি বাহাদুর ইউরোপীয় হইয়াও যে আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাচ্য ভাষা এবং প্রাচীন লিপিমালায় সম্যক্ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের প্রভূত ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র। অদ্য "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব" এতদ্বিষয়ে আমাদের গতি হইতেছে। তথাপি এইরূপ পিষ্টপেষণবৎ প্রতীয়মান আলোচনারও প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ হর্ণলি সাহেবের পাঠ ইংরেজী অক্ষরে সোসাইটির

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং অনুবাদও ইংরেজী ভাষায় হইয়াছিল, অধুনা সর্ব্ব-সাধারণের পাঠ-সৌকর্য্যার্থে বঙ্গীয় অক্ষরে পাঠ এবং বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার হর্ণলি সাহেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইলেও "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বাক্যের বিষয়ীভূত তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ,—সাটোপে নহে, সসম্ভ্রমে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইবে। পরন্তু একটি বড় গুরুতর প্রমাদ এস্থলেই আলোচিত হইতেছে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—বড় লোকের ভুলভ্রান্তিও বড় গোছের হইয়া থাকে। ডাক্তার হর্ণলি মহোদয়েরও একটি বৃহৎ ভ্রম ঘটিয়াছিল। শাসনের ৮ম শ্লোকটির প্রথম পাদের প্রথম দুইটি অক্ষরে "ভৌমা" স্থলে ডাক্তার হর্ণলি পড়িয়াছিলেন "ক্রৌম্রা" এবং তিনি এই পাঠ এতই নিঃসন্দিগ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে, শাসনের সমালোচনার সময় এতদবলম্বনে বহু কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহলাপনোদনার্থ তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল:—

Bajradatta is said to have belonged to the Kaumra dynasty. No dynasty of this name is otherwise known. Mr E. A. Gait who is the best authority on old Assam history, writes to me:—

"I do not know anything about the Kaumra dynasty mentioned in verse 8. The name does not occur in any Buranji, Puthi or tradition with which I am acquainted. Might not the reading be *Kaumara*? The ruler of the country when Hiuen Tsiang visited it was Kumara Bhaskara Varma"

The reading is certainty *Kaumra* not *Kaumara* though as the grant is full of errors of spelling, it is not impossible that the correct name should be *Kaumára* (Kumara however would not fit the metre —foot-note). Mr. Gait's suggestion has a certain plausibility. The date of Hiuen Tsiang's visit is 640 A.D. The date of our grant is about the middle of the 11th century (c. 1050 A.D.) and accordingly that of Brahmapala about 1000 A.D. There is thus an interval of about 360 years between Hiuen Tsiang and Brahmapala; and it may have been somewhat longer. As will be shown presently, between Bajradatta and Brahmapala there were 21 kings. At the rate of 20 years for a reign these kings would take up 420 years, or at the rate of 15 years, 315 years. On the supposition therefore that the 'Kaumra' line took its name from Kumara Bhaskara of Hiuen Tsiang's time it seems quite possible to accommodate Brajadatta who is said to have been of the Kaumara line, together with his twenty one successors in the interval between Hiuen Tsiang and Brahmapala.

গোড়ায় সামান্য গলদ থাকিলে পরিশেষে যে কতদূর ভ্রমাবর্ত্তে ঘুরিতে হয়, এইটি ইহার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিষয়টা অতি সামান্য; শাসনের অক্ষরে 'ক' এবং 'ভ' তে

সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক, এবং 'ম' এর নীচে র ফলা যাহা ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছিলেন, তাহা নীচের পংক্তিস্থিত 'ৰ্ব্বজ্র' শব্দের 'রেফ'—তৎস্থলে তিনি রেফটাও পড়িয়াছিলেন; অর্থাৎ একই চিহ্ন দুই পংক্তিতে লাগাইয়া ভ্রমের মাত্রা বাড়াইয়াছেন।

এই ভ্রম যৎসামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদুপলক্ষে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বড়ই গুরুতর ও বিস্ময়কর। বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র এবং মহাভারতে অশ্বমেধ-পর্ব্বের ৭৫তম অধ্যায়ে তাঁহার নাম ও পরিচয় স্পষ্ট রহিয়াছে। * সেই ব্যক্তি কুমার ভাস্করবর্ম্মার (তথা য়ুয়ানচুয়াংএর) পরবর্ত্তী কিরূপে হইতে পারেন, এ কথাটা অশেষধীসম্পন্ন হর্ণলি মহোদয়ের—তথা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব বাহাদুরের—কি ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না? মহাভারতের কথাটা যদি প্রক্ষিপ্তবাদ দ্বারা উড়াইয়াও দেওয়া যায়—অশ্বমেধপর্ব্বের এই অংশ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারেন কি না, জানি না; বাণভট্টকৃত হর্ষচরিত সপ্তম উচ্ছ্বাসেও ত স্পষ্ট বজ্রদত্তের নাম ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে উল্লিখিত রহিয়াছে। কুমার ভাস্কর-বর্ম্মার দূত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দরবারে গিয়া কুমারের কি পরিচয় দিতেছেন, শুনুন,—"পুরা বরাহসম্পর্কসম্ভূতগর্ভয়া ভগবত্যা ভুবা নরকো নাম সূনুরসাবি রসাতলে। * * মহাত্মনস্তস্যান্বয়ে ভগদত্তপুষ্পদত্তবজ্রদত্তপ্রভৃতিষু ব্যতীতেষু বহুষু মেরূপমেষু মহৎসু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজভূতিবর্ম্মণঃ পৌত্রশ্চন্দ্রমুখবর্ম্মণঃ পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিরস্থিতেঃ স্থিতিবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা নাম মহারাজাধিরাজো জজ্ঞে তেজসাং রাশিমৃগাঙ্ক ইতি যং জনা জগুঃ। * * * তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য দেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করদ্যুতির্ভাস্করবর্ম্মাপরনামা তনয়ঃ শান্তনোর্ভাগীরথ্যাং ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ। ইত্যাদি [ হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস ]

"কৌম্র" কে "কৌমার" শব্দের সমতুল্য ভাবিবারই বা কারণ কি? ইহা লেখকের ভ্রমতঃ হইতে পারে না; কেননা, কৌমার লিখিলে ছন্দঃপাত হয় একথা স্বয়ং হর্ণলি বাহাদুরই বলিতেছেন। তবে কথাটা এই যে, ঐতিহাসিকদের একটা বাতিক দেখা যায়—যেন তেন য়ুয়নচুয়াংকে টানিয়া আনা; সেই চৈনিক পরিব্রাজক ভাস্করবর্ম্মার সময়ে ভারতভ্রমণে আসিয়া কামরূপও দেখিয়া যান। যাহাহউক, সেই য়ুয়নচুয়াং ভাস্করবর্ম্মা সম্বন্ধে কি বলেন, অবধান করুন:—

"The present king belongs to the old line of Narayana Deva. He is of Brahman caste. † His name is Bhaskara Varman, his title Kumara. From the time that this family seized the land and assumed Government there have elapsed *a thousand generations.*

(Beal's Buddhist Records of the Western World Vol. II.)

* এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা বলবর্ম্মার তাম্রশাসন উপলক্ষে করা হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† ইহা যে চৈনিক পরিব্রাজকের ভুল তাহা বলাই বাহুল্য।

নারায়ণদেব অর্থাৎ বরাহ ; তৎপুত্র নরক ; তৎপরে ভগদত্ত এবং অতঃপরেই বজ্রদত্ত ; এই পর্য্যায় সমস্ত শাসনে, তথা মহাভারতে বর্ত্তমান (যদিও হর্ষচরিতে পুষ্পদত্তকে আনিয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করা হইয়াছে)। এতদবস্থায় বজ্রদত্ত কুমারের কত পূর্ব্ববর্ত্তী, একবার ভাবিয়া দেখুন।

কুমার ভাস্করবর্ম্মা য়ুয়ানচুয়াং ও বাণভট্টের লেখনী কর্ত্তৃক খ্যাতিমান্ হইয়াছেন বটে, কিন্তু যত তাম্রশাসন এপর্য্যন্ত কামরূপপ্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোনটিতেই তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। অথচ এই সমস্ত শাসনপ্রদাতা নৃপতিবর্গ সকলেই যে, তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, সে বিষয়ে সংশয় নাই। নরক, ভগদত্ত, বজ্রদত্ত প্রভৃতি বীর ছিলেন, আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—তাই পরবর্ত্তিগণ সাদরে তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর এই ভাস্করবর্ম্মা শক্তিধর কুমারের নামে সংজ্ঞিত হইয়াও নরকের আমলের অত্যাশ্চর্য্য রাজচ্ছত্রটি পর্য্যন্ত উপহার দিয়া দূত পাঠাইয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিত্রতাপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং বোধ হয় হর্ষের পরিতুষ্টির নিমিত্তে বৌদ্ধ পরিব্রাজককে আপন রাজধানীতে পদার্পণ করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,— যদিও য়ুয়ানচুয়াং ঈদৃশ স্থলে আমন্ত্রিত হইয়াও যাইবেন কি না ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার নামোল্লেখও অগৌরবজনক জ্ঞান করা পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরগণের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। এই হিসাবেও 'কৌমারান্বয়' বা "কৌমারান্বয়" অসঙ্গত।

এই ভাস্করবর্ম্মার অবতারণা এস্থলে নিতান্ত অবান্তরও নহে। ইন্দ্রপালের পিতামহ রত্নপালের একতর তাম্রশাসনে* দেখিতে পাওয়া যায় যে, নরক ভগদত্তের বংশীয়েরা বহু পুরুষ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ শাসন করিবার পরে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সালস্তম্ভ নামক জনৈক ম্লেচ্ছরাজ এতদ্দেশের অধিপতি হন ; বিগ্রহস্তম্ভ প্রভৃতি তদীয় বংশধরগণ একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা শ্রীত্যাগসিংহ নিঃসন্ততি অবস্থায় স্বর্গারূঢ় হইলে প্রজাগণ ভৌম (নরক) বংশীয় একজন রাজা হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তদ্বংশীয় ব্রহ্মপালকে দেশাধিপতি মনোনীত করিয়াছিলেন। শাসন-প্রদাতা রত্নপাল ব্রহ্মপালেরই পুত্র ছিলেন, অতএব তাঁহার শাসনের এই কথাগুলিতে ঐতিহাসিক সত্য থাকিবারই কথা।

ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনের সময় নির্দ্ধারণার্থ লিপিভঙ্গির আলোচনাক্রমে ডাঃ হর্ণলি সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের হইবে ; এবং পিতামহ রত্নপালের

---

* রত্নপালের দুইখানি তাম্রশাসন এশিয়াটিকসোসাইটির জর্ণেল ১৮৯৮ সালের ১ম ভাগে (৯৯ পৃ ও ১২০ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ ঐ জর্ণেলখানি দেখিতে পারিলাম না। যাহা হউক, যথাসময় উহা সংগ্রহ করিয়া সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল। এস্থলে উল্লিখিত বিষয় শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের "History of Assam, Appendix C" হইতে সংগৃহীত।

শাসন ১০১০ খৃষ্টাব্দের হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা হইলে রত্নপালের জনক ব্রহ্মপালের সময় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইয়া দাঁড়ায়।

ডাক্তার হর্ণলি সেই প্রণালীতে বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের কাল ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করেন। বলবর্ম্মার প্রপিতামহ বনমাল দেবের তাম্রশাসনের সময় ৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন।

এই সকল অবশ্য আনুমানিক সাল। ইহাতে যে একটু প্রমাদ আছে, তাহা পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু একটি কথা এস্থলে যথার্থভাবে বিশেষজ্ঞ ডাঃ হর্ণলি হইতে পাইতেছি যে,—লিপিভঙ্গি অনুসারে বনমাল বলবর্ম্মার তাম্রশাসনগুলি রত্নপাল ইন্দ্রপালের শাসন অপেক্ষা প্রাচীনতর। অর্থাৎ ব্রহ্মপাল সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্ব্বে বলবর্ম্মার বংশীয়েরা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করবর্ম্মা সম্বন্ধে চৈনিক পরিব্রাজকের যে উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, নারায়ণদেব ( বরাহ ) হইতে একাদিক্রমে সহস্র পুরুষ অর্থাৎ বহু বহুকাল অবধি এই একই বংশ কামরূপের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতে ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মাকে হর্ষচরিতে যেরূপ ব্যাকুলতাসহকারে হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন করিতে দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই ভগদত্তের সিংহাসনের এই অনুপযুক্ত অধিকারী যেন আশুধ্বংসের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়াছিলেন বোধ হয় এবং ব্রহ্মপালের পূর্ব্বে একবিংশতি পুরুষ যে ম্লেচ্ছবংশজ রাজগণ প্রাগজ্যোতিষাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বীজী পুরুষ সালস্তম্ভ বোধ হয় এই ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরে না হইলেও কিঞ্চিদ্ব্যবহিত পরেই কামরূপের সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে আছে:—সেই ( বজ্রদত্তের ) বংশে অনেক নৃপচন্দ্র * * পৃথিবী পালন করিয়া অস্তগামী হইলে সালস্তম্ভ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশের পালকবিজয় প্রভৃতি গত হইলে * * হর্জ্জরনামা ভূপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" বনমালদেব এই হর্জ্জরের পুত্র ছিলেন এবং বলবর্ম্মা বনমালের প্রপৌত্র ছিলেন। বনমালের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এ যাবৎ প্রাপ্ত হই নাই—কিন্তু বলবর্ম্মার তাম্রশাসন সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি; তাহাতে যদিও সিলমোহরে "হাতিমার্কা" দেখায় এবং রাজার নিজের "প্রাগ্জ্যোতিষাধিপান্বয়-মহারাজাধিরাজশ্রীবলবর্ম্মদেবঃ" এই নামও উপাধি দৃষ্ট হয়, তথাপি শাসনমধ্যে নিজকে "বারাহ পরমেশ্বর" বলিতে সাহসী হন নাই। ইহাতে রত্নপালের তাম্রশাসনের কথাই সমর্থিত হইতেছে। তবে ম্লেচ্ছরাজবংশীয় হইলেও তাঁহারা যে দেবদ্বিজে পরম ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন হর্জ্জরের রাজত্বকালের নির্ণায়ক একটি অব্দ পাওয়া গিয়াছে। তেজপুর শহরের অতি সন্নিকটেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে পাষাণময় পর্ব্বতগাত্রে একটি লিপি বহুকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা এ যাবৎ সমগ্র পঠিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ টি

ব্লক্ ইহার ছাপ নিয়া জর্ম্মণির প্রথিতনামা অধ্যাপক কীলহর্ণ্ সাহেবের নিকট পাঠার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন—দুঃখের বিষয়, তিনি ইহা সম্পূর্ণ পাঠ করিবার পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু যতটা পড়িয়াছিলেন, তাহা ১৯০৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে ডাঃ ব্লক্‌সমীপে প্রেরিত তদীয় চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছেন :—

The inscription undoubtedly is dated "Gupta 510" (=A.D. 829) * * * It is of the increasing reign of Victory of the glorious Harjara Varma Deva" who is described as "Maharajadhiraja Parameswar Parama Bhattaraka" proud of the strength of the arm and staying at Harnppeswarapura.

( এখানেও "বারাহ" শব্দের অভাব দেখা যাইতেছে। ) যাহা হউক, এখন হর্জ্জরের রাজত্ব কাল ৮২৯ খৃষ্টাব্দে হইলে তৎপুত্র বনমালদেবের কাল ৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার প্রপৌত্র বলবর্ম্মার সময় প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ডাঃ হর্ণলির অনুমানের পূর্ব্বে আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মপালের সময় ( ডাঃ হর্ণলির অনুমান মতে ) ১০০০ খৃষ্টাব্দ ধরিলে শ্রীত্যাগসিংহ—হর্জ্জর বংশের শেষ রাজা বলবর্ম্মার প্রপৌত্রের প্রপৌত্র ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে কোনও অসঙ্গতি হইবে না। অতএব হর্জ্জর হইতে শ্রীত্যাগসিংহ অধস্তন দশম পুরুষ হইয়া পড়েন এবং তাহা হইলে সালস্তম্ভ হর্জ্জরের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ ছিলেন, এইরূপ অনুমান করিতে পারি। এই হিসাবে অর্থাৎ শতাব্দীতে ছয় পুরুষ ধরিয়া সালস্তম্ভের সময় কুমার ভাস্করবর্ম্মার কতক নিকটবর্ত্তী হয় দেখুন। খৃঃ ৬৪৩ অব্দে কুমারকে কামরূপের সিংহাসনস্থ দেখা যায় আর সালস্তম্ভের সময় ৬৬০ খৃষ্টাব্দ ধরিতে পারা যায়।

এক্ষণে নরক হইতে ইন্দ্রপাল পর্য্যন্ত কামরূপাধিপতিগণের একটি বংশ-পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; (১ম) নরক ভগদত্তের বংশ, (২) ম্লেচ্ছরাজ সালস্তম্ভের বংশ,* (৩) পালবংশ —যদিও ইঁহারা ভৌমবংশীয় বলিয়া নিজকে "বারাহ পরমেশ্বর" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য তাম্রশাসন হইতে অনুমান হয় যে, রত্নপালের পরেই ইন্দ্রপাল রাজা হইয়াছিলেন; তাই নিজের বিশেষণে "শ্রীরত্নপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাত" প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতা পুরন্দরপাল 'শূরঃ সুকবিঃ" হইলেও 'রাজ'সংজ্ঞাভাক্ হন নাই। শাসনের ১৭শ শ্লোকটি অত্যন্ত অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে,—বোধ হয়, তাহাতে এতদ্বিষয়ে স্পষ্টতঃ কোনও কিছু ছিল। 'নীতিকুসুম' নামক একখানি গ্রন্থে এক পুরন্দর পালের "সুকবি"ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইনিই তিনি কি না, কে বলিতে পারে? তবে ইহা নাকি 'শুক্রনীতির' অসমীয়া অনুবাদ।—তখনকার দিনে "অসমীয়াভাষা" কোন আকারে ছিল, এবং রাজারাজড়ারা

* প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় "গৌহাটির নূতন তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৯—১ম সংখ্যা ) সালস্তম্ভের বংশকে ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহের পূর্ব্বে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা যে ঠিক্ নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

প্রাকৃতভাষায় গ্রন্থ লিখিতে কতদূর সমুৎসুক ছিলেন, তদ্বিষয়ে গবেষণা প্রয়োগ করা সম্প্রতি নিষ্প্রয়োজন।

শাসন-প্রদাতা যেমন রত্নপালের পৌত্র পুরন্দর পালের পুত্র ইন্দ্রপাল ছিলেন, গ্রহীতা ব্রাহ্মণও তেমনি হরিপালের পৌত্র শবরপালের পুত্র দেশপাল নামে সংজ্ঞিত ছিলেন; তিনি রাজার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে ৪০০০ ধান জন্মিতে পারে, এতৎপরিমাণ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ভূমি যে কোথায় ছিল, বর্ণনা পাঠ করিয়া আজ প্রায় হাজার বৎসর পরে খুঁজিয়া বাহির করা সুকঠিন।* তবে জমিটা "উত্তর কূলে" ছিল—তা বোধ হয় লৌহিত্যনদেরই হইবে। শাসনমধ্যে মামুলি ধরণে রাজার ও তৎ পিতৃপিতামহের এবং গ্রহীতার ও তদীয় উর্দ্ধতন দুই পুরুষের প্রশংসাবাদের অতিশয়োক্তি ছাড়া আর বড় বেশী কিছু নাই। তথাপি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একখানি সংস্কৃত দানপত্র যে আজ আমরা আলোচনা করিতে পারিতেছি, তজ্জন্যই আমাদের কৃতার্থম্মন্য হওয়া উচিত।

দুঃখের বিষয়, তক্ষকার লোকটি বোধ হয় স্বকর্ম্মে নূতন ব্রতী ছিল—তাই খোদাই কাজে বড় বেজায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে,—এত ভুল সচরাচর বড় দেখা যায় না। ইহার উপর আবার ফলকের কিনারায় দুই স্থলের লিপি সম্পূর্ণ অপাঠ্য হওয়াতে একটি আবশ্যক শ্লোক (১৭শ) পড়িতে কোনও ক্রমেই পারা গেল না।

যাহা হউক, শ্রীযুক্ত ডাঃ হর্ণলি মহোদয়ের বশ্যানুবর্ত্তন করিয়া ইহার পাঠ ও অর্থ যথাসাধ্য সটীক প্রকটিত হইতেছে।

* অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব স্থানটি নির্দ্দেশ করিবার জন্য একজন সব্ ডিপুটি কালেক্টরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সরেজমিন্ তদন্তক্রমে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন যে, কামরূপ জেলার উত্তরাংশে ('উত্তর কূলে') বরমা তহশিলের (='হপ্যোম বিষয়') অন্তঃপাতী নাথকুচি-নৌকুচি-রাণাকুচি গ্রামত্রয় (='কাসিপাটক') আছে—তাহার কাছ দিয়া দিমু (='দিগ্জুম্ম') নদী প্রবহমানা—এবং তাহার দক্ষিণদিকে বড় ও ক্ষুদ্র মাখিবাহা (='মাকৃখিযান') বর্ত্তমান। অতএব ঐ জায়গাই শাসনে উল্লেখিত স্থান। সব্ ডিপুটি মহাশয় অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল স্থানে 'যজুর্ব্বেদী' 'কাশ্যপগোত্রীয়' ব্রাহ্মণও পাইতেন—কামরূপে ইহা এত সাধারণ। এখন এই রিপোর্ট বিশ্বাস করা না করা সুধীবর্গের ইচ্ছাধীন। সব্ ডেপুটি মহোদয় 'বরমা' প্রভৃতির নাম-তত্ত্ব আলোচনা করিলে নিজের অভিমতের সারবত্তা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। 'মাখিবাহা' এবং 'মাকৃখিযানে' কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় বটে,—কিন্তু 'মাখিবাহা' (=মাছির বাসা?) গ্রাম, আর 'মাকৃখি-যান' বোধ হয় বিলের নাম; 'মাখিবাহা' রাণাকুচি প্রভৃতির দক্ষিণে অবস্থিত, 'মাকৃখিযান' কাসিপাটকের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ছিল বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা হাজার বৎসর পরে এইরূপ দুই একটি বর্ণের সাদৃশ্য ধরিয়া স্থান নিরূপণ করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। কুতূহলী পাঠক এতদ্বিষয়ক বিবরণ ডাঃ হর্ণলির সমালোচনায় দেখিতে পাইবেন (p. 122 J. A. S. B, Vol LXVI—Part 1—nb 2 of 1897)

## ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন

( মূল )

স্বস্তি। খট্বাঙ্গং(১)পরশুর্বৃষঃ শশিকলেত্যাদি(২)ত্বদীয়ং ময়া
সর্ব্বস্বং জিতমস্ত নাম কিতব(৩) প্রত্যর্পিতং(৪)তে পুনঃ।
প্রেয়্যা কেবলমস্তু মে জলবহা গঙ্গেতি গৌরীগিরা
শম্ভোর্দ্যূতকলাজিতস্য জয়তি ব্রীড়াবিনম্রং শিরঃ ॥১
জয়তি পশুপতিঃ(৫) প্রজাধিনাথো মহিতবপুর্ম্মহিমা মহাবরাহঃ।
ইয়মপিভগদত্তবংসমাতা ধরণিরনন্ত(৬)নরাধিপপ্রতিষ্ঠা ॥২
যদ্বারি রামপরশো নৃপকণ্ঠকাণ্ডলাবস্থধৌতঘনলোহিতপঙ্কমাসীৎ।
লৌহিত্য ইত্যধিপতিঃ সরিতাং স এষ ব্রহ্মাঙ্গভূর্দহতু বঃ কলিকল্মষাণি(৭) ॥৩
বল্গৎখুরক্ষুভিতভীমভুজঙ্গসদ্মা কল্পাবসানদিনভিন্নসমুদ্রমুদ্রাম্।
পাতালপঙ্কপটলোদরসন্নিলীনাং ক্রোড়াকৃতির্ব্বসুমতীং(৮) হরিরুজ্জহার ॥৪
দংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধৃতধরাপরিরম্ভগর্ভসংভোগসম্ভৃতরসালসমানসস্য।
তস্যাত্মজো নরপতির্নরকাভিধানঃ শ্রীমানভূদ্ভুবনবন্দিতপাদমূলঃ ॥৫
রত্নপ্রভারুচিরমাস্পদমেবলক্ষ্ম্যাঃ(৯) পুণ্যোপকণ্ঠবিলসদ্বনমালভারি(১০)।
প্রাগ্জ্যোতিষং পুরমপারযশাঃ স(১১) সত্বৈ(১২) বক্ষঃস্থলম্পিতুরিবাপরমধ্যুবাস ॥ ৬

---

(১) মূলে আছে 'খট্বাঙ্গ'; ডাক্তার হর্ণলি 'খট্বাঙ্গঃ' পড়িতে বলেন; কিন্তু ইহা পুংলিঙ্গ হইবে কেন? অন্যত্র ইহার ব্যবহার ক্লীবলিঙ্গেই দেখা যায়:—"মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ" ইত্যাদি (মহিম্নঃ স্তোত্রে দ্রষ্টব্য)।

(২) মূলে 'শশিকলেত্যাদী' আছে।

(৩) মূলে 'কিতব' এর 'ত' টি পড়িয়া গিয়াছে; 'কিব' আছে।

(৪) মূলে "প্রত্যর্প্পীতং" আছে।

(৫) এই বিসর্গান্ত বিশুদ্ধ পাঠটি মূলে স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু হর্ণলি সাহেব ':' টি দেখিতে পান নাই। তাই 'পশুপতিঃ', এই পাঠ-বিশুদ্ধি প্রস্তাব করিয়াছেন।

(৬) মূলে আছে 'ধরণিরস্তনরাধিপ'; (অর্থাৎ একটি 'ন' পড়িয়া গিয়াছে)।

(৭) মূলে 'কলিকল্মষণি' আছে।

(৮) মূলে আছে 'ব্বসুতীং'; অর্থাৎ 'ম' পড়িয়া গিয়াছে।

(৯) মূলে আছে 'লক্ষ্মাঃ'।

(১০) মূলে আছে 'বিলসদ্বনভারি' ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছেন, 'বনভারহারি"। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহোদয় 'ইষ্টকেষীকামালানাং চিতভূলভারিষু" পাণিনির এই সূত্রটী [৬।৩।৬৫] স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে এই পরিশুদ্ধ পাঠ কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

(১১) এই 'স" টি মূলে পাওয়া গিয়াছে।

(১২) ডাঃ হর্ণলি 'সর্জ্জৈ' পড়িয়াছেন।

তস্যাপি শূস্থরভবস্তগদত্তনামা বিশ্রামভূমিরখিলস্য পিতুর্গুণস্য।
সম্বোদ্ধতঃ(১৩) সতত্মূনবলে বলীয়ান্ যঃ পক্ষপাতমকরোৎ ক্ষতবৈরপক্ষঃ(১৪)॥ ৭
ভৌমান্বয়ো(১৫)স্নতিপদপ্রথিতপ্রতিষ্ঠঃ পৃথ্বীভুজাং বিজয়িনাং ধুরি বজ্রদত্তঃ।
দোর্ব্বজ্রবীর্য্য(১৬)পরিতোষিত(১৭)বজ্রপাণিরাসীদমুষ্য(১৮)মুষিতারিযশা(১৯)-
তনুজঃ(২০)॥ ৮

অস্মিন্নেব(২১)নৃপান্বয়ে নরপতিঃ শ্রীব্রহ্মপালোঽভবৎ
তজ্জন্মা ২২) ভুবি রত্নপাল ইতি চ খ্যাতঃ ক্ষতারির্ব্বশী(২৩)।
অস্যানর্ঘগুণাকরস্য মহিমা রাজ্ঞস্তু কিং বর্ণ্যতে(২৪)
যঃ শ্লাঘ্যৈরতিদিশ্যতে সুচরিতৈঃ রামস্য কৃষ্ণস্য বা॥ ৯
সম্বদ্ধা(২৫) বসুধা সুধাধবলিতৈঃ শম্ভুপ্রতিষ্ঠাস্পদৈ-
র্যস্য শ্রোত্রিয়মন্দিরাণি বিভবৈর্নানাপ্রকারৈরপি।
যূপৈর্যজ্ঞগৃহাঙ্গণানি হবিষাং ধূমৈর্ন্নভোমণ্ডলং(২৬)
যাত্রারেণুভিরর্ণবাম্বুবিজয়স্তম্ভৈশ্চ সর্ব্বা দিশঃ॥ ১০
আসীদুদারকীর্ত্তির্দ্দাতা ভোক্তা শুচিঃ কলাকুশলঃ।
তস্য পুরন্দরপালঃ সূনুঃ শূরশ্চ সুকবিশ্চ(২৭)॥ ১১

(১৩) মূলে 'সম্বোদ্ধতঃ'ই আছে তাহা হর্ণলিসাহেব 'সম্বোদ্ধৃতঃ' পড়িয়াছিলেন।

(১৪) মূলে বিসর্গটি নাই।

(১৫) ডাঃ হর্ণলি 'কৌম্রান্বয়ো' পাঠ করিয়া যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা ভূমিকায় সম্যক্ সমালোচিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ফলতঃ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

(১৬) মূলে আছে 'বীর্জ্জ'।

(১৭) এই 'পরিতোষিত' শব্দটি মূলে দুইটি ফলকে বিভক্ত হইয়াছে; প্রথম ফলকের শেষ পংক্তিতে "পরিতো" এবং দ্বিতীয় ফলকের আরম্ভে আছে "তোষিত"। অতএব একটি 'তো' প্রমাদিক।

(১৮) মূলে আছে 'অমুস্য'। (১৯) মূলে আছে 'জশা'।

(২০) মূলে 'তমুজঃ' আছে, কিন্তু 'নু' না করিলে ছন্দঃপাত হয়। (২১) মূলে 'অস্মিনেব' আছে।

(২২) মূলে আছে 'তস্মা'; ইহাতে কোন্ শব্দ অভিপ্রেত ছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ডাঃ হর্ণলি 'তৎ-সূনুঃ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলে পরবর্ত্তী 'ভু' রেফাক্রান্ত হইত; অথচ 'সু' এর সঙ্গে 'স্মা'র কোনও সাদৃশ্য নাই। তাই 'তজ্জন্মা' পাঠই অনুমিত হইল।

(২৩) মূলে 'ব্বশি' আছে।

(২৪) মূলে আছে 'কীর্ষন্নাতে'; এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মূলে বহুস্থলে রেফের বিলোপ ঘটিয়াছে; কিন্তু অনেক স্থলে তদাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব দ্বারা রেফ অনুমতি হইয়াছে।

(২৫) মূলে আছে 'সম্বধা'।

(২৬) মূলে 'ধূম্রৈর্ন্নভোমণ্ডলং" আছে। ডাঃ হর্ণলি 'ম্র' এর রেফটি দেখিতে পান নাই।

(২৭) মূলে আছে 'সুকবীশ্চ'; ডাঃ হর্ণলি এই ভুলটি ধরিতে পারেন নাই।

ক্রতমহিকৌতুকমসকৃন্মৃগয়ারসিকেন সময়েঽপি।
ক্ষণবিরচিতশরপঞ্জরবদ্ধৈ রিপুরাজশার্দ্দূলৈঃ ॥ ১২
জামদগ্ন্যভুজবিক্রমার্জ্জিতপ্রাজ্যরাজ্যনৃপবংশসম্ভবাম্।
দুর্ল্লভেতি স তু লোকদুর্ল্লভাং প্রাপ্য সম্যগভবৎ(২৮) কলত্রবান্(২৯) ॥ ১৩
সচীব শক্রস্য শিবেব(৩০) শম্ভোরতিঃ(৩১) স্মরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
সা রোহিণীব ক্ষণদাকরস্য তস্যানুরূপপ্রণয়া বভূব ॥ ১৪
দেবঃ প্রাচীপ্রদীপঃ(৩২) প্রকটবসুমতীমণ্ডনঃ(৩৩) খণ্ডিতারি-
জাতস্তাভ্যাং(৩৪) জিতাত্মা নয়বিনয়বতাম(৩৫) গ্রণীরিন্দ্রপালঃ।
যস্মিন্ সিংহাসনস্থে স্বয়মবনিভৃতাং বদ্ধসেবাঞ্জলীনা-
মাবর্জ্জন্মৌলিরত্নৈঃ ফলিতমিবসভাকুট্টিমং(৩৬) কীর্য্যমাণৈঃ ॥ ১৫
সুবিস্তৃতানাং পদবাক্যতর্কতন্ত্রপ্রবাহাতিতরঙ্গিণীনাং(৩৭)।
যঃ সর্ব্ববিদ্যাসরিতামগাধমন্তর্নিমগ্নশ্চ গতশ্চ পারম্ ॥ ১৬
স্বর্গং গতে পিতরি যস্য যশঃ শরীরে(৩৮) পৌত্রসা পূতমনসঃ(৩৯) * * *
* * * (৪০)নগুণানুরূপ(৪১) মত্যাশ্রিতা(৪২)স্বয়মভূন্নিজ(৪৩) রাজ্যলক্ষ্মীঃ(৪৪)

(২৮) মূলে 'অভবত' আছে। (২৯) মূলে আছে 'কলত্রবানঃ'।

(৩০) মূলে 'শিব' আছে; 'ব' পড়িয়া গিয়াছে।

(৩১) মূলে 'রতি' আছে; অর্থাৎ বিসর্গটি নাই।

(৩২) মূলে 'প্রদীপ' শব্দের পর বিসর্গটি পড়িয়া গিয়াছে।

(৩৩) হর্ণলি সাহেব 'মণ্ডলঃ' পড়িয়াছেন। কিন্তু মূলে স্পষ্ট 'ন' রহিয়াছে।

(৩৪) 'তাভ্যাং' এর অনুস্বারটা মূলে নাই। (৩৫) মূলে আছে 'নয়বিনবতা'।

(৩৬) 'সভাকুট্টিমং,' স্থলে মূলে 'ভাকুটিমং" আছে; অর্থাৎ 'স' টি পড়িয়া গিয়াছে।

(৩৭) মূলে 'তরঙ্গিনীনাং' আছে অর্থাৎ উভয়টি ন দন্ত্য।

(৩৮) মূলে আছে 'শরে,' অর্থাৎ রী'টা পড়িয়া গিয়াছে।

(৩৯) এই পর্য্যন্ত অল্লায়াসেই পড়া গিয়াছে। ডা. হর্ণলি "পূতমনসঃ" স্থলে 'পুত্র×ন×' পড়িয়াছেন, অর্থাৎ "ত" স্থানে 'ত্র' পড়িয়া 'ম' এবং 'সঃ' পড়িতে পারেন নাই।

(৪০) চৌদ্দটী অক্ষর একেবারেই পুছিয়া গিয়াছে। এইগুলি দ্বিতীয় ফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির, এতগুলি অক্ষর অপাঠ্য হওয়াতে শ্লোকের মর্ম্মাবধারণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

(৪১) মূলে 'নগুণনুরূপ' দেখা যায়, গু এবং ইহার পূর্ব্বের অক্ষরটি বড়ই অস্পষ্ট।

(৪২) ডাঃ হর্ণলির এই পাঠ কতদূর অভ্রান্ত বলা যায় না। অক্ষরগুলি অতি অস্পষ্ট; শেষের আকারটিও দেখা যায় না।

(৪৩) মূলে আছে 'স্বয়মন্নিজ'; হর্ণলি সাহেব 'স্বয়মবন্নিজ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন।

(৪৪) ডাঃ হর্ণলি নিঃসন্দেহে 'রাজ্যলক্ষ্মীঃ' পড়িয়াছেন; এ স্থলে তাঁহার পাঠই গৃহীত হইল বটে, কিন্তু শেষে যেন 'যু' এর ঈষৎ চিহ্ন দেখা যায়।

যস্মিন্নৃপে বিনয়বিক্রমভাজি তুঙ্গে(৪৫) সম্যগ্বিভক্তচতুরাশ্রমবর্ণধর্ম্মা।
আনন্দিনী(৪৬)সকল(৪৭)কামদুঘা প্রজানাং (৪৮)পৃথ্বী পৃথোঃ পুনরিব প্রথিতোদয়াসীৎ(৪৯) ॥১৮

করিতুরগরত্নপূর্ণা রাজ্যস্তস্যানুরূপবসতিঃ।
নৃপতিকুল(৫০) দুর্জ্জয়াসীন্নগরী শ্রীদুর্জ্জয়ানাম ॥ ১৯

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য(৫১)সংখ্যাতাপ্রতিহতদণ্ডগুপিতা(৫২)শেষরিপুপক্ষশ্রীবারাহপরমেশ্বরপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীরত্নপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীমদিন্দ্রপালবর্ম্মদেবঃ ৫৩ কুশলী ॥

উত্তরকূলে হাপ্যোমবিষয়ান্তঃপাতিকাসিপাটকভবিষাভূম্যপক্ষস্থ(৫৪)ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিক(৫৫)ভূমৌ যথাপূর্ব্ব(৫৬)সমুপস্থিতবিষয়করণ(৫৭)ব্যাবহারিকপ্রমুখজানপদান্ রাজরাজ্ঞীরাণকাধিকৃতানন্যানপি (৫৮) রাজন্যকরাজপুত্ররাজবল্লভপ্রভৃতীন্ যথাকালভাবিনোঽপি সর্ব্বান্ মাননাপূর্ব্বকং সমাদিশতি—বিদিতমস্তু ভবতাং ভূমিরিয়ম্। বাস্তুকেদারস্থলজলগোপ্রচারাবস্করাদ্যুপেতা যথাসংস্থা স্বসীমোদ্দেশপর্য্যন্তা হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণ(৫৯)দণ্ডপাশো-

(৪৫) 'তুঙ্গে' হর্ণলি সাহেবের আনুমানিক পাঠ; মূলে এই পাঠের পোষক 'ঙ্গ' মাত্র আছে, ইহা 'ঙ্ক'ও পড়াযায়; আরও কিছু ( যথা 'ভূ' ) পড়া যায়। তবে যখন সুষ্ঠুতর অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারি নাই, তখন এই পাঠই রাখা গেল।

(৪৬) মূলে আছে 'অনন্দিনী'।

(৪৭) মূলে 'শকল' আছে।

(৪৮) মূলে 'অনুস্বারটি' নাই।

(৪৯) মূলে 'ৎ'টি পড়িয়া গিয়াছে।

(৫০) মূলে 'কুল' শব্দের 'ল' অক্ষরটি পড়িয়া গিয়াছে।

(৫১) মূলে 'জ্যোতিসা' আছে।

(৫২) মূলে আছে 'ক্ষপতা'।

(৫৩) এস্থলে 'বিসর্গ'টি মূলে নাই।

(৫৪) মূলে 'ভূম্যপক্ষষ্ট' আছে; পাঠটি 'ভূম্যপকৃষ্ট'ও হইতে পারে।

(৫৫) মূলে আছে 'চতুসহস্র'।

(৫৬) মূলে 'যথপূর্ব্ব' আছে।

(৫৭) মূলে আছে 'বিষয়রকরণ'; ডাক্তার হর্ণলি বলেন শুদ্ধপাঠ 'বিষয়করণ' হইবে; কেননা বটব্যাল মহাশয়-পঠিত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে নাকি 'বিষয়সকরণ' আছে। কিন্তু বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে এবং অচিরপ্রাপ্ত কামরূপের ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'বিষয়করণ' শব্দ আছে, তদনুসারে এই পাঠই কল্পিত হইল।

(৫৮) হর্ণলি সাহেব শেষে 'ণ' অক্ষরটি পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে ইহা অস্পষ্ট দেখা যায়।

(৫৯) মূলে আছে 'চৌদ্ধরণ'।

পরিকরনানানিমিত্তোৎখেটনহস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিক(৬০)প্রচারপ্রভৃতীনাং বিনিবারিত(৬১)-সর্ব্বপীড়া শাসনীকৃত্য ॥

আসীৎ কাশ্যপগোত্রেঽতিপবিত্রে(৬২)মিত্রবৎসলঃ।
যজুর্ব্বেদী গুণাধারো হরিপাল ইতি দ্বিজঃ ॥ ১
সুতঃ শবরপালাখ্যঃ(৬৩) খ্যাতস্তস্য বিমৎসরঃ(৬৪)।
অভবদ্ভবনিষ্ঠস্য(৬৫)দ্বিজন্মা মানিনাং বরঃ(৬৬) ॥ ২
সৌখ্যাম্বিকেতি তস্যাভূৎ পরিচর্য্যা সুখপ্রদা।
আর্য্যাচারস্য(৬৭)সাচারা পত্নী গুণবতী সতী ॥ ৩
দেশপাল ইতি স্নিগ্ধবন্ধুনা কৃতপালনঃ।
তাভ্যাং জাতো দ্বিজোঽশেষগুণরত্ননিধিঃ সুধীঃ(৬৮) ॥ ৪
শাসনীকৃত্য(৬৯) ভূরেষা(৭০) তস্মৈ দুষ্কর(৭১) শালিনে(৭২)।
দ্বিজায় দত্তা যত্তায় রাজ্ঞোঽষ্টমসমে ময়া(৭২) ॥৫ (ক্রমশঃ)

(৬০) ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছেন, 'মহিষীপ্রভিক'।

(৬১) মূলে 'প্রভৃতীনাম্বিনিবারিত' আছে।

(৬২) মূলে আছে 'পবিত্তো'; হর্ণলিসাহেব এই পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বিশুদ্ধ পাঠটির কল্পনা করিতে পারেন নাই।

(৬৩) মূলে 'খ্যঃ' পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ডাঃ হর্ণলি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অন্ততঃ ছন্দঃপাতে সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

(৬৪) ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছেন 'খ্যাতঃ সন্ম বিমৎসরঃ'।

(৬৫) হর্ণলিসাহেব পূর্ব্বপাদে 'তস্য'টি পড়িতে না পারিয়া এস্থলের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; তাই লিখিয়াছেন, the reading is doubtful!

(৬৬) মূলে আছে 'মানিনাম্বরঃ'। ডাঃ হর্ণলি বলেন probably faulty for 'মৌনিনাং বর'; কেন? ফলতঃ হর্ণলি সাহেব সমগ্র শ্লোকটিরই অর্থ বুঝেন নাই।

(৬৭) মূলে আছে 'আয্যচারস্য; উহা ডাঃ হর্ণলি 'আয়াচারস্য' পড়িয়াছিলেন।

(৬৮) মূলে 'বিসর্গ'টি নাই।

(৬৯) মূলে আছে 'শাশনীকৃত্য'।

(৭০) মূলে 'ভুরেসা' আছে।

(৭১) মূলে আছে 'দ্রুষ্কর'।

(৭২) ডাঃ হার্ণলি এই শ্লোকার্থ সম্বন্ধে বলেন this half verse scans irregularly। হর্ণলিসাহেব শেষের এই পাঁচটি কবিতার ছন্দঃসম্বন্ধে বলেন The metre of verses 1—5 Sloka' এবং বোধ হয়;—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুজ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।

শ্রুতবোধের এই লক্ষণ মাত্র অবগত থাকায় তিনি এস্থলে ছন্দোভঙ্গ আশঙ্কা করিয়াছেন। এই কবিতার পথ্যাবক্ত্রং বৃত্ত ধরিয়া নিলেই গোল চুকিয়া যায়; কেননা ইহার লক্ষণে

যুজোশ্চতুর্থতো জেন পথ্যাবক্ত্রং নিগদ্যতে।

কেবল এই মাত্র থাকায় প্রথম ও তৃতীয় পাদে কদাপি ছন্দঃপাতের আশঙ্কা হইতে পারে না।

# রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

## তিব্বতের আদিরাজা
## ও
## মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

গত ২৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার দার্জ্জিলিঙে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার এক অতিরিক্ত সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় আমি ইংরাজী ভাষায় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলাম। সেই বক্তৃতারই কিয়দংশের মর্ম্মার্থ সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতেছি।

১। মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব হইতে জানা যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থান বাসনায় হস্তিনাপুর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন হলেন এবং একটি কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল।

"ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বাচৈব সপ্তমঃ।
আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ॥"

"পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
কৃতোপবাসাঃ কৌরব্য প্রযযুঃ প্রাঙ্‌মুখাস্ততঃ॥"

ইহাঁরা বহুদেশ ও বহু জনপদ এবং বহু নদ নদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে সলিলার্ণব লৌহিত্য—আধুনিক নাম ব্রহ্মপুত্র—মহানদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অগ্রে যুধিষ্ঠির, তৎপরে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন, তৎপরে নকুল, তৎপরে সহদেব, তৎপরে দ্রৌপদী এবং সর্ব্ব শেষে কুক্কুরটি গমন করিতেছিল।

"যুধিষ্ঠিরো যযাবগ্রে ভীমস্তু তদনন্তরং।
অর্জ্জুনস্তস্য চান্বেব যমৌ চাপি যথাক্রমং॥
পৃষ্ঠতস্তু বরারোহা শ্যামা পদ্মদলেক্ষণা।
দ্রৌপদী যোষিতাংশ্রেষ্ঠা যযৌ ভরতসত্তম॥

শ্বা চৈবাপ্যনুযযাবেকঃ প্রস্থিতান্ পাণ্ডবান্ বনং
ক্রমেণ তে যযুর্বীরাঃ লৌহিত্যং সলিলার্ণবং ॥"

লৌহিত্য উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে উত্তরমুখে যাইতে যাইতে হিমবান্ পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। হিমবান্ অতিক্রম করিয়া বালুকাসাগর দেখিতে পাইলেন এবং ক্রমে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরু দেখিতে পাইলেন।

"ততস্তে নিয়তাত্মান উদীচীং দিশমাস্থিতাঃ।
* দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিং ॥
তঞ্চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবং।"
অবৈক্ষন্ত মহা শৈলং মেরুং শিখরিণাং বরং ॥

এইরূপে যাইতে যাইতে সর্ব্বাগ্রে দ্রৌপদী পরে নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন ও ভীম সকলেই একে একে যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন্। কেবল মাত্র কুক্কুরটিই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতে পারিয়াছিল।

" শ্বাপ্যেকোহনুযযৌ যস্তে বহুশঃ কীর্ত্তিতো ময়া।"

অতঃপর যুধিষ্ঠির একটি মাত্র কুক্কুর সহায় হইয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আসিয়া তাঁহাকে রথারোহণে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং যুধিষ্ঠিরও অবশেষে তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইয়া সিদ্ধাশ্রমে গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যোগভঙ্গ হয় নাই এজন্য ইনি সশরীরে তথায় যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী ও ভীম-সেনাদির যোগভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাদের পথে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

" যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।"

যুধিষ্ঠিরের দেহত্যাগের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইঁহার স্বর্গগমনের পর দেবনদী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া দেহত্যাগ হইয়াছিল।

" গঙ্গাং দেবনদীং পুণ্যাং পাবনীং ঋষিসংস্তুতাং।
অবগাহ্য ততোরাজা তনুং তত্যাজ মানুষীং ॥"

২। উল্লিখিত মহাভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বের যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তৎসমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কিছুই অসম্ভব নহে। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে।

* আমিও হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতের অতুচ্চ অধিত্যকায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইয়া বিংশতি ক্রোশ দীর্ঘ বা ততোধিক বালুকাময় প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলাম। ঐ বালুকারাশির পার্শ্ব দিয়া অরুণ নামক নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং অরুণচৈত্য নামক ( ছোবর্ত্তন ক্রি মা ) একটি বৌদ্ধ চৈত্য তথায় আছে। এই নদীতীরে "থেল্‌ বোং" নামে একটি গ্রাম আছে, এইটি তথাকার প্রথম লোকাবাস।

তবে লেখনী ধারণ করিলে কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত এবং কতকটা কল্পিত কথার সমাবেশও ঘটিয়া থাকে। আমি অতিরঞ্জন বা কল্পনার কথা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথারই আলোচনা করিতেছি।

আর্য্য জাতির মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রম শাস্ত্রের অনুমোদিত। আর্য্যগণও শেষ জীবনে পুত্রের প্রতি গৃহস্থাশ্রমের ভার দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোবনাদিতে গিয়া নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মচিন্তা করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ কারতেন।

যুধিষ্ঠিরাদিরও সেইরূপ বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য হওয়ায় বনপ্রস্থানের অভিলাষ হইয়াছিল তবে ইঁহারা একটু অধিকতর দুর্গম ও দূরবর্ত্তী স্থান লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন এইমাত্র প্রভেদ।

পূর্ব্বে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহার বিষয়েই প্রথমতঃ আলোচনা করিতেছি। যোগ শব্দের অর্থ মনোবৃত্তির একাগ্রতা অর্থাৎ মনকে বাহ্য বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে সংযোগ করাই যোগশব্দের মুখ্যার্থ। এরূপ একাগ্রতা সম্পাদিত হইলে মানুষের দেহের প্রতি দৃষ্টি একেবারেই থাকে না। দেহ একটা থাকে মাত্র এবং যথাকালে উহা আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয়। যোগী ব্যক্তি তজ্জন্য মৃত্যুক্লেশ অনুভব করেন না। লোক মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি নানা বাধা বিপত্তি ও বহুক্লেশ লক্ষ্য না করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধিত করে। মনের বলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বল।

যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই এই উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হইয়া মহাপ্রস্থান মানসে সিদ্ধপুরী অভিমুখে যাইতেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকলেরই সেই একাগ্রতারূপ যোগের ভঙ্গ হওয়ায় বাহ্য পথক্লেশ ও হিমাদি ক্লেশ অনুভব হইয়াছিল। এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের মৃত্যুক্লেশ অনুভব করিতে হইয়াছিল কেবল যুধিষ্ঠিরেরই সেই একাগ্রতাভঙ্গ হয় নাই, এজন্য তিনিই সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, অর্থাৎ সিদ্ধপুরীতে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুক্লেশ অনুভব না করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩। আমি তিব্বত গমনকালে হিমালয় পর্ব্বতের অনেক অংশে পরিভ্রমণ করিয়াছি তাহাতে আমার যেরূপ জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এই প্রবন্ধের উপযোগীই হইবে।

বারেন্দ্রভূমি ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ কামরূপ প্রদেশের উত্তরাংশে হিমালয়ের পাদদেশ। এইস্থান অত্যুচ্চ শালাদিবৃক্ষ ও বৃহৎলতায় সমাকীর্ণ। বৃহদাকার বংশপ্রভৃতি তৃণজাতীয় বৃক্ষও এখানে প্রচুর আছে। হস্তী, ভল্লুক, বৃহদাকার ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও ময়ূরাদি নানা পক্ষী এখানে বহু দেখা যায়। এইস্থান হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসবাস আছে। এবং ধান্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য ও ফল মূলাদি প্রচুর উৎপন্ন হয়। ৭০০০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে ১২০০০ ফিট উচ্চস্থান পর্য্যন্ত যে অংশ আছে ইহাতে মনুষ্যের বসবাস অতি বিরল। এইস্থানে কস্তূরী কৃষ্ণসার প্রভৃতি মৃগজাতি, চমরী গাভী ও লম্বা লোমবিশিষ্ট মেষ ও ছাগ এবং ক্ষুদ্রাকার চিত্র-ব্যাঘ্র ও বৃহদাকার ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুর ইত্যাদি পশুজাতি দেখা যায়;

কিন্তু নিম্নের ন্যায় বহুল পরিমাণ নহে, কেবল মেষ ও ছাগ জাতির সংখ্যাই অধিক। এখানে নানাজাতীয় সুন্দরাকৃতি ও সুন্দরস্বরবিশিষ্ট পক্ষী যথেষ্ট আছে কিন্তু সর্প ও ময়ূর একেবারে নাই। এই স্থানটিই হিমালয়ের নিতম্বদেশ বলা যায়। এখানে বহুল পরিমাণে বরফ পড়িয়া থাকে। তিব্বত দেশের হুণজাতীয়দিগকেই এখানে চমরী গাভী ও মেষ প্রভৃতি চরাইতে দেখা যায়।

১২০০০ ফিট উচ্চস্থান হইতে ১৫০০০ ফিট উচ্চস্থান পর্য্যন্ত যে অংশ আছে ইহাকে হিমালয়ের বক্ষঃপ্রদেশ বলা যাইতে পারে। এই অংশটিই প্রকৃত গন্ধমাদন নামে উল্লিখিত হয়। এই স্থানের বৃক্ষ লতাদি সবই অতি সুগন্ধময়। ইহাদের সুগন্ধে এই স্থান আমোদিত হইতেছে, এজন্যই ইহার নাম গন্ধমাদন হইয়াছে। এই স্থান বৎসরের অধিকাংশ কালই হিমাবৃত থাকে, এজন্য এখানে মনুষ্যের বসবাস আদৌ নাই। পশু পক্ষী এবং কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও এখানে অতি বিরল। এস্থান অতি মনোরম। ইহা একটি সুসজ্জিত উদ্যানের ন্যায়। প্রকৃতি দেবী এই উদ্যানের মালিনীর কার্য্য করিয়া থাকেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন বরফ গলিয়া যায় সেই সময় অল্প কালের জন্য কোন কোন স্থানে চমরী গাভী প্রভৃতি চরাইবার জন্য নিতম্ব দেশ হইতে অল্প সংখ্যক লোক আসিয়া থাকে। চমরীগাভীরা মহিষ যেরূপ পঙ্ক মাখিয়া আনন্দিত হয়, তদ্রূপ ইহারাও তুষারপাতে আনন্দিত হইয়া ক্রীড়া করে। এই ১৫০০০ ফিট উচ্চ স্থানের ঊর্দ্ধে তৃণাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না। এ স্থান সর্ব্বদাই হিমাবৃত থাকে। তিব্বত যাইতে হইলে এই ১৫০০০ ফিট উচ্চ স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বস্থান দিয়া গমনাগমন সম্ভবপর নহে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি যাইবার পথ আছে। এই সকল পথকেই ইংরাজীতে Pass গিরিসঙ্কট বলে।

৪। এইরূপে হিমালয়ের দক্ষিণাংশে ১৫০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া তথা হইতে হিমালয়ের উত্তরাংশে ৩০০০ ফিট নিম্নে অবতীর্ণ হইতে হয়। এই স্থান তরঙ্গাকৃতি পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। এস্থান অতিক্রম করিবার সময় বহুবার উঠিতে হয় ও বহুবার নামিতে হয়। এটি হিমালয়ের শিখরান্তঃ প্রদেশ। এই শিখরান্তঃ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরে হিমবত রাজ্য অর্থাৎ বিস্তৃত তিব্বত দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈলাসপর্ব্বতের পাদদেশে যেখানে মানসসরোবর রহিয়াছে এবং যেখান হইতে সিন্ধু, শতদ্রু, কালী, কর্ণালী, অলকানন্দা ( চাংপু ) প্রভৃতি নদী উদ্ভূত হইয়া পশ্চিম, দক্ষিণ, এবং পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানেও মনুষ্যের নিবাস আছে। এই স্থানের মনুষ্যকেই কিন্নর অর্থাৎ কুৎসিত নর বলে। এই স্থানটিই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। ইয়ুরোপীয়গণও ইহাকে Roof of the world বলিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে অলকানন্দা নদী পূর্ব্বমুখী হইয়া সমস্ত হিমবত রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় গিয়া পরে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া লৌহিত্য নাম ধারণ করিয়াছে। তিব্বতদেশের প্রাচীন নাম

অলকাপ্রদেশ। এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই অলকা ধারণ করে। স্ত্রীলোকের দুইটি বেণী ও পুরুষের একটি বেণী প্রচলিত। স্ত্রীলোকেরা দুইকর্ণে দুল ধারণ করে এবং পুরুষগণ কেবল দক্ষিণ কর্ণেই দুল ধারণ করে। এই অলকা প্রদেশকে আনন্দিত করিয়াছেন বলিয়াই এই নদীর নাম অলকানন্দা হইয়াছে। ইহাকে স্বর্গগঙ্গাও বলিয়া থাকে। ইহারই সর্ব্বোচ্চ অংশ অর্থাৎ কৈলাসের শিখরবর্ত্তী অংশই মন্দাকিনী নামে আখ্যাত হয়। ইহার কারণ এই যে এই অংশটি সকল সময়েই কঠিন বরফময় অবস্থায় থাকে, অথচ তাহার কিঞ্চিদংশ গলিত হইয়া অতি মন্দ গতিতে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিতও হইতেছে। এই মন্দ গতির জন্যই ইহার নাম মন্দাকিনী হইয়াছে।

এই কৈলাস পর্ব্বতের খাড়া দক্ষিণাংশে আন্দাজ ৩০০০ মাইল দূরেই কুরুরাজ্য অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বাংশে ও পূর্ব্বদক্ষিণে বিস্তৃতস্থান, চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত, উত্তর কুরুনামে অভিহিত হইত। উত্তরকুরু প্রদেশে এক নারীর বহুস্বামীর প্রথা এখনও আছে। দ্রৌপদীর বিবাহ-কালে যুধিষ্ঠিরও দ্রুপদরাজকে এই স্থানের প্রথার কথা বলিয়াছিলেন।

তিব্বত দেশের সমস্ত সমতল ভূমির উচ্চতা ১০০০০ হইতে ১৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত নির্ণীত হয়। পশ্চিমাংশে কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নদেশ ১৫০০০ ফিট উচ্চ। এবং পূর্ব্বাংশে যেস্থান হইতে অলকানন্দা দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছেন সেস্থান ১০০০০ ফিট উচ্চ। এই স্থানবর্ত্তী নগরের নাম "গ্যালাসিংদোঙ," অর্থাৎ নদীর ভারতাভিমুখে অবতরণের সিংহমুখ। এই দুই সীমার মধ্যদেশে মধ্যতিব্বতে লাসানগর অবস্থিত। ইহা ১২০০০ ফিট উচ্চ।

লাসা * নগরে আসিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ১৫০০০ ফিট উচ্চ গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে ৩০০০ ফিট নামিতে হয়। হিমবত প্রদেশে বৃষ্টিপাত অতি বিরল। সূর্য্যের উত্তাপ সকল সময়েই পাওয়া যায়। এখানকার বায়ু অতি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। কারণ ধূলিকণা ও জলকণা বায়ুর সহিত অতি অল্প মাত্রায় মিশ্রিত হয়। একারণ এখানে বহু দূরবর্ত্তী বস্তুও নিকট-বর্ত্তীর ন্যায় নয়ন গোচর হয়।

৫। তিব্বতীয় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে একজন সুন্দরাকৃতি পুরুষ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী পদব্রজে তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং তিব্বতীয় জনগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছেন। তিনি উহাদের কথা বুঝিতে না পারিয়া, কেবলমাত্র ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজেও ইঙ্গিতদ্বারা অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইয়াছিলেন যে তিনি ঊর্দ্ধদেশ হইতে আসিতেছেন। তিব্বতীয়গণ তাঁহার আকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং ঊর্দ্ধ হইতে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিলেন। এবং বহু সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে চমরী গাভীর দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, এবং দুগ্ধ ও যবদ্বারা প্রস্তুত চরু ভক্ষণ করিতে দিয়া অতিথি সৎকার করিয়া-

* তিব্বতের রাজধানীর নাম হ্লাস অথবা হ্লাদেশ। হ্লাসা অর্থ দেবভূমি। হ্লাদেশ অর্থ দেববস্তু।

ছিলেন। এবং অবশেষে তাঁহাকে ডুলিতে বসাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যেস্থানে তাঁহার সহিত তিব্বতীয়গণের দেখা হইয়াছিল ঐ স্থানের নাম "চেন্ থাঙ্" অর্থাৎ রাজ-ক্ষেত্র।

তিব্বতীয়গণ তাঁহার জন্য "ইয়ার লুঙ্" নদীর তীরে একটি প্রস্তরময় সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিব্বতে রাজা ছিল না। তাঁহাকেই প্রথমে তিব্বতীয় রাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। তিব্বত ভাষায় তাঁহার নাম "ঞা ঠি চেন্ পো" Nya-the-tson-po অর্থাৎ স্কন্ধবাহিতাসন রাজা।

ইং ১৮৮২ সালে আমি যখন তিব্বত ভ্রমণে যাই তখন আমি এই মন্দির দেখিয়া আসিয়াছি। এটি এখন বৌদ্ধদিগের দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে। আমি তথায় ঘৃত প্রদীপ দিয়াছিলাম। এই মন্দিরটি দ্বিতল ও উচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহার আকৃতি অন্যান্য গৃহাপেক্ষা ভিন্নপ্রকার। ইহা একটি হর্ম্মাকৃতি। এই স্থানের নাম "ওম্বু লা গাঙ্" Ombu-la-gang অর্থাৎ ক্ষীর বৃক্ষের উচ্চ উদ্যান।

৬। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে মহারাজা যুধিষ্ঠিরই বোধ হয় তিব্বতীয় জনগণ কর্ত্তৃক স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং তিনিই তথায় রাজ্যতন্ত্র-ভাব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মহাপ্রস্থানকালে যে ভাবে যে পথ দিয়া গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত।

# পূরীষ্যাগ্নি বা গ্যাসালোকের ইতিবৃত্ত।

পূরীষ্য অগ্নি কি? বোধ হয় সভ্য মহোদয়গণ মধ্যে অনেকের নিকট এই নাম অভিনব বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃত পক্ষে পূরীষ্য অগ্নি ও গ্যাস একই পদার্থ, যে গ্যাসালোকে এক্ষণে শত শত জনপদ, অগণ্য রাজ প্রাসাদ সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম আলোকমালায় সমলঙ্কৃত ও প্রতিভাম্বিত হইতে সন্দর্শন করা যায়, তাহারই নাম প্রাচীন পূরীষ্যাগ্নি, আজি কে বলিবে ভারত গ্যাসের জন্মভূমি? অধুনা কর্ণপাত করিলে চতুর্দ্দিক হইতে ইউরোপ গ্যাসালোক প্রসূ বলিয়া শুনিতে পাইবে। সকলেই অভিনব দৃশ্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ নেত্র! সংসারে প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু লোক নিতান্ত বিরল, অদ্যকার এই উপস্থিত প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি, আর্য্য মহর্ষিগণ গ্যাসানল সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব অবগত ছিলেন কি না? প্রথমে উদ্দেশ্য বিষয়ের অবতারণা না করিয়া সামান্যরূপে ইউরোপ খণ্ডের গ্যাস আবিষ্কার সময়ের উল্লেখ করা যাউক; পরে আর্য্য তত্ত্ব প্রদর্শিত হইবে।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞতম সেক্সপীয়র তাঁহার চতুর্থ হেনরী নামক নাটকে আলেয়ার বিষয় প্রথম বিকাশ করেন। এবং তিনি আলেয়াকে এক প্রকার চঞ্চল পিণ্ডবৎ ব্যাখ্যা

করেন তৎপর ঐ বিষয় নিউটন তাঁহার দৃষ্টি বিজ্ঞান শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়া যান। অপিটিস লিখেন গলিত জলোৎপন্ন বাষ্পকে আলেয়া কহে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ক্যাম্পী মার্শ গ্যাসালোক আবিষ্কার করেন; এবং ভলটা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া বলিয়া যান যে, প্রজ্বলিত আলেয়া মার্শ গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। মেজর ব্লেশন ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে গ্যাসের দাহিকা শক্তি অনুভব করিয়া পরীক্ষা দ্বারা একখণ্ড কাগজ দগ্ধ করেন। তৎপর ক্রমাগত গ্যাস উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া অধুনা যেরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, সভ্য মহোদয়গণ সবিশেষ অবগত আছেন। ইউরোপীয় মতে বদ্ধস্রোত জলাশয়, বৃক্ষাদির গলিত পত্রের ব্যাকৃতি, এবং আর্দ্র ভূমি এবং জলের নিম্নে যে সকল জীব জন্তুর দেহ গলিত হইয়া থাকে, তৎসংযোগে তাহা হইতে যে জ্যোতিঃপুঞ্জ উৎপন্ন হইয়া শারদ রজনীতে প্রকাশ পায়, তাহাই মার্শ গ্যাস নামে অভিহিত। এই মার্শ গ্যাস ও পূরীষ্য অগ্নি একই জ্যোতিঃ বিশেষ। গ্যাস অগ্নির জ্যোতিঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অগ্নিকেই তাহার মূলীভূত স্বীকার করিতে হয়। প্রথম, অগ্নির ব্যবহার আদিম কালে কেহ অবগত ছিল না, সুতরাং অগ্নি অভাবে সমাজের যে বহুতর ক্ষতি সংঘটিত হইত তাহা বলা বাহুল্য। সামবেদের মতে প্রথম অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা মহর্ষি অথর্ব্বা। যথা--

ত্বামগ্নে! পুষ্করা দধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ৯ ॥

ছন্দার্চ্চিক ১ম প্রপাঠক, ৯ম মন্ত্র।

অর্থ "মস্তক যেমন সমস্ত শরীরের আধার স্বরূপ, তদ্রূপ পুষ্করপর্ণ * প্রদেশ ও সমস্ত বিশ্বের আধার স্বরূপ, ও সমস্ত বিশ্বের বাহন স্বরূপ অগ্নে! অথর্ব্বা তোমাকে পুষ্করপর্ণ প্রদেশে কাষ্ঠ সংঘর্ষণ দ্বারা আবির্ভূত করিয়াছিল" (শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ি মহাশয় কৃত অনুবাদ) এই মন্ত্র দ্বারা স্থির হইতেছে যে ইহার পূর্ব্বে অগ্নির ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, অগ্নি প্রথমতঃ অরণীদ্বয় (কাষ্ঠখণ্ড) ঘর্ষণ দ্বারা আবিষ্কার করা হইয়াছিল এবং তাহাই যজ্ঞাদি পবিত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

অন্ধকার রজনীযোগে বৃক্ষাদির গাত্রে ও বৃক্ষসন্নিধানে যে চঞ্চল আলোক পুঞ্জ সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় তাহাকে সাধারণতঃ আলেয়া এবং সাধারণ লোকে ভৌতিকাগ্নি বলিয়া থাকে। এই আলেয়ার প্ররোচণায় সময় সময় পথিকদিগকে প্রতারিত হইয়া পথ ভ্রষ্ট হইতে দর্শন করা যায়। আর্য্যগণ আলেয়া ও গ্যাস এই উভয় বিষয়ই সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাহা ক্রমে বিবৃত হইতেছে। বৃক্ষাদির গাত্রে, গিরি শিখরে ও জলের মধ্যে আলোক পুঞ্জ দর্শন করিয়াই আর্য্যগণ প্রথম আলেয়ার বিষয় পরিজ্ঞাত হন, যথা—

গর্ভো অস্যোষধীনাং গার্ভো অপামসি।

৩৭ মণ্ডল ১৩ অধ্যায় যজুর্ব্বেদ।

---

* ভূমির আধার ভূত আকাশ প্রদেশকে পুষ্করপর্ণ কহে।

"হে ভস্মীভূত অগ্নে! তুমি ঔষধি গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাক এবং জলের গর্ভেও চিরদিন বিরাজমান রহিয়াছ।"

যজুর্ব্বেদে গ্যাস সংগ্রহ প্রণালী বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে প্রদর্শিত হইল। বৈদিক মতে অগ্নিচয়ন শব্দের তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবী হইতে বৈদিক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী মতে অগ্নির জ্যোতিঃ (গ্যাস) সংগ্রহ করা, সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়াকেই অগ্নিচয়ন শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যথাবিধি পৌর্ণ মাস ইষ্টি সম্পাদন করিয়া তৎপর অগ্নিচয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে পুরুষ, অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগ এই পাঁচটি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহাদের কবন্ধগুলি কোন নষ্ট (পচা) পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবে, তথায় এই কবন্ধ সমস্ত বিকৃতি (গলিত) প্রাপ্ত হইবে, তদনন্তর আবশ্যকানুসারে ঐ পুষ্করিণীর মৃত্তিকা উত্তোলন ও তদ্দ্বারা অগ্নি জ্যোতিঃ সংগ্রহ করার জন্য মৃন্ময় উখা (উনন) নির্ম্মাণ করিয়া একটি গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পচা পুকুর (কবন্ধগুলি যে পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা) হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া ঐ গর্ত্তে স্থাপন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অগ্নি জ্যোতিঃ (গ্যাস) সংগ্রহ করা যায়। স্থানান্তরে গ্যাস মৃত্তিকা পরীক্ষক যন্ত্র ও সংগ্রাহক উখা নির্ম্মাণ ও ব্যবহার প্রণালী ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং পরিত্যক্ত হইল। এক্ষণে গ্যাসের ইতিবৃত্ত প্রদর্শন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

"যুঞ্জান প্রথম মন স্তত্বায় সবিতা ধিয়ম।
অগ্নের্জ্জ্যোতির্নিচার্য্য পৃথিব্যা অদ্ব্যা ভরত"

১মং ১১ অধ্যায় যজুর্ব্বেদ।

অর্থ—"প্রজাপতি অগ্নির জ্যোতিকে সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিশ্চয় করিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুদ্ধি বিস্তার করিয়া এই পৃথিবী হইতে উহা লাভ করিয়াছিলেন। বক্ষ্যমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে পুরীষ্য অগ্নির সংগ্রাহক প্রথম প্রজাপতিই প্রকাশ পাইতেছেন, কিন্তু তৎপর মন্ত্রে মহর্ষি অঙ্গিরাকেই গ্যাসের সংগ্রহকর্ত্তারূপে প্রকাশিত করা হইতেছে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ এস্থলে গৃহীত হইল।

আদহেগায়ত্রেণ চ্ছন্দ সাঙ্গিরস্বৎ পৃথিব্যা সধস্থা দগ্নি স্পুরীষ্যমঙ্গির স্বদাভর ত্রৈষ্টুভেণ চ্ছন্দসাঙ্গির স্বতং।

৯মং ১১ অধ্যায়, যজুর্ব্বেদ।

অর্থ * * * জগতী ছন্দের মন্ত্রের প্রভাবে অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় এই পৃথিবীর উৎসঙ্গ (১) হইতেই উদ্যোগ পূর্ব্বক পুরীষ্য অগ্নি লাভ করিতে পারিব *।

---

* স্বর্গীয় সত্য-ব্রত সামশ্রমী কৃত বঙ্গানুবাদ।

(১) পচা পুষ্করিণী হইতে অথবা পচা মৃত্তিকা হইতে।

এক্ষণে যে দুইটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুভূত হইবে যে, আর্য্যগণ গ্যাস সংগ্রহ প্রণালী বিশদরূপে অবগত ছিলেন।

ইউরোপীয় মতে 'মার্শ গ্যাস' যেরূপে উৎপন্ন হয়, প্রাচীন মতেও তাহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্থির হইতেছে যে, আর্য্যগণ পুরুষ, অশ্ব প্রভৃতি পঞ্চ কবন্ধ জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার গলিত দেহের বাষ্প হইতে গ্যাস সংগ্রহের একটি উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে তুলনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, ইউরোপীয় আধুনিক উন্নতিশীল জাতি হইতে কত শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য মহর্ষিগণ গ্যাস্ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উপনীত হইয়াছি। উক্ত প্রবন্ধ রচনার উপকরণ সংগ্রহে ভূতপূর্ব্ব "ভারত হিতৈষী" পত্রিকা ও "আর্য্য প্রদীপ" প্রভৃতি মাসিক পত্র হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

# কালঞ্জেশ্বরী।

## ( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

[ ৫ম ভাগ ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা; ১০৯ পৃষ্ঠার পর ]

পূর্ব্বপ্রবন্ধোক্ত কালঞ্জগ্রামে অবস্থিতা কালঞ্জেশ্বরীর প্রকাশ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতিমূলক ইতিহাসের অবতারণা করিবার জন্য পূর্ব্বে আভাস প্রদান করিয়াছিলাম, অদ্য তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণায় অগ্রসর হইতেছি।

### ব্রহ্মানন্দগিরি তীর্থাবধূত।

কালঞ্জেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব বা প্রভাব কতদিন হইতে হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সঙ্কলন সহজ-সাধ্য নহে। তবে এইমাত্র অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, বঙ্গে তান্ত্রিক উপাসনা-প্রভাবের সঙ্গে, ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত আছে। তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পূর্ব্বে, মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা ইঁহার রচিত গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের ইতিহাস, অতীতের গাঢ় অন্ধকারে লুক্কায়িত, কাজেই কিম্বদন্তী মূল অবলম্বনে এই ইতিহাসের মূল সঙ্কলনের প্রয়াস পাইতে হইবে। ইহার গুণ, দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রভৃতি উপেক্ষণীয়। সুধী পাঠক, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও তত্ত্ব-গ্রহণে আগ্রহ-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রকৃত সত্যের, প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে সযত্ন হইলে কালে ইহার প্রকৃত তত্ত্বদ্বার উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে বোধেই আজ আমি ইতিহাসানভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসাশূন্য হইয়াও কালঞ্জেশ্বরীর জনশ্রুতি-মূলক ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাইতেছি

সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ এই কালঞ্জ গ্রামে উল্লিখিত দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; আমরা এইরূপ কিম্বদন্তী আবাল্য শুনিয়া আসিতেছি। এই প্রদেশে কালঞ্জেশ্বরী সিদ্ধপীঠেশ্বরী বলিয়া বিখ্যাতা। যে স্থানে দেবীর ভগ্নমন্দির দেখিতে পাই ঐ স্থান পুরাকালে মহাশ্মশানক্ষেত্র ছিল। ঐ মহাশ্মশানে মহাপুরুষ সাধনাগ্রণী ব্রহ্মানন্দ শ্মশানবাসিনীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্তস্থান সিদ্ধ-পীঠ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে পুরাকালে সুবৃহৎ রক্তদহের বিল প্রবাহিত ছিল। ঐ বিল এখন আর তথায় নাই। এই স্থান হইতে বিল এখন অতিদূরে অবস্থিত।

ব্রহ্মানন্দ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। ব্রহ্মানন্দ ইঁহার সাধনার নাম। তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাই, শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের মধ্যে আচার ভেদ আছে। পশ্বাচারী, কুলাচারী, দিব্যাচারী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ভেদে সাধকগণের সাধনাভেদ দেখা যায়। কৌলগণ তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণের পর, এই সম্প্রদায়ের পূর্ণাভিষেক হইবার বিধি আছে। পূর্ণাভিষেক সময়ে সম্প্রদায়গত আনন্দ-শব্দান্ত কোন একটি নাম পূর্ণাভিষেককারী গুরু কর্তৃক রক্ষিত হয়। ইহা শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। যথা ত্রিপুরানন্দ, উমানন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্মানন্দও এই পূর্ণাভিষিক্ত মহাপুরুষের অভিষেককালে গুরুপ্রদত্ত নাম। ইহাঁর প্রকৃত নাম আমাদের অজ্ঞাত। ব্রহ্মানন্দ ত্রিপুরানন্দের শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ বিরচিত তারারহস্য নামক গ্রন্থে ইহা আমরা দেখিতে পাই। বাল্যে জনশ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দের গুরু পূর্ণানন্দ শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার অলীকত্ব এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের স্বরচিত তারারহস্য গ্রন্থাবলোকনে প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ণানন্দ নামে এক জন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সিদ্ধিস্থান নবদ্বীপ। নবদ্বীপেশ্বরী প্রসিদ্ধ 'পোড়া মা' তাঁহার উপাস্য দেবতা। পূর্ণানন্দ এই প্রসিদ্ধ নবদ্বীপেশ্বরী "পোড়া মার" উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পোড়া মার ইতিহাস সঙ্কলন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব নবদ্বীপেশ্বরীর পোড়া মা নাম-নিরুক্তি নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইল। পোড়া মার সহিত পূর্ণানন্দের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ সামঞ্জস্য আছে। সাধকের স্বরচিত শ্যামারহস্য গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে যে সমুদায় সিদ্ধি-ক্ষেত্র বা সিদ্ধ পীঠের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কালঞ্জ অন্যতম সিদ্ধপীঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু "জাতো লক্ষবলির্যত্র হোমো বা কোটীসংখ্যকঃ। মহাবিদ্যাজপঃ কোটী সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" এই তন্ত্রোক্ত প্রামাণ্য বচনবলে কালঞ্জেশ্বরী যে সিদ্ধপীঠেশ্বরী তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়। সাধকগণ কোনও সিদ্ধপীঠে বা মহাপীঠে জপোপাসনা দ্বারা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতার্থ হয়েন, ইহার প্রমাণ বিরল নহে। নাটোরাধিপতি সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামকৃষ্ণ মহাপীঠ ভবানীপুরে (ভাবতায়) স্বাভীষ্ট দেবতার দর্শনেচ্ছায় উপাসনা করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত। মহাপীঠের স্থায়

সিদ্ধপীঠেও উপাসনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়, ইহা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। মহাত্মা ব্রহ্মানন্দও এই প্রসিদ্ধ সিদ্ধক্ষেত্র কালঞ্জগ্রামে জগন্মাতার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মাতৃ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মানন্দনামের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার বিজয়পতাকারূপিণী জননী এখনও এই স্থানে জাগ্রৎ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ যে স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার পাদদেশে পুরাকালে একটি নদী প্রবাহিতা ছিল। তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। নদী শুষ্ক হইলেই বিল হয়, ইহা লোক প্রসিদ্ধি। পূর্ব্বে যে রক্তদহের বিলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ বিলের উত্তর তীরে কালঞ্জেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান। নদীর যে সমুদায় স্থানে প্রশস্ততা ও জলের গভীরতা অধিক দেখা যায়, তাহাকে দহ বলে। দহ নদীর জলপ্রবাহের আবর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। নদীর অন্যান্য অংশ কালচক্রের আবর্ত্তনে বিলুপ্ত হইলেও জল প্রবাহের আবর্ত্ত হইতে উৎপন্ন দহ অনেক দিন তাহার চিহ্নস্বরূপে অবস্থান করে। রক্তদহ পুরাকালে কোন একটি নদীর দহ ছিল ইহা প্রতীত হয়। পীঠস্থানের উত্তর অনুমান চারি ক্রোশ দূরে তুলসী-গঙ্গানদী এখনও বিদ্যমান আছে, ঐ নদী বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী সোণামুখী নামক প্রসিদ্ধ হাটের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিতা, এই নদী এক্ষণে শুষ্কপ্রায়। ইহার একটি শাখা সোণামুখীর পূর্ব্বে প্রায় ৬।৭ রশি দূর হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল। বর্ষায় এখনও এই শাখা বেগবতী নদী-রূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নিদাঘাগমের পূর্ব্বে আবার শুষ্ক হইয়া মরানদী নাম ধারণ করে। এই মরানদীর সহিত পূর্ব্বোক্ত নদীর প্রবাহ বর্ষাকালে তীব্ররূপে প্রবাহিত হয়, এই মরানদীর তীরবর্ত্তী মুগীভাটা নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামের তলদেশে পূর্ব্বমুখ হইতে প্রবাহিত একটি খাড়ি বা খাল আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালের দক্ষিণ তীরে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আর একটি নদী পুরাকালে দক্ষিণাভিমুখে এই খাল হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত ছিল, অথবা দক্ষিণ দিক হইতে প্রবহমানা কোন নদী আসিয়া এই খালের সহিত মিলিত হইয়াছিল, উহার নিদর্শন এখনও সুচারুরূপে বিদ্যমান আছে। এই চিহ্নমাত্রাবশিষ্টা নদীই কালঞ্জেশ্বরীর পীঠস্থানের পশ্চিম ধার এবং দেহড়ানামক গ্রামের মধ্য দিয়া, জিনইর নামক জনশূন্য প্রাচীন পল্লীর দক্ষিণ ধারে অবস্থিত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত একটি খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খাল রক্তদহের বিলের সহিত সংমিলিত ; রক্তদহের বিল রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বোদলা নামক গ্রামের পশ্চিম তটে অবস্থিত। এই বিল দক্ষিণাভিমুখে রতনদ'ড়া নামক খালের সহিত মিলিত হইয়া যমুনা নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই নদীগুলির ভৌগোলিক তত্ত্ব বা পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ভার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তে অর্পিত হইল। পূর্ব্বে যে মরানদীর উল্লেখ করিয়াছি, উহাই পুরাকালে তুলসীগঙ্গা নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে উহা নষ্ট হইয়া সোণামুখীর উত্তর ধার দিয়া প্রবহমান নদীবেগই তুলসী-গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কবিবর ভবভূতির "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং" এই কথাই মনে পড়ে। তুলসীগঙ্গার উৎপত্তিস্থান কোথায়

তাহা সুন্দররূপে জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন এই নদী জলপাইগুড়ীর পাহাড়ের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহার সত্যতা ভৌগোলিক মহাশয়গণ অনুসন্ধান করুন্।

ব্রহ্মানন্দ শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার এই উপাসনা বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ তদ্রচিত "তারারহস্য" ও "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" নামক দুই খানি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ বৈদিকী দীক্ষা অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর সদ্গুরুর নিকট তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই দীক্ষা গ্রহণের পর স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে পুরশ্চরণাদি দ্বারা স্ব স্ব উপাস্য দেবতার মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদন করিবে এবং যথাক্রমে মন্ত্রসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। অধিকারী ভেদে সাধনারও ভেদ আছে; পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব প্রভৃতি অধিকারী ভেদেই গৃহীত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ কালীমায়ের দোহাই দিয়া মদ্যপান করিয়া শাক্ত নামে অভিহিত হয়, ইহাতে প্রকৃত শাস্ত্রমর্য্যাদা যে কত দূর রক্ষিত হয়, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ সুধী-পাঠকবৃন্দের অনুমেয়। মদ্যাদি দ্বারা সাধনার অধিকারী বর্ত্তমান সময়ে অতি দুর্লভ। পঞ্চতত্ত্বের যথার্থতত্ত্ব জানিতে হইলে এবং তৎসাহচর্য্যে উপাসনা করিতে হইলে কিরূপ অধিকারী হইতে হয়, তাহা শাস্ত্রে সুন্দররূপে নির্ণীত হইয়াছে। মাদৃশ ব্যক্তিরা ঐ উপাসনার অধিকারী কি না, তাহা পূর্ব্বে বিচার না করিয়া শাস্ত্রার্থের অমর্য্যাদা করিয়া সুধী-সমাজে ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ হয়। প্রকৃতরূপ শাস্ত্রতত্ত্বের সমালোচনায় যাঁহাদের শক্তি আছে, যাহাদের হৃদয় উপাস্য দেবতার শ্রীচরণ দর্শনার্থ লোলুপ, তাঁহারা শাস্ত্রার্থের অমর্য্যাদা করিয়া মনস্বি-গর্হিত পন্থায় পদক্ষেপে কখনই অগ্রসর হয় না। ঐরূপ গর্হিত আচরণে যাহাদের হৃদয় পঙ্কিল, তাহাতে সিদ্ধি তো দূরের কথা, মানবোচিত সদ্ভাব সমূহের অভ্যুদয়ও হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব-সত্য। যাহা হউক মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ প্রকৃতই শাস্ত্রোক্ত বিধিশাসিত হইয়াই মহামায়ার আরাধনায় বিমুক্ত-মায় হইয়া সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি যাঁহার পাদ-পদ্মের প্রতি পরাগে পরাগে অবস্থিত, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁহার তত্ত্বান্বেষণে সতত নিযুক্ত, তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইলে মানবকে যে কিরূপ দেবভাবে ভাবিত হইতে হয়, তাহা সামান্য কথায় বা সামান্য জ্ঞানে বুঝাইবার সাধ্য নাই। শাস্ত্রে যাঁহাকে "ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা" বলিয়াই নীরব, তাঁহার প্রভাব, তাঁহার শক্তি মনুষ্য বলিতে সক্ষম নহে। যিনি অনিত্য জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে নিত্য, যিনি অসার সংসারের সার, যিনি সমুদয় জ্ঞানের, সমুদায় ঐশ্বর্য্যের আকর, তাঁহার আরাধনায় মানব দেবত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক—সর্ব্বোচ্চস্থান লাভে সক্ষম হয় তাহা বলা বাহুল মাত্র। শাস্ত্রে বলিয়াছে "মহাবলো মহাবুদ্ধি র্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ। মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥" উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত সাধকই চিতা ও শব সাধনার অধিকারী। এইরূপ অধিকারী বর্ত্তমান সময়ে কয়জন আছেন? মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ এইরূপ অধিকারী ছিলেন বলিয়াই মহাশ্মশানে মহাদেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতৃদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং আজ আমরা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া

কৃতার্থ হইতেছি। পুরাকালে এইরূপ অধিকারী সাধক এই উত্তরবঙ্গে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্ত্তমানে বীরাচারী কৌল-সম্প্রদায় আমাদের যেরূপ অগৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে, পুরাকালে এই বীরকৌলসাধক সেইরূপ সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যসাধনায় আর্য্যসিদ্ধির চরমোৎকর্ষতায় আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সেই গৌরবে আমরা সাধনা-সিদ্ধি-শূন্য হইয়া আজও আর্য্যসমাজে গণ্য হইতেছি, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কুল-সাধনায় অধিকারী হইতে হইলে মানুষকে কিরূপ হইতে হয়, তাহা কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।:—

"শৈববৈষ্ণবদৌর্গার্কগাণপত্যৈন্দুসম্ভবৈঃ।
মন্ত্রৈর্বিশুদ্ধচিত্তস্য কুল-জ্ঞানং প্রকাশতে ॥
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্ম্মিণো গুরুসেবিনঃ।
অতিভক্তস্য গুহ্যস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥
শুদ্ধিবিনয়হর্ষাদ্যৈঃ সদাচারদৃঢ়ব্রতৈঃ।
গুর্ব্বাজ্ঞাপালকৈ ধর্ম্মৈঃ কুলজ্ঞানমবাপ্যতে ॥"

নিষিদ্ধ মদ্য-মাংসাদি সেবনে কৌল হয় না। শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কেবল মাত্র মদ্যাদি সেবা দ্বারা কৌল সাজেন, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষীণবুদ্ধি মানবকে প্রতারিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবানের নিকট সে প্রতারণা বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। "কৌমারাদিনিবোধত্বান্নয়জন্মাদিভাজনাৎ। অশেষকুলসম্বন্ধাৎ কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥" ইহাই কৌল লক্ষণ। যাহা হউক এ সমুদায় এ প্রবন্ধের মূল বিষয় নহে বলিয়া অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকের বর্ত্তমান সময়ের কৌলনামধারী ভণ্ড সাধকগণের ব্যবহার দেখিয়া বা তাহাদের কার্য্যাদির কথা শুনিয়া মনে কৌল-সাধক সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা থাকিতে পারে এইজন্য এই স্থানে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

মহাত্মা সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রপুরশ্চরণাদি দ্বারা উপাস্যদেব-ভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া সিদ্ধির অভিলাষে জগন্মাতার গীর্ব্বাণ-বন্দিত চরণ দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অসার মায়া-প্রপঞ্চপরিব্যাপ্ত নশ্বর জগতের মিথ্যাত্ব জানিয়া সেই সত্য-সনাতনীর পাদ-পদ্ম প্রাপ্তির উদ্দেশে কঠোর সাধনার পথে ধাবিত হইয়াছিলেন। সংসারি-মানব যে শ্মশানকে অপবিত্র, ঘৃণিত ও অগম্য মনে করে, সাধক ব্রহ্মানন্দ তাহাকে পরম পবিত্র, পরম রম্য ও পরম-পূজনীয় সাধক-গম্য মনে করিয়া সেই শ্মশানে শ্মশানবাসিনীর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জননীও তাঁহার সেই পবিত্র আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের হৃদয়শ্মশানে নিয়ত অবস্থান করিয়া সাধককে অণিমাদি সিদ্ধির অধিকারী করিয়াছিলেন। শ্মশানবাসিনীর আরাধনায়

সাধকের হৃদয়কে শ্মশান করিতে হয়, নতুবা শ্মশানবাসিনী জননীর আবির্ভাবের ও অবস্থান স্থানের অসদ্ভাবে মাতৃ-পদ-দর্শন দুর্ল্লভ; তাই মহাত্মা পরমহংসদেব তাঁহার মনের ভাবে গাহিয়াছিলেন "শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশানবাসিনি শ্যামা গো! থাক্‌বি ব'লে নিরবধি ॥" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি।

# ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুতত্ত্ব।

[পরমাণুতত্ত্ব লিখিতে হইলে যে দুই দর্শনে পরমাণুর বিষয় বর্ণিত আছে, সেই দুই দর্শনের সামান্য আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহা মনে করিয়া প্রকৃত প্রবন্ধের পূর্ব্বেই উভয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন, ন্যায় প্রধানতঃ লজিক ( Logic ) ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব পঞ্চাবয়বন্যায় ( Syllogism ), প্রতিপাদনে। এই পঞ্চাবয়বের মধ্যে ১ম প্রতিজ্ঞা, যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান ইত্যাদি; ২য় হেতু, যথা—ধূমাৎ; ৩য় উদাহরণ, যথা—মহানসং; ৪র্থ উপনয়, যথা—বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্; ৫ম নিগম, যথা—তস্মাদ্বহ্নিমানয়ং।

ন্যায়দর্শনের ভিত্তি মহর্ষিগৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্র। উহা পাচ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে ২ পরিচ্ছেদ, উহাদিগকে আহ্নিক বলে। বোধ হয় এক এক পরিচ্ছেদ এক এক দিবসে লিখিত হইয়াছিল বলিয় পরিচ্ছেদের নাম আহ্নিক হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নপ্রণীত প্রাচীন ভাষ্য আছে; তাহার উপর উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা ও উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি এবং বিশ্বনাথের ন্যায় বৃত্তিও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের বিশেষত্ব পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিকসূত্র; ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায়ের ২টি পরিচ্ছেদ, ইহাদিগকেও আহ্নিক বলে। উক্ত দর্শনের প্রাচীনভাষ্য পাওয়া যায় না, তবে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্থসংগ্রহ গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী শ্রীধরাচার্য্যের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার নামক আধুনিক ভাষ্য ও প্রচলিত আছে।

অল্পদিন অতীত হইল আমার প্রিয়বন্ধু ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বৈশেষিকদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে কণাদসূত্রের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে ও শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার এবং তাঁহার নিজরচিত বৈশেষিকসূত্রপরিষ্কার নামক টীকা উহার্তে সম্মিলিত আছে। একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, একাল পর্য্যন্ত ভারতে যতপ্রকার বৈশেষিকদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পঞ্চাননভায্যর বৈশেষিকদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য এস্থলে পঞ্চানন দাদাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বিশেষ ইচ্ছা আছে, "ভারতে দর্শন-শাস্ত্র" নামক একটি প্রবন্ধ এই সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিব, তাহাতে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিব।]

পরমাণু যে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আর এই পদার্থ হইতে নিখিল জন্যমূর্ত্তের উৎপত্তি হয়,—এই মত মহর্ষি গৌতম ও কণাদ কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়; উক্ত মহর্ষিদ্বয় অনুমান এবং নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা পরমাণুর অস্তিত্ব, নিত্যত্ব ও মূলোপাদানতা প্রভৃতি উত্তমরূপে সংস্থাপন করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে পরমাণু স্বীকৃত হয় নাই; অন্যান্য দার্শনিকেরা এই মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রকারান্তরে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে উহা অনালোচ্য। পরমাণু অতীন্দ্রিয়-বিষয়, কেবল অনুমানসাধ্য। অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয়বিষয় প্রতিপাদন করিতে হইলে নানা প্রকার দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেই যে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সহৃদয়-হৃদয়গ্রাহিমত অপ্রামাণিক হইবে বা এই দোষ নিরাকরণের উপায় হইবে না, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত। যদিচ মূলগ্রন্থে অতি সংক্ষেপে পরমাণুর বিষয় বর্ণিত আছে, তথাপি যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা পরমাণু প্রতিপন্ন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। একথা সত্য—বহুকাল অবধি এতদ্দেশে মূল গ্রন্থ অপ্রচলিত থাকায় পরমাণু প্রভৃতি পদার্থের তাদৃশ অনুশীলন নাই বলিলেও চলে, এ জন্য অতি সামান্য বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইলেও আমাদের দ্বারা মীমাংসা দুষ্কর হইয়া উঠে। যদি মূলগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকিত আর পণ্ডিতেরা মহর্ষিগণের অভিপ্রায় অনুসারে পরমাণুনিরূপণগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ক্রমে এই মতের উন্নতিসাধন করিতেন, তাহা হইলে আর কোন বিপ্রতিপত্তির অবতারণা থাকিত না। নৈয়ায়িকেরা কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং কোন কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়েও বহুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন; আক্ষেপের বিষয় এই যে, পরমাণু প্রতিপাদন করা অতীব প্রয়োজনীয়—এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও রচনা করেন নাই।

পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রথম পাঠার্থীর শিক্ষার নিমিত্ত মুক্তাবলী গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে পরমাণুর কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদের প্রায় সকলেরই একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে প্রত্যুত ইহাদ্বারা আমাদের কেবল সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্ববুভুৎসুদিগের বিশেষ জ্ঞানলাভ হইতে পারে না এবং বুদ্ধিমান পাঠকদিগের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি হইতে পারে না। একশ্রেণীর পণ্ডিতগণ ছয় পরমাণুজন্য ত্র্যসরেণুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া পরমাণুর অনুমান করিয়াছেন; আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ছয় পরমাণুজন্য ত্র্যসরেণুর চাক্ষুষ হওয়া দূরে থাকুক, ছয় লক্ষ পরমাণুজন্য অণুর চাক্ষুষ হয় কি না,—ইহাই সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধস্থল; সুতরাং বিশুদ্ধরূপে পরমাণুর নিরূপণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা কখনই করিতে পারি না। যদ্যপি কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থেও এই মতের উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি গৌতমসূত্র বা কণাদসূত্রে এ প্রকার ত্র্যসরেণুর নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। বোধ হয় কোন কোন প্রচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ঐ মত স্থাপন করিয়াছেন: আজিও ঐ মতের অনুসারেই পরমাণুর সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা বলিব।

আমাদের যে প্রকার অবস্থা, ইহাতে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের পদার্থতত্ত্বের পরমাণুনিরূপণ অনেক অংশেই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, তথাপি উপাদান সংগ্রহ করিয়া যথাসাধ্য যোজনা করিতে আরম্ভ করিলাম, সহৃদয় সভাশ্রোতৃবর্গ কৃপা পূর্ব্বক মনোযোগ সহ শ্রবণ করিলে চরিতার্থ হইব ও আমার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিতে ত্রুটী করিবেন না—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। প্রকৃত মনুসরামঃ—যে বস্তু নিরবয়ব অথচ পরম্পরা সমুদয় জন্য-দ্রব্যের অবয়ব হয়, তাহারই নাম পরমাণু; পরমাণু অতীন্দ্রিয় এবং সমুদয় ক্ষুদ্র বস্তুর শেষ সীমা স্বরূপ; জগতে পরমাণু অপেক্ষা কিছুই ক্ষুদ্র নহে, এজন্য পরমাণুকে সূক্ষ্মতম বলা হইয়াছে—পরমাণু কি প্রকার সূক্ষ্ম তাহা নিশ্চয় করা যায় না। দেখুন অতি বিস্তৃত গৃহে একটি কস্তূরী রাখিলে গৃহের সমস্ত অংশেই কস্তূরীর গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতে পারে যে, কস্তূরীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু সমূহ সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত গৃহে অণুর সম্বন্ধ হইয়াছে। যদি গৃহের সকল অংশেই অণুর সম্বন্ধ থাকিল, তবে এই সকল অণুও অসংখ্য হইল; কিন্তু অসংখ্য অণুর অভাবে কস্তূরীর গুরুত্ব বা পরিমাণের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এমন কি, যদি বহু দিন পর্য্যন্ত কস্তূরীকে এই ভাবে রাখা যায় ও প্রতিক্ষণে অসংখ্য অণু স্বতন্ত্র হইয়া যায়, তথাপি কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। এস্থলে কস্তূরীর কি পরিমিত অংশ পৃথক্‌ভূত হইয়া কত অংশে বিভক্ত হইয়াছে আর এই সকল অংশই বা কত সূক্ষ্ম, ইহা কে বলিতে পারে। বরং কল্পনামাত্র করিতে হইলেও নানা বিষয়ে সংশয়ারূঢ় হইতে হয়; যে বস্তুর এত সূক্ষ্ম পরিমাণ যে, অন্তঃকরণ কল্পিত মাত্রও হইতে পারে না, সে বস্তু কি স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে? এই এক একটি অণু যে একটা পরমাণুস্বরূপ, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু নৈয়ায়িকেরা বলেন,—পরমাণুর রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি গুণের প্রত্যক্ষ হয় না, এই অণুর গন্ধ বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ,—কিন্তু এই এক একটি অণুতে কত পরমাণু আছে বা এই অণু কত অংশে বিভক্ত হইতে পারে, ইহা সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্য নহে। পরমাণু প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান দ্বারা পরমাণুর সূক্ষ্মতমত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। দেখুন বিভাজ্য দ্রব্যের অবয়ববিভাগ হইলে এক প্রকার তারতম্য হইয়া থাকে (অর্থাৎ অবয়ববিভাগ হইলে ক্রমেই ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম হইয়া থাকে); ক্ষুদ্র একখণ্ড মৃত্তিকা দুই অংশে বিভক্ত হইলে পূর্ব্বে যে প্রকার ক্ষুদ্র ছিল তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ক্ষুদ্র হইল, উহাকে ক্ষুদ্রতর বলা যায়; কিন্তু এই বস্তু পুনরায় বিভাগ হওয়ায় প্রকৃত ক্ষুদ্রতমও হইতে পারে না। যেহেতু উহারও বিভাগ হইয়া তারতম্য হইতে পারে। এইরূপ ক্রমে তারতম্য হইতে হইতে এই অণুসমূহ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেই যে, অবিভাজ্য হয়, এমত নহে; যেহেতু অনুমান দ্বারা উহারও বিভাজ্যতা স্থির হইতে পারে। যদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত হইলেই অবিভাজ্য হয়, তবে কস্তূরীর তাদৃশ সূক্ষ্ম অণু সিদ্ধ হইত না। অতএব এই বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভাজ্য অবস্থায় থাকিবে, ততক্ষণ উহার অবয়ব-বিভাগ হইয়া ক্রমেই সূক্ষ্মতম হইবে। যখন অবয়ববিভাগ হইতে হইতে অবিভাজ্য হইয়া উঠে, তখন আর অবয়ব বিভাগের সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং উহা অপেক্ষা আর ক্ষুদ্রতমও হইতে পারে না বলিয়া উহাকেই প্রকৃত ক্ষুদ্রতম বলিতে হয়। এই ক্ষুদ্রতমকেই পরমাণু বলা যায়।

যে রীতিক্রমে পরমাণুর সূক্ষ্মতমত্ব অবধারিত হইল, ঐ রীতিতে নিরবয়বত্বও অবধারিত হইতে পারে। কিন্তু নিরবয়বত্বরূপে পরমাণুর পরিচয় দিতে হইলে সাবয়ব পদার্থমাত্রের অবয়ববিভাগ প্রসিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা পরমাণুর নিরবয়বত্ব উপপন্ন হয় না। সাবয়ব বস্তুর অবয়ববিভাগ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে। ঘটপটাদি নানাবিধ সাবয়বদ্রব্যের অবয়ববিভাগ দর্শন করিয়া এই ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হয় যে, কি স্থূল কি সূক্ষ্ম যত কিছু সাবয়ব পদার্থ আছে—সকলেরই অবয়ব-বিভাগ হইয়া থাকে; প্রত্যুত যাহার অবয়ব আছে, সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক আর অতীন্দ্রিয়ই হউক অবশ্যই তাহার অবয়ববিভাগ হইবে। না হইবেই বা কেন? সাবয়ব বস্তুর যে অবয়ববিভাগ হইবে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? যদিচ আমরা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাবয়ব অণুর অবয়ববিভাগের বিশেষ কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তথাপি উহাদের নিয়মেই অবয়ব বিভাগ হইয়া থাকে, অবয়ব ধারণ করিয়া কোন পদার্থই চিরকাল অবিভাজ্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। অতএব যতক্ষণ অবয়ব থাকে, ততক্ষণ অবয়ববিভাগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে পরমাণুর নিরবয়বত্ব পক্ষে মনঃসংযোগ করুন, সাবয়ব পদার্থের পুনঃ পুনঃ অবয়ববিভাগ হইতে হইতে যদি দুইটি মাত্র অবয়ব থাকে, তথাপি একবার বিভাগ হয়; এই বিভাগের পর বিভক্ত দুইটি অবয়বের আর অবয়ব না থাকায় বিভাগের বিশ্রাম হইয়া থাকে। সুতরাং এই দুইটি অবয়বস্বরূপ, অবয়ববিভাগের স্থানস্বরূপ এবং নিরবয়ব যে পদার্থ তাহাই পরমাণু বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ পরমাণুর নিরবয়ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পরমাণুকে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ন্যায় বোধ করেন এবং এতাদৃশ পরমাণু হইতে কিরূপে সৃষ্টি হয় বলিয়া আপত্তিও করিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কালে কেবল ন্যায়বৈশেষিকবিদ্ পণ্ডিতেরাই পরমাণুর বিশেষ বিবরণ জানিতেন। এক্ষণেও যাহারা কণাদসূত্র, গৌতমসূত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহারাই পরমাণু শব্দটির প্রকৃতার্থ জানিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই কর্ণকুহরে এই শব্দটি এখন পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, নৈয়ায়িকেরা পরমাণু নামে কি একটা নিরাকার পদার্থ স্বীকার করেন। নিরবয়ব পরমাণুর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে পরমাণু হইতে সৃষ্টির উপপত্তি করা অতীব দুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমাণু নিরবয়ব বটে, কিন্তু ছিদ্রের ন্যায় নহে। মূর্ত্তদ্রব্য যতই সূক্ষ্ম হয় না কেন, মূর্ত্ত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। যাহা হউক নিরবয়ব পরমাণুর আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—অবয়ব শব্দের অঙ্গ বা অংশ অর্থ বুঝিতে হইবে; পরমাণু অবয়বস্বরূপ; নিরবয়ব বলিলে এই মনে করিতে হইবে, পরমাণু অন্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ, পরমাণুর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। যেরূপ হস্তপদাদি শরীরের, শাখা পল্লবাদি বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেইরূপ দুইটি পরমাণু হইতে কোন অণুর (দ্ব্যণুকের) উৎপত্তি হইলে দুইটি পরমাণু তাহার দুই অঙ্গ; দশটি পরমাণু হইতে কোন অণু জন্মিলে দশটি পরমাণু এই অণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এইরূপে পরমাণু নিখিল জন্যমূর্ত্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাণু অপেক্ষা এমন সূক্ষ্ম বস্তু নাই যে পরমাণু উৎপন্ন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবে।

যদি পরমাণুর অবয়ব কল্পনা করা যায়, আর এই অবয়ব বিভক্ত হইয়া পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু প্রসিদ্ধ হয়, তবে এই অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করা যাইতে পারে এবং বিভাগও হইতে পারে; আবার তাহারও অবয়ব কল্পনা করা যাইতে পারে এবং বিভাগ হইতে পারে। এইরূপ অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিতে করিতে অনন্ত কাল বিভাগ হইতে হইতে অনবস্থা হইয়া উঠে। অতএব সাবয়ব বস্তুর অবয়ববিভাগ হইতে হইতে পরিশেষে একস্থানে বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে; ঐ বিশ্রাম স্থান পরমাণু।

অপিচ অবয়ব বিভাগের বিশ্রাম স্বীকার না করিলে হিমালয় ও বালুকার পরিমাণের তুল্যতাপত্তি হইতে পারে। অবয়বের সংখ্যানুসারে অবয়বীর পরিমাণ হইয়া থাকে। হিমালয় ও বালুকার পরিমাণের তারতম্য সমর্থিত বা উপপন্ন করিতে হইলে উভয় অবয়বের ন্যূনাধিক্য প্রসিদ্ধ করিতে হইবে। যদি বালুকা অপেক্ষা হিমালয়ের অধিক অবয়ব, আর হিমালয় অপেক্ষা বালুকার অল্প অবয়ব প্রসিদ্ধ হয়, তবেই হিমালয়ের মহৎ পরিমাণ ও বালুকার ক্ষুদ্র পরিমাণ উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অবয়ববিভাগের বিশ্রাম না স্বীকার করিলে উভয়েরই অনন্ত কাল অবয়ববিভাগ হইতে থাকিল; হিমালয় স্থূল বস্তু হইয়াও যেরূপ অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট হইল, বালুকা ক্ষুদ্র বস্তু হইয়াও সেইরূপ অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট হইলে কোন্ বস্তুর অধিক অবয়ব, কোন্ বস্তুর অল্প অবয়ব, ইহা কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। সুতরাং এই উভয় পদার্থের পরিমাণেরও তারতম্য হইতে পারিল না। এজন্য প্রোক্ত আপত্তি হইতে পারে। যদি বল, হিমালয়ের মহৎ পরিমাণ এবং বালুকার ক্ষুদ্র পরিমাণ সর্ব্বসাধারণের প্রতীতিসিদ্ধ, এই দুই বস্তুর তুল্যতা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; এস্থলে আপত্তিই বা কিরূপে হইবে আর এই আপত্তি নিরাসের জন্য বিশ্রাম স্বীকার করিবারই বা প্রয়োজন কি? তবে ইহার উত্তরে এই বক্তব্য —আপত্তি হইলে পদার্থের অন্যথা হয় না অর্থাৎ হিমালয় ছোট হইয়া বালুকার তুল্য বা বালুকা বড় হইয়া হিমালয়ের ন্যায় হয় না। যে কোন মতের প্রতি আপত্তি হইলে ঐমত দুষিত বলিয়া অগ্রাহ্য হয় মাত্র, বিশেষতঃ যে পদার্থ বস্তুতঃ যে স্বরূপ নয়, সেই পদার্থে ঐরূপের আপত্তি হয় আর যে পদার্থ বস্তুতঃ যে স্বরূপ, সে পদার্থে ঐরূপের আপত্তিই হইতে পারে না। যেমন অশ্ব গোস্বরূপ নয়, এজন্য মত বিশেষে অশ্বকে গো বলা যায় না কেন, বলিয়া আপত্তি করা যায়, কিন্তু গোকে গো বলা যায় না কেন, বলিয়া আপত্তি করা যায় না। সেইরূপ হিমালয় ও বালুকার পরিমাণ তুল্য না হওয়াতেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইয়াছে; যদি এই দুই পদার্থের পরিমাণ তুল্য হইত, তবে কদাচ আপত্তি হইত না। অতএব পূর্ব্বোক্ত আপত্তিতে কোন দোষ হইতে পারে না। ফলতঃ আপত্তি হইলে আপত্তি উদ্ধারের সদুপায় অবলম্বন করিতে হয়; যদি সদুপায় অবলম্বন করা না যায়, তবে মত পরিত্যাগ করা বিধেয়; কিন্তু আপত্তি নিবন্ধন পদার্থের ব্যাঘাত হইবে না বলিয়া অপকৃষ্ট মত অবলম্বন করা বিধেয় নয়। যাহার চা'র পা আছে, সেই গো— এরূপ গোর লক্ষণ করিলে অশ্বমহিষাদির গোত্বাপত্তি হয় অর্থাৎ অশ্বমহিষাদিকে গো বলা যায় না কেন—বলিয়া আপত্তি করা যায়। ঐ আপত্তি নিরাসের উপায় অবলম্বন না থাকিলে

ঐ লক্ষণ পরিত্যাগ করাই উচিত, কিন্তু অশ্ব মহিষাদি কখনই গো হইতে পারিবে না, এইমাত্র বল সম্বল করিয়া নিকৃষ্ট লক্ষণের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়। অতএব হিমালয় ও বালুকার তুল্যতাপত্তি নিবন্ধন পদার্থের ব্যাঘাত না হইলেও অপকৃষ্টমত পরিত্যাগ করিয়া অবয়ব বিভাগের বিশ্রাম স্বীকার সর্ব্বতোভাবে উচিত।

অবয়ববিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিলে আর কোন দোষ হয় না। যাহাতে বিশ্রাম হইবে, তাহাই মূল অবয়ব পরমাণু বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ঐ মূল অবয়বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পরিমাণের তারতম্য হইবে; বালুকার অবয়ব বিভাগ হইতে হইতে বিশ্রাম হইলে যত অবয়ব প্রসিদ্ধ হইবে, হিমালয়ের অবয়ব বিভাগ হইতে হইতে বিশ্রাম হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক অবয়ব প্রসিদ্ধ হইবে; সুতরাং হিমালয় বালুকা অপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইল, বালুকা হিমালয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম পরিমাণবিশিষ্ট হইল। অতএব প্রোক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইল।

কেহ কেহ বলেন, অবয়ব বিভাগ হইতে হইতে শেষে ধ্বংস হইয়া যায়,—ধ্বংসই অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম স্থান। যাহার ধ্বংস হইয়া বিশ্রাম হয়, তাহারই সংখ্যানুসারে বস্তুর পরিমাণের তারতম্য হয়; এই মতটি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট রমণীয় হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা কিরূপে দ্রব্যের ধ্বংস হয়, ধ্বংস হইলেই বা কি বৈলক্ষণ্য হয়, ইহা জানেন— তাঁহাদের নিকট অতীব অযৌক্তিক বলিয়া অনাদৃত হইবে। সাবয়ব বস্তু যে প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, অবয়ব বিভাগ হইলে আর সে প্রকার থাকে না। সেইরূপ অবস্থান্তরকেই দ্রব্যের ধ্বংস বলা যায়। প্রত্যুত অবয়ববিভাগে দ্রব্যের ধ্বংস হইলে পূর্ব্ব দ্রব্যটি থাকে না; কিন্তু বিভক্ত অবয়বগুলি থাকে। যদি বিভক্ত অবয়বের অবয়ববিভাগ হয়, তবে এই অবয়ব থাকে না, উহার অবয়ব থাকে। যেমন পটের অবয়ববিভাগ হইয়া ধ্বংস হইলে পট থাকে না, তন্তুগুলি থাকে; তন্তুর ধ্বংস হইলে তন্তু থাকে না, উহার অবয়ব থাকে। এইরূপ যে দ্রব্যের ধ্বংস হইবে, সে দ্রব্য থাকিবে না, তাহার বিভক্ত অবয়ব থাকিবে। যদি ক্রমেই ধ্বংস হয়, তবে শেষে মূল অবয়ব কিছু থাকিবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে মতটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক, সাবয়ব বস্তুর ধ্বংস হইতে হইতে শেষে যে বস্তুর ধ্বংস হইয়া অবয়ব বিভাগের বিশ্রাম হইবে, তাহার অবয়ব আছে কি না? যদি অবয়ব না থাকে, তবে নিরবয়ব দ্রব্যের ধ্বংস অপ্রসিদ্ধ—এজন্য ধ্বংসে বিশ্রাম স্বীকার করা যায় না; যদি অবয়ব থাকে, তবে ঐ অবয়ব বিভক্ত হইলেই শেষ বস্তুর ধ্বংস হয় বলিতে হইবে;—অবয়ব বিভাগ ব্যতিরেকে সাবয়বের ধ্বংস হইতে পারে না। শেষ বস্তু ধ্বংস হইয়া যে অবয়ব থাকিল, তাহার অবয়ব আছে কিনা? যদি অবয়ব থাকে, তবে বিভাগও হইতে পারে এবং পুনর্ব্বার ধ্বংস হইয়া অবয়ব থাকিতে পারে; এইরূপ ক্রমশঃ অবয়ব বিভাগ ও ধ্বংস হইতে হইতে অনবস্থা হইয়া উঠে। অপিচ যাহার ধ্বংসে বিশ্রাম স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ধংস হইয়া যদি সাবয়ব পদার্থ থাকিল আর ক্রমেই ধ্বংস হইল, তবে ধ্বংসে কিরূপ অবয়ব বিভাগের বিশ্রাম হইল? যদি বল, শেষ বস্তুর ধ্বংস হইয়া যে অবয়ব থাকে, তাহার আর অবয়ব নাই; তবে শেষ বস্তুর অবয়ব স্বরূপ, যাহার আর অবয়ব নাই বলিতেছ—তাহাকেই আমরা পরমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়া লই এবং

মূল অবয়ব বলিয়া যে বস্তুর অবয়ব থাকিল না অথবা সে অন্যের অবয়ব হইল, তাহাকেই মূল অবয়ব বলা যুক্তিসিদ্ধ, আর যাহার অবয়ব থাকে, সে কখনই মূল অবয়ব হইতে পারে না।

ইহাও বলা যায় না যে, যে বস্তুর ধ্বংসে বিশ্রাম স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ধ্বংস হইলে আর কিছুই থাকে না। সাবয়ব দ্রব্যের ধ্বংস হইলে অবয়ব থাকে না, ইহার কোন প্রমাণ নাই; যাহার অবয়ব আছে, তাহার যতই ধ্বংস হয় না কেন, অবশ্যই কোন অবয়ব থাকিবে। যদি অবয়বের ধ্বংস হইয়া শেষ বস্তুর ধ্বংস হয়, তবু অবয়বের অবয়ব থাকিবে; কোন বস্তুই একেবারে বিনষ্ট হইতে পারিবে না। অপিচ, যদি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ববিভাগ হইতে হইতে শেষে ধ্বংস হইয়া যায়—আর কিছুই না থাকে, তবে ধ্বংস হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া সৃষ্টির অনুপপত্তি হয়। ঘটপটাদি যত কিছু সাবয়বের উৎপত্তি হয়, সমস্তই অবয়ব (সমবায়ি কারণ) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। (এজন্য মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন সমবায়িকারণাদ্ দ্রব্যোৎপত্তিঃ) অবয়ব ব্যতিরেকে দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা বিলক্ষণ অনুভবসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত। যদি সমস্ত বস্তুই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়—মূল অবয়ব না থাকে, তবে ধ্বংস হইতে কিরূপে দ্রব্যের উৎপত্তি হইবে?

কেহ কেহ পরমাণু স্বীকার না করিয়া ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া থাকেন। ("পরমাণুদ্ব্যণুকয়োশ্চ মানাভাবাৎ ত্রুটাবেব বিশ্রাম" ইতি কেচিৎ) তাঁহারা বলেন যে ত্রসরেণু পর্য্যন্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে ত্রসরেণুর বিভাগ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু দেখা যায় না। যদি অনুমান দ্বারা প্রসিদ্ধ করা হয় তবে ক্রমেই অবয়ববিভাগ এবং সূক্ষ্ম বস্তুর অনুমান হইতে হইতে অনবস্থা হইয়া উঠে; ত্রসরেণুতে অবয়ববিভাগের বিশ্রাম প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উহার আর অনুমান করিতে হয় না। অতএব ত্রসরেণুই অবয়ববিভাগের বিশ্রাম স্থান এবং মূল অবয়ব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারে। ঐ মূল অবয়বের সংখ্যা অনুসারে বস্তুর পরিমাণের তারতম্য হইবে। ঐ মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ত্রসরেণুর অবয়ব না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি অবয়ব থাকে, তবে সাবয়ব বস্তুর অবয়ববিভাগ কিরূপে নিবারিত হইবে? কেহ বলেন, অনবস্থা দোষ নিবারণের জন্য ত্রসরেণুর অবয়ববিভাগ স্বীকার করিব না; তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। কারণ সাবয়বের অবয়ববিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম সিদ্ধ; অনবস্থা ভয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। আমরাই অনবস্থা দোষে ভীত হইয়া ঐ দোষ পরিহারের চেষ্টা করিয়া থাকি; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম নিজের ব্যাঘাতেই ভীত হয়, অন্য দোষকে ভয় করে না। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। ভাগস্তস্য চ ষষ্ঠো যঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে"। ইতি তর্কসূত্রং। গবাক্ষদ্বারে রবিকিরণসম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দেখা যায়, তাহাকে ত্রসরেণু বলে; তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের নাম পরমাণু। ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত কস্তুরীর অণু অনেক অংশে সূক্ষ্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে অণুবীক্ষণ দ্বারা ত্রসরেণুকে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত দেখা যায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেও কস্তুরীর অণু, অণুমাত্র বলিয়া প্রতীত হয় না। ঐ দুই অণুর কি প্রকার পরিমাণগত তারতম্য, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। যদি ত্রসরেণু নানা অংশে

বিভক্ত না হইত, তবে কস্তূরীর তাদৃশ অণু কোনরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারিত না। আর যদি ঐ সকল অণু ত্রসরেণু হইত, উহাও গবাক্ষদ্বারে বা ঐরূপ অণুবীক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ হইত। যখন ঐ সকল অণুর প্রত্যক্ষ হয় না, তখন ত্রসরেণুর বহুঅংশে বিভাগ স্বীকার করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত পরমাণু সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল, তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল,—জন্যদ্রব্যের যে মূল অবয়ব অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাকেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু বলে।

এতাবতা পরপরমাণুর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এইক্ষণ তাহার বিভাগ ও কার্য্য বলা যাইতেছে। পরমাণু সকল চারি ভাগে বিভক্ত—ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। যখন জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন প্রথমতঃ অদৃষ্ট কারণ বশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, ঐ ক্রিয়া বায়বীয় পরমাণুকে পরস্পর সংযুক্ত করে,—এইরূপে সংযুক্ত হইলে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, ক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক উৎপন্ন হইতে হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই প্রণালীতে অগ্নি, জল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রলয়কালে এইরূপে পরমাণু বিভক্ত হইয়াই ভূত সকলের নাশ হয়, কেবল পরমাণুমাত্র অবস্থিত থাকে। উহাই মহর্ষি কণাদের মত।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, আকাশ যেরূপ অসীম ও অনন্ত, পরমাণু সেইরূপ অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত। মহাপ্রলয়কালে জন্যপদার্থ সকলের ধ্বংস হইলে সে সকলের পরমাণু আকাশগর্ভে নিহিত বা লুক্কায়িত থাকে। যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরমাণু জীবাত্মার প্রভাবে সবল হয়; যখনই সবল হয়, তৎক্ষণাৎ সংযুক্ত হইতে থাকে; ক্রমে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতিরূপে সমুদয় জড় জগৎ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অন্যান্য দর্শনে পরমাণু বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই—উহাতে প্রকারান্তরে সৃষ্টি বর্ণিত আছে।

বেদান্তদর্শনে পরমাণুর কারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমাণুরাশি—হয় প্রবৃত্তিস্বভাব, না হয় নিবৃত্তিস্বভাব। পরমাণুরাশি প্রবৃত্তিস্বভাব হইলে প্রলয় হইতে পারে না—নিবৃত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না,—ইত্যাদি বহুতর দোষ সকল প্রদর্শন করিয়া পরমাণুর কারণবাদ নিরস্ত করিয়াছেন।

সাঙ্খ্যাচার্য্য পরমাণু স্বীকার না করিয়া পঞ্চতন্মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, একথা বলিয়াছেন। জৈমিনি ও পতঞ্জলি যোগ ও কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত; এজন্য তাঁহাদের বিরচিত দর্শনে সৃষ্টির তত্ত্ব বিশেষরূপ বর্ণিত হয় নাই।

## পরমাণুর অনুমান।

এতদ্দেশীয় নব্য নৈয়ায়িকেরা যে প্রকারে পরমাণুর অনুমান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। গবাক্ষদ্বারে রবিকিরণসম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম অণু দেখা যায়, উহাকে ত্রসরেণু বলে; কোন কোন নব্য গ্রন্থকার বলেন, এই অণু ছয় পরমাণুর সমষ্টি, উহার তিন অংশের এক অংশ

দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকের দুই অংশের একাংশ পরমাণু সুতরাং পরমাণু এই ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়ব। অনুমান প্রণালী যথা—"ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ"। যাহাতে অনুমান করা হয়, তাহাকে পক্ষ বলে; যাহার অনুমান, তাহার নাম সাধ্য; পঞ্চম্যন্ত পদই হেতু। এ স্থলে ত্রসরেণু পক্ষ, সাবয়বত্ব সাধ্য, দ্রব্যত্ব হেতু, ঘটপটাদি দৃষ্টান্ত—যে স্থলে হেতু ও সাধ্য থাকে তাহার নাম দৃষ্টান্ত। যেরূপ ত্রসরেণুর দৃশ্যত্ব থাকায় ঘটপটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বের অনুমান হয়, সেই প্রকারে—"ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদবয়বত্বাৎ কপালবৎ ইত্যনুমানেন তদবয়বসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ ত্রসরেণুর অবয়বের মহদবয়বত্ব থাকায় কপালাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব তাহার অবয়বের অনুমান করা যায়। প্রথম অনুমান দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুকে হইতে পারে সিদ্ধ করিয়া পরে আবার দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হেতু, পক্ষ প্রভৃতি স্থির রাখিয়া ত্রসরেণুর অবয়ব, তাহার অবয়ব ইত্যাদিক্রমে ভূরি ভূরি অবয়বের অনুমান করিয়া মূল অবয়বস্বরূপ পরমাণু প্রসিদ্ধ করাই মহর্ষিদের অভিপ্রায়। দৃশ্য দ্রব্যের ভূরি ভূরি অবয়ব থাকে; যেমন ঘটাদি দৃশ্য দ্রব্য, উহাদের অনেক অবয়ব আছে।—ইত্যাকার ন্যায় বাক্য দ্বারা—এবং যদি ত্রসরেণুর ভূরি অবয়ব না থাকিত, তবে ত্রসরেণু অপেক্ষা শত সহস্র অংশে অতি সূক্ষ্ম বস্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হইত না—ইত্যাদি তর্কদ্বারা বহু অবয়ব বিশিষ্ট হইলেই ঐ অবয়ব সমূহের এক একটি অবয়ব এক একটি পরমাণুস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। এইরূপ অণুবীক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দেখা যায়, তাহাদেরও এই প্রকার দৃশ্যত্ব হেতু দ্বারা অবয়বের অনুমান করা হইবে। এবং যে সকল অণু অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হয় না অথচ তাহাদের গন্ধোপলব্ধি হইয়া থাকে, ঐ সকল অণু পক্ষ করিয়া ঘ্রাণ-গ্রাহ্য গন্ধ হেতু দ্বারা উহাদের অবয়বের অনুমান করিতে হইবে।

কোন কোন গ্রন্থকার বলেন ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব,—ইত্যাদিরূপে বহু অবয়বের অনুমান করিতে হইলে অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে, এজন্য ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়ব পর্য্যন্ত অনুমান করিয়া ঐ অবয়বকে নিরবয়ব পরমাণু স্বরূপে স্বীকার করা উচিত, অতিরিক্ত অবয়ব কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। যেরূপ নিরয়ব বিন্দু হইতে ক্রমে রেখাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ নিরয়ব পরমাণু হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের জ্যামিতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহারা বিন্দুর সহিত পরমাণুর ও রেখাদির সহিত ঘটপটাদির তুল্যতা মনে করিলেই পরমাণুর প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

## পরমাণুর নিত্যতা।

পরমাণুর উৎপত্তি এবং বিনাশ না থাকায় পরমাণুকে নিত্য বলা যায়। যত কিছু জন্যদ্রব্য আছে, সমস্তই পরমাণুসংযোগে উৎপন্ন হয় এবং পরমাণুবিয়োগে বিনষ্ট হয়; কিন্তু পরমাণু উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। এ ব্রহ্মাণ্ডে দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যত পরমাণু ছিল, এখনও তাহাই আছে ও ইহার পরেও তাহাই থাকিবে। একটিমাত্র ন্যূনাধিক হয় নাই বা হইবে না।

আপাততঃ স্থূল দ্রব্যের বিনাশ দেখিয়া অনেকেই বোধ করেন যে, দ্রব্যের মূল উপাদানও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা নয়; দ্রব্যের যে প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে এবং যেরূপ আকৃতি থাকে, উপাদান বিযুক্ত হইলে আর তাহা থাকে না। এরূপ ঘটনা হইলেই দ্রব্যের বিনাশ বা অবস্থান্তর বলা যায়; কিন্তু যে কোন দ্রব্য যে কোন প্রকারে বিনষ্ট হউক না কেন, তাহার একটি পরমাণু-ও বিনষ্ট হয় না। লবণ, চিনি প্রভৃতি জলের সহিত মিশ্রিত হইলে নষ্ট হয়; জল, পারদ প্রভৃতি উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প হইলে নষ্ট হয়; তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইলে নষ্ট হয়; পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, লবণাদির একটি কণাও বিনষ্ট হয় না। দেখুন, ১ সের জলের মধ্যে ১ তোলা লবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল তোলিত করিলে ঠিক ১ সের ১ তোলা হইবে। যদি লবণের উপাদান বিনষ্ট হইত, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা জলের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইত না। যদি ১ তোলা জল বা পারদ উত্তপ্ত করিয়া বাষ্প করা যায়, পরে ঐ বাষ্প কৌশল পূর্ব্বক ধরিয়া কোন পাত্রে রাখা যায়—তখন তোলিত করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, পূর্ব্বের ন্যায় ঠিক এক তোলাই আছে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই। এহিক্ষণে একথা বলা অসঙ্গত নহে—এইরূপ অনুসন্ধান করিলে অনেকস্থানে পরমাণুর অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। ইহাও বলা অবশ্যক, উপাদান ও উপাদানের সংযোগ ব্যতিরেকে দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না; এজন্য গোতম বলিয়াছেন "সমবায্যসমবায়িকারণাভ্যাং বিনা ন দ্রব্যোৎপত্তিঃ" দ্রব্যের বিনাশ উপাদান ধ্বংস বা উপাদান সংযোগের ধ্বংস ব্যতিরেকে হয় না। ইহা সর্ব্বসাধারণের অনুভবসিদ্ধ। যদি পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু থাকিত, তবে তাহাই উপাদান হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইলে পরমাণু উৎপন্ন হইত; এবং ঐ উপাদান পরস্পর বিযুক্ত হইলে পরমাণুর বিনাশ হইত; কিন্তু পরমাণুর উপাদান আকাশকুসুমতুল্য। পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, ইহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না।

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন।

# উদ্ভিদ্—তাহার উপকরণ ও বর্দ্ধন।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

অঙ্গার, অম্লজান, জলজান এবং যবক্ষারজান উদ্ভিদদেহে গ্রহণ
এবং যবক্ষারজানজ সার।

পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌জগৎ ১৪টি উপকরণে গঠিত বলা হইয়াছে। প্রকৃতিতে ঐ উপকরণগুলি কি অবস্থায় থাকে, কি প্রকার আকারে উদ্ভিদ্ তাহাদিগকে পোষণ বা গ্রহণ করে, এবং তাহাদিগের সাহায্যে উদ্ভিদ্ বর্দ্ধন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা কিরূপে সম্ভব তাহাই এক্ষণে আলোচ্য।

উদ্ভিদদেহ গঠনে এই উপকরণটিই সর্ব্বপ্রথম। কারণ শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ এই উপকরণ উদ্ভিদ্‌দেহে বর্ত্তমান। কিন্তু ইহার সংগ্রহ বিষয়ে কৃষক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকিতে পারে এবং জমির উর্ব্বরতা কোনও প্রকারে হানি না করিয়া ইহাকে সার পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ বায়ুমধ্যে নিহিত অঙ্গারাম্লক বাষ্প (Carbonic acid) হইতেই উদ্ভিদ্ তাহার প্রয়োজনীয় অঙ্গার গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং এই বায়ুসমুদ্র অঙ্গারাম্লক বাষ্পের অক্ষয় ভাণ্ডার। সুতরাং উদ্ভিদবর্দ্ধন পক্ষে অঙ্গারের বিষয় আর কিছু না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। তথাপি উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে কি প্রকারে অঙ্গার গ্রহণ করে এবং বায়ু কি প্রকারে অঙ্গারাম্লক বাষ্পের অক্ষয় ভাণ্ডার তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা অযুক্ত নহে।

অঙ্গার।

মনুষ্যাদি প্রাণিগণ উদ্ভিদ্ অথবা যে কোনও আকারে হউক অঙ্গারঘটিত পদার্থ জীবন-ধারণ জন্য আহার করে এবং প্রতিনিয়ত বাতাস হইতে নিশ্বাসক্রিয়া দ্বারা অম্লজান গ্রহণ করে। দেহাভ্যন্তরে এই অম্লজান ভুক্ত অঙ্গারকে দগ্ধ করিয়া দেহক্রিয়ার আবশ্যকীয় উত্তাপ প্রদান করে। এই দাহন ক্রিয়ার ফল অঙ্গারাম্লক বাষ্প—যাহা প্রাণিগণ প্রশ্বাসক্রিয়ায় বায়ুমধ্যে পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ্ তাহার সবুজ পত্র দ্বারা বায়ু হইতে সেই অঙ্গারাম্লক বাষ্প নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে, এবং রাসায়নিক পণ্ডিতগণকে যে কার্য্যসাধন করিতে অতি জটিল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, উদ্ভিদের পত্রাভ্যন্তরে সেই অঙ্গারাম্লক বাষ্পবিশ্লেষণরূপ রসায়নকার্য্য সূর্য্যকিরণ নিহিত উত্তাপের সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ দেহ গঠন জন্য অঙ্গার গ্রহণ করে এবং অম্লজান বাষ্প প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত কার্য্যের এরূপ একটি আবর্ত্তন ক্রিয়া ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। ইহাতেই বায়ুনিহিত অঙ্গারাম্লক বাষ্পের অক্ষয় সাম্যভাব থাকে।

এই তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া কৃষিকার্য্যের উৎপাদকত্ব বিষয়ে এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। শ্রমশিল্পই দেশের ধনোৎপত্তি এবং প্রকৃত উন্নতির কারণ। কিন্তু শ্রমশিল্পে দুইটি বিষয়ের আবশ্যক। একটি মূল অর্থাৎ উপাদান পদার্থ, দ্বিতীয় সেই উপাদান পদার্থকে শিল্পজাত পদার্থে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি। আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না শিল্পজাত পদার্থ উৎপাদান করিতে উপাদান পদার্থের অনেক অংশ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একেবারে নিরোধ করিতে পারি না। এই প্রকারে ঐ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহারও আংশিক অপচয় হইয়া থাকে। উদাহরণস্থলে ধাতুকার্য্যে অথবা বস্ত্রবয়ন শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাদান পদার্থ এবং শক্তি উভয়েরই অপচয় হইতেছে। উপাদানের অপচয় প্রত্যক্ষ, ৫ মণ ধাতু অথবা ৫ মণ তুলা এবং অন্য উপাদানে যে তৈজস পদার্থ অথবা বস্ত্র হইবে, তাহা সেই উপাদান সমষ্টি হইতে অনেক কম। সেই প্রকার ঐ সকল শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহার অনেকাংশ যন্ত্রাদির পরস্পর ঘর্ষণ জন্য বিরোধশক্তি দ্বারা এবং যন্ত্রাদির অসম্পূর্ণতা জন্য অপচয় হয়। প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শক্তির অনুপাতে

শিল্পজাত কখনই পাইনা। কিন্তু কেবল একমাত্র কৃষিশিল্পে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। আমরা যে পরিমাণ উর্ব্বরতা বিধায়ক সার ও বীজ উপাদানরূপে ব্যবহার করি পৃথিবীরূপ যন্ত্র হইতে তাহার দশগুণের অধিক ফসলরূপে শিল্পজাত পাইয়া থাকি; এবং হলকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে আমরা যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে ফসল পাইয়া থাকি, ঐ ফসল উৎপন্ন হইতে প্রযুক্ত শক্তির ৫০০ গুণের অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ অল্প-শক্তি প্রয়োগে বহুশক্তির শিল্পজাত পাইয়া থাকি। উদ্ভিদের অঙ্গার গ্রহণ প্রণালীই ইহার একমাত্র হেতু।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সমস্ত উদ্ভিদের ওজনের শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ অঙ্গার পদার্থ। উদ্ভিদ্ এই অঙ্গার বায়ু হইতে গ্রহণ করে। কৃষিশিল্পজাত উৎপন্নের জন্য এই উপাদান আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয় না। উদ্ভিদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপকরণ অম্লজান এবং জলজানরূপ উপাদানও আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয় না। উদ্ভিদ্ ঐ দুই উপকরণ বৃষ্টি এবং নীহারের জল হইতে গ্রহণ করে। অথচ এই দুই উপাদান উদ্ভিদের দেহের শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক। সুতরাং উদ্ভিদের উপকরণের শতকরা ৯৫ ভাগ, উদ্ভিদ্ মৃত্তিকাভিন্ন অন্য পদার্থ হইতে পাইয়া থাকে। মনুষ্য যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়া ফসলরূপে যে পরিমাণ শিল্পজাত পাইয়া থাকে তাহার অতি সামান্য অংশ (শতকরা ৫ ভাগের কম) মাত্র উপাদানরূপে মৃত্তিকা যন্ত্রে দিয়া থাকে। কিন্তু এই সামান্য অংশটুকুই অপরিহার্য্য। কারণ তাহার অভাবে উদ্ভিদজীবনে বায়ু হইতে অঙ্গার এবং জল হইতে অম্লজান এবং জলজান প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এই উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য কেবল বায়ু এবং জল হইতেই হইয়া থাকে।

গোধূম সম্বন্ধে নিম্নস্থ তালিকা, যাহা অন্যান্য উদ্ভিদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, দৃষ্টে উপরিউক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট হইবে।

গোধূমে (খড় এবং শস্যে) নিহিত উপাদান।

| উপাদান | | পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| অঙ্গার | ... | ৪৭·৬৯ | সমষ্টিতে ৯৩·৫৫ অংশ বায়ু এবং বৃষ্টি হইতে সংগৃহীত হয়। |
| জলজান | ... | ৫·৫৪ | |
| অম্লজান | ... | ৪০·৩২ | |
| সোডা | ... | ০·০৯ | সমষ্টি ৩·৩৮৬। মৃত্তিকাতে এই উপকরণগুলি প্রয়োজনাতিরিক্ত আছে, সুতরাং জমিতে এইগুলির প্রয়োগ অনাবশ্যক। |
| ম্যাগ্‌নেসিয়া | ... | ০·২০ | |
| গন্ধকদ্রাবক | ... | ০·৩১ | |
| ক্লোরিণ | ... | ০·০৩ | |
| লৌহমল (Ferric oxide) | | ০·০০৬ | |
| সিলিকা | ... | ২·৭৫ | |
| ম্যাঙ্গানিজ—? | | | |

| | | |
|---|---|---|
| যবক্ষারজান | ... | ১·৬০ |
| প্রস্ফবিকাম্ল | ... | ০·৪৫ |
| পোটাস | ... | ০·৬৬ |
| চূণ | ... | ০·২৯ |

সমষ্টি ৩·০০। মৃত্তিকাতে এই উপকরণগুলি প্রায়শঃ যথেষ্ট থাকে না। সুতরাং কৃত্রিম সার পদার্থের দ্বারা উহাদের অভাব পূরণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কৃষিজাত পদার্থের উৎপত্তির দ্বিতীয় বিষয়, শক্তি যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে বহুকারণ সম্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহারা সমস্তই কেবল এক কারণ "গতির" ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কোনও পদার্থ দাহন করিলে উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৪·৪০০ পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধসের) জলের উত্তাপ ১ ডিগ্রী (ফারণহিট্) বাড়াইতে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, ১ পাউণ্ড অঙ্গার দগ্ধ করিলে তৎপরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এই এক ডিগ্রী ফারণহিটকে উত্তাপ-একক বলিয়া থাকে। সুতরাং ১ পাউণ্ড অঙ্গার ১৪·৪০০ উত্তাপ একক উৎপন্ন করে। উত্তাপ কর্ত্তৃক যান্ত্রিক শক্তি সম্ভূত হয় এবং যে বস্তু দাহন করা হয়, যে উত্তাপ তাহাতে উৎপন্ন হয় এবং যে শক্তি তাহা হইতে সম্ভূত হয় এই সমস্তের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

অপর এক উত্তাপ-একক, এক পাউণ্ড ভারকে ৭৭২ ফিট্ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহার সমান। এক পাউণ্ড ভারকে ১ ফুট উঠাইতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ফুট-পাউণ্ড অথবা শক্তি-একক কহে। সুতরাং এক উত্তাপ-একক (অর্থাৎ যে পরিমাণ উত্তাপ ১ পাউণ্ড জলকে ১ ডিগ্রী ফারণহিটে উন্নীত করে তাহা) ১ পাউণ্ড ভারকে ৭৭২ ফিট্ ঊর্দ্ধে উত্তোলনে সমর্থ। সুতরাং এক উত্তাপ-একক ৭৭২ ফুট-পাউণ্ডের সমান।

অপরঞ্চ—একটি ঘোড়ার শক্তি এক ঘণ্টায় ১৯,৮০,০০০ ফুট্-পাউণ্ড ধরা হইয়া থাকে অর্থাৎ এক ঘণ্টায় ১৯,৮০,০০০ পাউণ্ড ভার ১ ফুট্ উত্তোলন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা সে প্রয়োগ করিতে পারে। ঐ ঘোড়া দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে ১,৫৮,৪০,০০০ পাউণ্ড ১ ফুট্ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবে।

এক্ষণে যদি এক উত্তাপ-একক ৭৭২ ফুট্-পাউণ্ডের সমান হয় এবং ১ পাউণ্ড অঙ্গার দগ্ধ করিলে যদি ১৪·৪০০ উত্তাপ-একক সম্ভূত হয় তাহা হইলে এক পাউণ্ড অঙ্গারের দাহন ১,১১,১৬,৪০০ ফুট্-পাউণ্ডের সমান অথবা একটি ঘোড়ার ১৩।৪ দিনের কাজ। (একদিন ৮ ঘণ্টা হিসাবে ধরিতে হইবে)।

এদিকে অঙ্গার দাহন করিলে অঙ্গারাম্ল বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এই উত্তাপকে শক্তির একক বলা যাইতে পারে। এক্ষণে যদি এই দাহন ক্রিয়ার ফলকে নাশকরিতে হয় অর্থাৎ অঙ্গারকে দাহন করিয়া যে অঙ্গারাম্লক বাষ্প উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাকে যদি অঙ্গার এবং অম্লজানে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ অঙ্গারাম্লক বাষ্প উৎপন্ন করিতে যে উত্তাপ সম্ভূত হইয়াছিল অর্থাৎ অঙ্গারের প্রচ্ছন্নভাবে সঞ্চিত বা অন্তর্নিহিত যে উত্তাপের বহির্গমনে বা অপচয়ে ঐ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই যৌগিক পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার অঙ্গার এবং অম্লজান পৃথক করিতে হইলে সেই বহির্গত উত্তাপকে পুনঃ প্রদান করিতে হইবে।

যদি এক একর ( তিন বিঘা আধ ছটাক ) ভূমির উৎপন্ন উদ্ভিদ্ পদার্থ ৮৮০০ পাউণ্ড ধরা হয় এবং মোটামুটি হিসাবে যদি ৪৪০০ পাউণ্ড অঙ্গার ঐ উদ্ভিদ্ পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বায়ুনিহিত অঙ্গারাম্লক বাষ্প হইতে এই অঙ্গার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে ৩০,০০,০০০ উত্তাপ-একক প্রয়োজন হইয়াছিল। এই উত্তাপ ৮০০ কোটী ফুট্-পাউণ্ড অর্থাৎ একটি ঘোড়ার ( ৮ ঘণ্টায় দিন হিসাবে ) ২·৬৬৪ দিনের কার্য্যের সমান। সুতরাং এক একর জমির ফসল এই প্রভূত শক্তির ব্যয়ে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অতএব যদি এক একর ভূমিতে আবশ্যকীয় লাঙ্গল, মৈ ইত্যাদি দিতে মনুষ্য এবং পশু উভয়ে একটি ঘোড়ার ৬ দিনের কার্য্য করে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য যেখানে ১/১৭ যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে, প্রকৃতি সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে উত্তাপ এবং আলোকের দ্বারা ১৭৭ শক্তি প্রদান করে। এই বিশাল উদ্ভিদ্‌জগতে এই যে প্রভূত শক্তি ব্যয় হইতেছে, নিত্যকর্ম্মী সূর্য্যরশ্মিই ইহার অনন্ত ভাণ্ডার। এই সূর্য্যরশ্মি অভাবে উদ্ভিদ্ আবশ্যকীয় অঙ্গার গ্রহণে অসমর্থ। অঙ্গার অঙ্গারাম্লক বাষ্প হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে সূর্য্য হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সঞ্চিত বা অন্তর্নিহিত রাখে। কাষ্ঠ কিম্বা অন্য উদ্ভিদ্ দহন কালে সেই উত্তাপ বহির্গত হয় মাত্র।

উদ্ভিদ্‌জাত পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, অন্য শ্রমশিল্পের উপাদানের অপচয় হইলেও উদ্ভিদ্‌জাত সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য করিবার উপাদানের প্রচুর বর্দ্ধনই হইয়া থাকে এবং ইহাতে প্রচুর উদ্ভিদ্‌জাত পাওয়া যায়। তাহার জনন কার্য্যে আমাদিগের চেষ্টার বহির্ভূত এক অদৃশ্য মহাশক্তি কার্য্য করিতে থাকে।

বিজ্ঞান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই মহাতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত প্রখর ধীশক্তি যে জাতির না থাকায় যাহারা ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া কৃষির সম্যক্ উন্নতি করিতে পরাঙ্মুখ, সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখনও তাহাদিগের অঙ্কশায়িনী হইতে পারেন না। তাহারা এই ভীষণ জীবন সংগ্রামে দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়া ক্রমে লয় পাইতে থাকে। অতএব দেশীয় গণ্যমান্য সকলেরই কৃষি বিষয়ে আর উদাসীন না থাকিয়া তাহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে অঙ্গার গ্রহণ বিষয়ে উদ্ভিদে দুইটি কার্য্য হয়। একটি বায়ু হইতে অঙ্গারাম্লক বাষ্প গ্রহণ, দ্বিতীয় তাহার বিশ্লেষণ। উদ্ভিদের পত্রই এই উভয় কার্য্যের যন্ত্র। কিন্তু এই কার্য্য সংসাধিত হইতে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন—(১) উদ্ভিদগণের সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যকিরণ পাওয়া চাই, (২) চতুর্দ্দিকস্থ উত্তাপ ৫০° হইতে ৫৫° ডিগ্রী ফারণহিটের নিম্নে না হয়, (৩) উদ্ভিদের পত্র কোনও প্রকারে নষ্ট না হয়। এই তিনটি বিষয় অতি গুরুতর। ইহার কোনও একটি বিষয়ের অভাব হইলেই উদ্ভিদ্ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। যখন আলোকের অভাব হয় ( যথা রাত্রে ) পত্র সকল তখন নিশ্বাসরূপে অঙ্গারাম্লক বাষ্প গ্রহণ এবং প্রশ্বাসরূপে অম্লজান বাষ্প পরিত্যাগ না করিয়া, তাহারা প্রাণীদিগের ন্যায় অম্লজান বাষ্প

নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং অঙ্গারকাম্ল বাষ্প প্রশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আলোক অভাবে পত্রযন্ত্রের ক্রিয়াবৈপরীত্য ঘটে। ইহা বলা বাহুল্য যে উদ্ভিদের পত্রই অঙ্গার গ্রহণের প্রধান যন্ত্র ; মূল, কাণ্ড কিম্বা শাখা নহে।

এক খন্দ আবাদে এক একর জমির উৎপন্ন উদ্ভিদ্‌জাত প্রায় ৪ টন অর্থাৎ প্রায় ১১০ মণ অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারে। সমস্ত উদ্ভিদই এক প্রকার কার্য্য করে। উদ্ভিদের অঙ্গার গ্রহণের যন্ত্র পত্র সমষ্টির আয়তনের ন্যূনাধিক্যে, গৃহীত অঙ্গারের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। গোধূম, জেরুজেলেম আর্টিচোক শাক, বিটমূল এবং আলু প্রভৃতির তুলনায় দেখা যায় যে প্রতি একর ভূমিতে উৎপন্ন জেরুজেলেম আর্টিচোক শাক ৩ টন ৪ হন্দর ( প্রায় ৬০ মণ ) অঙ্গার গ্রহণ করে এবং সেই অঙ্গার গ্রহণ যন্ত্র তাহার পত্র সমষ্টির আয়তন যে পরিমাণ জমিতে ঐ শাক আবাদ করা যায় তাহার ১৫ গুণ। বিটমূল ১৬ হন্দর ( প্রায় ২২ মণ ) অঙ্গার গ্রহণ করে, তাহার পত্রসমষ্টির আয়তন জমির ৫ গুণের অধিক নহে। আলু এবং গোধূম একর প্রতি ১৪৯৬ এবং ১২৩২ পাউণ্ড অঙ্গার গ্রহণ করে। তাহাদিগের পত্রসমষ্টির আয়তন অতি কম।

প্রাণীমাত্রই উত্তাপজনক কার্ব্বো-হাইড্রেট অর্থাৎ অঙ্গারঘটিত পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। অঙ্গারঘটিত পদার্থই তাহাদিগের প্রধান আহার। নিম্নে ইংরেজীতে উদ্ভিদ্ দেহে অঙ্গারঘটিত পদার্থের অর্থাৎ কার্ব্বো-হাইড্রেটের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের তালিকা প্রদত্ত হইল—

Carbo hydrates

| | |
|---|---|
| Insoluble in water | Cellulose<br>Starch. |
| Partly soluble in water | Gum Tragacenth<br>Pectin. |
| Soluble in water | Inulin<br>Arabn<br>Mucilage. Grape sugar. Cane sugar |

ইহাতে দেখিতে পাইবে যে ঐক্ষব চিনি অঙ্গারঘটিত পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহারীয়। এই ঐক্ষব চিনি অঙ্গার এবং জলের যৌগিক পদার্থ। ৮৫৲ সের চিনিতে ১৬ সের কার্ব্বন এবং ৪৯৲ সের জল থাকে। পত্ররূপ যন্ত্রের দ্বারা ইক্ষু এই অঙ্গার গ্রহণ করে। সুতরাং ইক্ষুগাছে যত অধিক পত্র থাকিবে এবং ঐ পত্রে যত অধিক সূর্য্যকিরণ অপ্রতিহত ভাবে পাইবে ততই ইক্ষুতে অধিক অঙ্গার, সুতরাং অধিক চিনি সঞ্চিত হইবে। আমরা ইক্ষুর জন্য ইক্ষুআবাদ করি না। ইক্ষুর স্থূলতা কিম্বা দীর্ঘতা আমরা চাহিনা। আমরা আমাদের আহারীয় চিনি চাই। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদিগের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না জানা থাকা হেতু তাহারা ক্রিয়মাণ ইক্ষুপত্র নষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা ইক্ষুদণ্ডকে অনর্থক জড়াইয়া বান্ধে। ইহাতে চিনি সঞ্চয়ের যে বিশেষ ব্যাঘাত হয় তাহা বলা বাহুল্য।

অঙ্গারগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে যদিও বায়ুই উদ্ভিদের আবশ্যকীয় অঙ্গারগ্রহণের প্রধান আকর স্থান, তথাপি উদ্ভিদ্ সকল মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতেও কতক পরিমাণ এই উপকরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকামধ্যস্থ অঙ্গারাম্লক বাষ্প মূল কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া পত্রে নীত হয়। তথায় ঐ অঙ্গারাম্লক বাষ্প সূর্য্যকিরণ সম্পাতে অম্লজান এবং অঙ্গারে বিচ্ছিন্ন হইলে উদ্ভিদ্ অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করে। মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদ্ পদার্থ পচিয়া মৃত্তিকাগত অম্লজানের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে এই অঙ্গারাম্লক বাষ্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহার জন্য আমাদিগের কোনও প্রকার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। উদ্ভিদ্কর্ত্তৃক অঙ্গার গ্রহণের নিম্নস্থ তিনটি মূলসূত্র জানিবে।

(১) ইহা অঙ্গারাম্লক বাষ্পরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং পত্র ইহার প্রধান যন্ত্র।

(২) এই অঙ্গারাম্লক বাষ্পের বিশ্লেষণ পত্র কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়।

(৩) পত্র কর্ত্তৃক এই বিশ্লেষণ ক্রিয়া সংসাধিত হইবার সূর্য্যকিরণই ক্রিয়মাণ শক্তি।

বৃষ্টি এবং নীহার জলে এই দুই উপকরণ প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রদান করিয়া থাকে। জল হইতে যে এই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

অম্লজান এবং জলজান

উদ্ভিদ্ যবক্ষারজান তিন আকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। (১) এমোনিয়া (যবক্ষারজান এবং জলজনিত যৌগিক পদার্থ) আকারে। (২) কোনও ধাতুর নাইট্রেট্ আকারে। (৩) স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্প আকারে।

যবক্ষারজান

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ এই তিন আকারের কোনও এক বা অপর আকার বা অবস্থার উপযোগী। যথা,—গোধূমে যবক্ষারজান এমোনিয়া আকারে এবং বীটমূলে নাইট্রেট্ আকারে প্রবেশ করে। আবার দ্বিদল শিম্বজাতীয় (Leguminous) উদ্ভিদ যবক্ষারজানকে বায়ু হইতে স্বয়ই বাষ্পরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে অথবা জীবাণু বিশেষ (Bacili Radicicola) কর্ত্তৃক বায়ু হইতে সংগৃহীত এবং তাহার মূলস্থিত ব্রণ মধ্যে সঞ্চিত ভাগ হইতে অপহরণ করিয়া থাকে।

ইহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে কোনও ফসলে যে পরিমাণ যবক্ষারজান সাররূপে প্রদত্ত হয়, সেই কৃষিজাতে তাহা অপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধনকালে এক একর জেরুজেলম আর্টিচোকে ৩৮ পাউণ্ড এবং রসারণ ঘাসের ১৫০ পাউণ্ড যবক্ষারজান অধিক গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে।

এই অতিরিক্ত যবক্ষারজান উদ্ভিদের আসল মৃত্তিকাতে ছিল না বা দেওয়া হয় নাই, সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পায় নাই, অতএব যবক্ষার জানের আধার বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বায়ু হইতে এই অতিরিক্ত যবক্ষারজান, এমোনিয়া অথবা কোনও প্রকার নাইট্রেট্ অথবা স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্পরূপে গৃহীত হইয়াছে, এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন।

অবশ্য বায়ুমধ্যে উভয়—এমোনিয়া এবং নাইট্রেট্ আছে ; কিন্তু তাহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। বায়ুমধ্যে এমোনিয়ার অনুপাত ০'০০০০০০০১৭ হইতে ০'০০০০০৮০৩২ অর্থাৎ ১০

কোটী পাঁউণ্ড বায়ুতে ১৭ হইতে ৩২ পাউণ্ড মাত্র এমোনিয়া। নাইট্রিক এসিডের অনুপাত এমোনিয়া হইতেও কম। সুতরাং কৃষিজাতে যে প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত যবক্ষারজান দেখা যায় তাহা বায়ুমধ্যস্থ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ এমোনিয়া বা নাইট্রিক এসিড্ হইতে গ্রহণ করিয়াছে ইহা সম্ভবপর নহে। বৃষ্টির জলে গড়ে ১০ লক্ষ পাউণ্ডে ½ পাউণ্ড এমোনিয়া এবং সেই পরিমাণ নাইট্রিক এসিড্ থাকে। এই বৃষ্টিযোগে এক একর ভূমি বৎসরে ৫½ পাউণ্ড যবক্ষারজান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও লুসারণ ঘাসে একর প্রতি ১৫০ পাউণ্ড অতিরিক্ত যবক্ষারজান; এমন কি জেরুজেলম আর্টিচোকে অতিরিক্ত ৩৮ পাউণ্ড যবক্ষারজানও কোথা হইতে পাওয়া গেল, তাহার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং বায়ুর স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্প হইতেই ঐ অতিরিক্ত যবক্ষারজান সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ এই বিষয়টি অমীমাংসিত রহিয়া যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনেকে স্বীকার করেন না। উদ্ভিদ্ যে পরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করে তাহার কতকাংশ বায়ু হইতে গৃহীত হয়, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন; কিন্তু স্বাধীন বাষ্পরূপে গ্রহণ স্বীকার করেন না। বায়ু হইতে যবক্ষারজান গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে উহা মৃত্তিকামধ্যে কোনও আকারের নাইট্রেট পদার্থে পরিণত হয়, ইহাই তাঁহারা অনুমান করেন এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়েই মৃত্তিকাই নাইট্রেট্ পদার্থের সৃষ্টির স্থান বলিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে ১৫০ পাউণ্ড অতিরিক্ত যবক্ষারজান পাইতে লুসারণ ঘাসকে যে পরিমাণে নাইট্রেট্ পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, লুসারণ ঘাসের দেহমধ্যে, ঐ নাইট্রেট্ পদার্থ উৎপন্ন হইতে যে পরিমাণ মূলধাতু অর্থাৎ Base প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার কিছুই পাওয়া যায় না।

কৃষিবিভাগের পণ্ডিত ভিলি সাহেব পোটাসিক নাইট্রেট্ অর্থাৎ সোরা এবং সোডিক নাইট্রেট্ একখণ্ড জমিতে সার দিয়া এবং অপর ক্ষেত্রে ঐ দুই নাইট্রেটের পরিবর্ত্তে পোটাসিক কার্ব্বনেট সার দিয়া লুসারণ ঘাস উৎপন্ন করিয়া দেখিয়াছেন,—উভয় ক্ষেত্রেই ঘাসের পরিমাণ সমান হইয়াছিল; এবং নাইট্রেট্ পদার্থ যে ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছিল সেই ক্ষেত্রের ঘাসেও গৃহীত যবক্ষারজানের তুলনায় নাইট্রেট্ পদার্থের মূলধাতু পোটাসিয়ম এবং সোডিয়ামের অভাব দেখা গিয়াছিল এবং যে ক্ষেত্রে নাইট্রেট্ সার দেওয়া হয় নাই তাহাতেও যে পরিমাণ যে যে উপকরণ ছিল ইহাতেও তাহাই ছিল।

মটর, ত্রিপত্র (trefoil) এবং লুসারণ ক্ষেত্রে ইউরোপ ভূমে প্রায়ই সোডিক নাইট্রেট্ সার দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কোনও উপকার হওয়া জানা যায় নাই। সুতরাং বায়ুস্থ নাইট্রোজেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নাইট্রেট্রূপে পরিণত হইলে উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় ইহার কোনও মীমাংসা হইল না। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য দুইটি পাশাপাশি ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট কর। একটিতে ক্যাল্‌সিক ফস্‌ফেট্ (অর্থাৎ অস্থিচূর্ণ বা সুপার) পোটাস এবং চূণ সার দেও কিন্তু কোন প্রকার নাইট্রোজেন পদার্থ দিবে না। অপর ক্ষেত্রে

ঐ সকল সারের সহিত যবক্ষারজান ( নাইট্রোজেন ) ঘটিত পদার্থও সার দেও। জমির এই দুই পৃথক অবস্থায় উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক ফল দেখিতে পাইবে। ত্রিপত্র, মটর, এবং দ্বিদল শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদমাত্রই—যে জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাতে দেওয়া হয় নাই এই উভয় ক্ষেত্রেই এক সমান এবং সুন্দর জন্মিবে। কিন্তু গোধূম, কোলজা ( এক প্রকার ইউরোপীয় শস্য—যাহার শস্য হইতে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে ) বিটমূল এবং তামাক উভয় ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ হইবে। যে ক্ষেত্রে যবক্ষারজানঘটিত সার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অতি সুন্দর ফসল হইবে ; কিন্তু যে ভূমিতে যবক্ষারজানঘটিত সার দেওয়া হয় নাই তাহার ফসল অতিকম হইবে। ইহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ দুই পৃথক শ্রেণীর আছে। একশ্রেণী মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, অপর শ্রেণী বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গোধূম | ... | ... | .. | ৫২½ | পাউণ্ড |
| মটর | ... | ... | ... | ৬১½ | ” |
| কোলজা | ... | . | ... | ১১৪½ | ” |
| বীট্‌মূল | ... | ... | ... | ১১৪½ | ” |
| লুসারণ ঘাস | ... | .. | ... | ২৬৪ | ” |

উপরি উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে সমস্ত উদ্ভিদই জমিতে প্রদত্ত যবক্ষারজান হইতে অতিরিক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে কোনও উদ্ভিদ্ অনেক অধিক গ্রহণ, কোনও উদ্ভিদ কম গ্রহণ করে এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু যে অবস্থায় এই তারতম্য হয় তাহার একটি বিশেষত্ব আছে। কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে যথা—মটর, সিম, ত্রিপত্র (Trefoil), লুসারণ ঘাস প্রভৃতি শস্য যাহাদিগকে জন্ম হইতে ক্ষেত্রে যবক্ষারজানজ সার কোনও প্রকারে না দিলেও সেই সকল ফসল অনেক অধিক যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় আর কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যথা—বীটমূল, কোলজা প্রভৃতি শস্য, যাহাদিগকে জন্মাইতে ভূমিতে যবক্ষারজান সার দিলে তাহারা সারাতিরিক্ত বহুপরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং তৃতীয় আর কতকগুলি উদ্ভিদ আছে দৃষ্টান্তস্থলে গোধূম যাহাদিগকে জন্মাইতে জমিতে বহুপরিমাণ যবক্ষারজান সার দিতে হয় কিন্তু যাহাদিগের ফসলে অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই অতিরিক্ত যবক্ষারজান পাওয়া যায়। কার্য্যস্থলে এই ফসল পার্থক্যের জ্ঞান এত আবশ্যকীয় যে তাহাদিগকে কোনও প্রকারে অবহেলা করা যাইতে পারে না। বীটমূল ( অর্থাৎ মূল জাতীয় ) উদ্ভিদ্ এবং শিম জাতীয় উদ্ভিদের সহিত গোধূমের পরিবর্ত্তনে (Rotation) অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে তাহাদিগের পরিবর্ত্তনে জমির উন্নতি হয় এবং ফসলও ভাল এবং বহুপরিমাণ হয়। এই উভয়বিধ উপকারই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রতিদিন কার্য্যস্থলে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ক্লোভার ( ইউরোপ ভূমের এক প্রকার Leguminous জাতীয় ঘাস ) ফসলের পূর্ব্ববর্ত্তী গোধূম অপেক্ষা

পরবর্ত্তী গোধূম ভাল এবং পরিমাণে অধিক হয় এবং বীটমূলের পাতা জমিতে পুতিলে গোধূমের আবাদ ভাল হয়।

অপর বীটমূলের ন্যায় যে সকল ফসল জন্মাইতে ভূমিতে অনেক পরিমাণ যবক্ষারজান সার দিতে হয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর বিষয় বক্তব্য আছে। ভূমিতে প্রদত্ত যবক্ষারজান সারের অতিরিক্ত যে যবক্ষারজান, ফসল বায়ু হইতে গ্রহণ করে তাহা ভূমিতে স্থিত এবং প্রদত্ত সারের আনুপাতিক। অতএব শিম জাতীয় ফসলের যে সকল শস্যে জমির উর্ব্বরতাবিধায়ক যবক্ষারজান সার অতি অল্প প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা যে সমস্ত ফসল ভাল জন্মাইতে অতি অধিক পরিমাণ যবক্ষারজানজ সার ভূমিতে দিতে হয় তাহার আবাদই অতি উন্নত প্রণালীর কৃষি; কারণ ঐ সকল ফসল নিজে প্রাচুর্য্য ও উন্নতির জন্য, পরবর্ত্তী ফসলের জন্য এবং জমীর উন্নতি বিধানজন্য বায়ু হইতে তদনুপাতিক অধিক পরিমাণ অতি মূল্যবান যবক্ষারজান বিনাব্যয়ে গ্রহণ করে। মূল্যবান যবক্ষারজ সারের প্রাচুর্য্য এবং উদ্ভিদের উন্নতি এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং পরস্পর নির্ভরতা—যাহা বিজ্ঞান এক্ষণে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে, বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে।

ইহা সকলেই জানেন যে জমিতে সার না দিলে ফসলের পরিমাণ কম হয়। অথচ কখন একবালীন না হওয়া হয় না। কিন্তু ফসলের অনুপাতে যবক্ষারজান এ অবস্থায়ও ঐ ফসলে যথেষ্ট হইয়া থাকে। মিসার্স লজ্ এবং গিলবার্ট যবক্ষরজানের পরিমাণ নিম্নের তালিকানুযায়ী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গোধূম | ... | ২৪⅓ পাউণ্ড | প্রতি | একর | |
| যব | ... | ২৩⅔ | " | " | " |
| ঘাস | ... | ৩৮⅔ | " | " | " |
| শিম | ... | ৪৬⅔ | " | " | " |

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ঘাস এবং বিভিন্ন জাতীয় শিম ফসল যব এবং গোধূম অপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান গ্রহণ করে। শিম এবং ঘাস কি মৃত্তিকা হইতে এই যাবক্ষারজান গ্রহণ করে? যদি জমিতে পূর্ব্বে কোনও প্রকার কলাই কিম্বা শিম বপন করা হয় এবং ঐ কলাই বা শিম ফসল উঠিলে পর যদি ঐ জমিতে গোধূম লাগান হয় তাহা হইলে গোধূমের পরিমাণ—অনেক বেশী হয়। এই গোধূম ফসলে যবক্ষারজানও পরিমাণে অনেক অধিক দেখা যায়। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে শিমে গোধূম অপেক্ষা যবক্ষারজানের পরিমাণ অনেক অধিক। সুতরাং অপ্রদত্তসার জমিতে পূর্ব্বে শিম ফসল জন্মাইলে ঐ জমি হইতে বহু পরিমাণ যবক্ষারজান ঐ শিম ফসল গ্রহণ করায় জমিতে যে যবক্ষারজান স্বভাবতঃ ছিল তাহার অবশ্য অনেক ন্যূনতা হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গোধূম, জমি হইতে যবক্ষারজান উপকরণ গ্রহণ করে এবং যবক্ষারজান-ঘটিত সার জমিতে দিলে গোধূম ফসল ভাল হয় এবং পরিমাণে অধিক হয়। অথচ দেখা যাইতেছে শিম ফসল বহুপরিমাণ

হয় এবং ঐ কলাই বা শিম ফসল উঠিলে পর যদি ঐ জমিতে গোধূম লাগান হয় তাহা হইলে গোধূমের পরিমাণ—অনেক বেশী হয়। এই গোধূম ফসলে যবক্ষারজানও পরিমাণে অনেক অধিক দেখা যায়। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে শিমে গোধূম অপেক্ষা যবক্ষারজানের পরিমাণ অনেক অধিক। সুতরাং অপ্রদত্তসার জমিতে পূর্ব্বে শিম ফসল জন্মাইলে ঐ জমি হইতে বহু পরিমাণ যবক্ষারজান ঐ ফসল গ্রহণ করায় জমিতে যে যবক্ষারজান স্বভাবতঃ ছিল তাহার অবশ্য অনেক ন্যূনতা হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গোধূম, জমি হইতে যবক্ষারজান উপকরণ গ্রহণ করে এবং যবক্ষারজান-ঘটিত সার জমিতে দিলে গোধূম ফসল ভাল হয় এবং পরিমাণে অধিক হয়। অথচ দেখা যাইতেছে শিম ফসল বহুপরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করায় ও এবং ঐ জমিতে আর কোনও প্রকারে যবক্ষারজান সার না দেওয়া সত্ত্বেও শিম-ফসল-প্রাক্-গোধূম অপেক্ষা শিম ফসলের পরবর্ত্তী গোধূম ফসল ভাল হয়, পরিমাণে অধিক হয় এবং ঐ ফসলে যবক্ষারজান উপকরণ অধিক পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, জমি হইতে শিম ফসল গ্রহণ করিলে শিম ফসলের পর গোধূম ফসল অবশ্য অপকৃষ্ট হইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হওয়ায় ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পৃথক পৃথক জাতীয় উদ্ভিদ্ পৃথক পৃথক আকারে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। শিম জাতীয় উদ্ভিদের জন্য স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্প, বীটমূল (অর্থাৎ মূল জাতীয়) শস্যের জন্য নাইট্রেট্, এবং গোধূম ও কোলজা শস্যের জন্য এমোনিয়া উপযোগী। কিন্তু যখন কোনও শস্যে অতিরিক্ত যবক্ষারজান দেখিবে, জানিবে সার কিম্বা মৃত্তিকা হইতে শস্য উহা গ্রহণ করে নাই। উহা বায়ু হইতে স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্প স্বয়ং অথবা জীবাণুবিশেষ দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে যে পরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করে তাহার একটি অবিসম্বাদী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রতি একর জমিতে সাররূপে যে পরিমাণ যবক্ষারজান দেওয়া হয়, শস্যে তদতিরিক্ত যবক্ষারজান যাহা পাওয়া যায়—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গোধূম | ... | ... | ... | ৫২¾ | পাউণ্ড |
| মটর | ... | ... | ... | ৬১½ | " |
| কোলজা | ... | .. | ... | ১১৪½ | " |
| | ... | ... | ... | ১১৪½ | " |
| লুসারণ ঘাস | ... | ... | ... | ২৬৪ | " |

উপরি উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে সমস্ত উদ্ভিদই জমিতে প্রদত্ত যবক্ষারজান হইতে অতিরিক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে কোনও উদ্ভিদ্ অনেক অধিক কোনও উদ্ভিদ কম গ্রহণ করে এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু যে অবস্থায় এই তারতম্য হয় তাহার একটি বিশেষত্ব আছে। কতকগুলি উদ্ভিদ্ যথা—মটর, শিম, ত্রিপত্র (Trefoil), লুসারণ

ঘাস প্রভৃতি শস্য, যাহাদিগের জন্ম হইতে ক্ষেত্রে যবক্ষারজানজ সার কোনও প্রকারে না দিলে অনেক অধিক যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় আর কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যথা—বীটমূল, কোলজা প্রভৃতি শস্য, যাহাদিগকে জন্মাইতে ভূমিতে যবক্ষারজান সার দিলে তাহারা সারাতিরিক্ত বহুপরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং তৃতীয় আর কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, দৃষ্টান্তস্থলে গোধূম, যাহাদিগকে জন্মাইতে জমিতে বহুপরিমাণ যবক্ষারজান সার দিতে হয় কিন্তু যাহাদিগের ফসলে অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই অতিরিক্ত যবক্ষারজান পাওয়া যায়। কার্য্যস্থলে এই ফসল পার্থক্যের জ্ঞান এত আবশ্যক যে তাহাদিগকে কোনও প্রকারে অবহেলা করা যাইতে পারে না। বীটমূল (অর্থাৎ মূল জাতীয়) উদ্ভিদ্ এবং শিম জাতীয় উদ্ভিদের সহিত গোধূমের পরিবর্ত্তনে (Rotation) অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে তাহাদিগের পরিবর্ত্তনে জমির উন্নতি হয় এবং ফসলও ভাল এবং বহুপরিমাণ হয়। এই উভয়বিধ উপকারই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রতিদিন কার্য্যস্থলে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ক্লোভার (ইউরোপ ভূমের এক প্রকার Leguminous শিম্বী জাতীয় ঘাস) ফসলের পূর্ব্ববর্ত্তী গোধূম অপেক্ষা পরবর্ত্তী গোধূম ভাল এবং পরিমাণে অধিক হয় এবং বীটমূলের পাতা জমিতে পুতিলে গোধূমের আবাদ ভাল হয়।

অপর বীটমূলের ন্যায় যে সকল ফসল জন্মাইতে ভূমিতে অনেক পরিমাণ যবক্ষারজান সার দিতে হয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর বিষয় বক্তব্য আছে। ভূমিতে প্রদত্ত যবক্ষারজান সারের অতিরিক্ত যে যবক্ষারজান, ফসল বায়ু হইতে গ্রহণ করে তাহা ভূমিতে স্থিত এবং প্রদত্ত সারের আনুপাতিক। অতএব শিম জাতীয় ফসলের যে সকল শস্যে জমির উর্ব্বরতাবিধায়ক যবক্ষারজান সার অতি অল্প প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা যে সমস্ত ফসল ভাল জন্মাইতে অতি অধিক পরিমাণ যবক্ষারজানজ সার ভূমিতে দিতে হয় তাহার আবাদই অতি উন্নত প্রণালীর কৃষি; কারণ ঐ সকল ফসল নিজে প্রাচুর্য্য ও উন্নতির জন্য, পরবর্ত্তী ফসলের জন্য এবং জমির উন্নতি বিধানজন্য বায়ু হইতে তদনুপাতিক অধিক পরিমাণ অতি মূল্যবান যবক্ষারজান বিনাব্যয়ে গ্রহণ করে। মূল্যবান যবক্ষারজ সারের প্রাচুর্য্য এবং উদ্ভিদের উন্নতি এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং পরস্পর নির্ভরতা—যাহা বিজ্ঞান এক্ষণে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে, বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে।

ম্যাথু ডি ডবল সাহেব বলিয়াছেন "উদ্ভিদ, যে শক্তি দ্বারা মৃত্তিকা হইতে তাহার বর্দ্ধনোপযোগী উপকরণ গ্রহণ করে এবং যে শক্তিদ্বারা বায়ু হইতে বর্দ্ধনোপযোগী উপকরণ গ্রহণ করে, এই উভয়শক্তি পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং মৃত্তিকা হইতে যে কার্য্যকরী পদার্থ গ্রহণ করে, তাহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু হইতে গৃহীত বর্দ্ধনোপযোগী পদার্থের আরও অধিক বৃদ্ধি হয়। যে সকল উদ্ভিদ অতি শীঘ্র উন্নত (অর্থাৎ বর্দ্ধিত) হয় অর্থাৎ যাহারা বায়ু

হইতে অধিকাংশ উপকরণ গ্রহণ করে তাহাদিগকে অধিক উর্ব্বর ভূমিতে আবাদ করিলে আরও অধিক উন্নতি হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যবক্ষারজানজ সারের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। একজন প্রসিদ্ধ কৃষক বীটমূলকে ৪ বিভিন্ন অবস্থায় জন্মাইয়া যে ফল পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | | একর প্রতি মূল |
|---|---|---|
| ১। | যবক্ষারজান ভিন্ন রাসায়নিক সারে— | ১৪ টন ১৪ হন্দর। |
| ২। | ঐ রাসায়নিক সারের সহিত ১৭৬ পাউণ্ড যবক্ষারজান মিশাইয়া ... ... | ১৯ টন। |
| ৩। | ঐ রাসায়নিক সারের সহিত ২৩০ পাউণ্ড যবক্ষারজান মিশাইয়া ... ... | ২০ টন ৪ হন্দর। |
| ৪। | ঐ রাসায়নিক সারের সহিত ২৬৪ পাউণ্ড যবক্ষারজান মিশাইয়া ... ... | ২৩ টন ১৬ হন্দর। |

(ক) যবক্ষারজান, এমোনিয়া সলফেট্ অর্থাৎ নিশাদলরূপে দেওয়া হইয়াছিল। যবক্ষারজান সার ব্যতীত ১৪ টন ১৪ হন্দর শস্য পাওয়া গিয়াছিল।

এমোনিয়া সল্‌ফেটরূপে সার দেওয়ায় যে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া গিয়াছিল তাহার মূল্য হইতে এমোনিয়া সলফেটের মূল্য বাদ দিলে নিম্নহিসাবে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৭৬ পাউণ্ড যবক্ষার জানে ... ... | ৩ পাউণ্ড | ১৪ শিলিং | ২ পেন্স | ( ৫৫।৵০ ) |
| ২৩০ " " " | ৪ " | ৬ " | ৮ " | ( ৬৫৲ ) |
| ২৬৪ " " " | ৯ " | ২ " | ৬ " | ( ১৩৬৸৵০ ) |

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যবক্ষারজান উদ্ভিদ্ জগতে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। কার্য্যক্ষেত্রে এমোনিয়া ঘটিত লবণপদার্থ এবং সোডিক্ নাইট্রেটের বহু উপকারিতা দেখা গিয়াছে। তাহাদিগের উপকরণস্থিরতা, তাহাদিগের ক্রিয়াশক্তির নিশ্চয়তা এবং তাহাদিগের অতি সত্বর উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার যোগ্যতা, তাহাদিগকে অন্য যবক্ষারজান ঘটিত যৌগিক পদার্থ অপেক্ষা সাররূপে প্রয়োগের অধিক উপযোগী করিয়াছে। এমোনিয়া সলফেটে শতকরা ২০ ভাগ এবং সোডিক নাইট্রেটে শতকরা ১৫ ভাগ যবক্ষারজান থাকে। এই যবক্ষারজান গোধূমে ৫৩ হইতে ৬০ পাউণ্ড এবং বীটমূলে ৮৮ হইতে ১০৫ পাউণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল জিনিষ প্রখর শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে জমির সর্ব্বত্র সমানভাবে দিতে হইলে অতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ৪।৫ গুণ শুষ্ক মাটীর সহিত সুন্দররূপে মিশাইয়া জমিতে লাঙ্গল দেওয়া শেষ হইলে সমভাবে ছিটাইয়া তাহার উপর মই দিতে হইবে। সার কেবলমাত্র এইরূপে উপরের মাটীর সহিত মিশাইতে হইবে।

উপরে এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে কৃষিকার্য্য বিষয়ে একপক্ষে অঙ্গার, জলজান এবং অম্লজান অপর পক্ষে যবক্ষারজান, ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ

পার্থক্য দেখিতে পাইবে। প্রথম পক্ষকে প্রকৃতি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রদান করতেছি। দ্বিতীয় পক্ষকে কেবলমাত্র স্থল বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রদান করে। উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে যে সকল উদ্ভিদ্ কেবলমাত্র বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে (যথা শিমজাতীয় শস্য) তাহাদিগকে প্রথমে জমিতে আবাদ করিয়া পশ্চাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে, তাহাদিগকে আবাদ করিতে হইবে। এবং শেষোক্ত আবাদে যথেষ্ট পরিমাণ যবক্ষারজান ঘটিত সার দিতে হইবে।

নাইট্রেট্ এবং এমোনিয়া ঘটিত লবণ পদার্থ ভিন্ন অতিশয় পচা জান্তব পদার্থেও যবক্ষারজানজ সার হয়। পচা জান্তব পদার্থ এমোনিয়া ঘটিত লবণ পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু এমোনিয়া ঘটিত লবণ পদার্থই উৎকৃষ্ট সার। কারণ উদ্ভিদ্ কর্তৃক উহা অতি সহজে গৃহীত হয়। জান্তব পদার্থের পচন ক্রিয়া সময়ে তন্নিহিত যবক্ষারজানের ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ স্বাধীন বাষ্প হইয়া নষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ তাহা পায় না। বাষ্প অবস্থায় বায়ুতে যে যবক্ষারজান আছে, উদ্ভিদের তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই।

অনেকে গোময় সারের উৎকর্ষ বিধানের জন্য গবাদি পশুদিগকে যবক্ষারজান বহুল আহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পচন ক্রিয়া সময়ে গোময়স্থ যবক্ষারজান যে স্বাধীন বাষ্পে পরিণত হইয়া নষ্ট হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

শস্যের বিজ্ঞানানুমোদিত পরিবর্ত্তন (Rotation) দ্বারা বায়ু হইতে যতদূর সম্ভব যবক্ষারজান গ্রহণ করা লাভজনক কৃষিকার্য্যের একটি মূল সূত্র। এবং কৃষিব্যবসায়ীদিগের কৃষিপ্রণালী এই প্রকারে অবধারণ করা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান এই বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া কৃষকদিগের পরম হিতসাধন করিয়াছে।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী।

# মহাত্মা হানিমান্।

মহাত্মা হানিমান তৎসমসাময়িক একজন অসাধারণ ভাষাবিৎ, অসাধারণ রাসায়নিক এবং অসাধারণ চিকিৎসক—এককথায় তিনি তৎকালের একজন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যের প্রমাণস্বরূপ তাঁহার সমসাময়িক দুইটি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করিব। ইঁহারা উভয়েই তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন।

তাঁহার প্রসিদ্ধ সমালোচক সার জন ফর্বস্ (Forbes) বলিতেছেন "No candid observer of his actions, cr candid reader of his writings, can hesitate for a moment to admit that he was a very extraordinary man,—one hose name will descend to posterity as the exclusive excogitator and

founder of an original system of medicine, as ingenious as any that preceded it, and destined probably, to be the remote, if not the immediate, cause of more important fundamental changes in the practice of the healing art than have resulted from any promulgated since the days of Galen himself ; ... ... ... he was undoubtedly a man of genius, and a scholar ; a man of indefatigable industry and of dauntless energy."

অর্থাৎ, তাঁহার কার্য্যকলাপ যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন অথবা যিনি তাঁহার প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি একজন অতি অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। উত্তরবংশীয়েরা তাঁহাকে একটি অভিনব ও মৌলিক চিকিৎসাপদ্ধতির স্রষ্টা ও একমাত্র প্রবর্ত্তক বলিয়া অবশ্যই মান্য করিবেন। তাঁহার চিকিৎসাপদ্ধতি পূর্ব্বপ্রচলিত আর আর চিকিৎসাপদ্ধতি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে কোন অংশে ন্যূন নহে। ভবিষ্যতে ইহা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই। হানিমান সুপণ্ডিত প্রতিভাশালী এবং অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপর তাঁহার সমব্যবসায়ী জার্ম্মানের ভিষক্‌গুরু Hafeland ১৮০১ খৃঃ অব্দে তাঁহার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "One of the most distinguished physicians in Germany"—অর্থাৎ তিনি জার্ম্মানির একটি অতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক।

কিন্তু সমসাময়িক চিকিৎসকগণের নিকট এরূপ সম্মান পাইয়াও তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাৎকালিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি দেখিলেন, উহাতে রোগীর উপকার না হইয়া বরং বিশেষ অপকার হইতেছে। মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি তখন তাঁহার চিকিৎসাপাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং বিনীতভাবে সর্ব্বজ্ঞানাধার ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, দয়াময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণের রোগমুক্তির অবশ্যই কোন সদুপায় করিয়া রাখিয়াছেন, কোন সুচিকিৎসার মূলমন্ত্র অবশ্যই কোথাও লুক্কায়িত রহিয়াছে; উহা কি? তিনি বহুলাভকর চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তাৎকালিক এলোপ্যাথি তাঁহার নিকটে কুচিকিৎসা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি দুই একটি ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সিঙ্কোনাবার্কের কম্পজ্বর নিবারক শক্তি দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহার এই আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল? ইহার ক্রিয়া সুস্থ শরীরে কিরূপ, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং ইহার কিয়দংশ সেবন করিলেন এবং স্বীয় শরীরে কম্পজ্বর ও আরও কতকগুলি রোগলক্ষণ অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন। আতা-পতন দর্শনে নিউটনের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, পাইসার ভজনালয়ে দোদুল্যমান দীপাধার দর্শনে গ্যালিলিওর মনে যেরূপ ভাবের সঞ্চার

হইয়াছিল, মহাত্মার মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সুস্থ শরীরে জ্বর আনয়ন করে বলিয়াই কি সিঙ্কোনা জ্বরনাশক হইয়াছে। ইহাই কি ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট রোগমুক্তির সদুপায়?—ইহাই কি প্রাকৃতিক নিয়ম? তিনি হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার লোক ছিলেন না। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার বহুদিন কাটিয়া গেল, তিনি বহু ঔষধ স্বীয় শরীরে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ১৫ বৎসরের গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সুস্থ শরীরে যে ঔষধ যেরূপ রোগলক্ষণনিচয় উৎপাদন করে তৎসদৃশ রোগলক্ষণনিচয় রোগিশরীরে উপস্থিত হইলে উক্ত ঔষধ দ্বারাই প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা সনাতন সত্য এবং ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট রোগপ্রশমনের একমাত্র সুনিয়ম। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস ইউরোপীয়-চিকিৎসাশাস্ত্রগুরু হিপক্রেটিস এবং ভূতভবিষ্যৎবেত্তা আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঋষিগণও পাইয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং এই মহান্ সত্য ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহাত্মা হানিমানই জগতে প্রথম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইহারই নাম Similia Similibus curantur-Similar cures Similar—"সদৃশঃ সদৃশং শময়তি"। ইহাই হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার মূলভিত্তি। হোমিওপ্যাথি কথাটি গ্রীক ভাষায় দুটি শব্দ হইতে উৎপন্ন। Omoios—Similar + pathos—disease অর্থাৎ রোগের সদৃশ চিকিৎসা। এই সত্যের মহিমাতেই হোমিওপ্যাথি প্রকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানের উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ একটি মহাসত্য এবং প্রাকৃতিক নিয়ম (law), 'সদৃশঃ সদৃশং শময়তি'ও তদ্রূপ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রভাবে ব্যাধিলক্ষণ সদৃশভেষজলক্ষণ দ্বারা নিরাকৃত হয়, এবং ইহার প্রয়োগে ব্যাধিলক্ষণ দেখিয়া সদৃশ ভেষজলক্ষণের অনুভূতি, এবং ভেষজলক্ষণ দেখিয়া সদৃশ ব্যাধিলক্ষণের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ইহাদের পরস্পরের একটি নিত্য সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। নিত্যসম্বন্ধসূচক এইরূপ এক একটি প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে, উহা না থাকিলে কোন বিজ্ঞান বিজ্ঞান নামের যোগ্য হইতে পারে না।

রসায়নে দেখিতে পাওয়া যায়, দুইটি রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক মিশ্রণপ্রবণতা গুণে (law of chemical affinity and definite proportion) মিলিত হয়। এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহা দ্বারা ঐ পদার্থদ্বয়ের পরস্পরের নিত্যসম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম জড়বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই দৃষ্ট হইবে। ভেষজলক্ষণ দেখিয়া সদৃশ ব্যাধিলক্ষণের পূর্ব্বানুভূতির (prevision) কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই যে পূর্ব্বানুভূতি, ইহাও প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগেই সম্ভব হইয়া থাকে। এই পূর্ব্বানুভূতির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব্বে নেপচুনগ্রহের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছিল। ইহারই সাহায্যে মহাত্মা হানিমান কেবল ভেষজলক্ষণ

দেখিয়া ওলাউঠা সদৃশ রোগের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এই পূর্ব্বানুভূতির অগ্রসর নাই, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞাননামের অযোগ্য। উহা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কীয় স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। চিকিৎসাসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় মহাত্মা হানিমান Organon of the art of healing এবং Chronic diseases নামক তাঁহার অমূল্য গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রধানতঃ প্রাগুক্ত পুস্তকখানি লইয়া আলোচনা করিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। উহা হোমিওপ্যাথির গীতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা সকলের মূলে রহিয়াছে। চিকিৎসা করিতে গেলে উহারই নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের প্রধান সম্বল মেটিরিয়া মেডিকা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলেও উহারই উপদেশ অনুসারে শিক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক হোমিওপ্যাথের পক্ষেই Organon একখানি অমূল্য গ্রন্থ উহা ব্যতিরেকে তাহার চলিবার উপায় নাই।

Organon পাঠ করিলে প্রধানতঃ চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায় :—

(১) রোগীর লক্ষণনিচয়ের সমষ্টির উপর চিকিৎসা, যন্ত্র বিশেষের কতিপয় লক্ষণের উপর বা রোগের নাম অনুসারে চিকিৎসা নহে।

(২) উক্ত লক্ষণসমষ্টির সদৃশ লক্ষণসমষ্টি যে ঔষধ আছে, কেবল মাত্র সেই ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা।

(৩) সদৃশ ঔষধটির উপযুক্ত মাত্রায় এবং উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ।

(৪) স্থানীয় বাহ্য প্রয়োগের অনাবশ্যকতা, প্রত্যুত উহার বিশেষ অপকারিতা।

করুণাময় ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে মানবদেহাভ্যন্তরে একটি সর্ব্বব্যাপিণী শক্তি নিহিত রহিয়াছে ;—যাহার প্রভাবে দেহ ও মনের যাবতীয় কার্য্য সামঞ্জস্যের সহিত সম্পাদিত হইয়া জীবনপ্রবাহ সুধাময় স্বাস্থ্যের পথে সঞ্চারিত হইতেছে। ইহাকে জীবনী শক্তি বলে, ইহার সাম্যাবস্থার নাম স্বাস্থ্য এবং বৈষম্যের নাম রোগ। ইহাও বিধাতার একটি মঙ্গলবিধান যে, বৈষম্য উপস্থিত হইলে জীবনী শক্তির পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিবার স্বাভাবিক ও স্বাধীন চেষ্টার ফলে মন ও দেহের কতকগুলি পীড়াদায়ক লক্ষণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ;—যদ্দ্বারা চিকিৎসক স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, রোগ হইয়াছে। জীবনী শক্তির এই স্বাধীনচেষ্টা সর্ব্বদা ফলবতী হইতে পারে না, কারণ বৈষম্যের গুরুত্বে উহা উন্মাদিনী ও ধ্বংসকারিণী শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণনিচয় জীবনী শক্তির বৈষম্যের বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। মূলতঃ উহারাই রোগ নহে। এই লক্ষণ নিচয় ব্যতিরেকে আভ্যন্তরীণ রোগ জানিবার অপর কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। যন্ত্রবিশেষের বা শরীরাংশবিশেষের স্বতন্ত্রভাবে কোন রোগ হইতে পারে না। জীবনী শক্তির বৈষম্যই মূল, উহা হইতেই যন্ত্রসকল ক্রমে পীড়িত হইয়া থাকে।

উক্ত বৈষম্য দূরীকৃত হইলে লক্ষণনিচয়ও তিরোহিত হয়। ( Vide Organon section 6, 9, 10, 11, 14 )। লক্ষণ নিচয়ের সমষ্টি দেখিয়া 'সদৃশঃ সদৃশং শময়তি' এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগে সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। এখন দেখিতে হইবে যে লক্ষণসমষ্টি কাহাকে বলে। সুস্থ মানবদেহে এক একটি ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা ভেষজলক্ষণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে সৌসাদৃশ্যও যেরূপ অসাদৃশ্যও তদ্রূপ। অসাদৃশ্যই একটি ঔষধকে অপরাপর সমস্ত ঔষধ হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এই অসাদৃশ্যসূচক লক্ষণ নিচয়কে সেই ঔষধের পরিচায়ক ( characteristic symptoms ) লক্ষণ বলে। উহারা উক্ত ঔষধের প্রকৃতিগত লক্ষণ, উহাদের দ্বারা উহার স্বকীয়া প্রকৃতি ( individual nature ) বুঝিতে পারা যায়।

রোগীরও বহু লক্ষণের মধ্যে ঐরূপ কতকগুলি পরিচায়ক লক্ষণ ( Characteristic symptoms ) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ লক্ষণ নিচয়ও রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণ। উহাদের দ্বারা রোগীর ব্যক্তিত্ব ( personality or individuality ) বুঝিতে পারা যায়।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমি একটি জ্বরের রোগী পাইয়াছি। জ্বরে পিপাসা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রায় অধিকাংশ জ্বর রোগীতে এই লক্ষণ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার রোগীটির পিপাসা মাত্র নাই। এই যে পিপাসার অভাব, ইহা উহার একটি ব্যক্তিগত বা পরিচায়ক লক্ষণ ( Characteristic symptoms )।

পক্ষান্তরে জ্বরকালীন পিপাসা, এই লক্ষণটি অধিকাংশ ঔষধেই দৃষ্ট হইবে। কিন্তু পালসেটিলায় উহা নাই। পিপাসার অভাব পালসেটিলার একটি প্রকৃতিগত বা পরিচায়ক লক্ষণ ( Characteristic Symptoms )। এইরূপ লক্ষণ নিচয়ের সমষ্টিকে লক্ষণ সমষ্টি ( Totality of Symptoms ) বলে।

পরিচায়ক লক্ষণ স্থির করিবার নিমিত্ত লক্ষণসমূহে General, Common ও Particular এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে।

(১) General অথবা আত্মবাচক লক্ষণ। এই লক্ষণ যন্ত্রবিশেষ বা শরীরাংশবিশেষের নহে। রোগী এই লক্ষণ যন্ত্রবিশেষ বা শরীরাংশবিশেষ উল্লেখে বলে না। প্রায়ই ইহা উত্তম পুরুষের প্রয়োগে কথিত হইয়া থাকে। রোগী বলে আমি ইত্যাকার অনুভব করিতেছি। আমার এইরূপ হইতেছে। এই শ্রেণীর লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর লক্ষণ অধিকাংশ পরিচায়ক লক্ষণ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর লক্ষণের বলে চিকিৎসা চলিয়া থাকে। মানসিক লক্ষণনিচয় এই শ্রেণীভূক্ত। তজ্জন্যই মহাত্মা হানিমান মানসিক লক্ষণের সমধিক আদর করিয়াছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও কতকগুলি দৈহিক লক্ষণও এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। উহাদিগকে physical general বা আত্মবাচক দৈহিক লক্ষণ বলা যায়।

(২) Common বা সাধারণ লক্ষণ। ইহা সাধারণতঃ বহু রোগীতে এবং ঔষধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা হইতে পরিচায়ক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(৩) Particular বা যন্ত্রবিশেষ অথবা শরীরাংশবিশেষের লক্ষণ। এই শ্রেণীর লক্ষণ প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সময়ে সময়ে এই সকল লক্ষণ হইতেও কিছু কিছু পরিচায়ক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কেবল এই শ্রেণীর লক্ষণের বলে চিকিৎসা চলিতে পারে না। ইহারা আত্মবাচক লক্ষণের অধীন। ইহাদের উপর আত্মবাচক লক্ষণের প্রভাব দেখিতে পাইলেই ইহাদের মূল্য সমধিক বৃদ্ধি পায়। নতুবা স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। অনেক সময়ে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মবাচক লক্ষণের বলেই চিকিৎসা করিতে হয়।

উদাহরণ দ্বারা এই তিন শ্রেণীর লক্ষণ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। একটি রোগী জরায়ু নামিয়া পড়ায় চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছে এই রোগের নাম prolapsus বলিতেছে "আমার তলপেটে বড় বেদনা, সব যেন বাহির হইয়া আসিবার মত বোধ হয়।" জরায়ুর রোগে এই লক্ষণটি একটি Common symptom বা সাধারণ লক্ষণ। অনেক রোগীরই এইরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে Sepia, Digitil, Murex, Bel, Puls, Nux, Natrum প্রভৃতি অনেক ঔষধেই এই লক্ষণটি রহিয়াছে। সুতরাং ইহা একটি সাধরণ লক্ষণ common symptom শরীরাংশবিশেষ উল্লেখে ইহা কথিত হইতেছে; সুতরাং ইহা আত্মবাচক বা General নহে। ইহা জরায়ুযন্ত্রের লক্ষণসম্পর্কীয় হইয়াও particular বলিয়া অভিহিত হইতে পারিলনা; যেহেতু বহুরোগী এবং বহু ঔষধেই ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন কি ঔষধ দেওয়া যাইবে। শুধু এই লক্ষণের বলে বা রোগের নামানুসারে কোন ঔষধই নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না।

রোগীর অপরাপর লক্ষণ দেখা যাউক।

রোগী বলিতেছে "আমার সর্ব্বদা শীত শীত ভাব"—এই লক্ষণটি উহার ( Physical general ) আত্মবাচক দৈহিক ইহা মানসিক আত্মবাচক লক্ষণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও মানসিক লক্ষণসাদৃশ্যে যে ঔষধ সদৃশ বিবেচিত হইবে, তাহার এই ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক, নতুবা সে ঔষধ যথার্থ সদৃশ হইবে না।

"আমার হত্যা করিতে ইচ্ছা করে, এক এক সময় আমার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়, জানিনা কেন আমার স্বামীকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা হয়"

এই তিনটি উহার আত্মবাচক মানসিক লক্ষণ, ইহারা পরিচায়ক লক্ষণও বটে। ইহারা উহার ব্যক্তিগত লক্ষণ। পক্ষান্তরে কেবল Nuxvomica ঔষধেই এই লক্ষণ ত্রয়ের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। এখন দেখা যাউক "শীতশীতভাব" এই ( physical general ) Nuxvomicaর ধর্ম্ম কিনা।

মেটিরিয়া মেডিকা আলোচনায় দেখা যাইতেছে উহা Nuxvomicaর একটি বিশেষ ধর্ম্ম। এই লক্ষণটির জন্য অপরাপর ঔষধ আমাদের আর দেখিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মানসিক পরিচালনা লক্ষণ সাদৃশ্যে Nuxvomica সদৃশ হইয়াছে।

রোগীর আরও লক্ষণ রহিয়াছে, রোগী বলিতেছে,—

"আমার কোষ্ঠ শুদ্ধি নাই" "বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা" "এক একবারে সামান্য মলত্যাগ হয়" "বারংবার যাইতে হয়" — এই সকল উহার যন্ত্রসম্পর্কীয় লক্ষণ বা particular symptoms পূর্ব্বোক্ত দৈহিক আত্মবাচক (physical general) এবং আত্মবাচক মানসিক লক্ষণ কয়েকটির প্রভাবে ইহারাও পরিচায়ক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Nuxvomica ঔষধের ইহার পরিচায়ক particular। রোগী শীতার্ত্ত না হইয়া যদি বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইত অথবা উহার পরিচায়ক আত্মবাচক মানসিক লক্ষণগুলি না থাকিত, তাহা হইলে শুধু ইহাদের বলে Nuxvomica কদাপি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত পরিচায়ক লক্ষণ নিচয়ের সমষ্টির সাদৃশ্যে Nuxvomicaই উক্ত রোগীর নির্দ্দিষ্ট ঔষধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া উহার অপর কোন ঔষধ হইতে পারে না। (Vide Organon Sec. 147, 153) ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, যন্ত্রবিশেষ বা শরীরাংশবিশেষের কতিপয় লক্ষণের উপর বা রোগের নামানুসারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইতে পারে না। লক্ষণ সমষ্টির উপর একটি সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া উক্ত ঔষধ দ্বারাই চকিৎসা করিতে হইবে।

এক সময়ে একাধিক ঔষধ কদাপি রোগি-লক্ষণের সদৃশ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে লক্ষণসমষ্টি কথার কোন মূল্য থাকে না। একাধিক ঔষধের পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার তজ্জন্যই মহাত্মা হানিমানের অনুমোদিত নহে, পরন্তু উহা একেবারে নিষিদ্ধ।

Organon আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যেখানেই ঔষধের কথা সেইখানেই 'একটি' এই সংখ্যাবচক বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুস্থ মানবদেহে ভেষজলক্ষণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবেও একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগের আদেশ দৃষ্ট হইবে (Vide Organon Sec. 123, 124) তথাপি পাছে কেহ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়, এইজন্য ২৭২ সূত্রে একাধিক ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা—"In the treatment of disease only one simple medicinal substance should be used at a time"—ইহার তাৎপর্য্য হানিমান স্বকৃত টীকায় নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—Some homeopathic physicians have tried the plan of administering two medicines at a time; or nearly so, in cases where hoe of the remedies seemed to be homeopathic to one portion of the symptoms of the disease, and where a second remedy appeared adapted

to the other portion; but I must seriously warn my readers against such an attempt, which will never be necessary even if it should seem proper."

অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে রোগলক্ষণ নিচয়ের একাংশ একটি ঔষধের এবং অপরাংশ অপর একটি ঔষধের সদৃশ বলিয়া মনে হয়, এইজন্য কতিপয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক উক্ত একাংশের সদৃশ বিবেচনায় একটি ঔষধ এবং অপরাংশের সাদৃশ্যে অপর একটি ঔষধ একই সময়ে বা প্রায় তদ্রূপভাবে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সময়ান্তর করিয়া প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ প্রয়োগের আবশ্যকতা কখনও হইবে না। এরূপ উদ্যম আমার পাঠকবর্গ যেন না করেন, এজন্য আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেছি।

Organon এর পঞ্চম সংস্করণে Dudgeon কৃত অনুবাদে এই নিষেধ আজ্ঞা আরও স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে যথা—"In no case is it requisite to administer more than one single, simple medicinal substance at one time."

অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রেই এক সময়ে একটির অতিরিক্ত ঔষধ ব্যবহার করার আবশ্যকতা নাই।

স্থানীয় বাহ্য প্রয়োগ সম্বন্ধেও এইরূপ নিষেধ দৃষ্ট হইবে ( vide Organon sections 187 to 197 ) বিস্তৃতিবাহুল্যভয়ে এই সকল সূত্র উদ্ধৃত করিলাম না। হানিমান বলিতেছেন স্থানীয় রোগ ( local disease ) বলিয়া কিছু হইতে পারে না। জীবনীশক্তির বৈষম্যই রোগ। উক্ত বৈষম্য দূরীকৃত হইলেই তথাকথিত স্থানীয় রোগও ( So called local disease ) অপসারিত হইবে। সুতরাং বাহ্যপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতাই নাই। প্রত্যুত অনেক স্থলে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ইহাও হানিমানের মত। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জীবনীশক্তির বৈষম্য উপস্থিত হইলে পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিবার স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে মন ও দেহে কতকগুলি লক্ষণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। দৈহিক লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি এতই স্থূল যে, কেবল ত্বক্‌মাত্রে উহাদের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় লক্ষণনিচয় হইতে তথাকথিত চর্ম্মরোগের নানাবিধ নামকরণ হইয়াছে। এই সকল স্থূল লক্ষণ বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা ত্বক হইতে অপসারিত করিলে জীবনীশক্তির চেষ্টার বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়। অন্তর্জ্বালা প্রশমনের নিমিত্তই উহার এই ক্ষিপ্তবৎ চেষ্টা, বিরুদ্ধাচরণে উহা সমধিক বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। কার্য্যের ধ্বংস করিয়া কারণের ধ্বংসসাধন সম্ভবপর নহে। বহির্বিকাশ লুপ্ত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্য্য হইবেই হইবে। বরং বহির্বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় রোগপ্রভাব সমধিকতেজে অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া ধ্বংসের কার্য্য আরও দ্রুত সংসাধিত করাইবে। উদাহরণস্বরূপ মহাত্মা হানিমান বলেন যে Cauliflovee Rezeena Capilis Itch প্রভৃতি তথাকথিত চর্ম্মরোগে বাহ্যিকপ্রয়োগ দ্বারা দমনের ফলে উন্মাদ, মৃগী, বধিরতা, হৃদ্‌রোগ

প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন ঔষধশক্তিদ্বারা মূলে কুঠারাঘাত কর, শাখা প্রশাখা ছাঁটিয়া ফল নাই; বরং উহাতে বিষবৃক্ষ আরও সতেজ হইবে। বস্তুতঃ একাধিক ঔষধ ব্যবহার এবং বাহ্যিকপ্রয়োগের উপর তিনি এতই বিরক্ত যে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐরূপ করিতেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। যে শিষ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মতানুবর্ত্তী না হইত, তাহার সহিত তিনি কোন সম্পর্কই রাখিতেন না।

তিনি স্পষ্টই বলিতেন "He who does not walk on exactly the same line with me, who diverges, if it be but the breadth of a straw, to the right or to the left, is an apostate and a traitor, and with him I will have nothing to do". ( Vide Bradfords Life of Hanemann page 304. ) অর্থাৎ আমি যে পথে চলি তাহার রেখামাত্র ব্যতিক্রম করিয়া যে চলিবে, সেই মতত্যাগী বিশ্বাসঘাতকের সহিত আমি কোন সম্পর্ক রাখিবনা। ইহা অপেক্ষা বিরক্তির ভাষা আর কত তীব্র হইতে পারে ?

হানিমান বলিতেছেন, ঔষধটি শুধু সদৃশ হইলে হইবে না, উপযুক্ত মাত্রাতেও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শুধু ইহাও নহে, পুনঃ প্রযুক্ত হইবারও একটি উপযুক্ত সময় আছে। ( Vide rOganon sections 30, 275 ) প্রথমতঃ দেখা যাউক এই উপযুক্ত মাত্রা কিরূপ ?

হানিমান বলেন জীবনীশক্তির বৈষম্যই মূল, উক্ত বৈষম্যের বহির্বিকাশেই রোগের অনুভূতি হইয়া থাকে। শক্তি বলিয়া যাহা অভিহিত হইতেছে, তাহার বৈষম্য উৎপাদন কেবল তজ্জাতীয় অতীন্দ্রিয় বস্তু দ্বারাই সম্ভবপর। তাই হানিমানের মতে রোগকারণও শক্তিবিশেষ ( Vide Organon section 16 )। সুতরাং এইরূপ রোগকারণ ধ্বংস করিয়া বৈষম্য দূর করিতে হইলে ঔষধশক্তির আবশ্যক।

করুণাময়ের অসীম করুণায় এই ঔষধশক্তি ভেষজ দ্রব্য মাত্রেই নিহিত রহিয়াছে। স্থূলে এই শক্তি আবদ্ধ; নিদ্রিত এবং স্থূল হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সূক্ষ্ম এবং প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাকে প্রবুদ্ধ করার নাম potentization। ঔষধশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার উপায় Organon এবং Chronic disease নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যতই সূক্ষ্মের অবস্থায় আসিবে, ততই ইহা মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে কার্য্যকারিণী হইবে Vide Organon note to 287 sec.)।

মহাত্মা হানিমান্ চিন্তাদ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াও যতদিন না ফলের দ্বারা ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন স্থূল ( crude ) ভেষজদ্রব্য ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাগ করিয়া অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিতেন। সাধারণতঃ পরিস্রুত জল অথবা সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্রাংশে বিভাগকার্য্য সাধিত হইত। এইরূপ বিভাগকে তিনি Diminution, Subdivision, Attenuation এবং Dilution ও

বলিতেন। তাহার পর ঔষধের সূক্ষ্মশক্তি প্রত্যক্ষ ধরিয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দে "Spirit of Homeopathic Doctrine" নামক গ্রন্থে স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন যথা—"The spiritual power of medicine does not accomplish its object by means of quantity but by quality or dynamic firmness"—vide Bradford's Life of Hahneman page 456. অর্থাৎ ঔষধের স্থূল পরিমাণের কোন মূল্য নাই, উহার প্রবুদ্ধ শক্তিতেই কার্য্য হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতে তাঁহার dynamization or potentization এর প্রক্রিয়া যথারীতি চলিতে লাগিল। ক্রমে আর নিম্নশক্তিতেও বিশ্বাস রহিল না। বাস্তবিক ঔষধের প্রবুদ্ধ শক্তির ইয়ত্তাই নাই, শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

(Vide Organon Sec. 279.)

সুতরাং হোমিওপ্যাথিতে ঔষধের মাত্রা ( dose ) বলিলে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা পরিমেয় স্থূল পরিমাণ ( quantity ) বুঝাইতে পারে না। উপযুক্ত মাত্রা বলিলে রোগের প্রবলতানুসারে উপযুক্ত ঔষধশক্তি বা potency বুঝায়। হানিমান সাধারণ ব্যবহারের জন্য ৩০ শক্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ( vide note to Sce. 287 ) ইহা হইতে ক্রমে উচ্চশক্তিতে যাইতে হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাই আজ ১০লক্ষ এবং ততোধিক শক্তিও ব্যবহৃত হইতেছে। ৩০এর নিম্নশক্তি ব্যবহার তাঁহার অভিপ্রেত নহে; কারণ ৩০এর নিম্নে ঔষধের স্থূলত্ব রহিয়া যায়। সূক্ষ্মের সমধিক শক্তি বুঝাইবার জন্য তিনি কতই না চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, স্থূল বুদ্ধির লোক কিছুতেই সূক্ষ্মের শক্তি বুঝিতে চায় না, আলোকের শক্তি, ক্রোধের শক্তি, শোকের শক্তি কি সমধিক নহে?

(Vide note to Sec. 280.)

বাস্তবিক হানিমান যে উচ্চশক্তির পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য এবং বৈবাহিক মাননীয় ডাক্তার Von Boenning Hausen সাক্ষ্য দিতেছেন। এই শিষ্যের নাম Organon এর ২৩৫ সূত্রের টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা এই কল্যাণপ্রদ চিকিৎসার উন্নতি কল্পে আমার শিষ্যগণের মধ্যে Dr. Von Boenning Hausen সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছেন ইত্যাদি—

Dr. Boenning Hausen বলিতেছেন "The immortal Hannemann, whose talent really looks sometimes like an inspiration from above, in the last years of his life, arrived to a profound conviction of the efficiency of high attenuations" ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনের শেষ ভাগে অমর মহাত্মা হানিমানের উচ্চ শক্তির সমধিক উপকারিতায় অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ইত্যাদি—

Vide the use of high Attenuation প্রস্তাব in Homeopahtic শীর্ষক Boenning Hausen's lesser writting Page 169.

মাননীয় ডাক্তার Col Dunham তাঁহার Science of Therapeutics নামক

গ্রন্থের ২৬৫ ও ২৬৬ পৃষ্ঠায় রহস্যময়ী ভাষায় উচ্চ এবং নিম্নশক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা—

"To change the aspect of a case, to cause original symptoms to be supplanted by other symptoms, this is no *more a cure* than a "strategic change of base" is a "victorious campaign."—Yet this may be effected by repeated doses of a drug in a low potency, whether the drug be strictly homeopathic to the case or not. And a succession of such changes and supplantings may be effected day after day, until finally the patient gets well or nearly so. Meanwhile the patient may be amused by the varieties which each day brings forth, and if he know nothing of a true homeopathic cure, he may fancy he has been doing finely—

Now in this way, with low potencies, a practitioner may do quite a business on a very slender capital of knowledge, not so if he use the high potencies ; with these no change is effected in the case unless the remedy has been strictly homeopathic to the case. They are like the rifle-ball—if they hit, they kill, if not, there is no record of the shot." ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নিম্ন শক্তি ইহার স্থূলত্ব হেতু যথার্থ সদৃশ হইতে পারে না ; কিন্তু সদৃশ না হইলেও বহু প্রয়োগে উহার স্থূল ক্রিয়া (physiological action) রোগীশরীরে প্রকাশ করিয়া থাকে। এ ক্রিয়া সদৃশ নহে বলিয়া ঔষধজ অসদৃশ লক্ষণ দ্বারা রোগলক্ষণনিচয় কতক পরিমাণে লুপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনে রোগী অবশেষে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে বটে, কিন্তু উহা যথার্থ আরোগ্য নহে, রোগের বাহিক আকারের পরিবর্ত্তন মাত্র। নিম্নশক্তিব্যবহারকারীরা এইরূপে জ্ঞানের সামান্য মূলধন লইয়া বিস্তৃত ব্যবসা চালাইতে পারেন। উচ্চশক্তি যিনি ব্যবহার করেন, তাঁহার এ সুবিধা ঘটিবে না। উচ্চশক্তির স্থূল ক্রিয়া (Physiological action) নাই। যথার্থ সদৃশ না হইলে উহার ক্রিয়াই হইবে না। উহা ঠিক রাইফলবন্দুকের গুলির মত, লক্ষ্য অব্যর্থ হইলেই ব্যাধিকে ধ্বংস করিবে, অন্যথায় রোগীশরীরে উহার কোন চিহ্নও পাওয়া যাইবে না। ইহা দ্বারা উচ্চশক্তি ব্যবহার যে হোমিওপ্যাথের সর্ব্বথা অবলম্বনীয় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বস্তুতঃ ঔষধের প্রবুদ্ধ শক্তির প্রয়োগ 'সদৃশং সদৃশঃ শময়তি' এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই অঙ্গীভূত। রসায়নে যেমন রাসায়নিক মিশ্রণপ্রবণতাগুণে দুটি রাসায়নিক পদার্থ উহাদের পরস্পরের একটি নির্দ্দিষ্ট পারিমাণিক অনুপাতে (definite proportion) মিলিত হয়, এই অনুপাত ব্যতিরেকে মিলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ঔষধ কেবল সদৃশ হইলেই সদৃশ রোগ

লক্ষণ নিরাকৃত হয় না, সদৃশ ঔষধটির প্রবুদ্ধ শক্তি প্রয়োগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য Simile simplex minimum অর্থাৎ সদৃশ ঔষধটির প্রবুদ্ধ শক্তি প্রয়োগ Similia similibus curantur এর অপরার্দ্ধ অভিহিত হইয়াছে। এই উভয়ে মিলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়াছে। পুনঃপ্রয়োগপদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য মহাত্মা হানিমান নির্দ্দিষ্ট উহার সাধারণ নিয়মমাত্র উল্লেখ করিব।

Organon এর ২৪৫ সূত্রে হানিমান বলিতেছেন যে, কি তরুণ কি পুরাতন রোগে উপকারের লক্ষণ প্রতীয়মান হইলে যাবৎ উপকারের অবস্থা থাকিবে তাবৎ ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। উপকারের লক্ষণ দেখিলে বুঝিতে হইবে প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, এ অবস্থায় ঔষধ পুনঃ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আরোগ্যের পথ রুদ্ধ করিবে।

এই কথার সার্থকতা যুক্তি দ্বারা উপলব্ধ হইলেও যিনি এই নিয়ম অবলম্বনে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, কেবল তিনিই ইহার সার্থকতা সম্যক উপলব্ধ করিতে পারেন। প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় ঔষধের পুনঃ প্রয়োগের পর প্রতিক্রিয়া আসিতেছে কিনা, ইহা চিকিৎসকের একটি অত্যাবশ্যক দেখিবার এবং বুঝিবার বিষয়। উহা না দেখিয়া তিনি ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারেন না। তাহা হইলেই ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর বা দিবসে দুইবার প্রভৃতি কোন একটি নির্দ্ধারিত নিয়মে ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ওরূপ অযথা প্রযুক্ত হইলে রোগীর প্রভূত অপকার সাধিত হইতে পারে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

রোগীর ব্যক্তিগত পরিচায়ক লক্ষণনিচয় দেখিয়া Similia similibus curantur Simile Simplex minimum এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগে চিকিৎসা করিতে হইবে। সদৃশ ঔষধটির প্রবুদ্ধ শক্তির অযথা প্রয়োগ অথবা স্থানীয় কোনরূপ বাহ্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কীয় সাধারণতঃ এই কয়টিই স্থূল বিষয়।

মহাত্মা হানিমানের প্রসিদ্ধ সমালোচক Sir John Forbesএর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। সে আজ শতবৎসরেরও অধিক কালের কথা। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে, চিকিৎসা জগতে যথার্থই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সদৃশঃ সদৃশং শময়তি এবং ঔষধের প্রবুদ্ধ শক্তিই এই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ধন্য হানিমান, ধন্য তোমার প্রতিভা। তোমার প্রতিভা দেখিলে তোমাকে মানুষ ভাবিতে আমার সাহস হয় না। তুমি যথার্থই ঈশ্বরানুগৃহীত, তুমি ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই সত্যবক্তা ঋষি হইয়াছিলে। তাই তুমি মানব দেহ ধারণ করিয়াও আজ মরজগতে অমর এবং পূজার্হ হইয়া রহিয়াছ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি।

# পদ্মাপুরাণ ও দ্বিজবংশীদাস

বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যে মনসাদেবীর প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে প্লাবিত হয়। জানিনা কে কোন সময় খাঁটি বাঙ্গালার হৃদয় ও মনকে মিশাইয়া তাহাতে ভাবের জল সেচন দ্বারা মনসার কাহিনী সজীব করিয়া মনোরম আলেখ্যে সর্ব্বপ্রথম লোকলোচনের সাক্ষাৎ ধরিলেন। জানিনা গ্রন্থরচনার কত পূর্ব্বে মনসার কাহিনীর ভয় ও বিস্ময়, ভক্তি ও সরলতা, বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে উপ্ত হইয়া জাতীয় জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় আনন্দ ধারায় বহিয়া যাইত। বাঙ্গালার খাঁটি স্বদেশী লোক—সাহিত্যের সুন্দর বিকাশ এই মনসার কাহিনী জানিনা কবে কোন সুদূর অতীতের পুণ্য প্রস্রবণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার অসংখ্য নরনারীর জীবন নূতন ভাবে উদ্দীপিত করিল। ক্রমে ক্রমে এই মনসার কাহিনী বাঙ্গালার প্রাচীন লিখিত সাহিত্যে স্থান পাইল। পদ্মাপুরাণ, মনসার পাঁচালী, প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হইয়া উঠিল। সকল কাব্যেরই বর্ণনীয় বিষয় এক। আমরা ইহাকে “পদ্মাপুরাণ” এই সাধারণ নামের ভিতরে ধরিব। মনসাদেবীর অপর নাম পদ্মাবতী বা পদ্মা। তাই কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ। পদ্মাপুরাণ বাঙ্গালীর খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালায়ই ইহার উৎপত্তি ও স্থিতি। বাঙ্গালীর সমাজের ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবদেবীতত্ত্ব, প্রভৃতি পদ্মাপুরাণে প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্মাপুরাণ বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথা। ইহা বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের কাহিনী। তাই বাঙ্গালীর নিকট পদ্মাপুরাণ আদৃত। শিশু যখন রূপকথা শুনে, তখন সে মুগ্ধচিত্তে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে শুনিয়া যায়। তাহার কল্পনাময় হৃদয়ে রূপকথা সজীব মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই পরীর দেশ, সেই সোনার পাখী, সমস্ত তাহার চক্ষে বাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়। কই, কোন দিন ত শিশু শ্রোতা বর্ণনীয় বিষয়ের ঘটনাবলী সত্য কিনা জানিবার জন্য বক্তাকে প্রশ্ন করে নাই। শিশুর যাহাতে আনন্দ হয়, তাহাই তাহার নিকট সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। শিশুর পক্ষে যাহা খাটে, সমাজের শৈশব অবস্থার পক্ষে তাহাও প্রযোজ্য। পদ্মাপুরাণের কাহিনী রূপকথার মত। মর্ত্ত্যের মানুষ, আমাদেরই বাঙ্গালী মেয়ে, কলার মান্দাসে চড়িয়া মৃত পতি বুকে লইয়া, সাগর সঙ্গম হইয়া, দেবপুরে গিয়া তথায় নৃত্য করিয়া দেবতাদিগের অনুগ্রহে মৃত পতির ও মৃত ভাসুরদিগের পুনর্জ্জীবন লাভ করাইল। মরা মানুষ কি বাঁচে? এই প্রশ্ন কি কেহ করিতে সাহস পাইয়াছে? দেবানুগ্রহে সকলই সম্ভব। ভক্ত বাঙ্গালীর সরল হৃদয় কিছুই অবিশ্বাস করিতে পারিত না। দেবতাদিগকে পূজা অর্চ্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, নতুবা পদে পদে মানুষের বিপদ। দেবতার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া কেহ পারে না। সতী স্ত্রীর অসাধ্য কিছুই নাই। ইত্যাদি কত তত্ত্ব পদ্মাপুরাণে প্রকটিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাঙ্গালী সমাজের হৃদয়ের কথা। তাই পদ্মাপুরাণের এত আদর। পদ্মাপুরাণ সাহিত্য ও কাব্য। ভাবের মিলনে পদ্মাপুরাণ সাহিত্য, রসের সমবায়ে ইহা কাব্য। একাধারে পদ্মাপুরাণ লোকসাহিত্য ও ধর্ম্মকাব্য।

শ্রাবণের শেষ। ভরা বর্ষা। বাঙ্গালার ঘাটে মাঠে জল। চারিদিকে আনন্দলহরী ছুটিতেছে। কৃষকেরা বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে। সামান্য খাটুনী। দারুণ গ্রীষ্মের অসহনীয় শ্রান্তির পর, এই যা একটু বিশ্রাম। সাধারণ লোক ইতর ভদ্র সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। বর্ষার উৎপাতে সর্পকুল ব্যতিব্যস্ত। লুকাইবার জায়গা নাই। লোকালয়ে উঁকিঝুকি দিতে লাগিল। সর্পভীতি লোকের মনে জাগিয়া উঠিল। এ সমস্ত দৈবী বিপৎ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী মনসাদেবী বা বিষহরী, সর্পকুলের নিয়ন্ত্রী, তাই তাঁহাকে স্মরণ পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনসাদেবীর প্রভাব মনে পড়িল। জাগ্রতদেবতা চণ্ডীর উপাসক চাঁদ সদাগর পর্য্যন্ত মনসা দেবীর পূজা করিতে বাধ্য হইল। আর সেই চির নূতন মনসা পূজার কাহিনী, সেই চম্পক নগর, সেই চাঁদ সদাগর, সেই লক্ষীন্দর সেই বেহুলা, সকলই মনে পড়িল। ভক্তবীর চাঁদের কাহিনী, মনসাদেবীর প্রাধান্য, বেহুলার পুণ্যস্মৃতি, সমস্ত যুগপৎ হৃদয়ে উদয় হইয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবের তাড়নায় সকলকে অনুপ্রাণিত করিল। চারিদিকে আনন্দ ফুটিয়া ছুটে, ঘরে আনন্দ, বাহিরে আনন্দ, সর্ব্বত্রই এক আনন্দের রাজ্য। গৃহে গৃহে জননীগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ পূজার ভাবে মাতোয়ারা। ব্রতকথার আলোচনা, পূজার উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা, সকলই চলিতে লাগিল। এদিকে স্বর তান লয় সহকারে পরুষ মহলে মনসামঙ্গলের পাঁচালী বা পদ্মাপুরাণ পাঠ আরম্ভ হইল। সারি সারি লোক, ধনী নির্ধন, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই পাঠ শ্রবণে ব্যস্ত। স্থানে স্থানে পাঁচালীর দলের লোকেরা অভিনয় দেখাইতে লাগিল। ভাসান গানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। যথাসময় পূজা সম্পন্ন হইল। অতঃপর ভাসান গান, যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ বোধ করিয়াছেন।

পদ্মাপুরাণের উপাখ্যান ভাগের কথা সকলেই জানেন। তবু, প্রবন্ধের অঙ্গহানি নিবারণার্থে সংক্ষেপতঃ মূল আখ্যায়িকার উল্লেখ করিব। দ্বিজবংশীদাসের কাব্য হইতেই আখ্যানটির সার সংগ্রহ করিলাম।

চম্পকনগরে হরপার্ব্বতীর ভক্ত চন্দ্রধর নামে বণিক্ ( চাঁদ সদাগর ) বাস করিতেন। তাঁহার ইষ্টদেবী চণ্ডী। চন্দ্রধর বাণিজ্যে গিয়াছেন। দেবী পদ্মাবতী ( মনসা ) ভগিনী নেতার সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে চম্পক নগরে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রধরের নিকট হইতে পূজা পাইতে মনসার ইচ্ছা হইল, এবং চন্দ্রধর পূজা করিলে অন্যান্য সকলে তাঁহার পূজা করিবে, এই মনে করিয়া যাহাতে উপাস্য দেবতা হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পদ্মা ঘটরূপে জালুমালু নামে ধীবরের জালে উঠিলেন। ঘটপূজা করিয়া জালুমালু ধন সম্পত্তি লাভ করিল। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রধরের স্ত্রী সনকা নিজ ঘরে পদ্মার ঘট লইয়া গিয়া প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চন্দ্রধর পদ্মার ঘটপূজা হইতেছে দেখিলেন। রাত্রিশেষে চণ্ডী আসিয়া স্বপ্নে চন্দ্রধরকে

বলিলেন "বৎস, তুমি এই দুষ্টাদেবী বিষহরী পদ্মার পূজা করিও না। আমি তোমাকে এই হেঁতাল দিলাম। পদ্মার অপমান করিও।" পরদিন প্রভাতে হেঁতাল প্রহারে চন্দ্রধর পদ্মার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কটিদেশে আঘাত পাইয়া "অন্তরীক্ষে উঠে পদ্মা রথে ভর করি।" চন্দ্রধর মণ্ডপঘর ভাঙ্গিয়া, ভিটা খুঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন, এবং তদীয় পত্নী সনকাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। চন্দ্রধর চম্পক দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি নগরে নগরে ঢোল দিয়া পদ্মা পূজা রহিত করাইলেন। চন্দ্রধর এই প্রকারে পদ্মার সহিত বাদ আরম্ভ করিলেন। এই অপমানে পদ্মা সর্প দ্বারা চান্দের বাগান কাটাইয়া ফেলিলেন। মহামন্ত্রে চন্দ্রধর বাগান পুনরুজ্জীবিত করিলেন। চন্দ্রধর শিবের নিকট হইতে মহাজ্ঞান বা মহামন্ত্র পাইয়াছিলেন। এই মহাজ্ঞান হরণ করিলে চন্দ্রধরের অনিষ্ট করা সহজ হইবে। তাই পদ্মা কপট করিয়া চন্দ্রধরের মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। ইহা জানিয়া চণ্ডী চন্দ্রধরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নানাপ্রকার সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া শঙ্খপুর নিবাসী ওঝা ধন্বন্তরীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রধর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলেন। পদ্মার আদেশে পাণ্ডুনাগ গিয়া চন্দ্রধরের নিদ্রিত ছয়টি পুত্রকে নিশাকালে দংশন করিল। তাহাদের প্রাণত্যাগ হইল। তৎক্ষণাৎ ওঝা ধন্বন্তরীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। ধন্বন্তরী আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। ভগিনী নেতার পরামর্শে পদ্মাবতী কপটছলে ওঝার প্রাণনাশ করিলেন। তাহার পর পদ্মা নানাছলে একদিনে সর্প দ্বারা চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্রকে বিনাশ করেন। ধন্বন্তরী নাই, আর কে তাহাদিগকে বাঁচাইবে? পুত্রশোকেও বীরহৃদয় মহাপুরুষ চন্দ্রধর অটল। পুত্রশোকাতুরা সনকাকে প্রবোধ দিলেন। "কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার" বলিয়া মৃতপুত্রদিগকে জলে ভাসাইয়া দিতে আদেশ দিলেন।

কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রধর আবার বাণিজ্যে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর মনপবন কাষ্ঠ সংগ্রহ হইল। প্রকাণ্ড বাণিজ্য নৌকা প্রস্তুত হইল। সাগরে যাহাতে কাঁড়ার নাড়ুবে এই ভাবে নৌকার গঠন চলিল। নৌকা বা ডিঙ্গার নির্ম্মাণে বিশ্বকর্ম্মার পর্য্যন্ত অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ডিঙ্গার নাম "মধুকর" রাখা হইল। এই মধুকর নির্ম্মাণে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ভিতরে চন্দ্রধর হাট, ঘাট, সহর, বাজার, বাগান, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিলেন। নৌকা সজ্জিত হইল। ডুলাই কাঁড়ারীর সহিত পরামর্শ করিয়া নানা পণ্যদ্রব্যে ডিঙ্গা ভরা হইল। ব্যবহার্য্য এবং আহার্য্য কিছুই বাকী রহিল না। মধুকর ও অন্যান্য তের ডিঙ্গা লইয়া শুভক্ষণে চন্দ্রধর দক্ষিণ পাটনে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ডিঙ্গা সকল সাগরসঙ্গমে আসিল। যাইতে যাইতে রাস্তায় পদ্মার পুরী দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রধর তাহা ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলেন। পদ্মাবতী স্বীয় অপমানের প্রতিশোধার্থ, সমুদ্রের নিকট গিয়া বলিলেন যে, যদি জোঁক, কাঁকড়া, কুম্ভীর এই তিন শ্রেণীর বীর সমুদ্র তাঁহাকে দেন, তবে তিনি চন্দ্রধরের ডিঙ্গা সকলকে ধরিয়া সাগরে রাখিতে পারেন। সমুদ্র পদ্মাবতীর অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সামুদ্রিক বীরেরা পরাভব মানিলেন। চন্দ্রধরের

ডিঙ্গা সকল "কনক লঙ্কায়" উপস্থিত হইল। তথায় বিভীষণের সহিত চন্দ্রধরের দেখা সাক্ষাৎ হইল। পশ্চাৎ চন্দ্রকেতুর রাজ্যে চন্দ্রধরের বন্ধন হইল, এবং চণ্ডীর বরে তাঁহার মুক্তি হইল। এদিকে গৃহে চন্দ্রধরের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। নাম রাখা হইল লক্ষ্মীধর। মনসা স্বপ্নে আসিয়া সনকাকে বলিলেন,—

"আমা না পূজিয়া যদি বিয়া করাও তাকে।
কালরাত্রি মরিবেক দৈবের বিপাকে ॥"

চন্দ্রধর বাণিজ্য হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

"রাক্ষস ভাঁড়িয়া যত, হীরা মণি মকরত,
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি নানা ধনে।"

পদ্মাবতী ডিঙ্গা ডুবানের আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং পিতা মহাদেবের নিকট গিয়া অনেক কাঁদিয়া অনুমতি পাইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র চৌষট্টি মেঘ ও উনপঞ্চাশ পবন পদ্মার সহায়তায় নিয়োজিত করিলেন। কালীদহে ডিঙ্গা ডুবাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ভৈরবরবে কালীদহের জল তরঙ্গায়িত হইল। দেখিয়া চাঁদ চমকিত হইলেন। আকাশে পাতালে গভীর নির্ঘোষ। জলের ভীষণ কল্লোল। শিলাবৃষ্টি ঝড় বরিষণ তুমুলবেগে চলিল। তরঙ্গাঘাতে ডিঙ্গা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বীরহৃদয় চন্দ্রধর স্বীয় ইষ্টদেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তবৎসলা মাতা সন্তানের কাতর আহ্বান শুনিলেন। চণ্ডিকা আশ্বাস দিলেন। পদ্মা প্রমাদ গণিলেন। চণ্ডী বর্ত্তমানে তিনি কিছু করিতে পারেন না। তাই আবার পিতা ভোলানাথের শরণাপন্না হইলেন। শিব আসিয়া চণ্ডীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, চাঁদকে কেহ প্রাণে বিনাশ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তিনি চণ্ডীকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

"ফিরিয়া চাহিয়া চাঁদ কিছু নাহি দেখে।
শ্বাস ছাড়ি বলে মা ও ছাড়িলা আমাকে ॥"

এই সুযোগে, পদ্মা আসিয়া চন্দ্রধরকে বলিলেন, "বৎস এখনও সময় আছে। আমার পূজা কর। তোমার মঙ্গল হইবে।" চন্দ্রধর তাঁহার কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। পদ্মা আর অপেক্ষা না করিয়া একে একে সকল ডিঙ্গা ডুবাইলেন। চন্দ্রধর কালীদহের জলে ভাসিলেন। সপ্ত দিবারাত্রি জলে ভাসিয়া অবশেষে চন্দ্রধর কূল পাইলেন। চন্দ্রধর যেখানে যান, পদ্মা গিয়া সেইখানে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। নানা দুর্গতির পর চন্দ্রধর নিজগৃহে আসিলেন। পুত্র লক্ষ্মীধরকে দেখিয়া সুখী হইলেন। পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উজানি নগরের সাহ সাধুর কন্যা বিপুলাসুন্দরী ( বেহুলা ) পাত্রী মনোনীত হইল। সপুত্র চন্দ্রধর ছদ্মবেশে পাত্রী দেখিতে গেলেন। প্রভাতে মুক্তেশ্বর তীর্থে স্নান করিবার জন্য পদ্মা বিপুলাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে সহচরীগণ সহ বিপুলা দোলায় করিয়া মুক্তেশ্বরে গেল। পথে বসিয়া চন্দ্রধর ও লক্ষ্মীধর

দেখিতে লাগিলেন। বিধবা ব্রাহ্মণীর বেশে মনসা বিপুলাকে বৃথা শাপ দিবার জন্য নিকটে আসিলেন। বিপুলা স্নানান্তে ব্রাহ্মণীকে পূজা না করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিলে, বিধবা ব্রাহ্মণী কোপ করিয়া বিপুলাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, কালরাত্রে তাহার স্বামীকে পদ্মার কালনাগে দংশন করিবে। চন্দ্রধর এই সমস্ত দেখিয়াও এই কন্যাই বিবাহ করাইবেন, সংকল্প করিলেন। লৌহঘর নির্ম্মাণ করাইয়া কালরাত্রে লক্ষ্মীধরকে তথায় রাখিলে সর্পে কিছুই করিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া বিপুলার পিতার সহিত আলাপ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কেশাই কামার আসিয়া লোহার মাঞ্জস গড়িয়া দিল। পদ্মার ভয়ে ও কৌশলে, কেশাই কামার, "মাঞ্জসের কোণে ছিদ্র রাখিল গোপনে।"

যথাসময়ে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। কালরাত্রে বরকন্যাকে লৌহগৃহে রাখা হইল। পদ্মার কৌশলে কালনাগ লৌহগৃহে গিয়া লক্ষ্মীধরকে দংশন করিল। লক্ষ্মীধরের জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গেল। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অনুমতি লইয়া, বেহুলা মৃতপতির শবসহ, কলারভেলায় চড়িয়া স্বামীর পুনর্জ্জীবন কামনায় দেবপুরে চলিলেন। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহুদিন পর ভেলা দেবপুরের নিকটে উপস্থিত হইল। সম্মুখে ধর্ম্মসেতু। দুইদিকে দুইটি শোলার খুঁটি, মধ্যে একটি চুল, নীচে গভীর শূন্য। বিপুলা স্বীয় ধর্ম্মের বলে এই সেতু হাটিয়া পার হইলেন, এবং দেবপুরে স্বর্গে প্রবেশ করিলেন। শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী উষা, মর্ত্তলোকে বিপুলারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই যখন তিনি স্বর্গে গেলেন, সকল বিদ্যাধরীরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নৃত্যের সজ্জাদি লইয়া বিপুলা কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। বিপুলার নৃত্যগীতে মহেশ্বর মুগ্ধ হইয়া সকল দেবতার সভা আহ্বান করিলেন। দেবসভা বিপুলার নৃত্যগীতে তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, বিপুলা স্বীয় কাহিনী বলিলেন, এবং পদ্মার নিকট হইতে মৃতস্বামী ও ছয় ভাসুর, ওঝা ধন্বন্তরী, ও শ্বশুরের ধন জনসহ নিমজ্জিত চৌদ্দডিঙ্গা পাইবার দাবী করিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করা হইল। মুদ্দই বিপুলাসুন্দরীর পক্ষের প্রধান চারি সাক্ষী, দেব মহেশ্বর, জগন্মাতা চণ্ডী, দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যম। সুরগুরু বৃহস্পতি বিচারক। দেবসভা জুরী। শিব বুঝাইয়া বলিলেন, "চন্দ্রধর কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়াও, তাহার নিকট হইতে পূজা পাইবার জন্যই মনসা উষা অনিরুদ্ধকে মর্ত্তে বিপুলা লক্ষ্মীধররূপে জন্মাইয়াছে। মনসার হাতে ইহাদের জন্মমৃত্যু। যে জন্মাইতে পারে, সে মারিতেও পারে, এবং মারিয়া পুনর্জীবন দান করিতেও পারে। যদি চন্দ্রধর লক্ষ্মীধরের পুনর্জীবন কামনা করে, তবে তাহাকে মনসার পূজা করিতেই হইবে।" দেবসভাও এই যুক্তিতে সায় দিলেন। দেবসভার আদেশে মনসা লক্ষ্মীধরকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। মনসার মনে খট্‌কা রহিল। তাই তিনি বিনয় সহকারে পিতা মহাদেবকে বলিলেন, "সৎমা (চণ্ডী) যদি অকপটে চন্দ্রধরকে আদেশ করেন, তবেই সে আমাকে পূজা করিবে, নতুবা নহে।" ইহা শুনিয়া মহাদেব পদ্মাকে চণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। চণ্ডী পদ্মার কপালে চুম্বন করিয়া কোলে তুলিয়া বলিলেন,—

"তুমি আমি দুই নহে একই প্রকৃতি।
কহিনু পূজিবে তোমা চম্পকের পতি ॥"

পদ্মা লক্ষ্মীধর ও বিপুলার সহিত চম্পকনগর অভিমুখে চলিলেন। পথে কালীদহ হইতে চৌদ্দডিঙ্গা তুলিলেন, এবং অন্যান্য মৃত সকলের পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। যথাসময়ে সকলে দেশে উপস্থিত হইলে, বিপুলা স্বামীকে বলিলেন, "যদি শ্বশুর পদ্মার পূজা করেন, তবে ধনজন লইয়া ঘরে যাইব। তুমি এই নৌকায় থাক। আমি ডোম্‌নীর বেশে গিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মন বুঝিব।" এই বলিয়া বিপুলা গৃহে গেলেন, শ্বাশুড়ী সনকা তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন, এবং ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। সনকার চীৎকার শুনিয়া চন্দ্রধর অন্তঃপুরে আসিলেন। বিপুলা বলিলেন যে, যদি তাহার শ্বশুর পদ্মার পূজা করেন, তবে সকল ধনজন আবার পাইবেন। সনকাও চন্দ্রধরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন, এবং পদ্মার পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। চন্দ্রধর দৃঢ়সংকল্প, তিনি পদ্মার পূজা করিবেন না। চম্পকনগরের সকল লোক আসিয়া চন্দ্রধরের নিকট অনুরোধ জানাইল। চন্দ্রধর অটল।

"চান্দ বলে কভু আমি না পূজিব কাণী।
চণ্ডীর চরণ বিনে অন্য নহি জানি।"

চন্দ্রধর চণ্ডীকে স্মরণ করিলেন। দেবী আসিয়া বলিলেন,

"যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিও নিশ্চয়।
পদ্মাপূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময় ॥"

দেবীর আদেশে চন্দ্রধর পদ্মাপূজা করিয়া, সকলকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের নিষেধ সত্ত্বেও কেবল লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য চন্দ্রধর বিপুলার সতীত্বের পরীক্ষা করিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার সাতটি পরীক্ষা হইয়া গেল। অষ্টম পরীক্ষাই শেষ, ইহার নাম তুলাপরীক্ষা। যিনি সতী হইবেন, তিনি সমপরিমাণ তুলা হইতেও ওজনে হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিবেন। এই পরীক্ষার সময় বিপুলা বলিলেন যে, একমাত্র তাঁহার স্বামীই তাহাকে ধরিয়া তৌলে উঠাইয়া দিবেন। অন্যে স্পর্শ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মীধর যখন বিপুলাকে ধরিয়া তৌলে উঠাইলেন। উভয়েই লঘু হইয়া উপরে উঠিলেন। পদ্মার রথ আসিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরীক্ষে লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

এইস্থানে আমাদের আখ্যায়িকাটিও শেষ হইল।

ভাবে, ভাষায় ও লিপিনৈপুণ্যে বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ প্রচলিত কোন পদ্মাপুরাণ হইতে হীন নহে। কাব্যাংশে ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। কবি শিক্ষিত ও বহুদর্শী ছিলেন, সন্দেহ নাই। চন্দ্রধর এই কাব্যের শক্তি, আর বিপুলা এই কাব্যের প্রাণ। চন্দ্রধরের বীরত্বে ও বিপুলার চিরকমনীয় মাধুর্য্যে এই কাব্যে কবি যে সৌন্দর্য্যের রশ্মিপাত করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। জগতে নিখুঁত কিছুই নাই। বংশীদাসের

কাব্যও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। দেবচরিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া বংশীদাস স্থানে স্থানে শ্লীলতা অতিক্রম করিয়াছেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কবির হাতে দেব চরিত্র আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠা উচিত ছিল।

পদ্মাপুরাণের এই উপাখ্যানটি কি কবিকল্পিত, না ইহার কোন ভিত্তি আছে, ইহাতে কোনও প্রচ্ছন্ন রূপক আছে কি না, এবংবিধ নানা প্রশ্ন তুলিয়া কেহ কেহ উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জনৈক সমালোচক বলেন,—"আমাদের বিশ্বাস চাঁদ বেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক।... ... . ...তবে যদি চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক হয় যে, যাহারা শৈবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের একদলের নেতা ছিলেন, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই।"* আবার অপরে বলেন, "বংশীদাস নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের উপাখ্যানে রূপকচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পরধর্ম্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানে চণ্ডী হিন্দুধর্ম্মের, এবং পদ্মা পরধর্ম্মের স্থানীয়া হইয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রধর হিন্দুজাতির, সর্পগণ পরজাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আর বিপুলা নারীরূপের প্রতিরূপিণী হইয়া রমণীর শিরোমণি রূপে শোভা পাইতেছেন।"†

আমাদের ধারণা, চাঁদসদাগরের কাহিনীতে অনেক অমূলক কথা থাকিলেও উপাখ্যানটি একেবারে ভিত্তিশূন্য নহে। বাস্তবের সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, এরূপ একটা কাহিনী সমাজে প্রচলিত হইয়া কখনও এই প্রকার প্রাধান্য ও বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিত না! ইহাতে লৌকিক ধর্ম্ম-প্রচারের বিরুদ্ধে শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরোধ ও তাহার সমন্বয় প্রকটিত হইয়াছে কি না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লব বা অনুষ্ঠানের মূলে শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের হাত রহিয়াছে। সংস্কৃত কোন পুরাণে পদ্মাপুরাণের কাহিনী নাই। অনুমান হয় যে, পদ্মাপুরাণ রচনার পূর্ব্ব হইতেই মনসাপূজার কথার বীজ বাঙ্গালী-সমাজের নিম্নস্তরে কোন ঘটনার কাহিনীরূপে প্রচলিত ছিল, কবির হাতে পড়িয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃত অংশে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি পরধর্ম্মের অত্যাচার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। পদ্মাপুরাণের কাহিনীর স্থূলভাগ সকল কবিই প্রায় একভাবে রচনা করিয়াছেন। নারায়ণ দেবে যাহা আছে, বিজয় গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, বংশীদাস, সকল কবিতেই তাহা আছে। তবে উপাখ্যান ভাগে বংশীদাসের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? বংশীদাস তো পদ্মাপুরাণের কাহিনী রচনা করেন নাই। অন্য কবির ন্যায় তিনিও একজন। তবে শুধু বংশী দাসের কাব্যেই রূপকভাবের অবতারণা কেন? বংশীদাস যে তাঁহার গ্রন্থে চণ্ডীকে হিন্দুধর্ম্মের ও মনসাকে পরধর্ম্মের স্থানীয়া করিয়া

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৭-৮

† শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত "দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ।" প্রস্তাবনা পৃঃ ॥

বাঙ্গালার এক সামাজিক ধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। পদ্মাপুরাণে যদি কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব বা উপদেশ থাকে, তবে তাহা এই যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিরোধ অজ্ঞতা হইতে উৎপত্তি হয়; পদ্মা, চণ্ডী, সকলই সমান।

"চান্দের স্মরণে চণ্ডী কৈলা অধিষ্ঠান।
চান্দেরে বলয়ে পুত্র না ভাবিও আন॥
যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিও নিশ্চয়।
পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়॥"

অজ্ঞানতা প্রসূত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মবিরোধ, তাহার কি সুন্দর মীমাংসা! শ্রদ্ধান্বিত ভক্তিযুক্ত হইয়া যে কোন দেবতার পূজা করিলে ভগবান্ তাহা প্রাপ্ত হন। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

পদ্মাপুরাণের কাহিনী সতীত্বের বিজয়গাথা। বিপুলার প্রসঙ্গে আমাদের পারিবারিক সমাজের চিন্ময়ী রমণীমূর্ত্তির এক জীবন্ত আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যু হইলেও দাম্পত্যবন্ধন শিথিল হয় না। স্বামীই স্ত্রীর যথা সর্ব্বস্ব, চিরকালের শান্তি, নারীত্বের সম্মান। স্বামী অবিনশ্বর,—এই অটল শ্রদ্ধার ভাব সতীত্বের একটা মুখ্য উপাদান। ইহাই পদ্মাপুরাণের মুখ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার উপর গার্হস্থ্যসমাজের ভিত্তিস্থাপিত। পদ্মাপুরাণের কাহিনী যে বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, তাহার প্রমাণ, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল বা মনসার ভাসানের রচয়িতাসংখ্যার বাহুল্য। প্রাণের কথা সকলে আগ্রহসহকারে শুনে, তাই কবিরা শুনাইতে ব্যস্ত। বাঙ্গালায় বা কোনো দেশে এক কাব্যের এত অধিকসংখ্যক কবি ছিলেন কিনা সন্দেহ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" মনসার ভাসান রচয়িতা ৬২ জন কবির নাম পাওয়া যায়। "শ্রীহট্টের সাহিত্যসম্পদ্" নামে একখানি পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এক শ্রীহট্ট জেলায় নাকি তিনি ২২ জন মনসাদেবীর গীতিলেখক পাইয়াছেন।

মোটকথা, কবি যত জনই হউন, নারায়ণ দেব. দ্বিজ বংশীদাস, বিজয়গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দ— এই চারিজনের কাব্য সুপরিচিত। ইহার অতিরিক্ত কোন মনসামঙ্গলের পুথি প্রকাশিত হইলেও সুপ্রচারিত হয় নাই। অন্যান্য কবিদের অনেকেরই নামসংযুক্ত পৃথক গ্রন্থ পাওয়া যায় না। * এক কবির কাব্যে ভণিতায় অনেকেই নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। নারায়ণ

---

* সুসঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর একখানা পদ্মাপুরাণ ছাপাইয়াছিলেন।

ঐ বংশের স্বর্গীয় মহারাজ রাজসিংহ বাহাদুর "মনসা পাঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন। পরে ইহা 'ভারত মিহির প্রেসে' মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ দুইখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী বি, এ, মহাশয় তদীয় পিতৃদেব ৺রাধানাথ চৌধুরী বিরচিত পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ পাল স্বরচিত পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীহট্ট হবিগঞ্জের ৺ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার একখানা পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

দেবের পদ্মাপুরাণে, বিপ্রজগন্নাথ, বৈদ্যজগন্নাথ, জগন্নাথ দাস, বিপ্রজানকীনাথ, দ্বিজবংশীদাস, কৃষ্ণচরণ, শিবানন্দ, চন্দ্রবতী এই সমস্ত বিভিন্ন নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিজ বংশীদাস বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার হাজরাদি পরগণার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে কবি বলেন,—

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥

অর্থাৎ ১৪৯৭ শকে তিনি পদ্মাপুরাণ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ১৮৩৪ শক চলিতেছে। সুতরাং দেখা যায়, ৩৩৭ বৎসর পূর্ব্বে বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। কবির কাল সম্বন্ধে একটু তর্ক উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামনাথবাবু তৎসম্পাদিত বংশীদাসী পদ্মা-পুরাণের প্রস্তাবনায় বলেন যে, সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বংশীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কবির নিজের উক্তি হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি কবির কাল নিরূপণ করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "ময়মনসিংহের বিবরণ" (১ম সংস্করণ ৭২ পৃঃ) পাঠে আমরা অবগত হই—"বংশীদাসের বংশ বর্ত্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তিনি প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কেদার বাবু এইরূপ নিশ্চিতভাবে কথা বলায় বিষয়টি বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামনাথ বাবু তদীয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় একটু সতর্কতার সহিত বিষয়টির আলোচনা করিলে ভাল হইত। কেদার বাবু এক পত্রে আমায় জানাইয়াছেন যে, "বংশীদাস নামে তালুক এখনও পাতুয়াইরের রায়দের দখলে আছে। সুতরাং বংশীদাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমসাময়িক। রামনাথ বাবুর মত আনুমানিক। তিনি মনে করেন নারায়ণ ও দ্বিজবংশী এক সময়ের; আমার মত তাহা নহে।" এই বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দ্বিজ বংশীদাস পঞ্চদশ শকাব্দার শেষ ভাগের লোক। প্রমাণ, কবির নিজের কথা, যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে ইহাতে যদি পশ্চাৎ কোনও রূপ কৃত্রিমতা হইয়া থাকে তবে উপায় নাই। যাহা হউক বিষয়টা আরও অনুসন্ধানের ও আলোচনার যোগ্য। বংশাবলী সম্বন্ধে কেদার বাবু পত্রে কিছু বলেন নাই। রামনাথ বাবু যদিও তৎসম্পাদিত গ্রন্থে বংশীদাসের বর্ত্তমান বংশধরের আবাস বাটীর চিত্র দিয়াছেন, তথাপি বংশাবলী সাহায্যে কবির কালসম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করাও উচিত মনে করেন নাই। প্রচলিত পদ্মপুরাণের মধ্যে কোন্ কবির কাব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারও বিচার চলিতেছে। রামনাথ বাবু দ্বিজ বংশীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু ক্ষেমানন্দকেই বিজয়মাল্য দিয়াছেন। তিনি বিজয়গুপ্তকেও প্রশংসা করিয়াছেন, এবং নারায়ণদেবের কবিতায় স্বাভাবিকত্ব আছে, এইরূপ বলিয়াছেন। দ্বিজ বংশী সম্বন্ধে তিনি কিছু

বলেন নাই। রামনাথ বাবু বলিতেছেন—"নারায়ণদেবের কাব্য উচ্চ অঙ্গের কাব্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার ভাষা গ্রাম্য ও শিথিল, তাঁহার ভাব অনেক স্থানেই ইতর ও অশ্লীল, এবং তাঁহার কল্পিত চিত্রগুলি নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়া বিকৃত। * * ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের রচনা আরও দূষিত। তাঁহাদের রচনায় অনেকস্থলে ভাষাজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। * * বংশীদাস মূল উপাখ্যানটিকে অতিশয় উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন, গাঢ়তাই তাঁহার ভাষায় লক্ষণ। বংশীদাসের ভাষা সর্ব্বত্রই তাঁহার ভাবের অনুগত।" রামনাথ বাবুর এই মত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার আমাদের সম্প্রতি অবসর নাই; তবে, সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিনি আলোচ্য বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের সমালোচনা করিতে যাইয়া, তাহাতে সর্ব্বত্রই গুণ দেখিয়াছেন, এবং অন্যান্য সকলেরই দোষ দেখিয়াছেন; গুণ ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। আমাদের ধারণা রামনাথ বাবুর কথায় পক্ষপাতমূলক অতিশয়োক্তি আছে। বংশীদাসের কাব্যেও দোষ আছে। নারায়ণদেবের কাব্যে যে অশ্লীলতা, বংশীদাসে তাহা নাই কি? রামনাথ বাবুর সম্পাদিত গ্রন্থের ১১০ পৃঃ, ৪১১ পৃঃ, ৪১৩ পৃঃ, ৬০৪ পৃঃ, ও ৬২৪ পৃষ্ঠা দেখিলেই ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। বংশীদাসের চন্দ্রধরও কি "নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়া বিকৃত" নহে? দৃষ্টান্ত যথা,—

"হেনকালে বেউলা কয় সনকার ঠাই।
চান্দ বলে মরা পুত্র সাগরে ভাসাও।
ভেড়ুয়া বান্ধিয়া দেও বিলম্বে কার্য্য নাই॥
পুত্র মৈল তার সঙ্গে কলা দিব কাও॥
তারে শুনি বাগানিয়া চলিল সত্বর।
একছড়ি কলা বেচিমু নও বুড়ি।
খুজিলেক রামকলা চান্দের গোচর॥
কোন্ দোষে দিব আমি হেন কলা ছড়ি॥
লক্ষ্মীধর পুত্র মৈল তারে গায় সয়।
কলাগাছ কাটা গেলে পরাণ সংশয়॥"

ইহা সাধারণ বাণিয়ার কথা হইতে পারে; কিন্তু চন্দ্রধরের মত বণিকরাজের উপযুক্ত হয় নাই। চন্দ্রধর কি এতই অর্থপ্রিয়? যদি তিনি এই প্রকার অর্থপ্রিয় হইতেন, তবে নিশ্চয়ই বহুপূর্ব্বে মনসার সহিত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া ফেলিতেন।

অশ্লীলতা কাহাকে বলে, তাহার সংজ্ঞা রামনাথ বাবুর প্রস্তাবনায় নাই। নারায়ণদেবে যদি সামান্য আদি রসের উল্লেখ দেখিয়া তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে কালিদাস প্রভৃতি কবিকে ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জ্জন করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে। রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতির পাঠ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সাহিত্য দর্পণের সূত্র দ্বারা বা কোনও কাল্পনিক আদর্শ দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তদানীন্তন সমাজের হৃদয়মুকুরে কাব্য প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, তাহাই বিচার্য্য। বংশীদাস তাঁহার উদ্ভাবিনী শক্তিদ্বারা অনেক স্থলে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু, অন্য কবিরা যে বিষয় রসিকতা বা ব্যঙ্গেরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সুরুচির অভাব

বিবেচনা করা বোধ করি সঙ্গত হইবে না। আরও একটি কথা এস্থলে বক্তব্য আছে। রামনাথ বাবুর সম্পাদিত পদ্মাপুরাণের একস্থলে নিম্নলিখিত পাঠটি দৃষ্ট হয়, —

"রাঢ় হইতে আসিলেক লৌহিত্যের পাশ।
হাজ্‌রাদি পাতুয়ারী গ্রামেতে নিবাস॥

আমাদের বিবেচনায় পংক্তিতে কালবিরোধ দোষ (anachronism) ঘটিয়াছে। গ্রন্থান্তরে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহাই বোধ হয়, শুদ্ধ পাঠ হইবে। হাজ্‌রাদি নামে কোন গ্রাম নাই। ইহা একটি পরগণার নাম, বংশীদাস যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন (১৪৯৭ শক, ১৫৭৫ খৃঃ) তখন পরগণা বিভাগ হয় নাই। আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমল কর্তৃক সরকার ও পরগণার বিভাগ হয়।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণ-বিভাগ অনেকটা দৃঢ় ছিল। দেশে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব ছিলনা। জ্যোতিষজ্ঞ দৈবজ্ঞেরা যথেষ্ট আদৃত হইতেন। শুভদিন দেখিয়া লোকে শুভকার্য্য করিত। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ নিজ নিজ ব্যবসায় করিতেন। শূদ্রেরা হলবাহক ছিল। বৈদ্যেরা চিকিৎসক ছিলেন। সর্পাঘাতে ওঝার মন্ত্রৌষধি চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে 'ভেরুয়া' বান্ধিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। গোয়ালিনীরা বাড়ী বাড়ী গিয়া দই, ক্ষীর, ননী প্রভৃতি বিক্রয় করিত। ডুম্‌নীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হাত পাখা বিক্রয় করিত। সম্ভ্রান্ত বা ধনী পরিবারে স্ত্রীলোকেরা শীতল পাটিতে বসিয়া তাঁহাদের সভা করিতেন। ভদ্রলোকেরা বাহির মহলে ফরাস ব্যবহার করিতেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা জলপথে সুন্দর নৌকা ও স্থলপথে পাল্‌কী ব্যবহার করিতেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর ও কজ্জল দিতেন। ধনী লোকেরা কন্যাদানের সঙ্গে দাস দাসীও দান করিতেন। ধনী লোকদের বিবাহে যথেষ্ট বাজি পোড়ান হইত। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইত। অতিথি সৎকারে সকলেরই বিশেষ আস্থা ছিল। প্রায় প্রতিগৃহে স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। চৌর্য্যাপরাধে দুই কাণ চিরিয়া দেওয়া হইত। স্ত্রীলোকেরা শক্তিশালিনী ছিলেন। সমাজে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নানা প্রকার সংস্কার ছিল। স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধের বা মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। এ স্থলে এই অপরূপ ঔষধের দুইটি নমুনা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলামনা—

(১) "যোড় গুয়া যোড়পান মাছি ও মাকড়।
উভৎলেঙ্গরার ছাল মানের শিখড়॥
একত্রে বাটিয়া তায় কেশে দেহ জড়ি।
এক তিল জামাইয়ে না যাইবে ছাড়ি॥"

(২) "শ্মশানের জল আর কলসের মাটি।
পুরাণ ঝাড়ুর সনে একত্রেতে বাঁটি॥

গোঠঁলিতে বান্ধিয়া রাখিও বাম পাশে।
করিলে হাজার দোষ মুখ চাহি হাসে॥"

স্ত্রীলোকেরা রন্ধন বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বড় ঘরের মেয়েরা, এমন কি রাণীরাও, তখন স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। (এই তিনশত বৎসর পরেও তাহাদের রন্ধনের বর্ণনা পাঠ করিলে জিহ্বায় জল আসে।) সেই কালের উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদির স্বাদ আমাদের অদৃষ্টে অধুনা ঘটিয়া উঠা দায়। তাই আমরা শুনিয়াই সুখী হই। পাকা গৃহিনীদের রন্ধন বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। প্রথমে নিরামিষ—

"প্রথমে নালিতাশাকে, রান্ধিলেক তৈল পাকে,
কচুশাকে নারিকেল কাটি।
সাঞ্চি শাক ঘৃতে ভাজে, আদা দিয়া তার মাঝে,
মাটাশাকে জিরা লঙ্গ বাটি॥
পালই শাক বসায়্যা, ভাজে তারে ঘৃত দিয়া,
পরে দিল মরিচ লবণ।

ঘৃতে ভাজে নিমপাত, উদিসা উরসী তাত,
বেত আগে থউরের ছই।
বাগুণ তরই ঝিঙ্গা, ভাজে ভুম্বরাজ ডাঙ্গা,
কাঁচাকলা ভাজে ভুধকই॥
লাউ কুমড়া চাকি, হরিদ্রা পিঠালী মাখি,
বস বাস জিরা লঙ্গবাটিগ
কাঁঠালের বীজগুলি, ভাজিলেক ঘৃতে তুলি,
শিম্ব উরসী দালি বটী।
একে একে নিরামিষ, রান্ধিল ব্যঞ্জন ত্রিশ,
শুক্ত রান্ধে আর ডালি নানা।
অম্ল রান্ধে পাকা কলা, আদা লেম্বু পৈরা মুলা,
দ্বিজ বংশীদাসের রচনা॥

অতঃপর আমিষ,—

বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি।
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি॥
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি॥
ইলিশ তলিত করে বাচা ও ভাঙ্গনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শৌল পোনা॥
বড় বড় ইচা মৎস্য করিল তলিত।
রিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত॥

বেত আগ পলিয়া চূঁচুরা মৎস্য দিয়া।
শুকত ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া॥
পাব্তা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥
কিঞ্চিৎ নালিতা পত্র তার মধ্যে আদা।
লাউ দিয়া ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদা॥
বাগুণ দ্বিখণ্ড করি তাত লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঞর ভোগ॥
নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।
পিপুল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বস্কানে॥
লাফা বাগুন দীর্ঘে করি চারি খণ্ড।
চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড॥
মাষ দাল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথা।
হিঙ্গের সম্ভারে তাতে দিল তেজপাতা॥
জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে।
ভুবন মোহিত কৈল ব্যঞ্জনের বাসে॥
আদা জামিরের রসে কৈ মৎস্য ভাল।
অম্ল ব্যঞ্জন রান্ধে পৈকর মিশাল॥
পোনা মৎস্য দিয়া রান্ধে করঞ্জ অম্বল।
তিল চালিতা রান্ধে সুখাদ্য কেবল॥
পাকুয়া তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি।
বদরির অম্ল রান্ধে শোল মৎস্য কাটি॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে আমরা তাৎকালিক বঙ্গীয় সমাজের অনেকটা স্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাই। পদ্মাপুরাণের গলিত পত্রে বাঙ্গালার কত প্রাচীন কাহিনী, কত সামাজিক ও ভৌগোলিক তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। শত বর্ষের ছিন্ন কন্থার আবরণের ভিতর কাঠের মলাটে আবদ্ধ গলিত পদ্মাপুরাণে বাঙ্গালার কত শিল্প ও বিলাস সম্ভারের কথা গাথা রহিয়াছে। বাঙ্গালার সমাজ ও বাঙ্গালী জাতিকে জানিতে হইলে পদ্মাপুরাণই প্রধান অবলম্বন।

চন্দ্রধর, বেহুলা ও সনকা,—পদ্মাপুরাণের এই তিন প্রধান চিত্র। তিনটি চিত্রই সমাজের আদর্শপক্ষে অনুকূল। তাঁহাদের কাহিনী সমাজে আলোচিত ও তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বের অনুকরণ হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর। সামাজিকের আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে কালোপযোগী নূতন ভিত্তির উপর প্রাচীন হিন্দু আদর্শে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হইলে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। চন্দ্রধরের চরিত্রের দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্টে স্থিরমতি হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। সনকার ন্যায় সদ্গৃহিণী ও বেহুলার ন্যায় পতিপ্রাণা রমণী বঙ্গের ঘরে ঘরে যেন আমরা অধিকতর দেখিতে পাই;—নচেৎ জাতীয়ত্ব বজায় থাকা অসম্ভব। পদ্মাপুরাণের চর্চ্চায় যেন এই সুফল প্রাপ্ত হই।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ।

# ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন।

## পূর্ব্বানুবৃত্তি।

( ৭ম ভাগ ২য় সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার পর )

অস্যাঃ ( ৭৩ ) সীমা পূর্ব্বেণ কোষ্ঠমাকৃথিযান বিল্লপূর্ব্বঃকূলম্ ( ৭৪ ) কুম্ভবিত সম্ভবাসৎক মকুতি মাকৃথিযান ( ৭৫ ) ভূসীম্নি ( ৭৬ ) ক্ষেত্রালিশ্চ। পূর্ব্বদক্ষিণেন তদ্ভূঃ ( ৭৭ ) কুম্ভবিত লাকৃথবাভোগ কাসী পাটকভূম্যোঃ ( ৭৮ ) সীম্নি বৃহদালিঃ। দক্ষিণেন তদ্ভূসীম্নি বৃহদালিঃ। উত্তরগ। পশ্চিমগ বক্রেণ ( ৭৯ ) স্বল্পহ্যাতি ( ৮০ ) কৈবর্ত্তানাং ভোগদীর্ঘিকা( ৮১ )কোষ্ঠে ভূ(৮২)সীম্নি ক্ষেত্রালী। বংশস্তূপত্রয়ঞ্চ। দক্ষিণপশ্চিমেন তদ্ভূসীম্নি দিগ্‌জুম্মা ( ৮৩ ) নদী। উত্তরগবক্রেণ তদ্ভূসীম্নি সৈব নদী। পূর্ব্বগ। উত্তরবক্রেণ কোষ্ঠ কাসীপাটক ( ৮৪ ) ভূসীম্নি ক্ষেত্রালী। পশ্চিমগবক্রেণ তদ্ভূসীম্নি বাস্থালিঃ। পশ্চিমেন দিগ্‌জুম্মা নদী। পশ্চিমোত্তরেণ সৈব নদী। উত্তরেণ তথাগতকারিতাদিত্যভট্টারক ( ৮৫ ) সৎকশাসনভবিষাভূসীম্নি ক্ষেত্রালিস্থশাখোটক ( ৮৬ ) বৃক্ষঃ। ( ৮৭ ) পশুপতি কারিত পুষ্করিণী ( ৮৮ ) দক্ষিণ ( ৮৯ )

( ৭৩ ) মূলে বিসর্গটি নাই। ( ৭৪ ) মূলে আছে 'কূল॰ম্'।

( ৭৫ ) মূলে আছে 'মকৃথিযান' কিন্তু পূর্ব্বে এবং পরেও 'মাকৃথিয়ান' রহিয়াছে।

( ৭৬ ) ডাঃ হর্ণলি 'হসী' পড়িয়াছেন। এস্থলে অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ; 'হসী' যে না হইতে পারিত এমন নয়। 'ভূসীম্নি' পাঠ কল্পনার তাৎপর্য্য এই যে হর্ণলি সাহেব যে অক্ষরটি 'হ' পড়িয়াছেন তাহা 'ভূ'ও পড়া যায় এবং 'সী' এর পর দেখা না গেলেও এই শাসনে অক্ষরচ্যুতি খুবই সাধারণ ; বিশেষতঃ পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে "ক্ষেত্রালি" শব্দের পূর্ব্বে প্রায় সর্ব্বত্র 'ভূসীম্নি' রহিয়াছে।

( ৭৭ ) মূলে বিসর্গ পড়িয়া গিয়াছে।

( ৭৮ ) ডাঃ হর্ণলির মতে শুদ্ধ পাঠ হইবে 'ভূম্যাঃ'। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ 'কুম্ভবিতলাকৃথবাভোগ' এবং ( এই শাসনের বিষয়ীভূত ) 'কাসীপাটক' এই দুইটি ভূমির উল্লেখ রহিয়াছে।

( ৭৯ ) মূলে আছে 'বক্কেণ'।

( ৮০ ) মূলে আছে 'স্বল্পস্থতি' ; কিন্তু ডাঃ হর্ণলি ইহা যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন।

( ৮১ ) মূলে 'ভোগদীর্ঘা' আছে ; হর্ণলি সাহেব সংশোধন আবশ্যক মনে করেন নাই।

( ৮২ ) 'কো' এর পর দুইটি অক্ষর বড় অস্পষ্ট ; তবে 'কোষ্ঠে ভূ' ই বোধ হয় ঠিক্ পাঠ।

( ৮৩ ) ডাঃ হর্ণলি 'দিগুম্মা' পড়িয়াছেন। 'গ' এর নীচে স্পষ্ট একটি 'জ' দেখা যায় ; এবং পরেও এই নদীর নাম ঐরূপই লিখিত রহিয়াছে।

( ৮৪ ) মূলে 'কাষী' আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভুলেও 'কাশী' করা হয় নাই।

( ৮৫ ) মূলে আছে 'ভটারক'।

( ৮৬ ) ডাঃ হর্ণলি 'শ' স্থানে 'ল' পড়িয়া 'ক্ষেত্রালিস্থলাখোটক' ( অর্থাৎ ক্ষেত্রালিস্থল + আখোটক ) করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু 'শ' টা খুব স্পষ্টই আছে। ( ৮৭ ) মূলে বিসর্গ নাই।

( ৮৮ ) মূলে আছে 'পুষ্কিরিণী'। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনেও 'পুষ্কিরিণী' আছে। বোধ হয় সেই সময়ে এদেশে 'পুষ্কিরিণী' নামই প্রচলিত ছিল।

( ৮৯ ) মূলে 'দক্ষি' আছে 'ণ' টি পড়িয়া গিয়াছে।

পার্শ্বে ( ৯০ ) ক্ষেত্রালিশ্চ। ( ৯১ ) উত্তর পূর্ব্বেণ তদ্রুঃ ( ৯২ )। কোষ্ঠ মাক্‌খিয়ান বিল্লপূর্ব্বঃ। কূলক্ষেতি ॥✕॥

## ( বঙ্গানুবাদ )

'হে কিতব, তোমার সর্ব্বস্ব—খট্বাঙ্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি—অদ্য আমি জিতিয়াছি ; কিন্তু সমস্তই প্রত্যর্পণ করিলাম, কেবল গঙ্গা আমার জলবহনার্থ কিঙ্করী হইয়া থাকুক'। গৌরীর এই বাক্যে, তদীয় দ্যূত-কৌশলে পরাজিত মহাদেবের লজ্জাবনত মস্তকের জয় হউক। ১

পশুপতি প্রজাধিনাথ ( ১ ) পূজিত-দেহমহিমা ( ২ ) মহাবরাহের জয় হউক ; এবং ভগদত্ত-জনকের ( নরকের ) জননী অশেষ নৃপতিগণের আশ্রয়স্থান ধরিত্রীরও ( জয় হউক )। ২

যাহার বারি নৃপতি ( রূপ বৃক্ষের ) কণ্ঠ ( রূপ ) কাণ্ড ছেদনকারী পরশুরামের কুঠারের ঘনরক্ত ( রূপ ) কর্দ্দম ধৌত করিয়াছিল, ( ৩ ) সেই সরিদ্‌গণের অধিপতি ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্য তোমাদের কলিকল্মষরাশি প্রক্ষালন করুন। ৩

কল্পান্তকালে সমুদ্রমুদ্রা ( মুদ্রিত ভাব ) ভেদ করিয়া যিনি পাতালস্থ পঙ্করাশিমধ্যে নিমগ্না হইয়াছিলেন, সেই বসুমতীকে বরাহরূপী নারায়ণ ভীষণ ভুজঙ্গ-বসতিস্থল স্বীয় খুরাস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ৪

দংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধৃত ধরণীর আলিঙ্গনযুক্ত সম্ভোগে সঞ্চিতরস দ্বারা যদীয় চিত্ত রস-মন্থর হইয়াছিল, সেই নারায়ণের পুত্র শ্রীমান্ নরক নামে নরপতি ছিলেন,—যাঁহার পাদমূল ত্রিভুবনকর্ত্তৃক বন্দিত হইত। ৫

অপারযশাঃ সেই ( নৃপতি ) পিতার ( নারায়ণের ) অপর বক্ষঃস্থলের ন্যায় রত্নপ্রভাদীপ্ত

( ৯০ ) মূলে যাহা আছে তাহা স্পষ্টতঃ 'পাট্টো' পড়া যায় ; 'পার্শ্বে' পাঠ ডাঃ হর্ণলির অনুমান। 'পাক্কৌ' পাঠ করিতেও পারা যায়।

( ৯১ ) ইহার পূর্ব্বে ( উপরের পংক্তির শেষাক্ষর ) একটি 'উ' অতিরিক্ত রহিয়াছে।

( ৯২ ) মূলে বিসর্গটি নাই।

( ১ ) পশুপতি মহাদেব ; কিন্তু যৌগিকার্থে মহাবরাহের বিশেষণই হইবার সম্ভাবনা ; কেননা মহাদেবের বন্দনা প্রথম শ্লোকেই হইয়াছে। 'প্রজাধিনাথ' ব্রহ্মা ; কিন্তু ব্রহ্মার বন্দনা কবিগণ মঙ্গলাচরণে কদাচিৎ করেন। এ স্থলে "প্রজাপতি" নারায়ণের নামান্তর বলিয়া 'মহাবরাহের' বিশেষণই হইবার কথা।

( ২ ) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"of a wonderful bodily form"।

( ৩ ) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন—"( is called Lauhitya—or bloody because ) its waters were stained with the copious blood of the Kshatriyas" মূলে ঠিক এই ভাবটি নাই বটে, কিন্তু 'লোহিত' শব্দটিকে শোণিতার্থে ব্যবহৃত করিয়া ( বোধ হয় অনুপ্রাসানুরোধে ), কবি এইরূপ ভাবাবিষ্কারের অবসর দিয়াছেন। কালিকাপুরাণে ( বঙ্গবাসী সংস্করণ ৮৩ তম অধ্যায়ে ) 'লৌহিত্য' নামের ব্যুৎপত্তি আছে :—

লক্ষ্মীর আবাসস্থান পবিত্র উপকণ্ঠে বনমালা—সমন্বিত (৪) সত্ত্বোপলক্ষিত ( ৫ ) প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরে বসতি করিয়াছিলেন। ৬

তাঁহার ভগদত্ত নামক পুত্র পিতার সমস্ত গুণের আশ্রয়স্থল ছিলেন; যিনি উৎসাহ-দৃপ্ত অতি বলশালী এবং বৈরিপক্ষের ধ্বংসকারী হইলেও সতত হীনবলদিগকে ( সহায়তা সাধনে ) পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেন। ৭

তাঁহার অরিযশোহরণকারী বজ্রদত্ত ( নামক ) পুত্র ছিলেন;—তিনি বিজয়শীল নৃপতিগণের অগ্রভাগে নরকবংশীয়দের উন্নত পদবী প্রকৃষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বজ্রসদৃশ বাহু-বীর্য্য প্রদর্শনে বজ্রপাণি ইন্দ্রের পরিতোষ বিধান করিয়াছিলেন। ৮

সেই রাজবংশে শ্রীব্রহ্মপাল নরপতি হইয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র রত্নপাল পৃথিবীতে অরিহন্তা জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন; এই অমূল্য গুণনিধি নৃপতির মহিমার ( আর ) কি বর্ণনা করিব, শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের শ্লাঘনীয় সুচরিতমালা ইঁহাতে আরোপ হইয়া থাকে।৯

যিনি পৃথিবীকে সুধাধবলিত শিবাধিষ্ঠিত মন্দিরসমূহ দ্বারা, ব্রাহ্মণগণের গৃহ নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা, যজ্ঞশালা সমূহ যূপাবলী দ্বারা, নভোমণ্ডল হোম-ধূম দ্বারা, সমুদ্র-জল ( যুদ্ধার্থ ) যাত্রাকালীন ( সমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল বিজয়-স্তম্ভ দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়াছিলেন।১০

তাঁহার পুত্র পুরন্দর পাল ( ৭ ) উদারকীর্তি, দাতা, ভোক্তা, শুচি, কলাকুশল, শূর এবং সুকবি ছিলেন।১১

ব্রহ্মকুণ্ডাৎ স্বতঃ সোঽথ কাসরে লৌহিত্যাহ্বয়ে
কৈলাসোপত্যকায়াস্তু ন্যপতদ্‌ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥

*     *     *     *

তস্য নাম স্বয়ং চক্রে বিধির্লৌহিত্যগঙ্গকম্।
লোহিতাৎ সরসো জাতো লৌহিত্যাখ্যস্ততোঽভবৎ ॥

অতএব নামের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ কোথায়?

( ৪ ) ডাঃ হর্ণলি 'বনমালভারি' শব্দটি পড়িতে পারেন নাই—লিপিপ্রমাদই ইহার কারণ। যাহাহউক এই নিমিত্ত অনুবাদও ঠিক হয় নাই। দুঃখের বিষয় যে শ্লেষমূলক উপমাবিশিষ্ট "পুণ্যোপকণ্ঠবিলসদ্বনমালভারি" এই সুন্দর শ্লোকপাদটিতেই গলদ ছিল।

( ৫ ) "সত্ত্বৈঃ ( উপলক্ষণে তৃতীয়া ) এই পাঠ অবলম্বনে এইরূপ অনুবাদ করা হইল। ডাঃ হর্ণলি 'সজ্জৈঃ' পাঠ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন "with every circumstances of pomp."

( ৬) হর্ণলি সাহেব এ স্থলে অনুবাদে লিখিয়াছেন :—"Who emulated the renowned good deeds of Rama or Krishna." ভাবটা বাস্তবিক ঠিক্ এইরূপ নয়। লোকে তাঁহাকে শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণবান্ মনে করিত, ইহাই বাক্যার্থ।

( ৭ ) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদে বলিয়াছেন :—"Purandarpala a ruler of wide renown &c &c"

মৃগয়া-রসিক যিনি সমরক্ষেত্রেও বহুবার বিপক্ষ রাজশার্দ্দূলদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্ত শররাজি-বিরচিত পঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া অতিশয় কৌতুক ( উপভোগ ) করিতেন।১২

তিনি জামদগ্ন্যের বাহুবল-বিজিত প্রভূত রাজ্যের (৮) নৃপতিবংশ-সম্ভূতা লোকদুর্ল্লভা দুর্ল্লভাকে লাভ করিয়া সুষ্ঠু কলত্রবান্ হইয়াছিলেন। ১৩

শক্রের যেমন শচী, শম্ভুর যেমন শিবা, স্মরের যেমন রতি, হরির যেমন লক্ষ্মী, নিশাকরের যেমন রোহিণী তাঁহারও ( পুরন্দর পালের ) তেমনি তিনি ( দুর্ল্লভা ) যোগ্য-প্রণয়িনী ছিলেন।১৪

তাঁহাদের হইতে ইন্দ্রপালদেব জাত হইয়াছিলেন ; তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদীপ ( স্বরূপ ), বসুমতীর প্রকাশমান ভূষণ ( স্বরূপ ), ( ৯ ) শক্রবিনাশক, জিতেন্দ্রিয়, নীতিজ্ঞ ও শীলবান্ (১০) ব্যক্তিগণের অগ্রণী ছিলেন ; তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলে সেবার্থ কৃতাঞ্জলি রাজগণের স্বেচ্ছায় আনমিত মুকুট ( চ্যুত ) রত্নসমূহ বিক্ষিপ্ত হইলে ( বোধ হইত ) যেন ( মণিময় ) সভাস্থল ফলযুক্ত ( ১১ ) হইয়াছে। ১৫

পদবাক্য তর্কতন্ত্র ( রূপ ) প্রবাহ দ্বারা অতিশয় তরঙ্গযুক্ত সর্ব্ববিদ্যা ( রূপ ) নদীসমূহের অগাধ জলমধ্যে যিনি নিমগ্ন হইয়াও ( পর ) পারে গমন করিয়াছিলেন। ১৬

যাঁহার যশোবিগ্রহ পিতা স্বর্গগত হইলে পূতচিত্ত পৌত্রের * * * * গুণানুরূপ * * স্বয়ং নিজ রাজ্য-লক্ষ্মী (?) অত্যর্পিতা (?) হইয়াছিলেন ( ১২ )॥ ১৭

তাম্রশাসনের সমালোচনায় তিনি ঠিক্ই অনুমান করিয়াছেন, যে পুরন্দরপাল রাজত্ব করেন নাই ; তবে কেন এখানে "ruler" কথাটি ব্যবহার করিলেন ?

( ৮ ) এই রাজ্য কোন দেশে তাহার নিরূপণ করা কঠিন। যে পরশুরাম একবিংশতিবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহার বাহুবলে কোন রাজ্য অবিজিত ছিল ইহাই তর্কের বিষয়। পরশুরামকুণ্ডের সমীপস্থ অধুনা মিশ্‌মি অধিকৃত ভূভাগে পরশুরাম কতিপয় ব্রাহ্মণ সংস্থাপিত করিয়া যান—হয়ত এখানে একটি রাজ্যও ছিল—তাহা ক্ষুদ্র হইলেও শাসনলেখক কবির ভাষায় ঈদৃশ প্রকাণ্ডীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে !

( ৯ ) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"Who like the light of the East ( i. e. the Sun ) illumined the ( whole ) terrestrial globe." পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি "বসুমতীমণ্ডন" স্থলে "বসুমতীমণ্ডল" পড়িয়াছিলেন।

( ১০ ) হর্ণলি সাহেব তরজমা করিয়াছেন—"among the just and righteous" উভয়টি ( ইংরেজী ) শব্দইত প্রায় একার্থবোধক।

( ১১ ) ডাঃ হর্ণলি লিখিয়াছেন—"The mosaic floor of audience hall looked like a fruit covered tree by reason of the strewn about jewels" ; ইহাতে অনুবাদ সুখে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

( ১২ ) দুঃখের বিষয় এই অতি প্রয়োজনীয় শ্লোকটির অধিকাংশ অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। ডাঃ হর্ণলিও আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আংশিক পাঠে গোল থাকায় ইহার অনুবাদেও কোন অর্থবোধ হয় না। তবে শ্লোকের মর্ম্ম বোধ হয় এই ছিল, যে, ইন্দ্রপালের পিতা স্বর্গারূঢ় হইলে পৌত্রকে ( ইন্দ্রপালকে ) যথোপযুক্ত

যে বিনয় ও বিক্রমবিশিষ্ট নরপতি উন্নত ( সিংহাসনস্থ ) থাকা সময়ে পৃথিবী পৃথুরাজের ( কালের ) ন্যায় পুনশ্চ প্রজাগণের আনন্দদায়িকা সর্ব্বকাম ( প্রদা ) ধেনু-স্বরূপা ( ১৩ ) এবং প্রকৃষ্ট উন্নতিশীলা হইয়াছিলেন ॥ ১৮

হস্ত্যশ্বরত্নসম্পন্না রাজগণ-দুর্জ্জয়া শ্রীদুর্জ্জয়া নাম্নী নগরী সেই নৃপতির সদৃশগুণযুক্তা রাজধানী ছিল ॥ ১৯

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি দ্বারা বিখ্যাত অপ্রতিহতদণ্ড অশেষরিপুপক্ষক্ষয়কারী বারাহ— পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীরত্নপাল ধর্ম্মদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক কুশলী মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্রপালদেব,

উত্তরকূলে হপ্যোম বিষয়ান্তঃপাতী কাসীপাটকভবিষা ভূমির অপক্ষস্থ ( ১৪ ) চতুঃসহস্র-ধান্যোৎপত্তিশালিনী ভূমিতে যথাপূর্ব্ব উপস্থিত বিষয়করণ ব্যাবহারিক প্রভৃতি জনপদ বাসি-গণকে রাজা রাজ্ঞী রাণক সম্বন্ধীয় অন্যান্যদিগকে এবং রাজন্যবর্গ রাজপুত্র রাজবল্লভ প্রভৃতি যাহারা ভবিষ্যতেও থাকিবেন, তাঁহাদের সকলকেই সম্মান সহকারে আদেশ করিতেছেন ;— আপনারা অবগত হইবেন যে এই ভূমি, বাড়ী জমি স্থল জল গোবাট আবর্জ্জনাস্থান সমন্বিতা যথাসংস্থা আপন সীমাস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃতা হস্তিবন্ধ নৌকাবন্ধ চৌরোদ্ধরণ দণ্ডপাশ উপকরিকর নানানিমিত্তক উৎখেটন ( ১৫ ) এবং হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গো মহিষ অজ মেষগণের প্রচার প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার পীড়া নিবারণপূর্ব্বক শাসনের বিষয়ীভূত করিয়া,

হরিপাল নামক ( একজন ) যজুর্ব্বেদী কাশ্যপ গোত্রীয় অতি পবিত্র মিত্র-বৎসল গুণাধার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১

শিবে নিষ্ঠাবান্ সেই ব্রাহ্মণের শবরপালনামা দ্বিজমানিগণের শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত ও মাৎসর্য্য-বিহীন ( ১৬ ) পুত্র ছিলেন। ২

গুণসম্পন্ন দেখিয়া পিতামহ ( রত্নপাল ) তাঁহার হস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। হর্ণলি সাহেবও ইহাই অনুমান করিয়াছেন।

( ১৩ ) 'আনন্দিনী সকল কামদুঘা' বাক্যের দ্বারা বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর ধ্বনি আসে নাকি ?

( ১৪ ) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"lying by the side of land belonging to the Bhabisha of the hamlet of Kasi situated within the district of Hapyoma." 'অপক্ষস্থ' স্থলে পাঠটি অপ-কৃষ্ট করা যায় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু অর্থসঙ্গতি ভাল হয় না। তবে অপকৃষ্ট এই শোধিত পাঠ ধরিয়া ধান্যের বিশেষণ করা যায় কিনা তাহা সুধীগণ বিবেচনা করুন।

( ১৫ ) এই স্থলের অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের শব্দগুলি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ; ভয়, কি জানি অনুবাদ অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের এই ( ভূমি বর্ণনা ও প্রতিজ্ঞাবাক্য ) স্থলে দুই একটি শব্দ বিষয়ে টীকা দেওয়া হইয়াছে—এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য বিবেচনায় পরিহার করা হইল।

( ১৬ ) ডাঃ হর্ণলি এই শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন—That excellent man (? ভবনিষ্ঠ) had a son called Savarapala who was unambitious of position (? সম্বিমৎসর—পাঠ বিচার দ্রষ্টব্য) (truly) twice born man and most highly respected,

পরিচর্য্যা দ্বারা সুখপ্রদা আর্য্যাচারের আচরণশীলা সতী গুণবতী সৌখ্যায়িকা তাঁহার পত্নী ছিলেন। ৩

তাঁহাদের হইতে দেশপাল নামক দ্বিজ জাত হন; তিনি স্নেহশীল বন্ধুগণের পালনকারী (১৭) সুধী ও গুণরত্ননিধি ছিলেন। ৪

এই ভূমি শাসনের বিষয়ীভূত করিয়া সেই কৃচ্ছ্রসংযমশীল যত্নবান্ ব্রাহ্মণকে (আমার) রাজত্বের অষ্টমাব্দে মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।

ইহার সীমা পূর্ব্বে কোষ্ঠমাক্‌খিয়ান বিলের পূর্ব্ব ও কূল এবং কুন্তবিত খণ্ডবাধিকৃত. মকুতি-মাক্‌খিয়ান ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি। (১৮) পূর্ব্ব-দক্ষিণে সেই ভূমি এবং কুন্তবিতলাক্-খবাভোগ ও কাসীপাটক ভূমিদ্বয়ের সীমাস্থ বৃহৎ আলি। দক্ষিণে সেই ভূমির সীমাস্থ বৃহৎ আলি এবং উত্তরগামী ও পশ্চিমগামী বাক দিয়া স্বল্পদ্যুতি কৈবর্ত্তদের ভোগদীর্ঘিকাকোষ্ঠে ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি এবং তিনটি বাঁশের ঝাড়। দক্ষিণপশ্চিমে সেই ভূমির সীমায় দিগজুম্মা নদী। উত্তরগামী বাক দিয়াও সেই ভূমির সীমায় ঐ নদী। পূর্ব্বগামী ও উত্তর গামী বাক দিয়া কোষ্ঠ কাসীপাটক ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি। পশ্চিমগামী বাক দিয়া সেই ভূমির সীমায় বাস্তুভূমির আলি। পশ্চিমে দিগ্‌জুম্মা নদী। পশ্চিমোত্তরেও সেই নদী। উত্তরে তথাগত দ্বারা কথিত আদিত্যভট্টারকের অধিকৃত শাসন ভবিষা (১৯) ভূমির সীমায় ক্ষেত্রের আলিস্থিত শাখোটক বৃক্ষ (২০) এবং পশুপতি দ্বারা কারিত পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে (২০) ক্ষেত্রের আলি। উত্তরপূর্ব্বে সেই ভূমি এবং কোষ্ঠমাক্‌খিয়ান বিলের পূর্ব্ব ও কূল।

(১৭) হর্ণলি সাহেব "স্নিগ্ধবন্ধূনাং কৃতপালনঃ" অনুবাদ করিয়াছেন—"Mindful of services done to him by his friends and relations." বোধ হয় 'কৃতঘ্ন' 'কৃতজ্ঞ' প্রভৃতি স্থলে 'কৃত' শব্দের যে অর্থ তাহা ধরিয়া এস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন। এইটা বাহুল্য মাত্র।

(১৮) ডাঃ হর্ণলি ইহার তরজমা করিয়াছেন—"On the east there are the Makkhipath to the granary with the pond in front of it and an embankment, also the Hasi (তিনি ভূসীমি স্থলে হসি পড়িয়াছিলেন) of the Makkhipath (established) by the still extant edict (engraved) on the Kuntavita pillar and the ridge of the fields." তিনি একথা মূলে কোথায় পাইলেন বুঝিলাম না। কোষ্ঠকে শস্যাগার এবং যান কে পথ মনে করা বড় সাহসের কথা। এইরূপ স্থলে যথাযথ শব্দগুলি রাখিয়া দেওয়াই নিরাপদ; এবং এস্থলে তাহাই করা হইয়াছে।

(১৯) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—On the North there are the Bhabisha with the still existing chatter of holy Aditya (or Sungod) made by Tathagata, &c. আদিত্য শব্দ না থাকিলেও ভট্টারক দ্বারাই সূর্য্য বুঝা যাইত। ভট্টারক শব্দে পণ্ডিতও বুঝায় এবং আদিত্য সেই পণ্ডিতের নামও হইতে পারে। যাহাহউক, এস্থলে তথাগত শব্দটি লক্ষ্য করা উচিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে তথাগতের যে অর্থ এখানে তাহা সম্ভবে না। বোধ হয় স্বর্গীয় নরপতির (রত্নপালের) উদ্দেশ্যে যৌগিকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২০) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ডাঃ হর্ণলি "ক্ষেত্রালিস্থশাখেটক"কে "ক্ষেত্রালিস্থলাখোটক" পড়িয়াছেন; অনুবাদ করিয়াছেন—"a wallnut tree on the dry spot on the ridge of the fields." অক্ষোট শব্দ সংস্কৃত সন্দেহ নাই, তদপভ্রংশ আখোট ঠিক্ সংস্কৃতে সুপ্রচলিত শব্দ ছিল কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে আখ্‌রোট তো বৈদেশিক আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার গাছ আজকাল এতদঞ্চলে দৃষ্ট হইলেও হাল আমদানি, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে না থাকিবারই সম্ভাবনা।

(২১) পাকো পাঠ কল্পনা করিলেও অর্থ প্রায় এইরূপই হইবে।

## উপসংহার

হাতি মার্কা যে 'সিল'টি ফলকত্রয়ের সঙ্গে নিবদ্ধ তাহাতে লেখা আছে "স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্রপাল বর্ম্মদেব।" ইহাতেও হর্ণলি সাহেব একটু ভুল করিয়াছিলেন, 'শ্রীমদিন্দ্র' কে 'শ্রীমহেন্দ্র' পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; যাহা হউক পশ্চাৎ (বোধ হয় শাসনখানি পড়িবার পরে) তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের সঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ তুলনা করিয়া দুই চারিটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না, মনে করি।

বলবর্ম্মার শাসনখানি প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে খোদিত হইলেও ইহার অক্ষরাদি অতি সুন্দর এবং আধুনিক পাঠকের নিকটও সুপাঠ্য; ইন্দ্রপালের শাসনের লেখা অতি কদর্য্য এবং ভুলভ্রান্তি অত্যন্ত অধিক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কবিত্ব হিসাবেও বলবর্ম্মার শাসন-রচয়িতা অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি রঘুবংশ হইতে অনেক স্থান যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কবির স্বাভাবিক শক্তিবলে সুপ্রযুক্ত এবং বেশ মানানসই হইয়াছে। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভুমির চৌহদ্দের আটাপাটি দেখিয়া মনে হয় যে লোকসাধারণের নৈতিক অবনতিও তখন অধিকতর ঘটিয়াছে, তাই এত সাবধানতার প্রয়োজন পড়িয়াছিল। চতুঃসীমাবর্ণনার মধ্যে বলবর্ম্মার শাসনে সামান্য দুই একটি দেশজ শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে তাহা এত যে, উহা পড়া বা বুঝা উভয়ই কঠিন। অতএব যে কোনও দিক্ দিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, দেশের ক্রমশঃ অধোগতি ঘটিতেছিল। ফলতঃ ইহার পরে বোধ হয় শতাব্দীকাল মধ্যেই সুপ্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতিগণের বিশাল রাজ্য বিপ্লব-বন্যায় প্লাবিত হইয়া কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহার কোনও পরিচিহ্ন (ঈদৃশ দুই চারিখানি লিপি ভিন্ন) পাইবার আর উপায় নাই।

# পরিশিষ্ট

একবার একটা ভুল হইয়া গেলে যে তার ফল কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়ায় তাহার একটি নিদর্শন দিতেছি। বিগত ১৩১৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ অধিবেশনে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের "সুহ্মদেশ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন*:—"সৌমার বংশীয় রাজা ইন্দ্রপাল বর্ম্মার

* উপাসনা—নবমবর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩১৯।২৫৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সৌমারবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। ডাং হর্ণলি সাহেব এই তাম্রশাসনের পাঠ ও অর্থ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশ পংক্তিতে তিনি একটি শব্দ "কৌম্রা" পড়িয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছিলেন; তিনি কৌম্রাশব্দে কৌম্রাবংশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কৌম্রা নামে কোন বংশ না পাইয়া আসামের প্রত্নতত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন। তিনি কৌম্রাশব্দের এক অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন 'কৌম্রা' নামে কোনও বংশের কথা তিনি জানেন না। বুরঞ্জি প্রভৃতিতে এই নামে কোনও বংশের উল্লেখ নাই। এই শব্দটি 'কৌমার' পাঠ হইতে পারে কিনা ? যখন হিউয়েনসাং ঐ প্রদেশে গিয়াছিলেন, তখন কুমার ভাস্করবর্ম্মা রাজা ছিলেন। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন, শব্দটি কৌম্রাই বটে, কৌমার হইতে পারে না। তবে তাম্রশাসনের যেরূপ বর্ণাশুদ্ধি দেখা যায়, তাহাতে শব্দটি 'কৌমার' হওয়া অসম্ভব নহে। হিউয়েন সাং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন ১০১৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। সুতরাং রাজা ইন্দ্রপাল বর্ম্মদেব কুমার ভাস্কর বর্ম্মার অধঃস্তন পুরুষ হইতে পারেন।

"আমি এশিয়াটিক সোসাইটের জর্ণালে উক্ত তাম্রশাসন খানির প্রতিলিপি দেখিয়াছি। আমার মতে ঐ শব্দটি কৌম্রা" বা "কৌমার" নহে—সৌম্রা পড়িতে হইবে। 'স' অতি স্পষ্ট, সন্দেহের কোন কারণ নাই। তাম্রশাসন খানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে, সুতরাং 'সৌমার' শব্দে 'সৌম্রা' হওয়া অসম্ভব নহে। যোগিনী তন্ত্র মতে সৌমারবংশ আসামে রাজত্ব করিয়াছে। ১৬১১ শকে বা ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সৌমার বংশের সহিত কুবাচ প্রভৃতি জাতির ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে কুবাচগণ জয় লাভ করে। ( যোগিনীতন্ত্র ১।১২ পটল )

"সুহ্মশব্দ হইতেই এই সৌমার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মহাভাষ্যে সুহ্ম নগরবাসী বুঝাইতে 'সৌহ্মনগর' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সুহ্ম নগর হইতেই 'সৌহ্মার' পরে 'সৌমার' শব্দ এবং তাম্রশাসন লিখিত 'সৌম্রা' শব্দ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। তবে এস্থলে* উল্লেখ আবশ্যক যে, ডাঃ হর্ণলি রত্নপালের তাম্রশাসনে 'ভৌম' শব্দটি পাইয়া এবং সেইটি বিশুদ্ধরূপে পড়িতে পারিয়া ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে তদীয় 'কৌম্র' পাঠ যে 'ভৌম' হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* মূল প্রবন্ধে একটি পাদটীকায় বলিয়াছি যে রত্নপালের তাম্রশাসন এবং তৎসম্বন্ধে ডাঃ হর্ণলির আলোচনা আমার হস্তগত হয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি ( প্রবন্ধ পাঠের পরে ) তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

# অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ

## ৩। শঙ্কর চরিত্র

প্রণেতা—দ্বিজভূষণ

গৌহাটী নিবাসী শ্রীকালীপ্রসাদ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুথির আকারে মুদ্রিত ৯০ পৃষ্ঠা। আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাবলি এই পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। দরঙ্গ জিলার হলেশ্বরের মৌজাদার শ্রীযুক্ত মহীধর ভুঞার গৃহে যে হস্তলিখিত পুথি আছে, তাহা ৩০০ শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। লেখকের পিতামহ দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রভাবকালে সশিষ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জীবনের এই ঘটনাটি সবিস্তার বর্ণনা করিয়া কবি নিজ পরিচয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

হেন চক্রপাণি মহামানি আছিলন্ত। তাহান তনয় পাছে বৈকুণ্ঠ ভৈলন্ত॥
অদ্যাপিয়ো লোকে যাক প্রশংসা করয়। ভকতি ধর্ম্মত নিষ্ঠ শুদ্ধ আতিশয়॥
তান পুত্র পুরুষ ভূষণ শিশু মতি। সংক্ষেপে কহিলো ইটো কথাক সম্প্রতি॥

এই পুথিতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উভয়ই আছে। গ্রন্থ রচনা কালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর-সত্রে বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং গ্রন্থকার খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। প্রহ্লাদোপম কৃষ্ণভক্ত নারায়ণ দাস (পূর্ব্বনাম ভবানন্দ) সম্বন্ধীয় অনেক কথা এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থকার ভক্ত নারায়ণ দাসেরই পুরোহিতবংশীয় ছিলেন এবং তাঁহারই মুখে শঙ্কর চরিত্র কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ভক্ত নারায়ণ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দের অনুরোধে তিনি এই পুথি রচনা করেন। ইহাতে শঙ্করদেবের চৈতন্য দর্শনের উল্লেখ আছে। যথা :—

চৈতন্য গোসাইক তথা ভৈল দরশন।
দুইকো দুই চাহিলা নাহিকে সম্ভাষণ॥

বৃন্দাবন-বাসী রূপ ও সনাতন গোস্বামীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

আছে রূপ সনাতন পরম ভকত। বৈরাগ্যে তেজিলা রাজ্যভোগ আছে যত॥
বৃন্দাবনে আনন্দে আছন্ত দুই ভাই। হাতত মন্দিরা কৃষ্ণর লীলাগুণ গাই॥

---

১ ও ২ গ্রন্থ বিবরণী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া ১৩১৮ সালের ১ম সংখ্যা রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকমুখে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত শুনিয়া শঙ্করদেব ও তদ্ভক্তদিগের বৃন্দাবন-দর্শনের অভিলাষ হয়। শঙ্করদেব তখন মাধবদেবকে বলেন :—

আসা একে লগে সবে যাঁও বৃন্দাবন। আছে বৃন্দাবন দাস হঁয়ো দরিশন॥
যি সব ভক্তির ভাল করিছো বেকত। তুই মুই পুছি তান্ত লৈবাহা সম্মত॥

এই বৃন্দাবন দাস কে? চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসও হইতে পারেন (জন্ম ১৫০৭ খৃঃ মৃত্যু ১৫৮৯ খৃঃ)। শঙ্করদেব ১৫৬৮ খৃঃ লোকান্তরিত হন, সুতরাং চৈতন্য-ভাগবতকার শঙ্করদেবের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিজভূষণ রচিত শঙ্করচরিত্র অতি উপাদেয় গ্রন্থ। অধিকাংশ শঙ্করচরিত্র পুথিই নানা অলৌকিক বর্ণনায় পূর্ণ। দ্বিজভূষণ শঙ্করদেবকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পুথিতে শঙ্করচরিত্র আদ্যন্ত মানব চরিত্ররূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুথি নানা কারণে ঐতিহাসিকদিগের সমাদর যোগ্য। বর্ত্তমান আসাম উপত্যকার প্রাচীন লৌকিক ইতিহাস এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। ঐ বিষয়ে কিছু কিছু উপকরণ এই পুথি হইতে গৃহীত হইতে পারে।

আহম-রাজত্বে উপর-আসামে বোধ হয় মুদ্রার ন্যায় ধাতুখণ্ডও ব্যবহৃত হইত। যথা :—

দক্ষিণ হস্তক পাতিলন্ত ব্রহ্মানন্দে। দিবাক লাগিল বিত্ত মনত আনন্দে॥
কতো এক তোলা কতো তিনি মহাবিত্ত। অৰ্দ্ধ-তোলা তুচ্ছ মুহি দেন্ত রঙ্গ চিত্ত॥
তেখেনে পাইলেক বিপ্রে বিত্ত একপোষ। বিত্ত পাই চিত্ত করে উল্লস মাল্লস॥

নিম্ন-আসামে কোচ-রাজাদিগের অধিকারে কড়ি এবং টাকার প্রচলন ছিল :—

পঞ্চ কাউন করি এক কহি আছে জানা। ব্রাহ্মণ সবক দিবা শুদ্ধির দক্ষিণা॥
মাধবে বোলন্ত আরু করি আছে যেবে। টকা লৈয়া আমাক গণিয়া দিয়ো তেবে॥

আরও নিম্নে মুসলমানাধিকারে 'টকার' পরিবর্ত্তে 'রুপিয়া' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—

দুই সন্ধ্যা আমি ভোজন করিলো দিলাহা দ্রব্য সমস্ত।
মূল্য করি যিবা গণিয়া লৈয়োক চলি যাইবো তীর্থ-পথ॥
দুই সন্ধ্যা দুই রুপিয়ার দ্রব্য লাগিল মনত জানি।
নমস্কার করি কৃতাঞ্জলি ধরি গৃহস্তে বোলয় বাণি॥

বিভিন্ন রাজাদিগের অধিকারে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়-কার্য্য কড়ির দ্বারা সম্পাদিত হইত বোধ হয়।

দ্বিজভূষণ বর্ত্তমান বড়পেটার সন্নিহিত কোনও গ্রামবাসী ছিলেন। অধুনা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান আছে কি না, জানা যায় না। ইনি সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। নিম্নে একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুথির আলোচনা সমাপন করা গেল।

ছোট পুষ্প বর পুষ্প গন্ধ মাত্র কয়। যেহেন ভ্রমরে তার রসক আনয় ॥
ভকতেয়ো লয়ে মাত্র শাস্ত্রর সারক। এতেকে সারঙ্গ বুলি কহয় ভক্তক ॥
অব্যক্ত ঈশ্বর পূজিবা কেন মতে। ব্যাপক বিষ্ণুক বিসর্জ্জিবা কোন মন্ত্রে ॥
এতাবস্ত মূর্ত্তি-শূন্য না পারি চিন্তিত। রাম রাম ঘোষিয়ো করিয়া শুদ্ধচিত ॥

## ৪। অমূল্য-রত্ন

ইহা মহাপুরুষীয়দিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ এবং শঙ্কর-মাধব-সংবাদরূপে লিখিত। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

জয় জয় দৈবকী নন্দন সদাশিব। যাত নিবসয় চরাচর যত জীব ॥
যিটো ব্রহ্মা পুরুষোত্তম দৈবকী নন্দন। শঙ্কর স্বরূপে তেন্তে ভৈলা উতপন ॥
ভোজন করিয়া চৌরা গৃহে বসিলন্ত। ভকতক সুমাইবাক আজ্ঞা করিলন্ত ॥
ভক্ত সুমাইবার পাছে আপুনি দেখিলো। পাছে আমি যাই সেহি চরণ পশিলো ॥
নিজ ভৃত্য করি মোক রাখ নারায়ণ। মোক লগে লৈয়া যেয়ো পশিলো শরণ ॥
এহি বুলি পায়ে পরি মাধব প্রার্থয়। শুনি ব্রহ্মরূপী গুরু ভৈলন্ত সদয় ॥

অতঃপর গুরু প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া মাধবদেব করযোড়ে বলিতেছেন—"প্রভো! আমার নিকট ভক্তি-রহস্য, শরণ ও ভজন বর্ণন কর। তোমার গুণ প্রখ্যাত হউক। আমাকে ভৃত্য জানিয়া তোমার স্বরূপ প্রদর্শন কর।" শঙ্করদেব তখন,—

আপনার ছদ্মবেশ তেখন এড়িলা। চতুর্ভুজ রূপে হরি তৈতে দেখা দিলা ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়-বাহন। প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্যক্ত ভৈলা নারায়ণ ॥

* * * * * *

দেখিয়া মাধব অতি ভৈলা সঙ্কুচিত। চরণতে দণ্ডবতে পড়িলা ভূমিত ॥

মাধব নানা স্তব-স্তুতি করিলে পর শঙ্কর দেব চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ করিলেন। তখন মাধব জিজ্ঞাসিলেন :—

শঙ্কর নামর যিটো অন্বয় আছয়। মোক কৃপা করি প্রভো কহিয়ো নিশ্চয় ॥
শুনি হরি হাসি পাছে বাক্য বুলিলন্ত। শঙ্কর নামর অন্বয়ক কহিলন্ত ॥
যিবা হেতু শিরিপদ* আমাত আছয়। অসঙ্গী জীবক সঙ্গ করাইবো নিশ্চয় ॥
শঙ্কর নামর জানা এহিসে অন্বয়। এহি হেতু জানা মোক শঙ্কর বোলয় ॥

* শ্রীপদ।

এইরূপে শঙ্করমাধব সংবাদে নানা প্রশ্ন ও উত্তর কথিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রশ্ন এই :—"শূদ্রকুলে কি কারণে জন্মিলা গোসাই।" "চারিটি শরণ কোন কহিয়ো নিশ্চয়।" "চারিবিধ গোপীর যে কহিয়ো কারণ।" "ইটো শুদ্ধ ধর্ম্ম ধরি কোন পথে যাই?" "উপদেশ দাতা কোন কৈয়ো ভগবন্ত।" মাধবোক্ত ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করদেব নানা উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষ্ণ্বতারের কে কোন রূপে শঙ্করাবতারে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমস্ত কহিয়াছেন। যথা—শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। মাধব– বলভদ্র। শঙ্করের প্রথমা পত্নী সূর্য্যবতী পূর্ণলক্ষ্মী। দ্বিতীয়া পত্নী কালিকা—সরস্বতী। পুত্র রামানন্দ কামদেব, কমললোচন—গদ, হরিচরণ—জাম্ববতী সুত সাম। শঙ্করের জনক কুসুম গিরি——নন্দ, জননী কালিন্দ্রা—যশোদা, ইত্যাদি। ইহারা শঙ্করদেবের সহিত সম্পর্কানুযায়ী অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। কতিপয় প্রসিদ্ধ ভক্ত স্ব স্ব গুণানুসারে বিশিষ্ট অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—নারায়ণ ভকত—প্রহ্লাদ, জগদীশ মিশ্র—ব্যাস। রাম রাম গুরু—ব্রহ্মা, মহেন্দ্র কন্দলি—নারদ। গোকুলচাঁদ—যম। বুঢ়া দৈবজ্ঞ—মনু। মথুরা দাস—শুক ইত্যাদি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার অপেক্ষা শঙ্করাবতারের অধিকতর মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

কৃষ্ণ অবতারে মই সবাকে আনিলো। সবাহাঙ্কে নিয়া নিজ থানে থাপি থৈলো॥
ইটো অবতারে মই আনি আছো যত। সবে লীন যাইবে পরে মোর শরীরত॥
রাম আদি করি যত অবতার মোর। সবাতো করিয়া শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অবতার॥
তাতো করি আবে পূর্ণ জানা স্বরূপত। নিজ যশঃ প্রচারিয়া জিনিলো জগত॥
কৃষ্ণ অবতারে অস্ত্র ধরিয়া জিনিলো। তাতে সে কৃষ্ণ মই অংশ বুলি কৈলো॥
পূর্ণ শক্তিয়ে অস্ত্র ধরিতে না লাগে। পাষণ্ড সকলে শব্দ শুনিলতে ভাগে॥

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই মানব-মনের অবিশ্বাস ও সংশয় দূরীকৃত হয় নাই। তার পর ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের মনেও তাঁহার অবতারত্বে পূর্ণ সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং শঙ্করদেবের এই সকল উক্তি, যথা—

গোকুলর মথুরার তৃণ তরু মান।
সবাঙ্কবে আনি আমি আছি এই থান॥

কি ভাবে গৃহীত হইবে, এই পুথির রচয়িতা তাহা বুঝিতে পারেন নাই এমন নহে। গ্রন্থশেষে তিনি লিখিতেছেন :—

অমূল্য রত্নর কথা মনোহর এহিমানে অবসান॥
শঙ্করে বোলন্ত আমার ধর্ম্মত যি জনর হোয়ে মতি।
তাহাক শুনাইবা আনক নিদিবা কহিলো মই সম্প্রতি॥
অজ্ঞানি শঠক কুমাগি জনক যি জনে আক শুনাই।
ব্রহ্মাণ্ডর বধে তাহাক পাবয় জানিবা মাধব রাই॥

'ব্রহ্মাণ্ডবধের' অভিশাপহেতু এই পুথি অতি গোপনে রক্ষিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি রিহাবারী এজেন্সি কোম্পানী সাহস সহকারে ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রকাশকেরা এই পুথির মলাটে ইহা "মাধবদেবের দ্বারায় রচিত" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা ভ্রমাত্মক। মাধবদেবের বহু পরবর্ত্তীকালে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহাদের নাম ও বংশাবলী এই পুথিতে আছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ে লোকের শ্রদ্ধা উদ্দীপনের জন্য লেখক আত্ম-নাম গোপন ও এই পুথি স্বয়ং শঙ্কর-মাধব-সংবাদরূপে লিখিয়াছেন। এই পুথি অধিক প্রাচীন নহে। ভুমকা—চকাবাউসীর মৌজাদার শ্রীযুত রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে যে ইহার হস্তলিখিত পুথি আছে, তাহা কাগজে লিখিত, অক্ষরও আধুনিক। অনুসন্ধান করিলে ইহার সাচীপাতে লিখিত পুথিও পাওয়া যাইতে পারে। সম্ভবতঃ বামুনীয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইলে মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

## ৫। কুমর-হরণ।

এই পুথির রচয়িতা শ্রীচন্দ্র ভারতী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁনি সুপণ্ডিত ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুথির ভণিতাতেও ইনি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ ও কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

ভাগবত পদছবি  শ্রীচন্দ্র ভারতী কবি
পদ বিরচিল সুপ্রসন্ন।

অন্যত্র :—

ভক্তি সব গূঢ়  আমি মহামূঢ়
শাস্ত্র গর্ব্বে অন্ধ ভৈলো।

এই কাব্যগ্রন্থে ভাগবতোক্ত উষা ও অনিরুদ্ধের পরিণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবি উপাখ্যানাংশ ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নানা কল্পিত বিষয় যোজনা করিয়া কাব্যখানি সরস ও সাধারণের উপভোগ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উষা ও অনিরুদ্ধ-চরিত্র নানাপুরাণে নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছে।* এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সম্প্রতি রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাচীন পুথির বিবরণে, 'কুমারহরণ' নামক এক বাঙ্গালা পুথিরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 'প্রাচীন পুথির বিবরণ' লেখক বলেন, "কুমারহরণ" নাম না হইয়া "উষা-

* 'বাণ ও শোণিতপুর' প্রবন্ধে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ 'নব্যভারত" ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

হরণ” নাম হইলে বুঝিবার পক্ষে সুগম হইত।” রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রও “বিদ্যাসুন্দরে” লিখিয়াছেন—

এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
তাহাকে বাঁধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥

ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে উষা-হরণ নহে। উষাকর্ত্তৃক কুমার অনিরুদ্ধই দুর্গম দ্বারকাপুরী হইতে অপহৃত হইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রভারতী এই হরণ কার্য্য অতি সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। উষার সখী কুমারহরণ সমুদ্যতা ‘চিত্রলেখী’র সম্মুখীন হইয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন “ওহে মন্ত্রীকন্যা! তুমি কি সাহসে দ্বারকায় যাইতেছ? সেই দুর্গমপুরীতে স্বয়ং গোবিন্দ দুর্দ্ধর্ষ বৃষ্ণিকুল সহকারে কুমারকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি কোন্ মায়াবলে তাহাকে হরণ করিবে? তখন ‘চিত্রলেখী’ নানা অমানুষিক মায়া-বিস্তার করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিল। যথা—

শুনি মুনিবাক, মায়া করিবাক, প্রথমতে ছোট ভৈল।
এড়ি ছোট মায়া, ধরি পক্ষীকায়া, গগনে গৈয়া উঠিল॥
পক্ষীকায়া এড়ি, আকাশক উড়ি, ভৈল ঘোর মেঘগণ।
করয় গর্জ্জন, বিদ্যুত সঘন, বরিষয় বড় টান॥
মেঘ ছদ্ম এড়ি, অগ্নিরূপ ধরি, পৃথিবীক লাগি আইল।
যেন বৈশ্বানর, মহা ভয়ঙ্কর, গগন গৈয়া উধাইল॥
পাছে চিত্রলেখী, তাহাক উপেখি, ভৈল তাই বাঘ গোট।
বাঘ পরিহরি, সিংহরূপ ধরি, করয় বড় আস্ফোট॥
এড়ি সিংহমায়া, কুষ্মাণ্ড তনয়া, ধরিলন্ত সর্পকায়া।
সর্প পরিহরি, অতি রঙ্গ করি, ধরিলেক নেউল মায়া॥
নেউল মায়া তাই, এড়ি সেহি ঠাই, বিড়ালী ভৈলা বিশেষ।
মার্জ্জার আকার, করি পরিহার, ধরিল গণক বেশ॥
করে পাঞ্জি ধরি, পঢ়ে রঙ্গ করি, শুনান্ত মনত রঙ্গ।
গণকর ভাব, এড়ি সেহি ঠাব, ব্রাহ্মণ ভৈল গৌরাঙ্গ॥
পঢ়ে চারিবেদ, করি অবিচ্ছেদ, জাতিস্বরে তুলি রাও।
মূলমন্ত্র জানি, ফুরন্ত বখানি, যেন কোকিলের রাও॥
ব্রাহ্মণের ভাব এড়ি সেহি ঠাব আনো জানে যত মায়া।
ঋষির আগত, দেখাইল সমস্ত, পাছে ভৈল নিজ কায়া॥

দেবর্ষি নারদ তথাপি সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন ‘হরণলুকী’ মায়া ব্যতীত কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভব নাই। ‘চিত্রলেখী’র অনেক অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিনারদ ‘হরণলুকী’ মায়াটি বলিয়া দিলেন। যথা:—

ভাদ্রর মাসত, দুভাগ নিশাত, লাগিব চন্দ্রগ্রহণ ॥
ওবা চিত্রলেখী, খঞ্জরীট পক্ষী, আকাশে যাইবাক উড়ি।
তেতিয়া ধরিয়া, পটাত বাটিয়া, সাজিবি তাহার বড়ি ॥
করত মর্দ্দিয়া, গুরু সুমরিয়া, কপালত দিবি ফোট।
অতি ক্ষুদ্রতর, কাল কলেবর, হুইবি মধুকরী গোট ॥
যাইবি নিশাকালে, কুন্দ্রাক্ষর জালে, পশিবি গৃহ ভিতর।
কুমরক পাইবি, তিলক পিন্ধাইবি, কুমর হুইবে ভ্রমর ॥
পিঠি ভাগে লইয়া, উড়ার করিয়া, কুন্দ্রাক্ষ জালে বজায়া।
রথত চড়িয়া, কোট মলচিয়া, পাছে হুইবি নিজ কায়া ॥

এদিকে 'চিত্রলেখীকে' 'হরণলুকী' মায়ার উদ্যোগে নিযুক্ত করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মটি করিলেন, অর্থাৎ দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার অনিরুদ্ধের রক্ষার উপায় করিতে কহিলেন। বলা বাহুল্য, বৃষ্ণিকুলের সকল যত্ন ব্যর্থ করিয়া চিত্রলেখী অলক্ষিতে "কুমারহরণ" সম্পন্ন করিল।

পূর্ব্বকালে কামরূপভূমি মন্ত্রতন্ত্র ও নানা অমানুসী মায়ার জন্য লোকবিশ্রুত ছিল। রেল ও জাহাজের চলাচল এবং বর্ত্তমান প্রশস্ত রাজপথ সকল নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশীয় লোকেরা মনে করিত এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যাদুকরী। মায়াপ্রভাবে ইহারা মনুষ্যদেহ ভেড়ার আকারে পরিণত করিতে পারে। এই সকল বৃত্তান্তের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও ঐ সকলের নানা অনুষ্ঠানের নিদর্শন বিরল নহে। "কুমারহরণ" ব্যতীত আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে নানা অমানুষী মায়া বর্ণিত আছে।

কুমার অনিরুদ্ধ বাণ-রাজপুরীতে আনীত হইলে চিত্রলেখী তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত যে আয়োজন করিয়াছিল তাহা এই ;—

বহুবিধ সংযোগে সাজিল পরমান্ন। পিষ্টক সাজিল তাই নানাবিধ ঠান ॥
মগুর ডালিত ঘৃত চিনি চুড়া দিল। আতি জল করি তাক মসুরে রঞ্জিল ॥
আদা লোণ ঘণী জীরা মরীচক দিল। ভাজিলে খাসির মাংস বাথরে রঞ্জিল ॥
পারাবত আনি তাই করিলেক তলা। কচ্ছপয় মাংসত দিলেক বরকলা ॥
হরিণর মাংস সমে হিঙ্গর ফোড়ন। রম্ভামূলে বরাহর মাংস বিতোপন ॥
চিত্রফণী (চিতনত) চিত্রলেখা দিলেক কর্পূর। বড়ালীর ঘাটি লাড়ি মৎস্যত মসুর ॥
কচে বচে বেসুয়ারি শৌলে মূলে সঙ্গ। ডড়িকে বেঙ্গনে আড়ি মাছত পালঙ্গ ॥
কাঠি অরা করে তাই ইলিহ কান্দোল। জামীর শোলঙ্গ দিয়া লক্ষার আঁমোল ॥
ঘৃতর তেলনী দিয়া মৌয়ে সমে ঝোল। আছোক ভুঞ্জিবে তাক গন্ধতে আমোল ॥

বদরী রসত চিনি কন্ত মিস্লাইল। পকা তেন্তোলিত গুড় রস আনি দিল॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিলেক অন্ন পাল। পবিত্র করিলা পাছে ভোজনর থাল॥
সুবর্ণর দুই পাত্র পৃথকে বিচাইল। কুমার কুমারী দুইকো ভুঞ্জিবে বৈসাইল॥

এইরূপ অন্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের আয়োজন রন্ধনবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। "পাকপ্রণালীর" লেথকেরা উপরের ফর্দ্দ হইতে কিছু কিছু লিথিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

রন্ধনবিদ্যার ন্যায় এই পুথিতে সঙ্গীতবিদ্যার উৎকর্ষেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :—

এই বুলি চিত্রলেখা যুড়িলেক রাগ। অতি সুললিত করি গাবে ভালে ভাল॥
তার ঘোর মন্দ্র আদি গাবে বহু ভাব। মনক মোহয় যেন কোকিলর রাব॥
মালবতী রাগ মালৈ কারোক কর্ণাড়। কর্ণাট সুরাগ সুহাই মালবী মল্লার॥
ললিত বিভাস মঞ্জু ভৈরবী মল্লাড়ী। রামকিরী ধনসিরী ভূপালী বরাড়ী॥
ভারবী মঞ্জুরী যোগন্ধার ক্রৌঞ্চকিরী। মহানাট গৌরী খাট কেদার হাম্বিরী॥
মাধবী বসন্ত দেবকিরী ইন্দ্রকিরী। হিঙ্গোলা হিঙ্গোলী হীরা আকাশ গুঞ্জরী॥
কুমরক যুড়ি তায় গায় নানা গীত। তাক শুনি কুমরর পালটিল চিত॥
কামিনীক পিঠি দিয়া আছে গীত শুনি। ধ্যান করি আছে যেন মহাসিদ্ধ মুনি॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র দে

## উদ্ভিদ্—তাহার উপকরণ ও বর্দ্ধন।

### তৃতীয় প্রকরণ

# কৃষিবিজ্ঞানে ধাতব অর্থাৎ অজৈবিক (INORGANIC) পদার্থ

উদ্ভিদ্ দেহগঠন জন্য সাধারণতঃ যে সকল ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদিগের সংখ্যা দশটি। যথা—প্রস্ফুরক (ফস্‌ফোরস্) গন্ধক, ক্লোরিণ, সিলিকন, চূণ (ক্যালসিয়ম্) ম্যাগনেসিয়ম, পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, লৌহ এবং সম্ভবতঃ ম্যাঙ্গানিজ। এই সকল ধাতু উদ্ভিদ্ দেহ-গঠন বিষয়ে কি অবস্থায় কার্য্য করে, তাহা আমরা জানি না। কারণ বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় উদ্ভিদ্-দেহকে পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া ধাতু বিষয়ক পরীক্ষা করিতে হয়। যাহা হউক, কৃষিকার্য্যে জমির উর্ব্বরতা-বিধান জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু পদার্থ কি অবস্থায় সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ী অর্থাৎ কার্য্যকরী হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে জানি। যদি ফস্‌ফোরস্ ধাতুর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্যালসিক্ ফস্‌ফেট রূপে (Calcic phosphate) ব্যবহার করিতে হইবে; যদি পোটাসিয়ম্ ধাতুর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কার্ব্বোনেট নাইট্রেট অথবা সিলিকেট রূপে ব্যবহার করিতে হইবে; এবং চূণ অর্থাৎ ক্যাল্‌সিয়ম্ প্রয়োজন হইলে, কার্ব্বোনেট অথবা সলফেট্ রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। উদ্ভিদ্‌দেহে ধাতব পদার্থ কি প্রণালীতে কার্য্য করে, যদিও এ বিষয়ের জ্ঞান বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কৃষিকার্য্যে তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। উদ্ভিদ্ তাহার দেহোপকরণ—ধাতব পদার্থ—কি অবস্থায় সহজে গ্রহণ করে এবং কি প্রকারে তদ্দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়, কৃষির পক্ষে তাহাই জ্ঞাতব্য।

এই প্রকরণের প্রথমেই বলিয়াছি, উদ্ভিদ্ দেহের ধাতব উপকরণ দশটি। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া জন্মে এবং মৃত্তিকা হইতে মূল দ্বারা তরল অবস্থায়, আবশ্যকীয় ধাতু সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ণ ফসল জন্মাইতে হইলে মৃত্তিকা মধ্যে প্রয়োজনীয় ধাতুপকরণের যদি কোন কোনটির অভাব থাকে বা হয় অথবা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে, তাহা হইলে কৃষককে সেই অভাব তদ্ধাতুবিশিষ্ট সার প্রয়োগে পূরণ করিতে হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্ দেহের ধাতুপকরণ দশটির মধ্যে সাতটি মৃত্তিকাতে, এমন কি অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও এত যথেষ্ট পরিমাণে আছে যে, কৃষকের তজ্জন্য উদ্বেগ পাইবার প্রয়োজন নাই। ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিবার জন্য যবক্ষারজান-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত অপর তিনটি ধাতুর প্রয়োগই যথেষ্ট। এই তিনটি ধাতু ফস্‌ফোরস্, পোটাস্ এবং চূণ (ক্যালসিয়ম্)। এই তিনটি ধাতু এবং যবক্ষারজান এই চারিটি পদার্থ মাত্র আবশ্যকীয় পরিমাণে ভূমিতে দিলে পূর্ণ ফসল হইবে। এই জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণে এই চারি পদার্থ

সহযোগে প্রস্তুত সারকে পূর্ণাঙ্গ সার বলিয়া থাকে। ইহাদ্বারা কেহ ইহা বুঝিবেন না যে, অপর সাতটি ধাতুর কোন কার্য্যকারিতা নাই। তাহাদিগের প্রয়োজনীয়তা অপর তিনটি হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে এবং কোন একটির অভাবেও পূর্ণ ফসল হইতে পারে না;—তবে তাহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ সার হইতে কার্য্যতঃ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, অতি অপকৃষ্ট জমিতেও ঐ সাতটি ধাতু প্রয়োজনাতিরিক্ত আছে।

উপরে যে সমস্ত তত্ত্ব লিখিত হইল তাহার সত্যতা-নিরূপক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অতি সহজ সাধ্য। অতি উর্ব্বর ভূমিতে উদ্ভিদ্ যে প্রকার তেজবান্ ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কোন প্রকার উদ্ভিদুপকরণ এক কালীন নাই, এমত দগ্ধবালিতেও নির্দ্দিষ্ট উপকরণগুলির যোগে সেই প্রকার তেজস্বী উদ্ভিদ্ জন্মান এবং ক্যালসিক্ ফস্‌ফেট, পোটাস্, এবং চূণ, এই তিনটি ধাতু এবং যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ এই চারিটি যোগে সাধারণ জমিতেই সেইরূপ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্ ভিলি বহু পরীক্ষা করিয়া অবিসম্বাদিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল ধাতব উপকরণগুলির প্রত্যেকটির উদ্ভিদ্-দেহে উদ্ভিদ্ বিশেষে এক একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া আছে; এবং ধাতব উপকরণগুলির উদ্ভিদদেহে সমষ্টিগত উপকারিতা তাহাদের প্রত্যেকটির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এই সকল উপকরণের এক এবং একাধিক ক্রমশঃ বাদ দিয়া উদ্ভিদ্ দেহের নিকৃষ্টতম হইতে উৎকৃষ্টতম অবস্থা ধারাবাহিকরূপে নির্ণয় পূর্ব্বক তিনি উদ্ভিদ্‌বিশেষে উপকরণবিশেষের কার্য্য-কারিতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দগ্ধবালিতে কেবলমাত্র চোয়ান জল (distilled water) ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ না দিয়া গোধূম বপন করিলে তাহার বর্দ্ধন অতি ক্ষীণ বা অসম্পূর্ণ হয়। তাহার কাণ্ড-ভাগ কাপড় সেলাই জন্য ব্যবহৃত সূঁচ অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু এ অবস্থায়ও উদ্ভিদ্ দেহের সমস্ত ক্রিয়াগুলিই নিষ্পন্ন হয় ও প্রতি শীষে একটি কি দুইটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র এবং অপরিপুষ্ট শস্য হয়। ১৫ গ্রেণ ওজনে ২২টি বীজ হইতে ৯০ গ্রেণের অধিক ওজন ফসল (খড় এবং শস্য) পাওয়া যায় না। এই দগ্ধবালিতে যবক্ষারজান-ঘটিত কোন পদার্থ না দিয়া উদ্ভিদ্ দেহের ধাতব উপকরণ দশটি যোগ করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র বর্দ্ধিত কিন্তু অতি ক্ষীণ এবং ১২৩ গ্রেণ মাত্র ফসল হয়। ঐ দগ্ধ বালিতে কোন প্রকার ধাতব পদার্থের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ দিলে তাহাতে উৎপন্ন উদ্ভিদ্ অত্যন্ত ক্ষীণ এবং খর্ব্ব থাকে বটে, কিন্তু ফসল কিঞ্চিৎ বেশী অর্থাৎ ১৩৮ গ্রেণ হয়। ফসলের ক্রমবৃদ্ধি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম কেবল মাত্র দগ্ধ বালিতে ৯০ গ্রেণ, দ্বিতীয় যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ ভিন্ন কেবল মাত্র ধাতব সহ দগ্ধবালিতে ১২৩ গ্রেণ এবং তৃতীয় কেবল মাত্র যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ সহ দগ্ধ বালিতে ১৩৮ গ্রেণ ফসল জন্মে। এই তৃতীয় অবস্থায় একটি নূতন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকে,—যে পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় উদ্ভিদ্ নিস্তেজ, পাংশু এবং পাতাগুলি পীতাভ হয়। কিন্তু ঐ দগ্ধ বালিতে যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ দেওয়া হইলে পাতাগুলির বর্ণ তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গাঢ় সবুজে পরিণত এবং তাহার সতেজ বর্দ্ধনের আশা হয়। কিন্তু এই আশাপ্রদ দৃশ্য প্রতারণামাত্র, কারণ ফসল অতি ক্ষীণ এবং সামান্যই হয়।

এ পর্য্যন্ত ফসলের দৈন্যই লক্ষিত হইল। চতুর্থ পরীক্ষা প্রথম তিনটির সমীকরণ মাত্র। এবার দগ্ধবালির সহিত ধাতব পদার্থগুলি এবং যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ উভয় একত্র যোগ দিয়া গোধূম বপন করিলে, তাহার ফল পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পরীক্ষার তুলনায় প্রহেলিকার মত বোধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষীণ, মৃতপ্রায় এবং পাংশুল উদ্ভিদের পরিবর্ত্তে এবার অতি সুন্দর সবুজ পত্র বিশিষ্ট সবল ও দৃঢ় কাণ্ডোপরির সুন্দর শস্যপরিপূর্ণ শীর্ষসমন্বিত উদ্ভিদ্ যেন তড়িৎ গতিতে বাড়িতে থাকে, ফসলও ৩২৭ হইতে ৩৮৩ গ্রেণ হয়। ইহাতে খামার বাড়ীর পশ্বাদির সার না দিয়া কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের পূর্ণ বর্দ্ধনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এই বিষয়টি গুরুতর হইলেও ইহার মধ্যে কোন গুহ্য বিষয় অথবা অনির্দ্দিষ্ট শক্তি নাই। কএকটি বীজ, সম্যক্ জ্ঞাত কএকটি রাসায়নিক পদার্থ এবং বিশুদ্ধ চোয়ান জলের সমবায় ফল অতি উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সহিত সর্ব্ববিষয় তুল্য।

উদ্ভিদ্‌দেহ বর্দ্ধন এবং গঠন বিষয়ে কোন্ কোন্ উপাদান প্রয়োজন এবং ঐ সকল উপাদানের মধ্যে কাহার কি প্রকার ক্রিয়াশক্তি তাহা বিবৃত হইল। ধাতব পদার্থ অপেক্ষা যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ প্রয়োগে কিঞ্চিৎ ভাল ফল হয়। কিন্তু যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থের যোগ ভিন্ন ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে না।

দগ্ধ বালি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মৃত্তিকাতে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করিতে হইলে দশটি ধাতব পদার্থ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র ফস্‌ফোরস্, পোটাস্ এবং চূণ এই তিনটি পদার্থ ব্যবহার করিলেও কোন অসুবিধা হয় না। এই নূতন তত্ত্ব প্রমাণ করিতে হইলে এক খণ্ড ভূমিতে যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ এবং দশটি ধাতব পদার্থ, তৎপার্শ্বস্থ অপর ভূমিখণ্ডে যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ এবং ক্যালসিক ফস্‌ফেট, পোটাস এবং চূণ এই তিনটি ধাতব পদার্থ যোগ কর, দেখিবে ফসল সর্ব্ববিষয়ে সমান হইয়াছে। কিন্তু দগ্ধ বালিতে দশটি ধাতব পদার্থ না দিয়া কেবলমাত্র তিনটি দিলে ঐ সাতটির অভাব জন্য উদ্ভিদের বর্দ্ধন অসম্ভব। অথচ সাধারণ জমিতে ঐ সাতটির অভাবে কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সাধারণ মৃত্তিকাতে ঐ সাতটি উপকরণ যথেষ্ট আছে। অতএব যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ, ক্যালসিক ফসফেট, পোটাস এবং চূণ, কেবল এই চারিটি পদার্থের যোগই জমির উর্ব্বরতাসাধন বিষয়ে সম্যক্ উপযোগী। সেই জন্যই এই চারিটি পদার্থের মিশ্রণে সারকে "পূর্ণাঙ্গসার" নামকরণ করা হইয়াছে।

ফ্রান্সদেশে ভিনিসিনিস্ কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক সার দ্বারা যে কৃষি পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ণাঙ্গসারে এবং ক্রমিক তাহার এক একটি উপকরণ বাদ দিলে এবং এককালীন সার না দিলে ফসলের কি প্রকার তারতম্য হয়, তাহা নির্ণীত হইয়াছিল। সুতরাং এই চারিটি পদার্থের যোগ ভিন্ন কখনও পূর্ণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে না।

যদিও এই দশটি ধাতব উপাদান উদ্ভিদ্‌দেহ গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যকারিতা মৃত্তিকানিহিত অন্য এক শ্রেণীর পদার্থের উপর নির্ভর করে। এই পদার্থ তিনটি যথা—এঁটেল বা চিক্কণ মাটি, বালি এবং ঔদ্ভিদ্ পদার্থ (humus)। ইহারা গৌণ (passive) ভাবে কার্য্য করে এবং উদ্ভিদের অবলম্বন স্বরূপ অর্থাৎ উদ্ভিদকে ধারণ করে, কিন্তু উদ্ভিদ্ জীবন-রক্ষণে কোন কার্য্য করে না। উভয়ের পার্থক্য করিতে হইলে প্রথম দশটিকে মৃত্তিকাস্থ "গ্রহণযোগ্য উপাদান" এবং শেষোক্ত তিনটিকে "বাহ্য (mechanical) উপাদান" বলা যাইতে পারে।

ভূমির এই "গ্রহণযোগ্য উপাদান" আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—আশু কার্য্যকারী ও সঞ্চিত। এই শেষোক্ত উপাদান উদ্ভিদ্ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ভাবে পরিণত না হইলে উদ্ভিদ্‌দেহ গঠনে কোন কার্য্য করে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

জান্তব পদার্থ পচিলে তন্নিহিত যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ এমোনিয়া এবং নাইট্রেট রূপে পরিণত হয়। এই শেষোক্ত অবস্থাতে উহা উদ্ভিদ্ গ্রহণযোগ্য হয়। প্রাণিমাত্রেরই বিষ্ঠা এবং চর্ম্ম অতি সত্বর পচিয়া উদ্ভিদ্‌পোষণোপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ চর্ম্ম কষায় (Tan) করিলে তাহার পচনক্রিয়া ধীর এবং কষ্টসাধ্য এবং আশুকার্য্যকারিতা নষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় চর্ম্ম "আশু কার্য্যকরী উপাদান", দ্বিতীয় অবস্থায়—"কার্য্যকরী সঞ্চিত উপাদান"।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় মৃত্তিকাতে এমন অনেক ধাতব এবং অধাতব পদার্থ আছে, যাহারা শীঘ্রই হউক, অথবা বিলম্বেই হউক অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদ্ কর্তৃক গ্রহণ যোগ্য হয় না। সেই জন্য উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য এই দুই শ্রেণী উপাদানের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

চিক্কণ মাটির ভূরি পরিমাণ জল গ্রহণ এবং সংরক্ষণের অতি প্রয়োজনীয় শক্তি আছে। ইহাদ্বারা অনেক পরিমাণে রস মৃত্তিকাতে রক্ষিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় যখন সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হয়, তখন এঁটেল মাটি শুকাইয়া অতিশয় কঠিন হয় এবং উদ্ভিদের মূল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার প্রতীকারের জন্য উদ্ভিদ্ বর্দ্ধনের এবং জল ধারণের নিতান্ত অনুপযোগী বালির মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। শ্লথরেণু বালুকা চিক্কণ মাটির সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার ঘনত্ব হ্রাস করিয়া শিথিলতা সম্পাদন এবং উদ্ভিদ্ জীবনের প্রয়োজনীয় বায়ু এবং জল প্রবেশ করিতে পারে, এমত ভাবে তাহাকে সচ্ছিদ্র করে।

এটেঁল মাটীর আর একটি গুণ এই যে, উর্ব্বরতার সহায়ক যবক্ষারজান-ঘটিত ধাতব পদার্থগুলিকে চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করে। পরে উদ্ভিদের প্রয়োজন মত ঐ পদার্থগুলি দান করিয়া থাকে।

এটেঁল মাটী এবং বালি বিভিন্ন জাতীয় আগ্নেয় (Igneous) পাথরের ধ্বংসের পরিণাম। কিন্তু ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আর একটি পদার্থ মাটীতে আছে। ইহা উদ্ভিদ্‌জাত এবং ইহাকে ইংরাজিতে হিউমস ( Humus কহে ; এবং অনেক কৃষিবিদ্ কৃষিব্যাপারে ইহার বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। এই হিউমস্ পদার্থ কি কি উপাদানে গঠিত তাহা এখনও বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় নাই। তবে চিনি প্রভৃতির ন্যায় ইহাও অঙ্গার এবং জলের অনুপাতে জলজান এবং অম্লজানঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ ( যাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং গোময় ইত্যাদি সারে পাওয়া যায় )। সুতরাং ইহা কার্ব্বো হাইড্রেট পদার্থ এবং কেবল উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতেই ইহার উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক কৃষিবিদ্ হিউমস্‌কে ভূমির উর্ব্বরতাবিধায়ক পদার্থের মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই মতসমর্থনার্থ তাঁহারা কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। উদ্ভিদ্ দেহের ক্রিয়া অতি জটিল এবং অতি অল্প দিন হইতে এই তত্ত্ব জানা গিয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে যখন কেহ কোন তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অপরাগ হইতেন, অজ্ঞাতধর্ম্ম হিউমসের উপর তাহা আরোপ করিতেন। যাহা হউক এই ভ্রম অপনোদন প্রয়োজন। সুতরাং কি প্রকারে হিউমস্ কার্য্য করে, তাহা দেখা যাউক।

ইহার প্রথম উপকারিতা এটেঁল মাটীর ন্যায় ইহা অনেক পরিমাণ জল শোষণ করে। সুতরাং ভূমিতে রস রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করে। ভূমির পরিমাণে যখন হিউমাসের ভাগ অতি অল্প, তখন ইহা দ্বারা ভূমির অবস্থান্তর অতি অল্পই হয়। হিউমাসের আর একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণ এই যে, ইহা য়্যামোনিয়া পদার্থকে ভূমিতে রক্ষা করে, বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যাইতে দেয় না। পশ্চাৎ উদ্ভিদের প্রয়োজনমত তাহাকে পুনঃ প্রদান করে। এই গুণ বিষয়ে চিক্কণ বা এটেঁল মাটির সহিত ইহা সমধর্ম্মী। সুতরাং বর্ষাপ্রধান অস্মদ্দেশে হিউমস হিতকর। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও হিউমসের বিশেষ শক্তি এই যে, ইহা বায়ু হইতে অম্লজান পদার্থ গ্রহণ করায় তন্নিহিত অঙ্গার পদার্থের ধীর এবং অননুভূতভাবে দাহন হইয়া থাকে। এই দাহনক্রিয়ার ফলে অনবরত ধীরে ধীরে অঙ্গারাম্লক বাষ্পের উৎপত্তি হয়। এই অঙ্গারাম্লক বাষ্প মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ধাতব পদার্থকে বিশেষতঃ ক্যালসিকফসফেট এবং চূণকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে। সামান্য পরীক্ষাতেই এই বিষয়টি প্রমাণিত হইবে। দগ্ধ বালিতে দুইটি পাত্রে দুইটি উদ্ভিদ্ উৎপন্ন কর। দুই পাত্রেই একই রাসায়নিক সার একই পরিমাণ দিবে। কিন্তু একটি পাত্রে হিউমস্ দিবে, অপরটিতে দিবে না। দুইটি ফসলই ঠিক সমান হইবে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যেটিতে হিউমস্ দেওয়া হইয়াছিল, সেই ফসলে ক্যালসিক ফসফেটের সংস্থান অধিক হইয়াছে। ক্যালসিক্

ফসফেটের সহিত একত্রে হিউমস্ ফসলের পরিমাণও কতটা বৃদ্ধি করে। ইহার নিরূপণ জন্য চারিটি পরীক্ষা প্রয়োজন। প্রথম দগ্ধ বালিতে ক্যালসিক কার্ব্বোনেট, সাধারণ চূণ ভিন্ন সমস্ত ধাতব পদার্থ এবং যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ দিবে। ২২ গ্রেণ গোধুম বপন করিলে ৩০৭ হইতে ৩৩৭ গ্রেণ ফসল পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলির সহিত হিউমস্ যোগ করিয়া দ্বিতীয় পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে ফসলের কোন তারতম্য হয় নাই। তৃতীয় পরীক্ষায় হিউমস না দিয়া ক্যালসিক কার্ব্বনেট দাও, দেখিবে ফসল পূর্ব্ববৎ। চতুর্থ পরীক্ষায় ক্যালসিক কার্ব্বনেট এবং হিউমস্ উভয়ই যোগ কর, দেখিবে ফসল ৪৭৫ গ্রেণ হইয়াছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

| | | জমি | ফসল |
|---|---|---|---|
| ১। | পূর্ণাঙ্গসার | দগ্ধ বালি | ৩৩৭ গ্রেণ |
| ২। | ঐ | ঐ চূণ মিশ্রিত | ৩৩৭ „ |
| ৩। | ঐ | ঐ হিউমস্ মিশ্রিত | ৩৩৭ „ |
| ৪। | ঐ | ঐ চূণ এবং হিউমস উভয় মিশ্রিত | ৪৭৫ „ |

শেষোক্ত অবস্থায় উৎপন্নের আধিক্য হিউমস্ এবং ক্যালসিক্ কার্ব্বোনেট (সাধারণ চূণ) একত্র প্রয়োগের ফল, কিন্তু হিউমস স্বয়ং উদ্ভিদকর্ত্তৃক গ্রহণযোগ্য নহে। হিউমস কেবল সাধারণ চূণকে উদ্ভিদ্‌কর্ত্তৃক গ্রহণোপযোগী করে এবং সেই জন্যই এই ফসলের বৃদ্ধি। এই বিষয়ের সত্য নিরূপণ জন্য পঞ্চম পরীক্ষা কর। এবার ক্যালসিক কার্ব্বোনেট (সাধারণ চূণ) এবং হিউমসের পরিবর্ত্তে ক্যালসিক সলফেট অথবা তদপেক্ষা আরও ভাল ক্যালসিক্ নাইট্রেট দাও। এই দুই পদার্থই উদ্ভিদ্‌কর্ত্তৃক সহজে গ্রহণোপযোগী। এবার দেখিবে, হিউমস্ না দিয়াও ৪৭৫ গ্রেণ ফসল পাওয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিউমস সঞ্চিত উপাদানকে আশুগ্রহণোপযোগী উপাদানে পরিণত করে। এইমাত্রই ইহার ক্রিয়া। "আশু গ্রহণোপযোগী উপাদান" সার ব্যবহার করিলে হিউমস্ পদার্থের কোন প্রয়োজন হয় না। এইজন্য পূর্ণাঙ্গ সারে ক্যালসিক কার্ব্বোনেট (সাধারণ চূণ) না দিয়া ক্যালসিক সল্‌ফেট দেওয়াই কর্ত্তব্য। ক্যালসিক নাইট্রেট দিলে যবক্ষারজানও তৎসঙ্গে পাওয়া যাইতে পারে।

ফ্রান্সদেশে কোন একটি পতিত জমি নূতন আবাদ করিয়া তাহাতে একর প্রতি ৩২ টন (৮৬০ মণ) খামার বাড়ীর সার দিয়া ১৪ বুশেল (১৪ মণ ১০ সের) গোধুম উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সার দিয়া একর প্রতি ৩৬ বুশেল গোধুম উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্যত্র এক খণ্ড সিলিকা-প্রধান জমিতে একর প্রতি ১৬ টন খামার বাড়ীর সারদিয়া ৮৫০ বুশেল গোধুম হইয়াছিল এবং পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সার দিয়া ৩১ বুশেল হইয়াছিল

এবং ঐ জমিতে বিনা সারে ৮০ বুশেল ( এক বুশেল গোধূম = ৬০ পাউণ্ড বা ৩০ সের ) মাত্র গোধূম হইয়াছিল। একটি প্রস্তরসঙ্কুল পর্ব্বতপার্শ্বে সার না দিয়া একর প্রতি ৩১/৪, ১৫১/২ টন খামার বাড়ীর সার দিয়া ৯ এবং পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সার দিয়া ৩৩ বুশেল গোধূম হইয়াছিল। অন্যত্র অতিশয় অনুর্ব্বর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ খামার বাড়ীর সার দিয়া একর প্রতি ৯ হইতে ১১ বুশেল এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারে ২৭॥০ হইতে ৩৩ বুশেল গোধূম হইয়াছিল। খামার বাড়ীর সারে যথেষ্ট পরিমাণ হিউমস্ ( উদ্ভিদ্ ) পদার্থ থাকা সত্বেও রাসায়নিক সারে অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়াতে স্পষ্টই বুঝিতে হইবে হিউমস্ পদার্থের বিশেষ উপযোগিতা নাই। সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক পরীক্ষার দ্বারাই কৃষিকার্য্যে জমিতে কি কি পদার্থ সার দেওয়া উচিত, তাহা অবধারণ হইতে পারে।

কোন রাসায়নিক পণ্ডিতই জমিতে কি কি পদার্থ আছে তাহা নির্ণয় করিয়া জমিতে কি কি পদার্থের সার দিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বলিতে পারেন না। কারণ রাসায়নিক পরীক্ষাতে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে না এরূপ অনেক উপকরণ জমিতে পাওয়া যায়, যথা উদাহরণ—

দুই প্রকার বালি আছে। ইহার এক প্রকারের ( অর্থাৎ ফেল্‌স্‌পার প্রস্তর হইতে উদ্ভূত ) বালিতে পোটাস্, চূণ এবং ফস্‌ফরিক এসিড আছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় উদ্ভিদের উপকরণ এই পদার্থগুলি জমিতে পাওয়া গেলেও সেই বালি হইতে বৃক্ষ ঐ সকল পদার্থ কখনও গ্রহণ করিতে পারে না।

কোন এক কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে এক একর ভূমির উপরের স্তরের ৪০০,০০০ টন মাটির রাসায়নিক পরীক্ষায় ফস্‌ফরিক এসিড ১৪ হন্দর, পোটাস ১৮ হন্দর, চূণ ১৫ টন ১৫ হন্দর পাওয়া গিয়াছিল। এই পদার্থগুলি ঐ জমিতে যথেষ্টই ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র যবক্ষারজান-ঘটিত সার দিয়া ভূট্টা ফসল ৪ বৎসরকাল উৎপন্ন করায় চতুর্থ বৎসরে একর প্রতি কেবল মাত্র ৫॥০ হইতে ৬॥০ বুশেল শস্য হইয়াছিল। ধাতব সারের অভাবেই শস্য কম হইয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু ৪ বৎসরে ভূট্টা ফসল ফসফরিক এসিড্ ৭৫ পাউণ্ড, পোটাস্ ৮১ পাউণ্ড, চূণ ৩৫ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় ঐ জমিতে যে পরিমাণে ঐ সমস্ত পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনায় ফসলে যাহা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অতি অল্প, অথচ ধাতব সারের অভাবে বা ন্যূনতায় শস্য কম হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় কোন প্রকার ভ্রম ছিল না। সুতরাং বলিতে হইবে রাসায়নিক পরীক্ষাতে প্রাপ্ত ঐ পদার্থগুলি জমিতে এমত অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় তাহারা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী নহে। ভূমির রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কৃষিকার্য্যবিষয়ে বিশেষ ফল নাই। কিন্তু ইহা অন্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং সেই উপায় কৃষকের চিরপরিচিত। পূর্ব্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে, উদ্ভিদ্ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী স্বাধীন যবক্ষারজান বাষ্প বায়ু হইতে গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর

শ্রেণী ঐ যবক্ষারজান পদার্থ য়্যামোনিয়া এবং নাইট্রেটরূপে ভূমি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে, জমিতে যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থের অভাবেও পোটাস্, ক্যালসিক্ ফস্ফেট্ এবং চূণ পূর্ণাঙ্গ সারের এই তিনটি পদার্থ মাত্র থাকিলেই তাহারা অতি উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে শ্রেণীর উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদিগকে ঐ জমিতে উৎপন্ন করিলে পাণ্ডুবর্ণ অতি অল্প শস্য হইবে। সুতরাং এই সামান্য পরীক্ষা দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট জমিতে যথেষ্ট যবক্ষারজান এবং ধাতব পদার্থ আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যদি এক খণ্ড জমিতে পাশাপাশি মটর এবং গোধূম অথবা মটর এবং বীটমূল উৎপন্ন করিয়া দেখা যায় যে মটর উত্তম হইল, কিন্তু গোধূম অথবা বীটমূল ভাল হইল না, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে হইবে যে ঐ জমিতে ধাতব পদার্থ যথেষ্ট আছে, কিন্তু যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ নাই বা যথেষ্ট নাই। কিন্তু ঐ জমিতে যদি মটর এবং গোধূম বা বীটমূল উভয়ই সমান ভাবে অতি উত্তম হয়, তাহা হইলে ঐ জমিতে যবক্ষারজান এবং ধাতব পদার্থ দুই-ই যথেষ্ট আছে বুঝিতে হইবে। যদি কোন ভূমিখণ্ডে মটর এবং গোধূম উভয়ই ভাল না জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহাতে পূর্ণাঙ্গ সারের চারিটি উপকরণেরই অভাব আছে। কিন্তু এই সামান্য পরীক্ষা কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে যথেষ্ট এবং এই দুইটি বিষয় অবগত হইয়াই কার্য্য করা নিরাপদ নহে। পোটাস্, ক্যালসিক ফস্ফেট, চূণ এবং যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ পূর্ণাঙ্গসারের চারিটি উপকরণের কোন্‌টি জমিতে আছে এবং কোন্‌টি নাই, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানা প্রয়োজন। পূর্ব্বের ন্যায় এই বিষয়টির নির্দ্ধারণও অতি সহজ-সাধ্য। যথা—এক খণ্ড ভূমিকে পাশা পাশি ছোট ছোট সাত অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ সার, দ্বিতীয় খণ্ডে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ ভিন্ন ঐ পূর্ণাঙ্গ সারের অপর তিনটি পদার্থ, তৃতীয় খণ্ডে ক্যালসিক্‌ফস্ফেট পদার্থ ভিন্ন অপর তিনটি, চতুর্থ খণ্ডে পোটাস ভিন্ন অপর তিনটি, পঞ্চম খণ্ডে চূণ ভিন্ন অপর অপর তিনটি, ষষ্ঠ খণ্ডে কেবল মাত্র যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ ও সপ্তম খণ্ডে কোন প্রকার সার পদার্থ না দিয়া গোধূম অথবা বীটমূল যাহা সুবিধা হয় উৎপন্ন কর। এক্ষণে প্রথম খণ্ডে উৎপন্ন ফসলের সহিত অন্যান্য খণ্ডে উৎপন্ন ফসলের তুলনা করিলেই ঐ জমিতে কোন পদার্থ কত আছে বা না আছে, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যাইবে।

ফ্রান্সদেশের ভিন্‌সিনিস্ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিবিদ্ ভিলিসাহেব ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গোধূম পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ ফল পাইয়াছিলেন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| পূর্ণাঙ্গসারে | একর | প্রতি | ৪৩ বুশেল |
| চূণ ভিন্ন ঐ | ” | ” | ৪১ ” |
| পোটাস ভিন্ন ঐ | ” | ” | ৩১ ” |
| ফস্ফেট ভিন্ন ঐ | ” | ” | ২৬৸০ ” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যবক্ষারজান ভিন্ন ঐ | একর | প্রতি | ১৪ বুশেল |
| কোন প্রকার সার ব্যতীত | " | " | ১২ " |

এই সিদ্ধান্তে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উপরি উক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গসার প্রয়োজন। ইহার মধ্যেও যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন।

অন্য এক জন প্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্ বীটমূলের দ্বারা অন্যত্র নিম্নোক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| পূর্ণাঙ্গসারে | একর প্রতি | ২০ টন | ১৬ হন্দর |
| চূণ ভিন্ন ঐ | " | ১৮ টন | ১৬ হন্দর |
| পোটাস ভিন্ন ঐ | " | ১৬ টন | ১৬ হন্দর |
| ফস্‌ফেট ভিন্ন ঐ | " | ১৪ টন | ১৬ হন্দর |
| যবক্ষারজান ভিন্ন ঐ | " | ১৪ টন | ৮ হন্দর |
| কোন প্রকার সার ব্যতীত | " | ১০ টন | |

এখানেও জমিতে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থের বিশেষ অভাব এবং পূর্ণাঙ্গ সারই এই জমিতে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

গোয়াডিলোপ দ্বীপে এম, ডি জারুন সাহেব ইক্ষুদ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত ফল পাইয়াছেন,—

| | |
|---|---|
| পূর্ণাঙ্গসারে | ২৩ টন |
| চূণ ভিন্ন ঐ | ২০ টন |
| পোটাস্ ভিন্ন ঐ | ১৪ টন |
| ফস্‌ফেট ভিন্ন ঐ | ৬ টন |
| যবক্ষারজান ভিন্ন ঐ | ২ টন, ৮ হন্দর |
| কোন প্রকার সার না দিয়া | ১ টন, ৪ হন্দর |

ইক্ষু বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিলেও এই জমিতে ফস্‌ফেট এবং পোটাসের অত্যন্তাভাব দেখা যাইতেছে।

অতএব জমির উর্ব্বরতা নির্দ্ধারণ করিতে দুইটি পরীক্ষার প্রয়োজন। প্রথম জমিতে সার না দিয়া দুটি ভিন্ন শ্রেণীর ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় একশ্রেণীর ফসল ৫ প্রকার বিভিন্ন সার দিয়া উৎপন্ন করিতে হইবে। এই দুই পরীক্ষা দ্বারা জমিতে স্বভাবতঃ উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী কি কি পদার্থ আছে এবং কি কি দিতে হইবে তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে অবধারণ পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতে পারিব।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী।

# আসামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়

প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বীজভূমি বলিয়া সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন কামরূপের যে অংশ অধুনা 'আসাম' উপত্যকা নামে অভিহিত, তাহাও কামাখ্যা দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়াই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অদ্যাপি কামাখ্যা-তীর্থে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। কামাখ্যা এই প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন। বস্তুতঃ শাক্তধর্ম্ম আসামের জনসাধারণের ধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবধর্ম্মই এখানকার লৌকিক ধর্ম্ম।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ১৮,৮১০৫০ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ১২০২৩৫২ জন লোক মহাপুরুষীয়া, দামোদরীয়া প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন না কোন শাখাভুক্ত। এই সংখ্যা দ্বারাই আসামে বৈষ্ণব-প্রভাবের ব্যাপ্তি সুস্পষ্ট বোধগম্য হইয়া থাকে। ফলতঃ কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ সত্রের * অধিকার † গোস্বামী প্রভুদের অনুশাসনেই আসামের হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে। আসামে এরূপ হিন্দুপল্লী নাই, যেখানে নাম-সংকীর্ত্তনের জন্য একটি না একটি নামঘর ‡ আছে। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যে কত সত্র বা আখড়া আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। অসমীয় শিক্ষিত কি অশিক্ষিত এরূপ হিন্দু বিরল, যাঁহার দুই চারিটি কীর্ত্তন ঘোষা (১) নামঘোষা (২) বা বড়গীত (৩) জানা নাই। ভারতের অন্যত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শাক্ত-ধর্ম্মই অপেক্ষাকৃত প্রবল; কিন্তু আসামে সকল শ্রেণীর মধ্যেই বৈষ্ণবপ্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অধিক কি ইহার প্রভাবে আসাম উপত্যকার সংসৃষ্ট নানা পার্ব্বত্য জাতিরাও ভকত (৪) হইয়া হিন্দুশ্রেণীতে পরিগণিত ও উন্নততর হিন্দু-সভ্যতার অধিকারী হইতেছে।

চারি শতাব্দী পূর্ব্বে আসামে শ্রীশঙ্করদেব আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ মাধবদেব, দামোদরদেব ও হরিদেব প্রভৃতিও আসামের সর্ব্বত্র এবং আসামের বহির্ভাগে কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। তদবধি এই ধর্ম্ম আসামবাসীদের জাতীয় ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করদেব ও তাঁহার অনুষঙ্গী ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পবিত্র স্মৃতিতে আসামবাসীদের হৃদয় অদ্যাপি আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে।

* সত্র—বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদিগের মঠ বা আখড়ার অনুরূপ।

† অধিকার—অধিকারী বা মোহান্ত।

‡ নামঘর—কীর্ত্তনগৃহ। ভারতের অন্যত্র বৈষ্ণবদিগের ইহার অনুরূপ কিছুই নাই। অন্যান্য প্রদেশে গৃহী বৈষ্ণবেরা স্ব স্ব গৃহেই সাধন ভজন করে, কিন্তু আসামে অতি ক্ষুদ্র পল্লীতেও সকলে মিলিয়া নামঘর নির্ম্মাণ করে। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অনেক ক্রিয়াই তথায় সম্পন্ন হয়।

১। কীর্ত্তন ঘোষা<br>২। নাম-ঘোষা } —ঘোষা বাঙ্গালা ধুয়ার অনুরূপ।

৩। বড়গীত—সংকীর্ত্তন। ৪। ভকত—ভক্ত।

দৈবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র দেবতা, তাঁহার পদসেবাই একমাত্র কর্ম্ম এবং তাঁহার নামই একমাত্র মন্ত্র, ইহাই শঙ্করদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব(১)। মুক্তিতে নিস্পৃহ হইয়া সমস্ত দেবতার শিরোমণি ভক্তবৎসল দেব যদুপতির ভজনাই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখীত্ব এবং আত্মনিবেদন এই নববিধ ভক্তিদ্বারা সাধ্য। "যত দেখা শুনা বেদ বেদাঙ্গ, হরিনামে করে সবে স্বসাঙ্গ।" এই বলিয়া তিনি সর্ব্বোপরি লীলাবিগ্রহধারী শ্রীহরির লীলাচরিত্র এবং নাম-শ্রবণ ও কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য দিয়াছেন।

মহাপুরুষীয়া।

শঙ্করদেব ভক্তিপথের প্রদর্শক মাত্র। তৎশিষ্য মহাপুরুষ মাধবদেবই ঐ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারই নামানুসারে তৎপথাবলম্বীদের 'মহাপুরুষীয়া' এই সংজ্ঞা হইয়াছে। শঙ্করদেব অনেকটা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। মাধবদেব গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক আজীবন অকৃতদার থাকিয়া ধর্ম্ম-প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। চণ্ডাল, ভোট, ম্লেচ্ছ, কাছারী, গারো, মিরি ও যবন নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই হরিনামে 'শরণ' (২) দিয়া মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রাম রাম গুরু প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং মাধবদেব, মধু, হরি, ও নারায়ণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের এই চারিজনকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ এক এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। অন্যেরা এবং মাধবদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বার জন ধর্ম্মাচার্য্য 'আতা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'আতা' আত্মা শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। যিনি আত্মতত্ত্ব জানেন তিনিই 'আতা'(৩)। আতা এবং আতৈ প্রায় একার্থ-বোধক। কিন্তু 'আতৈ' অপেক্ষা 'আতা' অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর। আতা বা আতৈদের গৃহা-শ্রম অবলম্বন করা ইচ্ছাধীন। যাহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া চিরকৌমার্য্য পালন করে তাহারা 'কেবলিয়া ভকত'।

বর্ত্তমানে কেবলিয়া ভকতদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া প্রায়শঃ ব্যবসায় বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

দামোদরীয়া।

দেব দামোদর, শঙ্করদেবের তিরোভাবের পর স্বীয় নামে 'দামোদরীয়া' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। মূলতঃ মহাপুরুষীয়াদের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিন্নমত হইলেও আচার-অনুষ্ঠানে মহাপুরুষীয়াদের সহিত ইহাদের পার্থক্য আছে। দামোদরীয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য আছে এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাচার্য্যগণ "গোঁসাই"

---

১। দেবো একমতি দৈবকী দেবীর সুত
দৈবকী পুত্রের পদসেবা কর্ম্মো এক এহি মান মাত্র
মন্ত্রো একতান নাম মাত্র অদ্ভুত। নামঘোষা।

২। শরণ—দীক্ষা।

৩। মোর নাম ধরি আত্মা তৈলা পরিচয়।
এহি হেতু আতা মোক জগতে বোলায়॥ অমূল্যরত্ন পুথি।

উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা বর্ণভেদ অনেকটা মানিয়া চলেন। মহাপুরুষীয়াদের ন্যায় অন্য দেবদেবীর প্রতি ইঁহারা সম্মান প্রদর্শনেও বিমুখ নহেন। এই সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা দেব দামোদরকেই ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং শঙ্করদেবের ততটা প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন না।

হরিদেব-পন্থী।

হরিদেব স্বীয় নামে যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তাহারা হরিদেব-পন্থী বলিয়া অভিহিত। ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানে দামোদরীয়াদের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। অধুনা এই উভয় সম্প্রদায় ক্রমশঃ এক হইয়া যাইতেছে। দামোদরীয়া এবং হরিদেবপন্থীদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বিস্তর প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমতের বিশেষ প্রভাব ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

চৈতন্যপন্থী।

চৈতন্যপন্থী নামে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আসামে আছে। কথিত আছে, অদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচারের জন্য স্বীয় চারি পুত্রকে চারিদিকে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন আসামে আসিয়া প্রচার করেন। তাঁহারই শিষ্যেরা চৈতন্যপন্থী। অন্যান্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগের তিরোভাবতিথিতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহারা শ্রাদ্ধাদি না করিয়া উৎসবমাত্র করিয়া থাকে এবং ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করে যে, অদ্বৈত-তনয় এই স্থানে অন্তর্হিত হইয়া অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, সুতরাং শ্রাদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য ও তৎপার্ষদদিগের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন ব্যতীত আসামের অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। কোনও কোনও বিষয়ে সামান্য পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে একটি এই, ইহাদের মন্ত্র ষোল নাম যথা:—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

আর অন্য সম্প্রদায়ের চারি নাম মন্ত্র যথা:—

রাম নারায়ণ কৃষ্ণ হরি।

অন্যান্য সম্প্রদায়।

এতদ্ব্যতীত গোপালদেব-পন্থী, সোয়ামারীয়া, রাতিখোয়া ইত্যাদি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়েরই সাধন-ভজন-প্রণালী প্রায় একরূপ। সত্র বা আথড়ার নির্ম্মাণ প্রণালীতেও কোন পার্থক্য নাই। একখানি দোচালা ঘর "মণিকুট" বা ভারাঘর নামে অভিহিত হয়। বঙ্গদেশে বাঁকা দেওয়াল দোচালা ঘরগুলি যেমন ইহাও ঠিক তদ্রূপ। উহার এক অংশে 'কলিয়া গোহাই' 'মামরিয়া গোহাই' ইত্যাদি গ্রাম্যোপাধিবিশিষ্ট কোনও রূপ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থাকেন। অন্য অংশ ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হয়। ভারাঘরের সম্মুখভাগে তৎসংলগ্ন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দোচালা বা চারচালা কীর্ত্তন ঘর। স্ত্রীলোকেরা উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, বারান্দায় বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে পারে। কীর্ত্তনঘরে এক উচ্চ সিংহাসনে বস্ত্রাচ্ছাদিত শ্রীমদ্ভাগবত রক্ষিত হয়। উহাকে "গুরুর স্থান" বলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সত্রমাত্রেই এক একটি দোল-মঞ্চ আছে। দোলযাত্রা উপলক্ষে সকল সত্রেই বিশেষ ধুমধাম হইয়া থাকে। অন্যান্য পর্ব্বেও

উৎসবাদি হয়। উৎসবে পক্কান্ন ব্যবহৃত হয় না। মুগ, কলাই প্রভৃতি ভোগের প্রধান উপকরণ। পর্ব্বাদি ছাড়া প্রত্যহ অনেকগুলি প্রসঙ্গ হয়। এইগুলি যথাক্রমে এইরূপ। প্রথম প্রসঙ্গ--প্রভাতী কীর্ত্তন—"উঠরে উঠ বাপু গোপাল হে, নিশি পরভাত ভৈল। কমলনয়ন বুলি ঘনে ঘন যশোদা ডাকিতে লৈল ॥" ইত্যাদি

কোনও একটি প্রভাতী গীত। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—প্রভাতী ভটিয়া। 'পাতেক সময়ে যশোয়া জননী। মুখ চুম্বিত শ্যাম জাগরণকো॥"

ইত্যাদি কোনও প্রভাতী ভটিয়া সুস্বরে পঠিত হয়। তৃতীয় প্রসঙ্গ--কলুপর ঘোষা কিম্বা নামছন্দ ও শরণছন্দ এক পটল, আর কীর্ত্তন ঘোষা বা দশমের এক বা দুই ঘোষা কীর্ত্তন করিতে হয়। চতুর্থ প্রসঙ্গ—ভক্তিরত্নাবলীর কোনও এক উপদেশ অথবা কীর্ত্তন ঘোষা, নামঘোষা বা দশমের কোন এক ঘোষা পাঠ। পঞ্চম প্রসঙ্গ—ভাগবতপাঠ। ষষ্ঠ প্রসঙ্গ—বৈকালিক পাঠ, রত্নাবলী দশম কীর্ত্তন অথবা কোন শাস্ত্রগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ। সপ্তম প্রসঙ্গ—নাম ডাকা। অষ্টম প্রসঙ্গ—ভাগবতপাঠ। নবম প্রসঙ্গ—গুণমালা পুথির কোনও এক ঘোষা পাঠ। দশম প্রসঙ্গ—লীলাশনার কোনও এক ঘোষা পাঠ। একাদশ প্রসঙ্গ—

জয় গুরু শঙ্কর সর্ব্ব গুণাকর

যাকোর নাহি অনুপাম। ইত্যাদি মাধবদেব রচিত গুরু ভটিয়া পাঠ।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ—বড়গীত। ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ—চতুর্থের অনুরূপ। চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ—কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ। পঞ্চদশ প্রসঙ্গ—ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যা, গায়ত্রী ও গুরুদত্ত মন্ত্র এবং শূদ্রাদির গুরুদত্ত মন্ত্র জপ। এই পঞ্চদশ প্রসঙ্গের মধ্যে সকলগুলিই পর পর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ঐ সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার থাকে। মাত্র তাহাদের উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে কার্য্যের তারতম্য হয়। প্রতিবার তাল সম্বরণের পর কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা হয়—জয় রাম বোলা। জয় নারায়ণ বোলা। জয় কৃষ্ণ বোলা। হরি বোলা ॥

এই বাক্য-চতুষ্টয় অতি সুললিত রাগে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে এবং প্রতি বাক্যের অবসানে উপস্থিত জনমণ্ডলী 'রাম নারায়ণ কৃষ্ণ হরি' এই চারি নাম মৃদুস্বরে দ্রুত উচ্চারণ করিয়া থাকে। উহা প্রায়শঃ চিত্তাকর্ষক ও নামে অনুরাগের উদ্দীপক। কীর্ত্তন ঘরে প্রত্যহ সকল লোক একত্র হইয়া এই সকল প্রসঙ্গ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শৌচ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পবিত্রতার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হয়। বৈষ্ণবদিগের মহোৎসবের নাম শুনিলেই আমরা সাধারণের নানা ভোজ্য দ্রব্যের বিরাট আয়োজনের কথাই মনে করি। কিন্তু আসামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় রসনার তৃপ্তি অপেক্ষা হৃদয়ের তৃপ্তির অধিকতর প্রয়াসী বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র সে

কামরূপ শাসনাবলী

(৩)

# ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন*

জয়তি শ্রীজগন্মাতা কামরূপাধিবাসিনী।
বিঘ্নং হরতি যা সর্ব্বং কামদা চ সদা নৃণাম্॥

ধন্য মা কামাখ্যা! তাঁহারই মন্দিরের পার্শ্বে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে যে কামরূপ-অনুসন্ধানসমিতি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ কামরূপশাসনাবলী সংকলিত করিবার সংকল্প মনে উদিত হইতে না হইতেই এক অভাবনীয় উপায়ে এমন একখানি তাম্রশাসন আসিয়া আপনা আপনি উপস্থিত হইল, যাহা এযাবৎ প্রাপ্ত কামরূপের সমস্ত শাসন অপেক্ষা প্রাচীনতম।

বিগত পৌষমাসে শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুর গ্রামনিবাসী শ্রীমশঃরফ্ সেখ নামক একব্যক্তি মহিষ থাকিবার ঘরের পার্শ্বস্থিত মাটীর দেওয়াল কাটিয়া স্থানটিকে সমতল করিতেছিল, সেই সময়ে প্রায় ছয়হাত মাটির নীচে এই শাসনখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাসনখানিতে বর্ত্তমানে তিনটি ফলক অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত, সেই অঙ্গুরীয়কের মাথায় প্রকাণ্ড একটা সিল, তাহাতে একটা হাতীর আকৃতি অস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মোসলমানটি এই শাসন পাইয়া স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত পবিত্রনাথ দাস মহাশয়কে এইখানি দেখিতে দেয়, তিনি ফলকগুলির ফটো উঠাইবার নিমিত্ত শিলচরসহরে স্থর্ম্মা-ভেলির কমিশনর আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস বি এ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। এতৎসংবাদ অবগত হইয়া তত্রত্য নর্ম্মালস্কুলের শিক্ষক শ্রীমান্ জগন্নাথ দেব বি, এ, আমাকে ইহার বিষয় জ্ঞাপন করেন।

আমি পড়িতে পারিব কি না এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলাম; তথাপি শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু এবং শ্রীমান্ জগন্নাথ বাবুকে ফলকগুলি আমার নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করি, অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, ইহাই মনে ছিল। যাহাহউক, তাঁহারা পাঠাইতে অনেক বিলম্ব করিলেন; ফাল্গুনের শেষভাগে শাসনখানি আমার হাতে আইসে, চৈত্রের শেষভাগে আবার উহা ফেরত দিতে হয়। চারি সপ্তাহকাল ইহার আলোচনা করিতে পারিয়াছি, এবং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে হতাশ হইয়াছিলাম, তথাপি দুই চারিবার চেষ্টার পরে ভগবতীর কৃপায় ইহা বোধহয় বিশুদ্ধভাবেই পড়িতে সমর্থ হইয়াছি। সামান্য বুদ্ধিতে শাসনের যেরূপ অর্থগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এবং অনন্যসহায়ভাবে এতদ্বিষয়ক ঐতিহাসিক-তথ্য যতটুকু

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ রঙ্গপুর শাখার সাংবৎসরিক অধিবেশনে (১৩২০, ২১শে বৈশাখ তারিখে) পঠিত।

আমার পক্ষে নিষ্কাশন করা সম্ভাব্য, তাহাই অগ্ন এই প্রবন্ধে সাধারণ্যে উপস্থাপিত হইতেছে।

দেশের প্রাচীন ইতিহাসের এই ছিন্ন পত্রখানির আবিষ্কারবার্ত্তায় কতটা আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, শাসনখানি আলোচনা করিবার পরে তাহার পরিমাণ অনেকটা কমিয়া গেল। তাহার কারণ তুইটি ; এক, যেখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল শাসন নহে, আসল খানা পুড়িয়া যাওয়াতে এইখানি নূতন করিয়া ভিন্ন অক্ষরে লিখিত হইয়াছে *। অপর, দ্বিতীয় ফলকের পর ( অন্ততঃ ) একখানি ফলক হারাইয়া গিয়াছে ; ঐ খানিতে যে স্থানের ভূমি, তাহার বর্ণনা ছিল এবং প্রাপক ব্রাহ্মণের নাম গোত্রাদির উল্লেখ ছিল।

তাম্রশাসন যে জায়গায় আবিষ্কৃত হয়, প্রায়শঃ সেই স্থানেরই সম্পর্কিত ভূমিদানের সূচনা করে। কিন্তু কামরূপের শাসনকর্ত্তা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বারাণসীর সন্নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডেরই কোনও ভূমি এই শাসনের বিষয়ীভূত ছিল, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে পশ্চাৎ বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

শাসনপ্রদাতা মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কামরূপের অধিপতি। তিনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক এবং মিত্র ছিলেন ; এই নিমিত্ত হর্ষচরিতে তাঁহার ( এবং তদীয় ঊর্দ্ধতন চারিপুরুষের ) উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ানচুয়াং ( বা হোয়েন্থসাং ) কামরূপে আসিয়া ভাস্করবর্ম্মার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শাসনখানি কোন্ সময়ের তাহা নিরূপণার্থ আমাদিগকে বেগ পাইতে হইবে না। যদিও নূতন করিয়া লিখিত, তথাপি শাসনপ্রদানের বহুকাল পরে যে ইহা পুনর্লিখিত হইয়াছে, এ কথাও বলা যায় না ; কেননা, অক্ষরগুলি সপ্তমশতাব্দীরই বটে। বিশেষতঃ নূতন অধিকারীরই দলিল রাখিবার প্রয়োজন ; বহু দিন যাবৎ যাহা ভোগ করিয়া আসা যাইতেছে, অথবা যাহা পুত্র পিতার নিকটে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সম্পর্কে মূল দলিল লোপ পাইলেও তখনকার দিনে উহা নূতন করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইত না। তাই অনুমান যে পাইবার অল্প পরেই শাসনখানি দগ্ধ হইয়া যায়—ব্রাহ্মণের বিত্তহানি হয় দেখিয়া রাজা পুনশ্চ ইহা নূতন করাইয়া দেন†। এই অগ্নিকাণ্ডের এক সাক্ষীও বর্ত্তমান। ফলকগুলি যে প্রকাণ্ড সিলযুক্ত অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত ছিল, তাহা যে ভস্মস্তূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল, দৃষ্টিমাত্রেই ইহার প্রতীতি জন্মে ; এত শক্ত জিনিসটা ফাটিয়া ও বাঁকিয়া গিয়াছে, লেখাগুলি একে-

* শাসনদাহাদৰ্ব্বাগভিনবলিখিতানি ভিন্নরূপাণি তেভ্যোঽক্ষরাণি যস্মাত্তস্মাদ্বৈতানি কূটানি ( শাসনের শেষ শ্লোক )

† নূতন শাসনের প্রথম শ্লোকটিতে এই কথাই আছে। নমস্ত মহাদেবকে ভস্মকণৈর্বিভূষিতং এই বিশেষণটি দিয়াও মূল শাসনের ভস্মীভূতত্ব উট্টঙ্কিত করা হইয়াছে, বোধ হয়।

বারে এমনি মুছিয়া গিয়াছে যে, কিছুই পড়া যায় না। ফলকগুলি বদলাইয়া লইলেও এই সিলটি তেমন প্রয়োজনীয় মনে না করাতে বিকৃত অবস্থায়ই রহিয়া গিয়াছে।

শাসনখানি যে জায়গা হইতে আদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও এক প্রহেলিকার সূচক। "জয় শব্দা(য়)র্থ স্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ"। ইহার অর্থ কি? নরক ভগদত্তের বংশধর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা তো কামরূপের অধিপতি, তিনি কর্ণসুবর্ণ হইতে শাসনের আদেশ প্রদান করিলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইল? আগে ইহার একটা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মীমাংসার পূর্ব্বে বিচার করা আবশ্যক "কর্ণসুবর্ণ" কোথায় ছিল। ভাস্করবর্ম্মার সমকালীন যে চীনপর্য্যটক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তিনি কর্ণসুবর্ণেও গিয়াছিলেন। তবে এ বিষয়েরও আবার দুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, ইউয়ান্ চুয়াং তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে বলেন যে, তিনি তাম্রলিপ্ত ( তমলুক ) হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ লি গিয়া কর্ণসুবর্ণে পৌছিয়াছিলেন। তাহা হইলে কর্ণসুবর্ণ বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের মধ্যে কোনও জায়গায় ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তদীয় জীবন-চরিতে আছে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ৯০০ লি গিয়া কর্ণসুবর্ণ প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে কর্ণসুবর্ণ কামরূপরাজ্যের সংলগ্ন দক্ষিণপশ্চিম ভাগে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হইবে। ওয়াটার্স প্রভৃতি বিশ্বাস করেন যে, শেষের কথাই ঠিক; এবং আগের কথার মধ্যে তাম্রলিপ্ত হইতে "উত্তর-পশ্চিম" স্থলে "উত্তরপূর্ব্ব" হইবে, এইরূপ কল্পনা করেন।* ফলকথা এই যে কর্ণসুবর্ণ মধ্যবঙ্গে ছিল; মুরশিদাবাদের ১২ মাইল দক্ষিণে এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, ইহাই কর্ণসুবর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া একপ্রকার স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

এই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি যিনি ভাস্করবর্ম্মার সমকালীন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শশাঙ্ক। হর্ষচরিতে তাঁহাকে 'গৌড়াধিপ' বলা হইয়াছে; কিন্তু ইউয়ান্ চুয়াং তাঁহাকে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ উভয়েরই অধিকারী ছিলেন; তবে ইউয়ান্ চুয়াঙ্গের ভ্রমণ-বিবরণে 'গৌড়' এই নামের উল্লেখ নাই, তৎ-প্রতিশব্দস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে; তাহাও কামরূপের পশ্চিম সীমাসংলগ্ন ছিল। এই শশাঙ্ক সার্ব্বভৌমত্ব-প্রয়াসী ছিলেন; অতএব পার্শ্বস্থ ভূপতিগণ যে, তাঁহার ভয়ে তটস্থ ছিলেন, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। শশাঙ্কের দুর্ভাগ্য বশতঃ এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি তখন আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-প্রয়াসী হইয়া রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই বিখ্যাত হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। আবার তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শশাঙ্ক রাজনীতিক "নীচৈরনীচৈরতি-নীচনীচৈঃ" উপায় দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন। তাই হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যেরূপেই হউক শশাঙ্ককে দমনকরিতে হইবে। কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা উহা জানিতে পারিয়াই বোধ

---

* Watter's Yaun Chawang Vol ii pp 191-192 দ্রষ্টব্য।

ইহার অন্তর্গত মানচিত্রও দর্শনীয়।

হয়, হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিজয়মানসে পূর্ব্বাভিমুখ হইবামাত্র, দূত দ্বারা প্রভূত উপায়ন-প্রেরণ-পূর্ব্বক 'শত্রুর শত্রু' হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।*

শ্রীযুক্ত ভি, এ, স্মিথ্ প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে নির্দ্দেশিত হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনারোহণ-কাল ৬০৬ খৃষ্টাব্দ; ইহার অল্পকাল পরেই তিনি দিগ্বিজয়ে প্রস্থিত হইয়া ছয়বৎসর কাল যুদ্ধে অনবরত ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কর্ণসুবর্ণাধিপ শশাঙ্ককে ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও পরাক্রান্ত অবস্থায়ই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এবং ইউয়ান্ চুয়ঙ্গের কথায় বিশ্বাস করিতে গেলে শশাঙ্ক বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করাতে কুৎসিত রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; অর্থাৎ কোনও রূপ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন নাই। কখন শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে, তাহার তারিখ উল্লেখ নাই, কিন্তু অনুমানতঃ ইহা ৬২৫ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া নিলে কোনও ক্ষতি হইবে না। তাঁহার মৃত্যুর পরে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য শত্রুহস্তগত হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেবের প্রাগুক্ত ইতিহাসে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে† তাহাতে কর্ণসুবর্ণও হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে; ফলতঃ হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্কের রাজ্য জয় করিয়া যে তাহা অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না, তা তিনি হাজার মিত্রই হউন না কেন?

হর্ষবর্দ্ধন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগামী হইবার পরেই তাঁহার সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেবের মতে হর্ষের পর তদীয় জনৈক অমাত্য সিংহাসনাধিরূঢ় হন, কিন্তু কিছুদিন পরেই চীনরাজ-দূত উয়াং হিউয়েনচি কর্ত্তৃক পরাভূত হন। এই চৈনিক দূত ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন, এবং খুব সম্ভবতঃ এই অরাজকতার গণ্ডগোলের সময় কর্ণসুবর্ণ রাজ্যটি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন এই তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহার কাল ৬৫০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ইহার পর যে ভাস্করবর্ম্মা বেশীদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন বোধ হয় না‡ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কামরূপের অবস্থা হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের ন্যায় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী শালস্তম্ভ নামক একজন ম্লেচ্ছ বংশীয় কর্ত্তৃক কামরূপ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; এই সালস্তম্ভেরবংশধরগণ একবিংশতি জন

* হর্ষচরিত ষষ্ঠ ও সপ্তম উচ্ছ্বাস।

† V. A. Smith's Early History of India. ৩১৪ পৃষ্ঠার পার্শ্বে।

‡ ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধন হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, কেননা (১) হর্ষবর্দ্ধন ১৬ বৎসর বয়সে রাজপদে বৃত হন; তখন ভাস্করবর্ম্মার দূত আসিয়া বলিতেছে "অ যুগস্ত শৈশবাৎ প্রভৃতি সঙ্কল্প" ইত্যাদি—যেন শৈশব বহুকাল হইল অতীত হইয়াছে; (২) ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের ৫৪ বৎসর বয়সে উৎসব উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে হর্ষ ইন্দ্র সাজেন এবং ভাস্করবর্ম্মা ব্রহ্মা হন; একটু বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলে পিতামহের ভূমিকা মানাইবে কেন? (৩) পরাক্রমে ন্যূন হইলেও হর্ষ ভাস্করবর্ম্মাকে দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দিয়া বয়সের সম্মানও প্রদর্শন করিয়া ছিলেন বোধ হয়। ভাস্করের রাজত্ব কালেরও পরিমাণ হর্ষ হইতে (প্রারম্ভ ও অবসান উভয়তঃ) অধিকতর ছিল।

রাজত্ব করিয়া নির্বংশ হওয়াতে ভগদত্তবংশীয় ব্রহ্মপাল প্রজাপুঞ্জ-কর্ত্তৃক রাজ্যভার গ্রহণার্থ আমন্ত্রিত হন।*

অতএব, মূলশাসনপ্রদানকাল যখন ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বের শেষভাগে হইতেছে, তখন শাসনদাহের তথা ইহা নূতনকল্পে লিখিত হইবার কাল, হয়, ভাস্করবর্ম্মার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে নয় তাঁহার উত্তরাধিকারী বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে, কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহা শাসনদানের অধিক পরেও যে হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই অনুমিত হইয়াছে।+

এস্থলে আর একটি কথা মীমাংসিত হওয়া উচিত। এই যে 'অভিনব লিখিত' শাসন তাহা মূল শাসনের অবিকল প্রতিলিপি কি না? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ইহা যথার্থ প্রতিলিপিই হইবার কথা। কারণ,(১) তৎকালের লোক যেরূপ শ্রুতিধর ছিলেন, শাসন-প্রাপক ব্রাহ্মণ অবশ্যই মূলশাসনের শ্লোক ও বাক্যাবলী যথাযথভাবে স্মরণ রাখিয়াছিলেন,(২) রাজার দফ্‌তরে অবশ্যই মূলশাসনের এবারৎ (ড্রাফ্‌ট্) রক্ষিত হইত; নচেৎ যখন কূট-শাসনের কল্পনা দেখা যায়, তখন কূটশাসন ধরা পড়িত কিরূপে?(৩) "ভিন্নরূপাণি অক্ষরাণি" অর্থাৎ লেখার ছাঁদ ভিন্ন ছিল—বোধহয় মূলশাসনের লিপিকার ইহা লেখেন নাই; কিন্তু বাক্যগত বৈষম্য থাকিলে তাহা শেষ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখিত হইত। অতএব প্রথম এবং শেষ শ্লোক বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহাই মূলশাসনের অবিকল প্রতিলিপি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ফলক খানিতে ভূমির ঠিকানা থাকিবার কথা, তাহা হারাইয়া গিয়াছে; এখন যেখানে এই ফলক পাওয়া গেল, অর্থাৎ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে এই ভূমি অবস্থিত ছিল কি না তাহা বলা বড়ই সুকঠিন; তবে অনুমানের প্রসার সর্ব্বত্রই আছে, তদবলম্বনেই এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" ঐতিহাসিক ভাগের প্রথমেই লিখিত আছে যে, অতি প্রাচীনযুগে শ্রীহট্ট প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে শ্রীহট্টের উত্তরপশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে লাউড় অঞ্চলে ভগদত্তরাজার বাড়ী ছিল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই যে, ময়মনসিংহের ইতিবৃত্তেও ময়মনসিংহ জেলার স্থলবিশেষে ভগদত্তরাজার বাড়ীর

* ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন বিচারে এ বিষয়ে বহু বলা হইয়াছে। ভগদত্ত বংশীয়েরা বিতাড়িত হইয়া কাম-রূপের বাহিরে অন্ততঃ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাই নেপালরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে ভগদত্তবংশজ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যাভীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন; এই হর্ষদেব "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশলপতি" হইলেও "কামরূপাধিপতি" বলিয়া বর্ণিত হন নাই।

+ ভাস্করবর্ম্মা বা তদীয় উত্তরাধিকর্ত্তৃক ইহা পুনর্লিখিত হইবার কল্পনার প্রয়োজন এই যে ম্লেচ্ছ সালস্তম্ভ বা তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ ইহা করিতে যাইবে কেন? বিশেষতঃ ঐ সময় এক মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল রাজবংশ পর্য্যন্ত কামরূপ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তখন এই শাসন দেখাইয়া ভূমি ভোগ করিবার সময় ছিল কিনা সন্দেহ।

কথা উল্লেখিত হইয়াছে। মহারাজ সূর্য্যকান্তের শিকারকাহিনীতে মধুপুরের জঙ্গলে ভগদত্ত রাজার বাড়ীর কথা আছে। এই সকল "ভগদত্ত" প্রাচীন কামরূপের ভগদত্তবংশীয় রাজগণের পরিচায়ক বোধ হয়; এবং যদিও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (অর্থাৎ বর্ত্তমান গৌহাটি) তাঁহাদের স্থায়ী রাজধানী ছিল, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের অধিকৃত জনপদের নানাস্থানে জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিয়া কিয়দ্দিন বসতি করিয়াছিলেন, এ কথা অবিশ্বাস্য নহে। ফলতঃ (খাসিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া না হউক) গারো পাহাড়ের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া গিয়া কামরূপাধিপতিগণ ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভগদত্ত হইতে ভাস্করবর্ম্মার কাল সাড়ে তিন হাজার বৎসর ব্যবহিত; এতদিনে পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট প্রভৃতি কামরূপরাজ্যের সীমান্তর্গত ছিল কি না, অন্ততঃ ভাস্করবর্ম্মার আধিপত্য শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না ইহাই আলোচনার বিষয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, অতি প্রয়োজনীয় ফলকখানি হারাইয়া যাওয়াতে এই বিষয়ের স্থির মীমাংসার পক্ষে একটা সম্ভাবনার সূত্র উচ্ছিন্ন হইল। চীনপর্য্যটক ইউয়ান্ চুয়াং কামরূপে আসিয়াছিলেন; তিনি এই রাজ্যের পরিধি ১০০০০ দশ হাজার লি (২০০০ মাইল) বলিয়া লিখিয়াছেন। এদিকে যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত "কামরূপ" বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইউয়ান্ চুয়াং "কলোটু"* (করতোয়া) উত্তীর্ণ হইয়া কামরূপ আসাতে যোগিনীতন্ত্রাদিতে উল্লেখিত পশ্চিমসীমা ঠিক্ পাওয়া গেল, অতএব অন্যান্য সীমান্তও ঠিক্ হইবে, এই ভাবিয়াই বোধ হয় "বিল" সাহেব বলিয়াছেন "The Kingdom (Kamrup) included Manipur, Jayntia, Kachar East Assam and parts of Mymanshing and Syllet" †

ইহা যে যথার্থ তাহা বলিতে পারি না। কেননা এ কথা ঠিক্ যে, তখন "শ্রীহট্ট" এই স্বতন্ত্র নামে পরিচিত একটি দেশ এই ইউয়ান্ চুয়াংই নির্দ্দেশিত করিয়া গিয়াছেন। ওয়াটার্স কৃত গ্রন্থে আছে:—The pilgrim then names in succession Six countries beyond Samatata * * these 6 ountries are (1) Shilichatalo to the north-east among the hills near the Sea ‡

সমতট দ্বারা ঢাকা কি ফরিদপুর এক্ষণে যেস্থানে অবস্থিত, তাহাই নির্দ্দেশিত করিয়া ওয়াটার্স শি-লি চটলকে শ্রীক্ষেত্র পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "Srikshatra according

* ওয়াটর্স সাহেব "কলোটু" সম্বন্ধে বলেন" The River Kalotu of the Pangshi may be the large river of the present passage (meaning extract from Yuan Chwang on Kamarupa) which is possibly 'Brahmaputtra !! ( Watter's Yuan chawang vol ii, p 187)

† Beal's Buddhist Records of the Eastern Countries Vol ii, page 195 Foot note ("শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" হইতে উদ্ধৃত)

‡ Watter Yangchawing Vol i i—p 189

to the pilgrims information should correspond probably to the Tipperah District এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ওয়াটার্সের এই সিদ্ধান্ত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ভি, এ, স্মিথ সাহেবও সমর্থন করিয়াছেন।* কিন্তু ত্রিপুরার ইতিবৃত্তলেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রণেতা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্পষ্টতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'শ্রীক্ষেত্র' শ্রীহট্টেরই সূচক। বোধহয় মানচিত্রে সিলেট ( Sylhet ) লেখা দেখিয়া ওয়াটার্স ও স্মিথ্ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার উত্তরার্দ্ধ মোসলমান-সময় পর্য্যন্ত সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব-উত্তর ও দক্ষিণ তিনদিকেই পর্ব্বত এবং প্রায় তেরশত বৎসর পূর্ব্বে যে ইহা সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ছিল, আজিও বর্ষায় শ্রীহট্টের পশ্চিমদক্ষিণ অংশের সাগরসদৃশ জলরাশি দেখিলে স্পষ্ট অনুমিত হইবে।† অতএব শ্রীহট্ট তখন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ইহা বোধ হয় অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই অনুমানের পোষক আরও প্রমাণ আছে।

যে পঞ্চখণ্ডে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানটি ঐ সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া ইতিবৃত্তে দেখা যায়। শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জী বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে আছে যে, ৫১ ত্রিপুরাব্দে (অর্থাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে) মিথিলা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজ কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে বৃত হন এবং ঠিক্ এই স্থানেই তাঁহারা সংস্থাপিত হওয়াতে জায়গাটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত হইয়া তদবধি পঞ্চখণ্ড নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।‡ এই গ্রন্থ কতদূর বিশ্বসনীয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আগত ব্রাহ্মণগণের এখন ৩৭।৩৮ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে শতাব্দী ধরিলে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের এতদঞ্চলে আগমন সম্ভাবিত বলিয়াই বোধ হয়। অপিচ একটি অতি প্রাচীন লিপিতেও শ্রীহট্টের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। সিংহপুরের রাজকুমারী জালন্ধর রাজবধূ ঈশ্বরা দেবী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপ্রশস্তির শীর্ষদেশে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" এইটুকু লেখা রহিয়াছে। প্রশস্তিলিপির পরে ইহা যোজিত হইলেও ভাস্করবর্ম্মার শাসনের লিপি অপেক্ষা ঐ লেখাটুকু প্রাচীনতর বোধ হয়। যাহা হউক, সেই প্রাচীনযুগেও "শ্রীহট্ট" দেশ ও তদধীশ্বরের কথা পাওয়া গেল।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব্বাংশ অতি প্রাচীনকালে কামরূপের রাজ্যাধিকারে থাকার কথা নিতান্ত অসম্ভাবিত না হইতে পারে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত পুরাণতন্ত্র ও কিংবদন্তী ভিন্ন প্রত্যয়যোগ্য কোনও বিষয় দ্বারা এই সকল স্থানে কামরূপরাজ্যান্তর্বর্ত্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। হায়, যদি এই শাসনের নষ্ট ফলকখানি থাকিত, আর যদি তাহাতে এই শ্রীহট্ট

* Ditto Ditto p 340

† এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" ২য় ভাগ ১ম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

‡ এই সম্বন্ধে বিস্তারিত কাহিনী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

অঞ্চলের পরিচায়ক কোনও কিছু থাকিত, তবে ইহা কতদূর মূল্যবান হইত! তাহা হইলে মনে করিতাম যে, ইহার "শ্রীহট্ট" এই স্বতন্ত্র নাম থাকিলেও ইহা কামরূপের সার্ব্বভৌমত্বের অধীন ছিল।

শ্রীহট্ট প্রভৃতিকে যোগিনীতন্ত্র ইত্যাদিতে কেন কামরূপের অন্তবর্ত্তী বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অসঙ্গত হইবে না। যোগিনীতন্ত্রে কোচরাজ বিশ্বসিংহের নাম আছে; বিশ্বসিংহ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ প্রভৃতি দিল্লীর বাদশাহের অধীনে ছিল। ত্রয়োদশ (অগত্যা চতুর্দ্দশ) শতাব্দীতেই এই অঞ্চল মোসলমানের করতলস্থ হয়। তথাপি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের সীমা-মধ্যে কেন এই প্রদেশ নির্দ্দেশিত হইল? আজিও কেন শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ এমন কি ঢাকা পর্য্যন্ত অঞ্চলে কামরূপের দোহাই দিয়া হংসপারাবত কূর্ম্ম-কমঠের সুস্বাদু মাংস ভক্ষিত হইয়া থাকে? ইহা হইতে এই প্রতীত হয় যে, তন্ত্রপুরাণোক্ত কামরূপের সীমা কোনও রাজনীতিক (political) সীমানির্দ্দেশ নহে; ইহার অন্য অর্থ আছে। মনুতে যে অর্থে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' 'আর্য্যাবর্ত্ত' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেখা যায়, তন্ত্রপুরাণে 'কামরূপের' সংজ্ঞাও সেই অর্থে গৃহীত হইবে। শুদ্ধিতত্ত্ব হইতে একটি বচন উদ্ধৃত হইতেছে:—

"অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"

কিন্তু মা কামাখ্যার কৃপায়,—

"তত্র (কামরূপে) যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়ঃ।
*    *    *    *
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে॥" (যোগিনীতন্ত্র)

এমন কি ইহাকে "বারাণস্যাঃ কলাধিকা" বলিতেও মহাদেব (তন্ত্রের বক্তা) কুণ্ঠিত হন নাই। তাই রঙ্গপুর ময়মনসিংহ, এবং সম্প্রতি শ্রীহট্টও) বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'আসামে'র সঙ্গে যোজিত হইয়া রাজনীতিক হিসাবে প্রবল অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলেও "কামরূপের" নিবিষ্ট বলিয়া সদাই গৌরব করিয়া আসিতেছে।

এখন শ্রীহট্ট-পঞ্চখণ্ড যদি ভাস্করবর্ম্মার রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না বলিয়া ধরা হয়, তবে শাসনখানি সেখানে গেল কি প্রকারে? এই সম্বন্ধেও সর্ব্বপ্রসারী অনুমানের অবকাশ আছে। ভাস্করবর্ম্মার তিরোভাবের পরে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব যে ঘটিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাতে শাসন-প্রাপক ব্রাহ্মণ বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বিত্তচ্যুত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দেশে গিয়া তৎস্থানের অধিপতি হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি লাভ করিয়া উপনিবিষ্ট হইবেন, ইহাতে আশ্চার্য্যের বিষয় কিছুই নাই। শাসনখানি নিজের বা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবখ্যাপক বলিয়া তাহা সঙ্গে নিয়া যাওয়াও স্বাভাবিক। তন্মধ্যে একখানি ফলক যে হারাইয়াছে, তাহার কারণও অনুমান করা যাইতে পারে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এই ফলকগুলি অঙ্গুরীয়ক দ্বারা

সম্যক্ গ্রথিত ছিল; যদি তাহা না হইত, তবে মনে করিতাম যে, যে জায়গায় ঐগুলি পাওয়া গিয়াছে, তথায় আরো অনুসন্ধান করিলে নষ্ট ফলকখানিও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন এগুলি গ্রথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বাধিকারীর সময়েই নষ্ট ফলকখানির অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। অঙ্গুরীয়কবদ্ধ ফলকগুলির একখানি সহজে ও সহসা হারাইয়া গিয়াছে একথা প্রত্যয়যোগ্য বোধ হয় না। বিত্তনাশের ক্ষোভেই হউক, অথবা স্বীয় গোত্র-প্রবরাদি লুকাইয়া নূতন স্থানের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইবার আশায়ই হউক, পূর্ব্বাধিকারী এই ভূমির পরিচয় এবং স্বীয় বংশাদির বিবরণসমন্বিত ফলকখানি নিজেই কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হইতেছে।

এই ব্রাহ্মণ কোন্ জায়গায় ভূমিলাভ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ও অনুমানতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান তৃতীয় ফলকে শাসনীকৃত ভূমির দক্ষিণপশ্চিম, পশ্চিম, পশ্চিমোত্তর, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমা দেওয়া আছে। এই পাঁচ সীমায় তিনটিতে "গঙ্গীণিকা" শব্দ আছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহোদয় কর্ত্তৃক আলোচিত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও 'গঙ্গীণিকা' শব্দটি একাধিকবার আছে, তবে শব্দটির বানান "গঙ্গিণিকা" হইয়াছে, তা প্রায় দুই শতাব্দী পরে সংস্কৃতে তর শব্দে এইরূপ বর্ণবিন্যাসের ব্যত্যয় ঘটিবারই কথা। কামরূপীয় বা বঙ্গীয় অন্য কোনও তাম্রশাসনে "গঙ্গীণিকা" শব্দ আছে বলিয়া অন্ততঃ আমার জানা নাই। এই ধর্ম্মপালের প্রদত্ত ভূমি "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি" কোনও বিষয়ে ছিল। গঙ্গীণিকা শব্দটির উপর গৌড় লেখমালা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহোদয় টীকা করিয়াছেন; "গঙ্গিণিকা শব্দ এখনও 'গাঙ্গিণা' নামে বারেন্দ্রমণ্ডলে প্রচলিত আছে। মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং বারেন্দ্রমণ্ডলের কোনও স্থানেই গঙ্গিণিকার অসদ্ভাব নাই।* যদি তাহাই হয়, তবে বারেন্দ্র-সংলগ্ন কর্ণসুবর্ণ মণ্ডলেও গঙ্গিণিকা কথাটি সুষ্ঠু চলিয়া আসিতেছিল। তাই কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট শাসন অবশ্যই কর্ণসুবর্ণান্তর্গত কোনও ভূমিবিষয়ক ছিল।

এখন তাম্রশাসনখানিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। বর্ত্তমান তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি নকল করিবার সময়ে যোজিত। প্রকৃত (মূল) শাসন তৎপর "স্বস্তি মহানৌ হস্ত্যশ্ব" হইতে আরব্ধ; লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ঠিক্ এই বাক্যগুলির দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন তাম্রশাসনও† আরব্ধ হইয়াছে। তৎপর শিবের বন্দনা। দশরথ যেমন "ন ত্র্যম্বকাদন্তমুপাস্থিতাসৌ" ভাস্করবর্ম্মারও তেমনি "শৈশবাদারভ্য সঙ্কল্পঃ স্থেয়ান্ স্থাণুপাদারবিন্দদ্বন্দাদৃতে নাহমন্যং নমস্কুর্য্যাম্।"‡ কিন্তু দীর্ঘকাল হর্ষবর্দ্ধনের সহ মৈত্রী-নিবন্ধন যেন তিনি

* গৌড় লেখমালা ২৫ পৃষ্ঠা ফুট নোট।

† Epigraphia Indica Vol. ii, p—72 দ্রষ্টব্য।

‡ হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।

বুদ্ধদেবের প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই প্রকাশ্যে বুদ্ধের নামোল্লেখ না করিয়া "ধর্ম্মের জয়" গান করিয়াছেন ( শাসনের চতুর্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। এদেশে "ধর্ম্মমঙ্গল" প্রভৃতিতে ধর্ম্মের পূজা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ভাবসূচক বলিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত। এই শাসনে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি।

অতঃপর বরাহরূপী নারায়ণের কথা; তৎপর ভগদত্ত এবং তৎপুত্র বজ্রদত্তের কথা রহিয়াছে। এইগুলি কামরূপাধিপতিগণের প্রদত্ত সমস্ত তাম্রশাসনেই সাধারণ ভাবে আছে। অনন্তর তিন হাজার বৎসর ( মোটামুটি হিসাবে ) মধ্যে ভগদত্ত বজ্রদত্তবংশীয় বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া স্বর্গগামী হইলে পর পুষ্যবর্ম্মা আবির্ভূত হন। অতঃপর ৯ম শ্লোক হইতে ত্রয়োবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত পুষ্যবর্ম্মার অধস্তন পুরুষগণের নাম ভাস্করবর্ম্মা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। তারপর তিনটি শ্লোক সহ দ্বিতীয় ফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সমগ্র ভাস্করবর্ম্মার বিশেষণে পরিপুর্ণ, কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার, তথা আমাদের, দুরদৃষ্ট বশতঃ তৎপরবর্ত্তী ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে, নচেৎ বিশেষণ আরও কিয়দ্দূর চলিত। পরিশেষে শেষ ফলকে প্রদত্ত ভূমির নৈর্ঋত কোণ হইতে ঈশান কোন পর্য্যন্ত সীমা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর রাজকর্ম্মচারীদের নাম, সর্ব্বশেষ দুইটি শপথশ্লোক, বৃহস্পতিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইলে মূল শাসনের উপসংহার হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনের শেষের শ্লোকটিতে, ইহা যে আসল নহে, নকল, তাহা লিখিত হইয়াছে।

এই শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও সমাদরণীয় জিনিস ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের নামমালা। সেই বংশতালিকা সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত হইল—রাজগণের নামের নিম্নে বন্ধনীমধ্যে তাঁহাদের মহিষীগণের নামও প্রদত্ত হইল।

পার্শ্বে প্রদত্ত হর্ষচরিতে উক্ত ভাস্করবর্ম্মার উৰ্দ্ধতন চারিপুরুষের নামে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অতি সামান্য; কবি বাণভট্টের শুনিবার দোষে কিংবা বিস্মৃতির হেতুতে এই সকল সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যাহা হউক, ইহাতে আমরা ভাস্করবর্ম্মাকে লইয়া দ্বাদশটি রাজার নাম পাইতেছি। তাঁহাদের মধ্যে দশজনের মহিষীগণের সহ! এইটি বড় কম কথা নহে। প্রায় তিন শতাব্দীর কামরূপ-রাজমালা আমরা ইহাতে পাইতেছি।

এস্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে ( ১ ) হর্ষচরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার নাম নাই; ( ২ ) তাম্রশাসনে ভাস্করবর্ম্মার কুমার এই নামান্তর দেখা যায় নাই ( হারাণ ফলকে ছিল কি না ভগবান জানেন ) পরন্তু ইউয়ান্ চুয়াঙ্গের বিবরণীতেও এই নামান্তরটি উল্লেখ আছে। হর্ষচরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার অনুল্লেখের কারণ দুইটি হইতে পারে ( ১ ) তিনি বোধ হয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই; ( ২ ) ভাস্করবর্ম্মার দূত রাজার পিতৃপিতামহাদির মাত্র নাম যথারীতি কীর্ত্তন করিয়াছে; ভ্রাতার নাম গ্রহণ এস্থলে অনাবশ্যক বিধায় করা হয় নাই। "যস্যোন্নতিঃ পরার্থা" দ্বারাই যেন প্রতীত হইতেছে যে, তিনি (সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা) যুবরাজ ভাবে

রাজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন, তাহার ফলভাক্ তিনি স্বয়ং হন নাই, অপর অর্থাৎ তদীয় অনুজ ভাস্কর তাহাতে উপকৃত হইয়াছিলেন, রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের সুব্যবস্থায় ফলভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করের 'কুমার' নামটিতে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ রাজা হইতে পারিলেন না, এই দুঃখে যেন নিজকে পরিবেত্তা জ্ঞান করিয়া তিনি আজীবন শৈশবের উপাধিটি নামান্তরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা হর্ষবর্দ্ধনেও দেখিতে পাইতেছি; হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনাধিরূঢ় হইতে না হইতেই শত্রুহস্তে নিহত হন; ইহাতে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে প্রথমতঃ অনিচ্ছাই প্রদর্শন করেন। পরিশেষে জনৈক বোধিসত্ত্বের উপদেশে "কুমার শিলাদিত্য" এই নামান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনে সম্মত হন, কিন্তু সিংহাসনাধিরোহণে নিরস্ত থাকেন।* শাসনপ্রদাতা ভাস্করবর্ম্মার বিষয়ে দুই ব্যক্তি দুইটি অযথা কথা বলিয়াছেন; (১) পরিব্রাজক ইউয়ান্ চুয়াং তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া লিখিয়াছেন; এবং ঐতিহাসিক ভি, এ, স্মিথ্ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী 'কোচ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয় বিষয়ে স্মিথ্ সাহেবের কথা এই :—

He (Bhaskaravarman) belonged to a very ancient dynasty which claimed to have existed for thousand generations and almost certainly he must have been a Hinduized Koch aborigine. Hiuen Tsang describes him as being a Brahman by caste but the form of name indicates that he considered himself to be a Kshatriya or Rajput and it would seen that the pilgrim really mean that Bhaskaravarman was a Brahmanical Hindu in religion. †

আমরা স্মিথ্ সাহেবের কথাগুলিতে সমীচীনতার সম্যক্ অভাব দেখিতেছি। যে রাজার বংশ সহস্র পুরুষ যাবৎ কামরূপের ন্যায় সমৃদ্ধ বৌদ্ধহীন হিন্দুমন্দিরাদিপরিপূর্ণ পণ্ডিতবহুল রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তিনি কিনা 'কোচ'? এই শাসনেই দ্বাদশ পুরুষ দেখা যাইতেছে—একবার তাঁহাদের নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও তো তাঁহাদের সুক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হয়? অভিমানী দুর্যোধন যে রাজার জামাতা সেই ভগদত্তের বংশধর 'কোচ'? দিগ্বিজয়ী রঘু যে রাজা কর্তৃক পূজিত হইয়া নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিয়াছিলেন—যে রাজার হস্তালম্বন করিয়া রঘুর পুত্র অজ বিবাহার্থ "বৈদর্ভ-নির্দ্দিষ্টমথো বিবেশ নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ" তাঁহাদের কুলনন্দন কোচ? আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন যাঁহাকে পিতামহ ব্রহ্মা সাজাইয়া দক্ষিণদিকে স্থান দিয়া সমবেত সমস্ত রাজগণের এমন কি স্বীয় জামাতার অপেক্ষাও সম্মানজনক পদবী প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি কিনা কোচ? তখন 'কোচ' বলিয়া কোনও জাতি এদেশে ছিল কি? তারপর ইউয়ান্ চুয়াং ভাস্করকে ব্রাহ্মণ ভাবিবার যে কারণ স্মিথ্ দিয়াছেন,

* Watter's Yuan chawang Vol i P—343 দ্রষ্টব্য।

† The Early History of India by V. Smith, p. 341 দ্রষ্টব্য।

তাহাও সমীচীন নহে। বরং "আসামের ইতিহাস"লেখক শ্রীযুক্ত গেইট বাহাদুর বলেন যে, 'বর্ম্মণ' উপাধি দেখিয়া চৈনিক পরিব্রাজক 'ব্রাহ্মণ' ভাবিয়াছিলেন, ইহা অনেকটা সম্ভাব্য ছিল বটে, কিন্তু ঠিক্ তাহাও নহে। ইহার অপর কারণ* ছিল। ইউয়ান্ চুয়াং বলেন :—The reigning King who was a Brahman by caste was naméd Bhaskara Varman (Sunarmour) দেখা যায় ভাস্করবর্ম্মার অর্থ Sunarmourকরাতে 'বর্ম্মার' প্রকৃত অর্থ তিনি জানিতেন, তাই তিনি বর্ম্মন্ দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে মনে করেন নাই। বোধ হয় নারায়ণদেবের বংশজ বলিয়া চীনপর্য্যটক ভাস্করবর্ম্মাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। আবার হয়ত সুক্ষত্রিয়োচিত (তৎকালে বিরল) সদাচার দর্শনেও তাঁহার মনে ঐ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া থাকিতে পারে। হর্ষবর্দ্ধনও তাঁহাকে 'ব্রহ্মা' সাজাইয়া ব্রহ্মণ্যের মৌলিক আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

যথামতি এই শাসনখানির আলোচনা করিলাম। লেখকের কবিত্ব সম্বন্ধে উপসংহারে দুই একটি কথা বলিয়া সমাপন করিতেছি। কবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেবল একঘেয়ে আর্য্যাচ্ছন্দে শ্লোকাবলী রচনা করাতে এইগুলি তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ছন্দঃশাস্ত্রে অসাধারণ প্রাজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, আর্য্যায় যে সকল গণ আছে, কবি তাহা বোধ হয় জানিতেন না—তাই অনেকস্থলে 'গণ-ভঙ্গ' হইয়াছে। গদ্যাংশে সেই যুগের মহাকবি বাণভট্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবি অনেকটা জমাট বাঁধিয়াছিলেন—এমন সময়ে আমরা সহসা বাধা পাইলাম, মধ্যের ফলকখানি নষ্ট হওয়ায় তাঁহার রচনার শেষভাগ—মধুরেণ সমাপন—দেখিতে পারিলাম না। অতৈব শিবমস্তু।

* Watter's Yuanchwing Vol ii p. 186.

## ভাস্করবর্ম্মার বংশলতা

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

# ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন

( প্রথম ফলক )

১।  ওঁ প্রণম্য দেবং শশিশেখরং* প্রিয়ং পিনাকিনং ভস্মকণৈ
বিভূষিতং।  বিভূতয়ে ভূতিম(তাং দ্বিজ-)

২।  ন্মনাং করোমি ভূয়ঃ‡(১) স্ফুটবাচমুজ্জ্বলাং (২) ॥১  স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্ব(৩)
পত্তিসম্পত্ত্যুপাত্ত(৪) জয়শব্দা ( স্ব-)

৩।  র্থ স্কন্ধাবারাৎ কর্ণ্ণসুবর্ণ্ণ(৫) বাসকাৎ ॥২  ভোগীশ্বরকৃতপরিকর
মীক্ষণজিতকামরূপম

৪।  বিমুক্তং।  পরমেশ্বরস্য রূপং নিজভূতিবিভূষিতং জয়তি ॥৩
জয়তি জগদেকবন্ধুর্লোকদ্বিত-

৫।  য়স্য সম্পদো হেতুঃ‡।  পরহিতমূর্ত্তি রদৃষ্টঃ ফলানু-
মেয়স্থিতির্ধর্ম্মঃ‡ ॥৪  ধাত্রীমুচ্চিক্ষিপ্সো(৬)

৬।  রম্বুনিধেঃ‡ কপটকোলরূপস্য।  চক্রভৃতঃ‡ সূনুরভূৎ পার্থিববৃন্দারকো নরকঃ‡ ॥৫

৭।  তস্মাদদৃষ্টনরকান্নরকাদজনিষ্ট নৃপতি রিন্দ্রসখঃ।  ভগদত্তঃ খ্যাতজয়ং বিজয়ং*

৮।  যুধি যঃ সমাহ্বয়ত ॥৬  তস্যাত্মজঃ‡ ক্ষতারের্বজ্রগতির্বজ্রদত্তনামাভূৎ।  শতম-

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**— ১। প্রত্যেকটি শ্লোক ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা পরিচিহ্নিত হইল; ইহাতে অনুবাদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে সুবিধা হইবে।

(২) মূলে যে স্থলে 'ং' ছিল না অথচ তাহা যোজিত হইয়াছে তাহা * দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, এবং 'ঃ' যে স্থানে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা ‡ দ্বারা পরিচিহ্নিত হইয়াছে।

(৩) মূলে যে স্থলে অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা চ্যুত হইয়াছে, তৎস্থলে ( ) মধ্যে অক্ষরগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) প্রথম শ্লোকটি বংশস্থবিল ছন্দে লিখিত; দ্বিতীয় বাক্যটিতে কোনও ছন্দঃ দেখা যায় না তৃতীয়, হইতে সমস্ত শ্লোক আর্য্যায় রচিত। কেবল বৃহস্পতিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত উপান্ত্য শ্লোক দুইটিতে পথ্যাবক্ত্র বৃত্ত (অনুষ্টুভ্) আছে।

(১) এস্থলে বিসর্গ না দিলেও চলিত (পা ৮।৩।৩৬ বার্ত্তিক "খর্পরে শরি বা বিসর্গলোপো বক্তব্যঃ।) কিন্তু দিলে অর্থ গ্রহণ বিষয়ে সুবিধা হয় বলিয়া ঈদৃশ স্থলেও বিসর্গ যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) মূলে আছে 'মুজ্বলাং'।

(৩) মূলে আছে 'হস্ত্যশ্ব'।

(৪) মূলে আছে 'সংপত্ত্যুপাত্ত'।

(৫) এস্থলে রেফ দেখা যায় না; 'ণ্ণ' এইরূপ দ্বিত্ব দ্বারা রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৬) মূলে আছে 'ধাত্রী মুচ্চিক্ষিপ্সো'।

৯। খমখগুবলগতি রতোষয়দ্যুঃ সদা সংখ্যে ॥৭ বংশেষু
তস্ত নৃপতিষু র্ব্বসহ

১০। স্রত্রয়ং পদমবাপ্য। যাতেষু দেবভূয়ং ক্ষিতীশ্বরঃ‡ পুষ্য
বর্ম্মাভূৎ ॥৮ মাৎস্যন্যায়(৭)

১১। বিরহিতঃ‡ প্রকাশরত্নঃ‡ সুতোদ্বৈরথ(৮) লঘুঃ‡। পঞ্চম ইব
হি সমুদ্রঃ‡ সমুদ্রবর্ম্মা ভবত্তস্য (৯) ॥৯

১২। অবিখণ্ডিতবলবর্ম্মা বলবর্ম্মা তস্য সূনু রজনিষ্ট। ক্ষিতিপস্য
দত্তদেব্যাং*(১০) সেনায-

১৩। স্যাভ্যমিত্রীয়া ॥ তস্যাপি রত্নবত্যাং* নৃপতিঃ কল্যাণবর্ম্ম
নামা ভূৎ। তন্নয়স্তনীয়সা-

১৪। মপি যো দোষাণামনাবাসঃ ॥১১ গন্ধর্ববতী তস্মাদ্‌গণ
পতিমিবদানবর্ষণ (মুখাগ্রং)।

১৫। গণপতিমগণিতগুণগণমসূত কলিহানয়ে তনয়ং ॥১২
তন্মহিষী যজ্ঞবতী

## (দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠ)

১। যজ্ঞবতী বারণিঃ‡ সুতমসূত। যজ্ঞবিধীনানাস্পদমনল
মিব মহেন্দ্রবর্ম্মাণং ॥১৩ তস্মাদ

২। জনয়দাত্মজমাত্মবিদঃ সুব্রতা ভুবঃ‡স্থিতয়ে। নারায়ণ
বর্ম্মাণং জনকমিবাধিগতসাংখ্যার্থং ॥১৪

৩। প্রকৃতিরিব তস্য পুংসো দেববতী স্থিরগুণানুবন্ধায়।
ষষ্ঠমিব মহাভূতং দধৌ(১১) মহা

৪। ভূতবর্ম্মাণং ॥১৫ চন্দ্রমুখস্তস্য সুত(১২)শ্চন্দ্র ইব কলাকলাপ
রমণীয়ঃ। বিজ্ঞানব

---

(৭) মূলে আছে 'মাৎসন্যায়'। (৮) মূলে আছে "দ্বেরথ"।

(৯) মূলে আছে "ভবত্তস্ত"।

(১০) মূলে এস্থলে অনুস্বার বা বিসর্গ কিছুই নাই। লেখকের কোন্‌টি যে অভিপ্রেত ছিল, বুঝা যায় না। "ভুবঃ প্রভবঃ" (পাঃ ১।৪।৩১) দ্বারা পঞ্চমী করিলে বিসর্গ হইত; কিন্তু এমনীস্থলে মহাকবিগণ সপ্তমী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাই অনুস্বার দেওয়া গেল।

(১১) মূলে আছে "দধৌ"।

(১২) এস্থলে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে 'শ্চন্দ্র' লেখা হইয়াছিল। তৎপর ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে; উহার উপরে 'সুত' লেখা হইয়াছে।

৫। তীক্ষ্ণৌরিব যং সুষুবে ধ্বান্তশান্তিকরং ॥১৬  ভোগবতী
ভোগবতী ভূতেঃ স্থিতবর্ম্মণ

৬। স্ততো(১৩)হেতুঃ। আসীদ্ভোগিপতেরিব ভূমিভৃতো নস্ত
ভোগস্য ॥১৭  তস্মাদগাধ

৭। মূর্ত্তে ১৪)রকলিতরত্নাদুপোঢ় লক্ষ্মীকাৎ। ক্ষীরোদধেরিব
নৃপাদকলঙ্কঃ‡(১৫)

৮। শ্রীমৃগাঙ্কো ভূৎ ॥১৮  উদপাদি নয়নদেব্যাং* সূনু(১৬)স্তস্য স্ববাহুধৃত

৯। রাজ্যঃ। দেবঃ সুস্থিতবর্ম্মা যঃ খ্যাতঃ শ্রীমৃগাঙ্ক ইতি ॥১৯
প্রত্যুরসং বিলসন্তীং*

১০। তন্দ্রন ইব যাং* মুদা হরির্বহতি। সা শ্রীরর্থিজনেভ্যঃ
ক্ষিতিরিব বিশ্রাণিতা যেন ॥২০

১১। কার্ত্তযুগীব শ্যামা দেবী তস্মাদজীজনত্তনয়ং(১৭)। শশিন
মিব সুপ্রতিষ্ঠিত

১২। বর্ম্মাণমপাস্তয়ে ত(ম)সাং ॥২১  যস্যোন্নতিঃ‡(১৮) পরার্থ্যা
বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তিসেব্যস্য। সগ

১৩। জস্য সুপ্রতিষ্ঠিতকটকস্য কুলাচলস্যেব(১৯) ॥২২
সৈব শ্যামাদেবী তস্যানুজম

## ( দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠ )

১৪। কলিতোদয়মসূত। শ্রীভাস্করবর্ম্মাণং ভাস্করমিব
তেজসাং নিলয়ং ॥২৩

১। একো পি হি যঃ পুংসাং(২০) হৃদয়েষভিলক্ষিতঃ‡ সুভগত্বেন(২১)॥
শুদ্ধেষু দর্পণেষিব(২২) বহুসুব

(১৩) মূলে আছে 'ততো'
(১৪) মূলে আছে 'মুর্ত্তে'।
(১৫) এখানে বিসর্গ কল্পনা না করিলেও চলে; পরবর্ত্তী শ্রীমৃগাঙ্ক শব্দ সমাসবদ্ধ করা যায়।
(১৬) 'মূলে আছে 'সূনু'।
(১৭) মূলে আছে "অজীজনত্তনয়ং"
(১৮) মূলে আছে "যস্যোন্নত্তি"
(১৯) মূলে আছে "কুলাচলস্যৈব"
(২০) মূলে আছে "পুংসাং"
(২১) এইস্থলে অক্ষরগুলি অস্পষ্ট; বিশেষতঃ 'ত্বেন' পড়াই যায় না, অনুমানতঃ ধরিয়া লেখা হইয়াছে।
(২২) মূলে আছে 'দর্পণষিব'।

২। মং সম্মুখীনেষু ২৩) ॥২৪ যস্যাবিহতমতমুভিস্তেজোভি(২৪)
লক্ষ্মী নৃপতিভবনেষু। উদ
৩। পাত্রেষিব(২৫) ভূরিষু বিলোক্যতে ভাস্করস্তেব ॥২৫ অব্যালঃ
স্বারোহঃ‡ কল্পদ্রুম-
৪। বৎ সমৃদ্ধি ভূরিফলঃ‡। ছায়োপাশ্রিত(২৬)জনতাপরিবেষ্টিত
পাদমূলো যঃ ॥২৬
৫। ইত্যপি স জগদুদয়(২৭) কল্পনাস্তময়হেতুনা ভগবতা
কমলসম্ভবেনা-
৬। বকীর্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রবিভাগায় নির্ম্মিতো ভুবনপতি-
রিবোদয়ানুরক্তমণ্ড
৭। লো(২৮) যথাযথমুচিতকর নিক(র) বিতরণাকুলিত
কলিতিমির(২৯)সঞ্চয়
৮। তয়া (৩০) প্রকাশিতার্য্য ৩১) ধর্ম্মালোকঃ(৩২)‡ স্বভুজবলতুলিতসকল
সাম
৯। স্তচক্রবিক্রমঃ‡ স্থিতিবিনয়(৩৩)সংস্তবোপচিতভক্তিষু
প্রকৃতিষু পরম্পরীণাসু(৩৪)
১০। নিকামমুপকল্পিতা(৩৫) নেকভোগীনবর্ম্মা(৩৬) সমরবিজিত
নরপতিশতবিহিত(৩৭)

(২৩) মূলে আছে 'সম্মুখীনেষু'; আজিও ভাষায় 'সম্মুখ' 'সন্মান' প্রভৃতি শুনা যায়।
(২৪) মূলে আছে "স্তৈজোভি"।
(২৫) মূলে আছে "পাত্রেম্বিব"।
(২৬) মূলে আছে "চ্ছায়াপাশ্রিত"।
(২৭) মূলে আছে "জগদুদ্বয়"।
(২৮) মূলে আছে "মৃণ্ডলে"।
(২৯) মূলে আছে "তিমর"।
(৩০) মূলে আছে "সঞ্চয়তয়"।
(৩১) মূলে র্য আছে—রেফাক্রান্তবর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে হয় বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে আর্য্য ইত্যাদিতে নিত্যই দ্বিত্ব পরিলক্ষিত হয়।
(৩২) এস্থলে বিসর্গ দিয়া পরবর্ত্তী পদ হইতে পৃথক্ করা সমীচীন বোধ হইল।
(৩৩) মূলে আছে "স্থিতিবিনয়ং"।
(৩৪) মূলে আছে "পরং পরীণাসু" ইহা অশুদ্ধ নয়; তবে এতদঞ্চলে এরূপ স্থলে অনুস্বার ব্যবহার প্রায় হয় না।
(৩৫) মূলে আছে "কল্পতা"।
(৩৬) "মূলে আছে 'বর্ম্মা'।
(৩৭) মূলে আছে "বহিত"।

১১। বিবিধস্তুতিবচনকুসুমরচিত(৩৮) রুচির কীর্ত্তিচিত্রা-
বতংসাঙ্কঃ(৩৯) শিবিরিবপরো-

১২। পকারবিশ্রাণনাভিরতসত্ত্ববৃত্তির্যথাসময়মুদিত
গুণবিধিবিভাগ

১৩। সম্বন্ধপটুতয়া সুরগুরুরিবাপরঃ(৪০) পরৈরবহিত-
প্রভাবঃ‡ শ্রুত(৪১) শৌর্য্য ধৈর্য্য

১৪। শৌটীর্য্য(৪২) সুচরিতৈরলঙ্কৃতাত্মবৃত্তিঃ প্রতিপক্ষসংশ্রয়
নিরাকৃতৈরিব বিব-

১৫। র্জ্জিতো দোষৈরচলিতনিরন্তরপ্রণয়রসভরাকৃষ্টকাম-
রূপলক্ষ্মীঃ(৪৩) সমা * *

## ( শেষ ফলক )

১। পশ্চিমেন ৪৪) গঙ্গীণিকা(৪৫) ডুম্বরীচ্ছেদসংবেষ্ঠা ৪৬)॥ পশ্চিমেনা
ধুনা সীমগঙ্গীণিকা পশ্চিমো-

২। ত্তরেণ কুম্ভকারগর্ত্তঃ(৪৭) সৈব চ গঙ্গীণিকা প্রাগ্‌ভুজ্যমা-
নোত্তরেণ বৃহজ্জাটলী॥ উত্তর পূ

৩। র্বেণ ব্যবহারি খাসোক পুষ্করিণী(৪৮) সৈব শুষ্ক
কৌশিকাচেতি॥ আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা(৪৯)

৪। প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দশ্রীগোপালঃ‡। সীমাপ্রদাতা
চন্দ্রপুরিনায়কশ্রীক্ষিকুণ্ডঃ

৫। ন্যায়করণিক জনার্দ্দনস্বামী ব্যবহারিহরদত্তকায়স্থ
দুর্দ্ধনাথ প্রভৃতয়ঃ(৫০)

(৩৮) মূলে আছে "রচত"।

(৩৯) মূলে আছে "কীর্ত্তিচিত্রাবতঙসকঃ"। সাধারণতঃ 'চিত্র' ই দেখা যায়। শব্দস্তোমমহানিধিতে আছে "চিৎ কিপ্-ত্রায়তে ত্রৈ-ক বা তলোপঃ"।

(৪০) মূলে আছে "পরে"। (৪১) মূলে আছে, শ্রত"। (৪২) মূলে শৌর্য ধৈর্য শৌটীর্য আছে।

(৪৩) মূলে "লক্ষ্মীস্" আছে; বলা বাহুল্য যে ইহা অশুদ্ধ নয়; তবে ঈদৃশ বিকল্প কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; এই শাসনেও আর একবার মাত্র ব্যবহার দেখা যায়।

(৪৪) ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় দক্ষিণ শব্দটি নষ্ট ফলকে ছিল। কেন না পশ্চাৎ পুনশ্চ পশ্চিমেন রহিয়াছে।

(৪৫) মূলে আছে "গঙ্গণিকা"। এই শব্দটি সংস্কৃত নহে; অতএব ইহার প্রকৃত বানান যে কি বলা যায় না। পরের সঙ্গে মিল রাখিয়া 'গঙ্গীণিকা' করা হইল; কিন্তু খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'গঞ্জিনিকা আছে। (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত গৌড়লেখমালা ১৫ পৃ দ্রষ্টব্য)

(৪৬) মূলে আছে 'সংবেষ্ঠা'। (৪৭) মূলে আছে "গর্ত্তস্"।

(৪৮) মূলে আছে পুষ্কিরিণী; আশ্চর্য্যের বিষয় যে বলবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও ঐরূপ বর্ণবিন্যাস রহিয়াছে।

(৪৯) মূলে আছে "আজ্ঞাশতাপ্রাপয়িত"। (৫০) মূলে আছে "প্রভৃতয়ঃ"।

৬। শাসয়িতা (৫১) লেখয়িতা চ বসুবর্ম্মঃ‡ ভাণ্ডাগারাধিকৃত

মহাসামন্তদিবাকরপ্রভঃ‡

৭। উৎখেটয়িতা দন্তকারপুর্ণ্ণঃ (৫২)। সেক্যকার কালিয়া॥

ষষ্টিং বর্ষসহস্রা

৮। ণি (৫৩ স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চাবমন্তা চ

তান্যেব নরকে বসেৎ।(৫৪)

৯। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা (৫৫) যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং

কৃমির্ভূত্বা (৫৬) পিতৃভিঃ(৫৭)সহ পচ্যতে। ৫৮)

১০। শাসনদাহাদর্বাগভিনবলিখিতানি ভিন্নরূপাণি।

তেভ্যোঽক্ষরাণি (৫৯) যস্মা

১১। ত্তস্মান্নৈতানি (৬০) কূটানি॥

(৫১) মূলে আছে "শাসইতা"।

(৫২) মূলে আছে 'পুন্নো'।

(৫৩) মূলে আছে "ষষ্টিংস্বর্ষসহস্রাণি"।

(৫৪) এই শ্লোকটি বৃহস্পতিসংহিতার; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত গৌড়লেখমালায় উদ্ধৃত ধর্ম্মপাল নারায়ণপাল ও মহীপালদেবের তাম্রশাসনে শ্লোকটি প্রায় এইরূপই আছে, কিন্তু মদনপাল দেবের তাম্রশাসনে "মোদতি"র পরিবর্ত্তে "তিষ্ঠতি" আছে। শব্দকল্পদ্রুমে ( ভূমি শব্দ দ্রষ্টব্য) শ্লোকটির পাঠ এইরূপ:—

"ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
উচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তাবন্তি নরকে বসেৎ॥"

বঙ্গবাসী সংস্করণের বৃহস্পতিসংহিতায় এই বচনটির পূর্ব্বার্দ্ধ পাওয়া গেল না; পশ্চার্দ্ধ "স্বদত্তাং পরদত্তাংবা" ইত্যাদি শ্লোকের পরে বসিয়া সেই শ্লোকের সঙ্গেই অন্বিত হইয়াছে; পাঠ এই—

"আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তমেব নরকং ব্রজেৎ।"

[ 'মোদতি" এই পরস্মৈপদ আর্ষ প্রয়োগ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু আসামের পণ্ডিতরত্ন শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় বলেন "অনুদাত্তেতঃ আত্মনেপদমনিত্যং চক্ষিঙঃ ঙিৎকরণাৎ জ্ঞাপকাৎ যথা অনুকেন প্যুহতি পণ্ডিতো জনঃ বিদুষাং ন লভন্তি পদমিত্যাদি"।]

(৫৫) মূলে আছে 'পরদত্তাম্বা'। (৫৬) মূলে আছে 'ভুর্ত্ব'। (৫৭) মূলে আছে 'পিতৃভ"।

(৫৮) এই শ্লোকটিও বৃহস্পতিসংহিতার। শ্রীহট্টে ভাটেরায় তাম্রশাসনে এবং গৌড়লেখমালায় উদ্ধৃত প্রায় সমস্ত তাম্রশাসনেই এই শ্লোক রহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বলবর্ম্মা ইন্দ্রপাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী কামরূপীয় রাজগণের শাসনে এই বচনটি নাই। গৌড়েশ্বরের অমাত্যরূপে কামরূপের শাসনকর্ত্তা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে শ্লোকটি আছে। কিন্তু শেষ পদটি "পচ্যতে পিতৃভিস্ সহ"।

(৫৯) মূলে আছে 'তেভ্যো অক্ষরাণি"।

(৬০) মূলে আছে "তস্মানৈতানি"।

শ্রী ( অনুবাদ )

ওঁ। ভস্মকণবিভূষিত (১) ইষ্টদেব শশিশেখর পিনাকীকে প্রণাম করিয়া ( ষড়্ ) ঐশ্বর্য্যবান্ ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি নিমিত্তে ( দগ্ধীভূত শাসনের ) স্পষ্টকথা পুনশ্চ ( ইহাতে ) উজ্জ্বল করিতেছি ॥১

(২) স্বস্তি। বিশাল নৌকা হস্তী অশ্ব পদাতি সম্পত্তিবিশিষ্ট উদ্ দরিত জয়শব্দসমন্বিত কর্ণসুবর্ণ সমাবাসিত স্কন্ধাবার হইতে ( শাসন প্রদত্ত হইতেছে ) ।২

সর্পরাজ কর্ত্তৃক বিহিতকটিবন্ধ দৃষ্টি ( মাত্র ) নির্জ্জিতকামশরীর অবিমুক্ত (৩) মহেশ্বরের নিজৈশ্বর্য্যবিভূষিত দেহের জয় হউক ।৩

জগতের একমাত্র বন্ধু ( ইহ-পর ) উভয় লোকের সম্পদের হেতু পরোপকাররূপী অদৃষ্ট ( অথচ ) ফলদ্বারা অনুমেয়াবস্থান ধর্ম্মের জয় হউক ।৪

সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উত্তোলনকরণেচ্ছু কপট বরাহরূপী চক্রপাণির (৪) নরক (নামক) রাজশ্রেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ।৫

সেই অদৃষ্ট-নরক নরক হইতে ইন্দ্রের সখা ভগদত্ত জাত হইয়াছিলেন ;—প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনকেও তিনি যুদ্ধে ( স্পর্দ্ধাসহকারে ) আহ্বান করিয়াছিলেন ॥৬

সেই শত্রুহন্তা রাজার বজ্রগতি বজ্রদত্তনামা পুত্র (৫) ছিলেন ; তাঁহার সৈন্যগতি অপ্রতিহত হওয়াতে তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধে ইন্দ্রকেও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৭

তাঁহার বংশীয় নৃপতিগণ তিন হাজার বৎসর (৬) রাজপদ অধিকার করিয়া দেবসাযুজ্য লাভ করিলে পুষ্যবর্ম্মা ক্ষিতিপতি হইয়াছিলেন ॥৮

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ না করিলে অনেক সময় এই সকল টীকার অর্থ-গ্রহ কঠিন হইবে।

(১) ইহাদ্বারা ভস্মীকৃত শাসনের সূচনা হইতেছে।

(২) এখান হইতে মূল শাসনের আরম্ভ। হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন তাম্রশাসনও এই ভাবে "স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্ব" দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে।

(৩) 'অবিমুক্ত' বারাণসীর নাম ; "জিতকামরূপে" শ্লেষ আছে—ইহাতে বোধ হয় অবিমুক্তেও শ্লেষ আছে, বারাণসী এবং মহাদেবের রূপের বিশেষণ, এই দুই অর্থ হইবে।

(৪) এখানে অতি সামান্য ভাবে বরাহ অবতারের উল্লেখ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কোনও কোনও শাসনে খুব আড়ম্বর সহকারে ভগবানের বারাহী লীলার কথা বলা হইয়াছে।

(৫) এই শাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্র বলা হইয়াছে। ইহাই মহাভারতের অনুযায়ী ( অশ্বমেধ পর্ব্ব ৭৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। কিন্তু বনমাল বলবর্ম্মা ও রত্নপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

(৬) বজ্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক যদিও ঈষৎবয়ঃকনিষ্ঠ হইতে পারেন। রাজতরঙ্গিণী মতে—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্রয়োধিকেষু ভূতলে
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ

অর্থাৎ ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হন। বজ্রদত্ত প্রায় তৎসময়ের ছিলেন। ইহাতে ৩০০০ যোগ করিলে ৩৬৫৩ বৎসর হয় ; এখন কল্যব্দ ৫০১৪ ; তাই এখন হইতে প্রায় ১৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্যবর্ম্মার অধিকার সূচিত হয়। ইহা স্থূল হিসাব মাত্র ; নচেৎ চারি পুরুষে শতাব্দী ধরিলেও ভাস্করবর্ম্মার একাদশ ঊর্দ্ধতন পুরুষ ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বকার লোক হইবার কথা, কেননা ভাস্করবর্ম্মার কাল ১৩০০বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ( ৬০০ খ)

মাৎস্যন্যায় বিরহিত উজ্জ্বলরত্নবিশিষ্ট দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষিপ্র সমুদ্রবর্ম্মা পঞ্চম সমুদ্রের ন্যায় (৭) তাঁহার পুত্র ছিলেন ॥৯

অপ্রতিহতসৈন্য যাঁহার কবচের ন্যায় ছিল, ঈদৃশ বলবর্ম্মা সেই ভূপতির দত্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন ; তাঁহার সৈন্যগণ অরিগণের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে গমন করিত (৮) ।১০

রত্নদেবীর গর্ভে তাঁহার কল্যাণবর্ম্মা নামক পুত্র জন্মিয়া ছিলেন, সেই নৃপতি স্বল্পতর দোষেরও আস্পদ ছিলেন না ।১১

তাঁহা হইতে গন্ধর্ব্ববতী গণপতির ন্যায় মুখাগ্রে দানবর্ষণকারী (৯) অসংখ্য গুণসমূহমণ্ডিত কলিবিঘাত নিমিত্তে গণপতি ( নামে ) পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥১২

তাঁহার মহিষী যজ্ঞবতী, যজ্ঞকার্য্যে প্রযোজ্যা অরণি (১০) অগ্নির ন্যায়, যজ্ঞক্রিয়ার আস্পদ পুত্র মহেন্দ্রবর্ম্মাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥১৩

সেই আত্মবিৎ নৃপতি হইতে সুব্রতা অধিগতসাংখ্যার্থ (১১) জনকের ন্যায় নারায়ণবর্ম্মাকে পৃথিবীর স্থিতি নিমিত্তে পুত্র জন্মাইয়াছিলেন ।১৪

তাঁহার গুণসন্ততি স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রকৃতি পুরুষ হইতে ষষ্ঠ মহাভূতের (১২) ন্যায় ( রাজ্ঞী ) দেববতীও ( তাঁহা হইতে মহাভূতবর্ম্মাকে ( গর্ভে ) ধারণ করিয়াছিলেন ।১৫

তাঁহার পুত্র চন্দ্রমুখবর্ম্মা চন্দ্রের ন্যায় কলাসমূহ দ্বারা রমণীয় ছিলেন ; আকাশ যেমন ( চন্দ্রকে ), বিজ্ঞানবতী অন্ধকার নাশকারী (১৩) তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন ।১৬

তাহা হইতে ভোগসম্পন্না ভোগবতী, পৃথিবী ধারণকারী অনন্তফণযুক্ত নাগাধিপের যেমন ( পাতালগঙ্গা ) ভোগবতী ভূতির ( অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের ) হেতু, তেমনই স্থিতবর্ম্মারও ভূতির ( অর্থাৎ উৎপত্তির ) হেতু(১৪) ছিলেন ।১৭

(৭) 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে আছে। গৌড়লেখমালায় (১৯পৃ ফুটনোট) ইহার সম্যক্‌ব্যাখ্যা আছে। অর্থ "দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার-জনিত অরাজকতা।" সমুদ্রপক্ষে বোধ হয় এস্থলে যৌগিক অর্থ "মৎস্যসমূহের নির্গম" হইবে। সমুদ্রের পক্ষে দ্বৈরথ বিশেষণটির ভাল অর্থ হয় না ; তবে সমুদ্র উর্ম্মিমালা দ্বারা অনবরত তটদেশের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, ইহাতে যদি কথঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি হয়।

(৮) "অভ্যমিত্রাৎ ছ চ" পা ৫।২।১৭ ( অমিত্রাভিমুখং সুষ্ঠু গচ্ছতীতি অভ্যমিত্রীয়া সেনা। )

(৯) দান গজানন পক্ষে মদস্রাব ; নৃপতি পক্ষে ধনাদিপ্রদান। (১০) অরণি—অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ।

(১১) এই স্থলে সাংখ্য অর্থে "আত্মতত্ত্ব"। গীতার ২য় অধ্যায় ৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলেন। "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।"

(১২) পঞ্চমহাভূতের অতিরিক্ত যেন অপর একটি মহাভূত। ( পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম শ্লোকেও সেইরূপ চতুঃসমুদ্রের অতিরিক্ত যেন আর একটি সমুদ্র )।

(১৩) অনুরূপভাব—"সুতাভিধানং (স) জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোপহম্" রঘুবংশ ১০।২

(১৪) এই শ্লোকে শ্লেষের চূড়ান্ত হইয়াছে। 'ভোগ' অর্থ সর্পের ফণা এবং সুখাদির অনুভব। 'ভূতি'র এক অর্থ উন্নতি অপর অর্থ উৎপত্তি, ইহা যৌগিক অর্থ। ভূমিভৃৎ এক অর্থ পৃথিবী ধারণকারী, অন্য অর্থ রাজা। 'ভোগবতী' শব্দের অর্থ নাগপুরীও হইতে পারে।

অগাধমূর্ত্তি অগণিত রত্নসমন্বিত লক্ষ্মীসমাশ্রিত ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় সেই নরপতি হইতে অকলঙ্ক শ্রীমৃগাঙ্ক(১৫) জাত হইয়াছিলেন।১৮

তাঁহার (১৬) ( স্থিতবর্ম্মার ) পুত্র দেব সুস্থিতবর্ম্মা নয়নদেবীর গর্ভে জাত হইয়াছিলেন; তিনি আপনহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীমৃগাঙ্ক এই নামে খ্যাত হইয়াছিলেন॥ ১৯

সেই মাত্র ধন মনে করিয়া ) কৃপণের ন্যায় নারায়ণ সানন্দে আপন বক্ষে অশেষ শোভা-সম্পন্না যে লক্ষ্মীকে সর্ব্বদা বহন করিতেছেন, তাঁহাকে তিনি মাটির ন্যায় যাচকজনের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন॥২০

সত্যযুগোদ্ভবার (শ্যামার) ন্যায় শ্যামাদেবী তমোনিরসন নিমিত্তে(১৭) শশীর ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত-বর্ম্মা ( নামক ) পুত্র তাঁহা হইতে উৎপাদিত করিয়াছিলেন॥২১

বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সেব্য গজসমন্বিত সুপ্রতিষ্ঠিত কটকযুক্ত কুলাচলের(১৮) ন্যায় তাঁহার উন্নতি অন্যের হিতার্থে হইয়াছিল।২২

সেই শ্যামাদেবী তাঁহার অনুজ অপরিমিত বুদ্ধিযুক্ত ভাস্করের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শ্রীভাস্কর-বর্ম্মাকে প্রসব করিয়াছিলেন।২৩

এক হইলেও তিনি সৌন্দর্য্যহেতু নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় তদভিমুখ লোকের চিত্তফলকে বহু-ভাবে ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হ'তেছেন।২৪

ভাস্করের ছবি যেমন ( যুগপৎ ) ( বহু ) জলপাত্রে ( লক্ষিত হয় ) ( তেমনি ) তাঁহার ছবি প্রভূত তেজোহেতুক অব্যাহত হইয়া নৃপতিগণের গৃহে গৃহে দৃষ্ট হইতেছে (১৯)।২৫

ব্যালহীন সুখারোহ(২০ কল্পদ্রুমের ন্যায় অক্রূর ও অধিগম্য তিনি সমৃদ্ধি রূপ ) বহুফল বিশিষ্ট বটেন এবং তদীয় পাদমূল ছায়াশ্রিত জনসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে॥২৬

এবঞ্চ তিনি জগতের উৎপত্তিকল্পনা ও বিনাশকার্য্যের হেতুভূত ভগবান্ পদ্মযোনি কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ বিভাগার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন। জগৎপতি ( সূর্য্য ) যেমন উদয়কালে ( স্বীয় পরিধি ) মণ্ডল রক্তবর্ণ করেন, তিনিও অভ্যুদয় দ্বারা ( অরিমিত্রাদি ) মণ্ডল অনুরক্ত করিয়াছেন ( এবং ) ( সূর্য্যের ন্যায় যথোচিত করসমূহের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা কলি ( রূপ ) তিমিররাশি বিক্ষোভিত করিয়া আর্য্যধর্ম্মালোক প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বীয় বাহুবল দ্বারা সমস্ত সামন্তমণ্ডলের বিক্রম তিনি ওঞ্জন করিয়াছেন। মর্য্যাদা, বিনয় ও আলাপ পরিচয় দ্বারা

---

(১৫) এস্থলেও 'শ্রীমৃগাঙ্ক' শব্দে শ্লেষ আছে।

(১৬) এস্থলে 'তস্ত' শব্দের বড় দূরান্বয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের শ্লোক ডিঙ্গাইয়া ১৭শ শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় ঘটিবে।

(১৭) অনুরূপ ভাব ১৩শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

(১৮) মহেন্দ্রমলয়াদি সপ্তকুলপর্ব্বত (হিমালয় সহ 'অষ্টকুলাচলাঃ')। কটক অদ্রি-নিতম্ব এবং শিবির; 'বিদ্যাধর' গন্ধর্ব্ব-কিন্নর এবং যৌগিকার্থে বিদ্ব'ন্।

(১৯) ২৪ ও ২৫ সংখ্যক শ্লোকদ্বয় প্রায় একার্থক। এখানে উপনিষদ্-ধ্বনি শুনা যায়—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনপ্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।"

(২০) অব্যালঃ—চন্দনাদি বৃক্ষে ব্যাল থাকে, কিন্তু কল্পদ্রুমে তাহা নাই। 'স্বারোহঃ'—সু আরোহ

কুলপরম্পরাগত(২১) প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তি উপচিত হওয়াতে তাহাদের নানাবিধ সুখভোগের পথ তিনি উপকল্পিত করিয়াছেন। তিনি সমরবিজিত শত শত নৃপতিকৃত বিবিধ স্তুতি-বাক্যরূপ পুষ্পদ্বারা বিরচিত মনোহর কীর্ত্তিরূপ বিচিত্র ভূষণ লাঞ্ছিত বটেন। শিবির ন্যায় পরের হিতার্থ দানকার্য্যে তিনি স্বীয় সত্ত্ববৃত্তি নিয়োজিত করেন। যথাকালে সমুদিত গুণকর্ম্ম-বিভাগবিষয়ে পটুতানিবন্ধন দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহারও প্রভাব অপরের সুবিদিত। শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য ধৈর্য্য পরাক্রম ইত্যাদি দ্বারা তদীয় চরিত্র অলঙ্কৃত। দোষগুলি যেন প্রতিপক্ষের আশ্রিত বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে পরিহার করিয়াছে। অবিচলিত সন্তত প্রণয়রসভরে কামরূপের সমস্ত সম্পদ্ তাঁহাতে সমাকৃষ্ট (২২) হইয়াছে। * * *

(দক্ষিণ) পশ্চিমে গঙ্গীণিকা (২৩) ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য। পশ্চিমে অধুনা সীমা গঙ্গীণিকা। পশ্চিমোত্তরে কুম্ভকারগর্ত্ত এবং পূর্ব্বদিকে বক্রীভূতা সেই গঙ্গীণিকা। উত্তরে বড় জাটলী গাছ। উত্তরপূর্ব্বে ব্যবহারী খাসোকের (২৪) পুষ্করিণী এবং সেই শুষ্ক কৌশিকা। শত আজ্ঞা-প্রাপণকারী পাঁচবার 'মহা' শব্দপ্রাপ্ত শ্রীগোপাল। সীমাপ্রদানকারী চন্দ্রপুরিনায়ক শ্রীক্ষিকুণ্ড(২৫)। ন্যায়করণিক জনার্দ্দনস্বামী। ব্যবহারী হরদত্ত কায়স্থ দুন্দুনাথ প্রভৃতি। শাসনপ্রস্তুতকারী এবং লেখক বসুবর্ণ। ভাণ্ডারগৃহের অধিকারী মহাসামন্তদিবাকরপ্রভ। উৎখেটয়িতা(২৬) দত্তকারপূর্ণ। সেক্যকার(২৭) কালিয়া। ভূমিদানকারী ষষ্টিসহস্র বৎসর স্বর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি কাড়িয়া নেয় অথবা অবমাননা করে সে তৎপরিমিতকাল নরকে বাস করিয়া থাকে। নিজদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি যে ব্যক্তি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ নরকে পচিয়া থাকে। শাসনখানি দাহ হইবার পর (ইহা) নূতন করিয়া লিখিত হওয়াতে, যেহেতু অক্ষরগুলি (পূর্ব্ব লিখিত শাসন হইতে) ভিন্নরূপ হইয়াছে, অতএব ইহা কূট (২৮) নহে।

(২১) পরোবরপরম্পরপুত্রপৌত্রমনুভবতি পা।৫।২।১০ (পরাংশ্চ পরতরাংশ্চ অনুভবতি ইতি পরম্পরীণঃ')

(২২) প্রকৃষ্টকামরূপলক্ষ্মীঃ—এখানে ব্যাকরণগত একটু পটুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১০ সংখ্যক শ্লোকে উপোঢ়লক্ষ্মীকঃ স্থলে "উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্" হইয়াছে; কেন না, সেখানে উপোঢ়া লক্ষ্মীর্যেন (লক্ষ্মী একবচনান্ত) এস্থলে ক হইবে না কেননা এস্থলে সমাকৃষ্টাঃ কামরূপলক্ষ্ম্যঃ যেন (লক্ষ্মী বহুবচনান্ত) এস্থলে কারিকা এই—

অস্মিন্‌গণে স্মৃতা লক্ষ্মীরনড্বান্নৌ পয়ঃ পুমান্।
একত্ববৃত্তয়স্তেন বহুলক্ষ্মী রয়ংঘিনৌঃ॥
(অস্মিন্ গণে অর্থাৎ উরঃ প্রভৃতিমধ্যে)

[এই কারিকাটির জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বরাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি ঋণী]

(২৩) এই শব্দটি খালিমপুরের ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অর্থ করিয়াছেন 'গাঙ্গিনা' অর্থাৎ মরানদীর পুরাতন খাত।

(২৪) খাসোক বোধ হয় ব্যবহারীর নাম।

(২৫) শ্রীক্ষি—শ্রিয় মীক্ষতে ইতি শ্রীক্ষিন্। সংজ্ঞা।

(২৬) অর্থাৎ কর-আদায়কারী।

(২৭) তাম্রশাসনে অক্ষর খোদাইকারী। আচির প্রাপ্ত কামরূপাধিপতি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে এই কার্য্যকারকের নাম 'তক্ষকার'।

(২৮) অর্থাৎ জাল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

# রঙ্গপুর শাখার সপ্তম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

## ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

( স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ১১ই বৈশাখ )

১৩১৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার বয়ঃক্রম অষ্টমবর্ষ হইয়াছে। সভ্যগণের অবগতির নিমিত্ত বিগত বর্ষের কর্ম্ম-পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

### সভ্য সংখ্যা।

| বর্ষ | আজীবন সভ্য | বিশিষ্টসভ্য | বিশেষসভ্য | ছাত্রসভ্য | একুন | প্রথমশ্রেণী | দ্বিতীয়শ্রেণী | একুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠবর্ষ (১৩১৭) | ১ | ৫ | ৫ | ৬ | ১৭ | ২০৩ | ২২১ | ৪১৪ |
| সপ্তমবর্ষ (১৩১৮) | * | ৪ | ৭ | ৬ | ১৭ | ২০৬ | ২১৯ | ৪২৫ |

এই সভার বিশিষ্ট-সভ্য শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর কোচবিহার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় বিশিষ্ট সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। উত্তর-বঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সভার বিশেষ কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে এক্ষণে সম্ভবপর নহে। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। সভাও তাঁহার ন্যায় একজন বিশিষ্ট উপকারী সভ্যের পদত্যাগে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

এই সভার আজীবন সভ্য কোচবিহারাধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই; সি, বি, মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে সভার একমাত্র পরিপোষক আজীবন সভ্যের অভাব হইয়াছে। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্যানুষ্ঠানের নেতৃত্ব তিনি যোগ্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের একমাত্র স্বাধীন নরপতির নেতৃত্বে সভা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার উপযুক্ত বংশধরের দ্বারা সভার এই ক্ষতি পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সভ্যের মৃত্যু

প্রথম শ্রেণীর উৎসাহী সভ্য রাধেশচন্দ্র শেঠ ও কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুর্ত্তত্ব-বিশারদ মহাশয়দ্বয় আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় অকালে পরলোকগত হওয়ায় একজন অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবককে হারাইয়া উত্তরবঙ্গ যথার্থই দরিদ্র হইয়াছে। মালদহের সাহিত্য-সম্মিলনের সাফল্য

প্রধানতঃ তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়াছিল তাঁহার অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

স্বর্গীয় কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় পাশ্চাত্য ও আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, উভয় শাস্ত্রের একত্র অধ্যাপনা প্রায়ই দেখা যায় না। কবিরাজ মহাশয় উভয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিরোধভাব দূর করিয়া সামঞ্জস্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইঁহার স্থান সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ।

## নব নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যাদি।

| অধিবেশনের নাম | নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা। | সভ্যাধিকার প্রাপ্ত সভ্যের সংখ্যা। | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রথমশ্রেণী | দ্বিতীয়শ্রেণী | বিশেষ | ছাত্র | একুন |
| ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশন | ২৮ | ৬ | ১৬ | ১ | * | ২৩ |
| প্রথম মাসিক " | ১১ | ১ | ৫ | * | * | ৬ |
| দ্বিতীয় মাসিক " | ৬ | ৩ | * | * | * | ৩ |
| তৃতীয় মাসিক " | ২ | ২ | * | * | * | ২ |
| চতুর্থ মাসিক " | ৭ | ১ | ২ | * | * | ৩ |
| পঞ্চম মাসিক " | * | * | * | * | * | * |
| ষষ্ঠ মাসিক " | * | * | * | * | * | * |
| সপ্তম মাসিক " | ৭ | ২ | ২ | ১ | * | ৫ |
| অষ্টম মাসিক " | ৬ | ১ | ১ | * | * | ২ |
| নবম মাসিক " | * | * | * | * | * | * |
| স্থগিত নবম মাসিক " | ৪ | ১ | ১ | * | ১ | ৩ |
| দশম মাসিক " | * | * | * | * | * | * |
| স্থগিত দশম মাসিক " | ৩ | ১ | * | * | * | ১ |
| একাদশ মাসিক " | ২ | * | * | * | ১ | ১ |
| | ৭৬ | ১৮ | ২৭ | | | ৪৯ |

বিগত বর্ষের সহিত সভ্যসংখ্যার তুলনা এবং পদত্যাগকারী সভ্যের নিকটে সভার আর্থিক ক্ষতি।

বিগত ১৩১৭ সালে ২০৩ জন প্রথম শ্রেণীর সভ্য মধ্যে ১ জন মৃত, ২ জন পদত্যাগকারী এবং ১২ জন বহুদিন চাঁদা অপ্রদান-কারী মোট ১৫ জন সভ্যের নাম তালিকা হইতে বাদ পড়ায় ১৩১৮ সালের প্রারম্ভে সভ্যসংখ্যা ১৮৮ জন ছিল। আলোচ্যবর্ষে নব সভ্যাধিকার প্রাপ্ত ১৮ জন সহ সভ্যসংখ্যা মোট ২০৬ দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ১৩১৭ সালে ২১১ জন মধ্যে ১ জন মৃত, ৩ জন পদত্যাগকারী এবং ১৫ জন বহুদিন চাঁদা

অপ্রদানকারী একুনে ১৯ জন বাদে ১৯২ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আলোচ্য বর্ষে নব সভ্যাধিকার প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ২৭ জন সহ মোট ২১৯ জন হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রথম শ্রেণীর মোট সভ্য ২০৬ জন মধ্যে মৃত ২ জন, পদত্যাগকারী ৫ জন, প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত ১ জন এবং বহুদিন চাঁদা অপ্রদানকারী ৯ জন একুনে ১৭ জন সভ্যের নাম তালিকা হইতে বাদ পড়ায় ১৩১৯ সালের প্রারম্ভে ১৮৯ জন দাঁড়াইয়াছে। প্রাগুক্ত ১৭ জন সভ্যের নিকটে প্রাপ্য চাঁদা বাবদে সভাকে মোট ১৬৭৲ টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক সভ্যের নিকটে দেড় বৎসরেরও অধিক কালের চাঁদা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট সভ্যসংখ্যা ২১৯ জন মধ্যে ৫ জন পদত্যাগকারী, ৫ জন বহুকাল চাঁদা অপ্রদানকারী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত ১ জন মোট ১১ জন বাদে অবশিষ্ট সভ্যসংখ্যা ২০৮ জন হইয়াছে। প্রাগুক্ত ১১ জন সভ্যের নিকটে প্রাপ্য চাঁদা বাবদে সভাকে মোট ৭৪।০ টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের নিকট দুই বৎসরের অধিক কালের চাঁদা ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে।

বিগত বর্ষের মোট সভ্যসংখ্যা ৪৩১। তন্মধ্যে ৩৪ জন সভ্যের নাম পদত্যাগ, মৃত্যু এবং অধিক চাঁদা বাকী রাখার নিমিত্ত সভ্য তালিকা হইতে বাদ গিয়া মোট সভ্য সংখ্যা ৩৯৭ জন ছিল; আলোচ্য বর্ষে সভ্য সংখ্যা ৪৪১ হইতে পদত্যাগকারী ১৩ জন এবং মৃত ৩ জন এবং অধিক চাঁদা বাকী রাখার নিমিত্ত সভ্যপদ হইতে অপসৃত ১৩ জন মোট ২৯ জন সভ্যের নাম বাদ পড়ায় বর্ষশেষে মোট সংখ্যা ৪১৩ জন দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মোটের উপর সভ্য সংখ্যা ১৬ জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা আশানুরূপ নহে।

সভ্যপদ গ্রহণকালীন চাঁদা বাকী রাখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিব না এরূপ অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কাহারও পক্ষে সভ্যতা সম্মত নহে।

উল্লিখিত তালিকানুসারে নব-নির্ব্বাচিত মোট ৭৬ জন সভ্য মধ্যে ১৮ জন প্রথমশ্রেণীর, ২৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর, ২ জন বিশেষ এবং ২ জন ছাত্র সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৭ জন সভ্য বর্ষশেষ পর্য্যন্ত সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই। ('ক' পরিশিষ্টে সভ্য তালিকা দ্রষ্টব্য)

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকারে সভার মোট আয় ২৪৮১/৩ পাই এবং বিগত বর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল ১০৭২৸৵৯ পাই মোট ৩৫৫৪৲। মোট ব্যয় ২৫৩৭।/৯ পাই বাদে অবশিষ্ট ১০১৬৸৵৩ পাই মাত্র। এই টাকার মধ্যে রঙ্গপুর লোন অফিস লিমিটেডে মোট ৯০০৲ নয়শত টাকা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১১৬৸৵৩ পাই সম্পাদকের নিকট বর্ষশেষ পর্য্যন্ত মজুত আছে। ('খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

আয় ব্যয়।

আলোচ্য বর্ষ শেষ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ২০৬ জন সভ্যের নিকটে মোট ১৪৯৫৸০ বাকী অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের নিকট ১৬ মাসের চাঁদা বাকী পড়িয়াছে। সভার ব্যয় বার্ষিক

সভ্যগণের নিকট ১৩১৮ চৈত্র পর্য্যন্ত বাকীর পরিমাণাদি।

আয়ের অধিক টাকা যদি সভ্যগণ বাকী রাখেন তাহা হইলে ব্যয়-নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণ মূল সভার প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মাবলীর ৩৭ দফার (গ) ও (ঘ) সংখ্যক বিধান অনুসারে ১ বৎসরের অধিক কালের চাঁদা বাকী রাখিলে সভ্যাধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন। আশা করি, ইহা স্মরণ করিয়া সভ্যগণ স্ব স্ব দেয় চাঁদা বর্ত্তমান ১৩১৯ সন মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশন ১০ আষাঢ় (১৩১৮) ২৫শে জুন (১৯১১) রবিবার।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ এই সভার মুখপত্রের ষষ্ঠভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যার পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ বসুমতী প্রভৃতি নানা সাময়িক সংবাদপত্রে এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ষষ্ঠভাগ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল্, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, প্রবীণ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী বঙ্গসাহিত্যের হিতকল্পে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার চিত্রশালায় উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে এই সভার অন্যতম ছাত্র সভ্য শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৫টি অভগ্ন ও ভগ্ন প্রস্তর-ময়ী বাত্রবীকায়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## পঞ্চম বর্ষের মাসিক সাধারণ অধিবেশন।

| অধিবেশনের নাম ও তারিখ | পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক | |
|---|---|---|---|
| প্রথম অধিবেশন, ৭ই শ্রাবণ ১৩১৮ ; ২৩ শে জুলাই ১৯১১ রবিবার। | পল্লীপরিষৎ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী। | কাশী চৈৎসিংহের ব সভবনের চিত্র শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী ১২৫০ ও ১২৫৩ সালের ২ খানি কর্জ্জখত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরা | শোক প্রকাশ— ৺র ধেশচন্দ্র শেঠ বি, এ রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, পণ্ডিত ত্যব্রত সামাশ্রমী এব রায় নরেন্দ্রন ন হদুরের মৃত্যুতে। |
| দ্বিতীয় মাসিক অধিবে ২৮ শ্রাবণ, ১৩১৮ ১৩ ষ্ট, ১৯১১, রবিবার | সুহ্মদেশ, শ্রীবিনোদবিহারী রায় শারীর বিজ্ঞান, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন। | য় প্রাপ্ত কষ্টি প্রস্তরের মূর্ত্তির মস্তক ঙ্গহর্ণ ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জি | |
| তৃতীয় মাসিক ১৭ ভাদ্র, ' প্টেম্বর, ১ রবিবার | বঙ্গে ন্যায়চর্চ্চা শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | | বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত হরিনাথ দের মৃত্যুতে সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা। |
| চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ৭ই আশ্বিন, ১৩১৮ ২৪ সেপ্টেম্বর, ৯১ রবিবার। | আলেকজেন্দ্রিয়ায় ভারতীয় চিন্তা। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি এল, আয়ুর্ব্বেদে জলশোধন প্রণালী (৩য় প্রবন্ধ) থ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন | ভবচন্দ্রের পাট হইতে দ্ধৃত প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণু-মূর্ত্তির পাদপীঠাংশ শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, | শোক প্রকাশ—মহারাজা ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, এম্পায়ার সম্পাদক কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মৃত্যুতে। |

| অধিবেশনের নাম ও তারিখ | পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক | অন্যান্য আলোচনা |
|---|---|---|---|
| পঞ্চম মাসিক অধিবেশন<br>১২ কার্ত্তিক, ১৩১৮<br>২৯ অক্টোবর ১৯১১ রবিবার। | নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ,<br>শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। | শোক প্রকাশ—অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশ ও কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে। | |
| ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন<br>১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮<br>৩ ডিসেম্বর, ১৯১১, রবিবার। | প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা প্রচার<br>শ্রীযাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাঙ্খ্যরত্ন<br>আয়ুর্ব্বেদ; মৃত্তিকা, এবং শুক্র শোণিত<br>( ৪র্থ ও ৫ম প্রবন্ধ )<br>শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ<br>কবিরঞ্জন। | চন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য নামাঙ্কিত অষ্ট-কোণাকৃতি রৌপ্য-মুদ্রা—<br>শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।<br>৩৩ খানিপ্রাচীন দলিল—<br>শ্রীবলিমামুদ সাহা। | আনন্দ প্রকাশ—শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যভার গ্রহণে; সভার পরিপোষক হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপনের ব্যাবস্থা। |
| সপ্তম মাসিক অধিবেশন<br>২৯ পৌষ, ১৩১৮<br>১৪ জানুয়ারী ১৯১২ রবিবার। | গোখেলের শিক্ষাবিল ও<br>বাঙ্গলা সাহিত্য—<br>শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বিল্ | ১৪<br>কুমার লাহিড়ী | আনন্দ প্রকাশ—<br>গণের মধ্যে রাজসম্মানলাভে |
| অষ্টম মাসিক অধিবেশন<br>২৮ মাঘ, ১৩১৮<br>১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২, রবিবার। | ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে<br>পরমাণু-তত্ত্ব।<br>শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন। | | |
| নবম মাসিক অধিবেশন<br>২৭ ফাল্গুন, ১৩১৮<br>১০ মার্চ্চ, ১৯১২, রবিবার। | নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের অনা-<br>গমনে এই অধিবেশন<br>স্থগিত রাখিতে হয়। | | |

| ধিবেশনের নাম ও তারিখ | পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক | অন্যান্য আলোচনা |
|---|---|---|---|
| ত নবম মাসিক অধিবেশন চৈত্র, ১৩:৮, ২৪ মার্চ্চ, ১৩১২, রবিবার। | পঞ্চভূত ( প্রথমাংশ ) শ্রীকুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল্ | | ২৪।২৫ চৈত্র উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাবধারণ ও শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচন ও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা। |
| দশম মাসিক অধিবেশন ১১ই বৈশাখ, ১৩১৯, ২৪ এপ্রিল ১৯১২, বুধবার। | নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় এই অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। | | |
| স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩.৯, ১৯ মে, ১৯১২, রবিবার। | পঞ্চভূত ( শেষাংশ ) শ্রীকুঞ্জবিহারী হার এম্ এ, বি, এল্ প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি. এ। | ৪টি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা শ্রীবসন্ত কুমার লাহিড়ী, রতি ও র আলোকচিত্র য় রায় চৌধুরী, প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | |
| একাদশ মাসিক অধিবেশন ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ ৯ জুন, ১৯১২ রবিবার। | তত্ত্বালোচনায় প্রমাদ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ( মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ) | | রঙ্গপুরের বিদ্যোৎসাহী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, সি, দে, এম্, এ, আই, সি, এস্, মহাশয়ের অভ্যর্থনা, আগামী ভাদ্র ৭ম বার্ষিক অধি নর দিন নির্দ্ধারণ। |

মাসিক অধিবেশনে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ৩টি, দার্শনিক ৩টি, বৈজ্ঞানিক ৫টি, সাধারণভাবে সাহিত্যালোচনা ১টি, প্রাচীন গ্রন্থালোচনা ২টি এবং জীবনী ১টি মোট ১৫টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের ধারাবাহিক আলোচনা বিগত বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের বিষয় বিভাগ।

দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হওয়ায় সভার গৌরব আলোচ্যবর্ষেও বৃদ্ধি হইয়াছে। মৌলিকতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া লেখকগণ সকলেই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তরমূর্ত্তি কয়েকটি সভার চিত্রশালার মূর্ত্তিবিভাগে সংযোজিত হইয়াছে। (১) ভগ্ন ও অভগ্ন ৫টি ক্ষুদ্র প্রস্তরময়ী বাভ্রবীকায়া। (২) কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকাংশ। (৩) প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষোদিত মূর্ত্তি চিত্রসহ বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠাংশ। (৪) অভগ্ন দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। মুদ্রা বিভাগে সংগৃহীত মোট ৫টি মুদ্রার মধ্যে বঙ্গাক্ষরে 'চন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য' নামাঙ্কিত অষ্ট কোণাকৃতি একটি আহোম রাজমুদ্রা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন দলিল বিভাগে ৪৮খানি দলিল সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রাহকগণ মধ্যে এই সভার অন্যতম ছাত্র-সভ্য

প্রদর্শিত দ্রব্য সম্বন্ধে মন্তব্য।

শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভগ্ন প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি এবং ৫টি বাভ্রবীকায়া সভার চিত্রশালায় সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ছাত্র-সভ্যগণ যত্ন করিলে এবম্বিধ নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া চিত্র-শালার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন। ( সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্যের তালিকা "গ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )

(১) বঙ্গ সাহিত্যের এবং এই সভার দুর্ভাগ্যবশতঃ আলোচ্যবর্ষের প্রত্যেক অধিবেশনে সভার হিতৈষী একাধিক সাহিত্যিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। (২) কোচ-বিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যভারগ্রহণে সভার পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

মাসিক অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আলোচনা।

(৩) রঙ্গপুরের সাহিত্যোৎসাহী জনপ্রিয় প্রধান রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত কে, সি দে; আই, সি, এস্ মহোদয় সভার মাসিক অধিবেশনে যোগদান করায় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়।

বিশেষ অধিবেশন

ভারতীয় রাজকীয় গ্রন্থাগারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ নানাভাষাবিদ্ স্বর্গীয় হরিনাথ দে এম্, এ মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশের নিমিত্ত ২০ ভাদ্র ( ১৩১৮ ) ৬ সেপ্টেম্বর ( ১৯১১ ) তারিখে এই সভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে রঙ্গপুরের সুযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর নবাব-জাদা এ, এফ, এম্ আবদুল আলী এম্,এ, এল্, আর, এ, এস; এম্,আর,এস; এম্,এফ,আর, এইচ; এস ইত্যাদি ইত্যাদি মহোদয় স্বর্গীয় মহাত্মার অসাধারণ জীবনবৃত্ত পাঠপূর্ব্বক এক শোকবিজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করিলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ, বি,এল, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সভ্যগণ তাহার অনুকূলে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি পণ্ডিতরাজ

শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মৃত মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ জন্ম মত জিজ্ঞাসা করিলে সমবেত সভ্যগণ একবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

সম্পাদকের সম্বর্দ্ধনা অধিবেশন। ২৮শে ভাদ্র, ১৩১৯, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২, শুক্রবার

এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় কঠিন রোগমুক্ত হইয়া দার্জ্জিলিং হইতে রঙ্গপুরে শুভাগমন করিলে সদস্যবৃন্দ তাঁহাকে সভার এক বিশেষ অধিবেশনে অভিনন্দিত ও তাঁহার পারিবারিক শোক প্রাপ্তি হেতু সমবেদনা প্রকাশ করেন।

( "ঘ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )

## কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ও তাহার অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে সভার কর্ম্মচারী ১৫ জন, নির্ব্বাচিত সদস্য ৮ জন এবং মনোনীত সদস্য ৪ জন একুনে ২৭ জন সদস্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বর্ষমধ্যে সভার পরিপোষক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর এবং অন্যতর সদস্য রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে দুইটি পদ শূন্য হয়। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ভূপ বাহাদুরকে পরিপোষকের, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ মহাশয়কে অন্যতম সদস্যের স্থান অধিকার করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, বর্ষশেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারা যায় নাই।*

উক্ত সমিতির ৬টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম অধিবেশন—২৮ শ্রাবণ ( ১৩১৮ ) ১৩ আগষ্ট ( ১৯১২ ) রবিবার।

(১) উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে নির্ব্বাচিত সংগ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ৩৬ জন এবং রঙ্গপুরের ১০ জন একুনে ৪৬ জন সদস্য লইয়া এই অধিবেশনে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি পুনর্গঠিত হয়।

(২) এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজা মহিমারঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রস্তাবিত সারস্বত-ভবন ও তৎসহ রঙ্গপুর পরিষদ-মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, কাকিনার রাজভক্ত প্রজাবর্গ এই মন্দির নির্ম্মাণ তহবিলে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে তাহা অবগত হইয়া অন্যান্যের স্বীকৃত সাহায্যের টাকা সংগ্রহ করা হইবে। সম্পাদক মহাশয় কাকিনার সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হৃদয়বন্ধু মজুমদার মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া সঠিক সংবাদ অবগত হইবেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন—১৭ই অগ্রহায়ণ ( ১৩১৮ ) ১ ডিসেম্বর ( ১৯১১ ) রবিবার।

ভারত সম্রাটের অভিষেক ঘোষণা উপলক্ষে রঙ্গপুর পরিষদের পক্ষ হইতে সভাগৃহ আলোকিত ও সজ্জিত করার ব্যবস্থা।

---

* ১৩১৯ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান মহারাজা ভূপ বাহাদুর এই সভার পরিপোষক ও আজীবন সদস্যের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তৃতীয় অধিবেশন—১লা পৌষ (১৩১৮) ১৭ ডিসেম্বর (১৯১১) রবিবার।

রমেশ ভবন সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে এ সভার পক্ষ হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অসুস্থ হইয়া স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন জন্য স্থানান্তরে যাওয়ায় এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট সুরক্ষিত হইবার জন্য গচ্ছিত থাকায় এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে নাই।

চতুর্থ অধিবেশন ২১ ফাল্গুন (১৩১৮) ৪ মার্চ্চ (১৯১২) সোমবার

আগামী ২৪,২৫ চৈত্র ৬,৭ই এপ্রিল শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের দিন অবধারণ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করার জন্য সাধারণ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাব করা হউক এরূপ নির্দ্ধারিত হয়।

পঞ্চম অধিবেশন—৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (১৩১৯) ১৯ মে (১৯১২)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নূতন নিয়মাবলীর ৩১ (খ) বিধান মত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি সদস্যরূপে মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে গৃহীত হইবার জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশন ২৮ ভাদ্র (১৩১৯) ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯১২) শুক্রবার।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নূতন নিয়মাবলীর ১৫ (ক) বিধান মত নিম্নলিখিত সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত করা হয়—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী।

(২) বিগত ১২শ মাসিক অধিবেশনের নির্দ্ধারণক্রমে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ মহাশয়কে ৭ম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন এবং তাহার অন্যান্য ব্যবস্থা।

(৩) এই সভার বিভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত ১৬ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা স্থির হয়।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন—সভাপতি

" অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী
" পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর

} সহকারী সভাপতি

" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" মদনগোপাল নিয়োগী
" কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল

} সহকারী সম্পাদক

" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার—কোষাধ্যক্ষ

" মথুরানাথ দে মোক্তার—গ্রন্থাধ্যক্ষ

" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়—চিত্রশালাধ্যক্ষ

" ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ—ছাত্রাধ্যক্ষ

" পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্—পত্রিকাধ্যক্ষ

" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই— আয়ব্যয় পরীক্ষক

" দীননাথ বাগ্‌ছী বি, এল্

" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ঐ সহকারী

(৪) শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়কে এই সভার বিশিষ্ট সদস্য-রূপে গ্রহণার্থ আবেদনপত্র সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সময় সংক্ষেপ জন্য সভ্যগণের মতামত গ্রহণের যে ব্যবস্থা সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বেই করিয়াছেন তাহা অনুমোদিত করা হয়। প্রাপ্ত মতামতসহ নির্ব্বাচনার্থ প্রস্তাব আগামী সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে যথারীতি উপস্থাপিত করা হইবে স্থির করা হয়।

(৫) সপ্তম সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ ও বিগত বর্ষের আয়ব্যয় বিবরণ যথারীতি পরিগৃহীত হয়।

## গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশসমিতি এবং তাহার অধিবেশন সদস্যগণের নাম তালিকা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—সভাপতি।

রঙ্গপুর।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

২। ,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্

৩। ,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি,এল্

৪। ,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

৫। ,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

৬। ,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্ পত্রিকা সম্পাদক

৭। ,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু ঐ সহকারী

৮। ,, পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ঐ সহকারী

৯। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক

১০। ,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

কোচবিহার।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্, এ

২। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল্

৩। ,, আমীরুদ্দিন আহাম্মদ উকীল।

৪। ,, চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদার

৫। ,, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী

জলপাইগুড়ী

১। শ্রীযুক্ত কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত

পাবনা

১। শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্

২। ,, প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার
৩। ,, কালীকান্ত বিশ্বাস

মালদহ

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
২। ,, ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্
৩। ,, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ,
৪। ,, হরিদাস পালিত
৫। ,, কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার

দিনাজপুর।

১। অনারেবল শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব এম্, এ প্রাজ্ঞ
২। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ,বি,এল্
৩। ,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্
৪। ,, সারদাচন্দ্র কবিভূষণ

রাজসাহী

১। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ
২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্
৩। ,, কিশোরীমোহন চৌধুরী বি, এল্
৪। ,, ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী এম, আর, এ, এস্
৫। ,, শ্রীরাম মৈত্রেয়

বগুড়া

১। ,, কুমুদবিহারী রায় জমিদার
২। ,, প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম, এস
৩। ,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
৪। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্
৫। ,, মোহিনীমোহন মৈত্রেয়
৬। ,, বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন

আসাম।

১। অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্
৩। ,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্
৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার
৬। ,, অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এল্
৭। ,, আনন্দচন্দ্র সেন

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশসমিতির নিম্নলিখিত কর্ম্মানুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

(১) বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্রের রচিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থের মুদ্রণ সমাপ্ত হইয়া কবিবরের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ উহা সভ্যগণ ও অন্যান্য গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য লইয়া বিতরিত হইতেছে।

(২) বিগত বর্ষের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থমধ্যে কোচবিহার রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী সঙ্কলিত আহ্নিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট মূল গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে উহার ভূমিকাংশের রচনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্, এ মহাশয় দ্বারা বর্ষশেষ পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হওয়ায় গ্রন্থখানির মুদ্রণ শেষ করিতে পারা যায় নাই।

(৩) দিঘাপতিয়ার সাহিত্যসেবী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এবং মালদহের সুযোগ্য প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় সুবৃহৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড বিশ্বকোষ-যন্ত্রে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

(৪) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্ মহাশয়ের রচিত "বগুড়ার ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম

খণ্ড (ভৌগলিকাংশ) গ্রন্থকারের ব্যয়ে সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই সভার সভ্যগণের জন্য গ্রন্থখানির অর্দ্ধ মূল্য ।৵৹ মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। উহার দ্বিতীয় ভাগ (ইতিহাসাংশ) যন্ত্রস্থ।

(৫) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত প্রবেশক পালিপাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ সুবৃহৎ পালিপ্রকাশ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থকারের ব্যয়ে সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হওয়ায় তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

নানা অপরিহার্য্য কারণে রঙ্গপুর ইতিহাস ও নামকোষ গ্রন্থদ্বয়ের মুদ্রণকার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার এবং শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী মহাশয়দ্বয়ের অঙ্গীকৃত সাহায্য, নির্ব্বাচিত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারে নাই। মুদ্রণোপযোগী বগুড়ার কবি কবিবল্লভ রচিত "রসকদম্ব" বগুড়ার জীবন মৈত্রেয়ের "বিষহরি পদ্মাপুরাণ" ও মালদহের কবি জগন্নাথ দাস রচিত 'ভক্তচরিতামৃত' গ্রন্থত্রয় মধ্যে যে কোনও দুইখানি নির্ব্বাচনের নিমিত্ত পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করা সত্ত্বেও এই সমিতির যে সকল সদস্যের উপরে ভার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাদের সকলের মতামত বর্ষশেষ পর্য্যন্ত জানিতে না পারায় মুদ্রণকার্য্য আরব্ধ হইতে পারে নাই। আশা করি তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রণের সাহায্য করিবেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনের সুচিত্রিত সুবৃহৎ কার্য্যবিবরণ শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সম্পূর্ণব্যয়ে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে রাজা বাহাদুর কার্য্য-বিবরণ প্রথম খণ্ডের মুদ্রণব্যয় মোট ৫৮৮৷৴৯ পাই মধ্যে পূর্ব্বে একশত টাকা দেওয়া বাদে অবশিষ্ট ৪৮৮৷৴৯ পাই দিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণ ব্যয় ২২১।০ দুইশত একুশ টাকা চারি আনা মাত্র অগোণে শোধ করিয়া দিয়া সভার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

**বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চম অধিবেশন।**

বিগত ১৯,২০ ফাল্গুন (১৩১৮) ২,৩ মার্চ্চ (১৯১২) শনি ও রবিবারে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া নগরে মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেব ৫ম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এ সভার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ এবং শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালনা সমিতির ১০ জন সদস্য মধ্যে এ সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক-গণের দ্বারা গঠিত সাধারণ সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ও বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, শ্রীযুক্ত

প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম্, এস। নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্দ্ধেক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সভ্য এবং তন্মধ্যে ৩ জন সভার কর্ম্মচারী হওয়ায় এ সভার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চম অধিবেশন।

বিগত ২৪,২৫ চৈত্র ৬,৭ এপ্রিল শনি ও রবিবার গুডফ্রাইডের অবকাশে গৌহাটীর অন্তর্গত নীলাচলে কামাখ্যা মহাপীঠে রাজসাহীর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্, মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌহাটীর সুযোগ্য উকীল সরকার শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল্ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে গৌহাটীর পক্ষ হইতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিকবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। কামাখ্যাধিবাসী পাণ্ডাদিগের আতিথ্যে সাহিত্যিকবর্গ পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়দ্বয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত গোপাল-কৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাণ্ডা মহাশয়েরা তাঁহাদের সহকারী নিযুক্ত হন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত স্বামী অভয়ানন্দ তীর্থ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই ও শ্রীযুক্ত অভয়াকান্ত শর্ম্মা দলই, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, প্রভৃতি কামরূপের প্রধান অধ্যাপক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও পাণ্ডা-গণকে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সম্ভাষণ ও পরে যথারীতি নির্ব্বাচিত সম্মিলন সভাপতির অভিভাষণ পঠিত এবং স্বর্গগত সাহিত্য-সেবক ও পরিপোষকগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা হয়। এই দিন অপরাহ্নে ও দ্বিতীয় দিন প্রাহ্নে সভায় বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। সম্মিলনে নিম্নোক্ত দুইটিমাত্র প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

## প্রথম প্রস্তাব।

প্রস্তাবক স্বয়ং সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ মহাশয়—

"উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মা পরম অধ্যবসায়শীল, রঙ্গপুর-পরিষৎ শাখার প্রাণ এবং উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র অধুনাতন সাহিত্যিক-জাগরণের নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় আজ কঠিন পীড়ায় শয্যাগত; এই সম্মিলন এতৎসংবাদে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং সমবেত সদস্যমণ্ডলী, পণ্ডিতবর্গ, এবং ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ৺ মা কামাখ্যার সাক্ষাৎ তদীয় আরোগ্য কামনা করিতেছেন— তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হন এবং এই সম্মিলনের আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।"

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সমগ্র সভ্যমণ্ডলী নীরবে যুক্তকরে ৺ কামাখ্যা-মন্দিরাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গ্রহণ করিলেন।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত আমানতুল্লা আহাম্মদ চৌধুরীসাহেব দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

এই সম্মিলন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া "কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করিবেন, এবং তদ্দ্বারা এতদঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি, প্রত্নতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব সংগ্রহ এবং বিবিধ জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলন ও ঐ সকল বিষয়ের বিবরণ বাঙ্গালা ও অসমীয় ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল তাহা এক বৎসরের পর সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। তিনি এই সমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সংগৃহীত অর্থের ন্যাস-রক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

সমিতির সদস্যগণের নাম—

শ্রীযুক্ত তারানাথ কাব্যবিনোদ
,, প্রতাপচন্দ্রগোস্বামী
,, রজনীকুমার দাস
,, গোপালকৃষ্ণ দে
,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, উমেশচন্দ্র দে

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন
,, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কবিবিশারদ
,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ
,, শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ
,, উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া
,, গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা

ইহাতে আবশ্যক মত সময় সময় অন্য নামও যুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রস্তাব কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী সাহিত্যানুরাগী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম্, আর, এ, এস বাহাদুর সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় মানবজাতির রক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া অনুসন্ধান সমিতির ন্যাস-রক্ষক শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়ের নিকট ২৫টি টাকা মানবতত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত প্রদান করিলেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইল।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে সমাগত সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ পরিচয় হয় তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এরূপ আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদ্বারা সম্মিলন কর্তৃপক্ষ এইবারের সম্মিলনের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন।

সম্মিলন সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র, মূর্ত্তি, ইষ্টক প্রভৃতির বহুবিধ দুর্ল্লভ নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। সম্মিলন রজনীদ্বয়ে সাজ সজ্জা ও নৃত্যাদি সহ অভিনব অসমীয়া "ওঝাপালি" রামায়ণ ও নাম সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান দ্বারা সাহিত্যিকবর্গের প্রীতি সাধিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামবঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ সাহিত্যিকগণের এক মাশুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ যাতায়াতের

ব্যয় সংক্ষেপ আর কোন সম্মিলনে হয় নাই। বঙ্গ এবং আসামের নানাস্থান হইতে ১২১ জন সাহিত্যিক এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণী পৃথক্ পুস্তকাকারে যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে।

মহিমারঞ্জন সারস্বত-ভবন ও রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণ।

অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুর এই সারস্বত-ভবন ও রঙ্গপুর পরিষৎ গৃহ নির্ম্মাণার্থ কাকিনারাজের প্রজাবর্গের নিকট সংগৃহীত টাকা হইতে ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাজা-বাহাদুরের পক্ষ হইতে তাঁহার সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হৃদয়বন্ধু মজুমদার মহাশয় তাঁহার ১৩১৮,৭ই কার্ত্তিকের ১৩৯২ নং পত্রের দ্বারা এ সংবাদ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ("ঙ" পরিশিষ্টে এই পত্র মুদ্রিত হইল)

এই তহবিলে বাহারবন্দের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদানের আদেশ করিয়াছেন।

এই স্বীকৃত সাহায্যের টাকা সংগৃহীত হইলে রঙ্গপুর পরিষদর গৃহ অগৌণ নির্ম্মিত হইয়া বহুযত্নে সংগৃহীত অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। সাহায্যদাতৃগণকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেয় সাহায্য প্রদান করিয়া পরিষদের গৃহাভাব দূর করিবার নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

এই তহবিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান যাহা সমিতির ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার পরিমাণ ৬৮৲ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত দান ১৪৷৷০ একুনে ৮২৷৷০ টাকা মাত্র। এই তহবিলের প্রারম্ভিক ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য পরিষদের তহবিল হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১৮৯৷৵৬ পাই হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত দান ৮২৷৷০ বাদ দিলে ১০৭৵৬ পাই মাত্র পরিষদের পাওনা আছে।

চিত্রশালা পরিদর্শন।

১৬ আষাঢ় (১৩১৯) ৩০ জুন (১৯১২) রবিবার, রাজসাহী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ, জে, মোনাহান্, রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ কে, সি, দে আই, সি, এস বাহাদুরসহ এই সভার চিত্রশালা পরিদর্শনার্থ শুভাগমন করেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণসহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া চিত্রশালার বিবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি প্রদর্শন করিলে কমিশনার বাহাদুর ও কালেক্টর মহোদয় চিত্রশালার মূল্যবান নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগের সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহের আবশ্যকতা অনুভব করেন।

এই পরিদর্শনের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুর সহ সুযোগ্য কালেক্টর মহোদয় চিত্রশালা পরিদর্শনার্থ পুনরাগমন করেন। পূর্ব্বে কোনও সংবাদ না পাওয়ায় অভ্যাগত রাজপুরুষের অভ্যর্থনার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়

নাই। সভার পক্ষ হইতে গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পরিদর্শন কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। সভার সংগ্রহ নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া অধ্যাপক মহোদয় সংগৃহীত কতকগুলি মূর্ত্তির আলোক চিত্র গ্রহণ এবং মুদ্রা ও ইষ্টক লিপির পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন করেন। তিনি সভার পত্রিকাদি পাইবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্মচারী রূপে পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

প্রধান রাজপুরুষদ্বয়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই পরিদর্শন চিত্রশালার সমৃদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এরূপ সমৃদ্ধ চিত্রশালা রক্ষার নিমিত্ত অগোণে একটি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যত্ন করা সভার হিতৈষী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহাভাবে এইরূপ আরও অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগৃহীত হইতে না পারায় ধ্বংশ হইতেছে।

**রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ষষ্ঠ ভাগ।**

আলোচ্য বর্ষে অনিবার্য্য কারণে তিন সংখ্যায় এই পত্রিকার বর্ষ শেষ করিতে হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রসিদ্ধ লেখকদিগের রচনাদ্বারা পত্রিকার গৌরব পূর্ব্ববং রক্ষিত হইয়াছে।

**বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।**

এই সভার মুখপত্রের বিনিময়ে প্রাপ্ত বঙ্গ ও আসাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা-সম্পাদকগণের নিকটে সভা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রাপ্ত পত্রিকাদির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সাপ্তাহিক। হিতবাদী, বসুমতী, সঞ্জীবনী, সুলভসমাচার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষাসমাচার, হিন্দুরঞ্জিকা, প্রসূন, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, রঙ্গপুর দর্পণ, মালদহসমাচার, গৌড়দূত, আসামবন্তী।

পাক্ষিক। কলেজিয়ান ম্যাগাজিন।

মাসিক। প্রবাসী, ভারতী, নব্যভারত, সুপ্রভাত, সাহিত্য, আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গদর্শন সাহিত্যসংহিতা, উদ্বোধন, মানসী, গৃহস্থ, জগজ্জ্যোতিঃ, জন্মভূমি, ডনম্যাগাজিন, বসুধা, কহিনুর, সাহিত্যসংবাদ, প্রজাপতি, তারা, তিলিবান্ধব, অর্ঘ্য, কণিকা, বিজ্ঞান, অলৌকিক রহস্য, ঐতিহাসিক চিত্র, প্রতিভা, কৃষিসম্পদ, শান্তিকণা, তোষিণী, ভারতমহিলা, হিন্দু-পত্রিকা, উপাসনা, বীরভূমি, হিন্দুসখা, বৈষ্ণবসঙ্গিনী, বিজয়া, বাহী, আলোচনী, উষা।

ত্রৈমাসিক। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

**মুদ্রিত ও উপহৃত গ্রন্থ।**

নিম্নলিখিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে। উপহারদাতৃগণ প্রত্যেকেই সভার ধন্যবাদের পাত্র।

পাণিনী, পাজল্ অব্ লাইফ, পালিপ্রকাশ, বগুড়ার ইতিহাস, শব্দার্থ প্রকাশিকা, মালতী, সনাতন ধর্ম্মসঙ্গীত, হেড়ম্বরাজের দণ্ডবিধি, নবাবী আমলের ইতিহাস, উপকথা, আদর্শ লিপিমালা।

সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় ৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ১৩১৮ শ্রাবণ মাস হইতে কার্যানির্ব্বাহক সমিতির মতসাপেক্ষে ১০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্যালয়।

এই কারণে বিগত মাঘ মাস হইতে পিয়নের বেতন ৩৲ টাকা স্থলে ৪৲ টাকা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক টাকা বেতনে একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে।

এই সভার অনুগত বেলপুকুরপল্লী-সাহিত্য-পরিষদের আলোচ্য বর্ষে ৪টি সাধারণ মাসিক অধিবেশন ও একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। উল্লিখিত অধিবেশনগুলিতে প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান ও কালের ৮টি তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা, একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি, ৪ খানি প্রাচীন দলিল, ৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি এবং একখানি সূর্য্যমূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। সংগৃহীত দ্রব্যাদি এ সভার চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার জন্য পল্লীপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করায় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পল্লীপরিষদের সভ্যগণকে এ সভার দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যের যাবতীয় অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সভার সভ্যসংখ্যা ৫৩ জন মাত্র। মোট আয় ১৯৬॥৴৬ পাই ও গতসনের তহবিল ।৵৯ পাই একুনে ১৯৭।৴৩ পাই, মোটব্যয় ১৬১।৴৯ পাই বাদে উদ্বৃত্ত ৩৫৸৴৬ পাই মধ্যে এই সভার সাধারণ তহবিলে ২৭৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে অবশিষ্ট ৮৸৴৬ পাই সম্পাদকের নিকটে জমা আছে।

বেলপুকুরপল্লী সাহিত্য পরিষৎ।

("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

এই সভার সপ্তমবর্ষের কর্ম্মলিপিসহ অষ্টমবর্ষের অনুষ্ঠাতব্য কর্ম্মপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্ব্বে কর্ম্মপরিচালকসমিতি প্রত্যেক সদস্যকেই সভার পুষ্টিসাধনকল্পে, যিনি যে উপায়ে পারেন সেই উপায়ে, সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছেন। ইতি।

সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল
(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার রায়
সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

( ক ) পরিশিষ্ট।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সদস্যতালিকা।

## আজীবন সদস্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কুচবিহার।

## বিশিষ্ট সদস্য।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর।
২। „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘোড়ামারা পোষ্ট, রাজসাহী।
৩। „ পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বিদ্যারত্ন, কোচবিহার।
৪। „ ” পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বিদ্যাবিনোদ, গৌহাটী, আসাম।

## বিশেষ সদস্য।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।
২ ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর
৩ শশীমোহন অধিকারী, ভোটমারী পোঃ„ রঙ্গপুর।
হেমকান্ত মজুমদার ধাপ, রঙ্গপুর।
„ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মুকন্দমপুর, মালদহ।
৬। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতা।
৭। „ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল ধর্ম্মসভা, রঙ্গপুর।

## ছাত্র সদস্য।

১। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২। „ সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহারবন্দ বাসা, রঙ্গপুর।
৩। „ কালীপদ বাগচী, ১৭নং ডভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪। „ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।
৫। „ জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এ, ১৩ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

## সাধারণ সদস্য।

( এক চাঁদায় মূল ও শাখা সভার সদস্যাধিকার প্রাপ্ত )

### রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ, এফ, এম্ আবদুল আলী এম, এ, এম্ আর, এ, এস্; এফ, আর, এস্, এল ইত্যাদি ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গপুর।

২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর:।
৩। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪। " অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৫। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রান্সলেটার, জজকোর্ট, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। " শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ, কবিরাজ রঙ্গপুর * ।
৭। " আশুতোষ লাহিড়ী বি সি, ই, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর।
৮। " যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৯। " হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। " হরগোপাল দাসকুণ্ডু জমিদার মারওয়ারীপটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১১। " পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। " যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। " গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৪। " কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। " দীননাথ বাগ্‌ছী ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ, রঙ্গপুর।
১৬। " বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৭। " গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড মাষ্টার তাজহাট স্কুল মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
১৮। " কালীপ্রসন্ন মৌলিক ইনেস্‌পেক্টর অব পুলিস, গেণ্ডেরিয়া, ঢাকা।
১৯। " যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
২০। " শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। " মহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। " হেমচন্দ্র সেন পেস্কার জজকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তারের বাসা, রঙ্গপুর।
২৩। " বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। " লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার ডিমলা রাজবাড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৫। " রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেস্কার ডিমলারাজ মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। " শরচ্চন্দ্র মজুমদার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৭। " কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা জমিদার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। " অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড ক্লার্ক জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
২৯। " মুকুন্দলাল রায়, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩০। " পূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌ছী, বাহারবন্দ কাছারী, রঙ্গপুর।
৩১। " মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহাম্মদ এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গপুর।

* এই সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে।

৩২। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল গবর্ণমেণ্ট প্লিডার রঙ্গপুর
৩৩। " বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
৩৪। " অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
৩৫। " জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী উকীলের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৬। " গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৭। ক্ষীরোদকুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৮। কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৯। ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪০। " যোগেশচন্দ্র সেন ম্যানেজার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪১। " প্রাণনাথ লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪২। " প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, জ্যোতীরত্ন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৩। " শরচ্চন্দ্র বসু, ক্লার্ক সদর পোষ্টাফিস, রঙ্গপুর।
৪৬। " রমেশচন্দ্র রায় ধাপ, রঙ্গপুর।

## সাধারণ সদস্য

(এক চাঁদায় মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যাধিকার প্রাপ্ত)

### মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার, ভূষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
২। " পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর, পোঃ রঙ্গপুর।
৩। " রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এম, আর, এ, এস অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী, সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৫। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৬। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৭। " কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
৮। " যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, কুণ্ডী, গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯। " কালীকৃষ্ণ গোস্বামী, এম, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন ৪৭ মির আতার লেন, ঢাকা।
১০। " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১১। " আশুতোষ গুহ বি, এল, উকীল বালুবাড়ী, দিনাজপুর।
১২। " দ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩। " কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।

১৪। শ্রীযুক্ত গোলোকেশ্বর অধিকারী সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৫। „ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৬। „ রজনীকান্ত মৈত্রেয় পুলিশ আদালত, দিনাজপুর।
১৭। „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর।
১৮। „ প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৯। „ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার-আট-ল, গয়া।
২০। „ বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ ভিতরবন্দরাজবাড়ী, রঙ্গপুর।
২১। „ প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার, পোঃ স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
২২। „ বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর হাজারী, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৩। „ কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্‌স্পেক্টর অব্‌ পুলিশ সাঘাটা পোঃ, রঙ্গপুর।
২৪। „ ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
২৫। „ কেদারনাথ সেন জমিদার, পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
২৬। „ কেদারনাথ ঘোষ সুপারভাইজার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
২৭। „ প্রিয়নাথ রক্ষিত ঘাটনগর, দিনাজপুর।
২৮। „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্লক সিগন্যাল ইন্‌স্পেক্টার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
২৯। „ কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
৩০। „ শ্রীরাম মৈত্র বলিহার পোষ্ট, রাজসাহী।
৩১। „ মুন্সী পসরমহাম্মদ মিঞা সাহেব জোতদার, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
৩২। „ শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। „ অতুলচন্দ্র দত্ত এম্‌. এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
৩৪। „ হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ পোঃ রিহাবাড়ী, আসাম।
৩৫। „ দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৩৬। „ সারদানাথ খান বি, এল, উকীল, বগুড়া।
৩৭। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর পোঃ, দিনাজপুর।
৩৮। „ সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী ; জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।
৩৯। „ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গ্রাম নেওয়াশী, পায়রাডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪০। „ কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সবরেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট পোঃ, দিনাজপুর।
৪১। „ ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, সবইনেস্পক্টর অব্‌ পুলিশ কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
৪২। „ যদুনাথ রায় বি, এল্‌ উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৩। „ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সবইন্‌স্পেক্টর অব্‌ পুলিশ ডোমার পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৪। „ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৫। „ কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।

৪৬। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, পোঃ গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৪৭। „ সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৪৮। „ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল, বগুড়া।
৪৯। „ মোহিনীমোহন মৈত্রের শিববাটী, বগুড়া।
৫০। „ ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫১। „ ব্রজনাথ সান্যাল ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৫২। „ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, খঞ্জনপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৫৩। „ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ উকীল দিনাজপুর।
৫৪। „ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর।
৫৫। „ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম্, এস্, বগুড়া।
৫৬। „ নবসুন্দর দাস তহশীলদার, নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৭। „ প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল, উকীল বগুড়া।
৫৮। „ রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, কোচবিহার।
৫৯। „ মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৬০। „ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, উকীল পাবনা।
৬১। „ তারাসুন্দর রায় গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৬২। „ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬৩। „ প্রিয়নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, অবসর প্রাপ্ত সিভিল ও সেসন জজ গঙ্গানাথ মিত্র মহাশয়ের বাসা, বর্দ্ধমান।
৬৪। „ বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল, উকীল দিনাজপুর।
৬৫। „ রাখালচন্দ্র চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাজসাহী।
৬৬। „ মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার বামুনীয়া, পোঃ গোমনাতী, রঙ্গপুর।
৬৭। „ বেণীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৬৮। „ রাধিকামোহন মুন্সী জমিদার পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৯। „ প্রমথনাথ খাঁন্ কুমাপুর, শ্যামগঞ্জ, মেদিনীপুর।
৭০। „ কিশোরীমোহন রায় জমিদার, পাবনা।
৭১। „ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, উকীল, পোঃ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৭২। „ নলিনীকান্ত অধিকারী বালুরঘাট দিনাজপুর।
৭৩। „ উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল জোতদার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৭৪। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবরেজিষ্ট্রার ও অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।
৭৫। „ সারদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল পোঃ, বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।

৭৬। শ্রীযুক্ত শশীকিশোর চক্রদার বি, এল, নওগাঁ, রাজসাহী।
৭৭। " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী।
৭৮। " গোপাললাল ভাদুড়ী সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পোঃ পাকুড়িয়া রাজসাহী।
৭৯। " মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ পোঃ গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৮০। " হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী, রঙ্গপুর।
৮১। " জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পোঃ বালুরঘাট; দিনাজপুর।
৮২। " সুশীলেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার গণেশতলা, দিনাজপুর।
৮৩। " ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য কাকিনা, রঙ্গপুর।
৮৪। " বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার মালোপাড়া, রাজসাহী।
৮৫। " চৌধুরী আমান তুল্যা আহাম্মদ জমিদার ও কোচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পোঃ বড়মরিচা, কোচবিহার।
৮৬। " মৌলবী মহাম্মদ আমীর উদ্দীনখাঁ জোতদার ফরিদাবাদ, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮৭। " উদয়কান্ত ভটাচার্য্য মন্থনা বড়তরফ পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।
৮৮। " রাইচরণ মজুমদার সব ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, লালমণিরহাট থানা, রঙ্গপুর।
৮৯। " পার্ব্বতীকান্ত দাস গুপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার পোঃ বালুরঘাট দিনাজপুর।
৯০। " মনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, পোঃ হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।
৯১। " উপেন্দ্রনাথ সরকার উকীল, তুফানগঞ্জ পোষ্ট, কোচবিহার।
৯২। " জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী জমিদার গোবরাছড়া পোঃ, কোচবিহার।
৯৩। " রায়চৌধুরী মনোমোহন বক্সী জমিদার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কোচবিহার।
৯৪। " শ্যামাকিশোর মুন্সী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
৯৫। " গিরিজামোহন সান্ন্যাল বি এ, ৬৪।২ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
৯৬। " বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব পুলিশ, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
৯৭। " দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সবইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, বোদা, জলপাইগুড়ি।
৯৮। " হৃদয়বন্ধু মজুমদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কাকিনারাজ; কাকিনা, রঙ্গপুর।
৯৯। " কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।
১০০। " ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
১০১। " জুম্মার উদ্দীন আহম্মদ আলোকঝাড়ী, গোঁসানীমারী পোষ্ট, কোচবিহার।
১০২। " কামিনীকুমার সরকার, ডিমলাকাছারী ডিমলা, রঙ্গপুর।
১০৩। " মুকুন্দচন্দ্র দাস, পুটীমারী, দীনহাটা, কোচবিহার।
১০৪। " কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তফী ষ্টেট, কোচবিহার।
১০৫। " সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী পোষ্ট সুনখাওয়া, রঙ্গপুর।

১০৬। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঠাকুর রাজগুরু, বরিয়া পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১০৭। ,, যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী জমিদার ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১০৮। ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১০৯। ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উদয়গ্রাম ঐ ঐ
১১০। ,, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ রঙ্গপুর ফার্ম, রঙ্গপুর।
১২৬। ,, হরকুমার গুহ ডাক্তার গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।
১২৭। " নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, ময়মনসিংহ।
১২৮। " শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১২৯। " আনন্দচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়া পোঃ, আসাম।
১৩০। " গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া পোঃ, আসাম।
১৩১। " বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, মালদহ।
১৩২। " রামপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।
১৩৩। " ভুপেন্দ্রনাথ বাগচী অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ হোটেল, এলাহাবাদ।
১৩৪। " রজনীকান্ত সরকার মালঞ্চী, রামবাড়ী পোঃ, রাজসাহী।
১৩৫। " রাজচন্দ্র সরকার গোবিন্দপুর গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩৬। " সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার নওগাঁ, রাজসাহী।
১৩৭। " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩৮। " ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর জমিদার রাজগুরু, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১৩৯। " তারকচন্দ্র মৈত্রেয় ইটালী, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১৪০। " নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, দিনাজপুর।
১৪১। " সুধীরচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৪২। " যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ ঐ
১৪৩। " মধুসূদন রায় বি. এল্ ঐ
১৪৪। " যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ ঐ
১৪৫। " সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ ঐ
১৪৬। " রামচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৪৭। " অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্ ঐ
১৪৮। " হরিদাস পালিত কলিগ্রাম পোষ্ট, মালদহ।
১৪৯। " গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর।
১৫০। " করমতুল্যা চৌধুরী হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৫১। " কামিনীমোহন বাগচী জমিদার, বরিয়া পোষ্ট, রাজসাহী।
১৫২। " সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল্, দিনাজপুর।

১৫৩। শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি, এল্ লক্ষ্মণপুর, সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৫৪। " গোপীনাথ কবিরাজ বি, এ, ৫৩ দেবনাথপুরা, সিটি বেনারস।
১৫৫। " ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার মুজাটা, পোষ্ট গুপেরবাড়ী ময়মনসিংহ
১৫৬। " হরচন্দ্র দাস, সাপটানার কাছারী, লালমনির হাট, রঙ্গপুর।
১৫৭। " জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, নবাবগঞ্জ, চাঁপাই পোঃ, মালদহ।
১৬০। " অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ, মোরাদপুর, পাটনা।
১৬১। " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার কাঞ্চনকাছারী, পোষ্ট পল্লীতলা, দিনাজপুর।
১৬২। " প্রিয়কান্তবিদ্যারত্ন বি, এ, সদর কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার, পাবনা।
১৬৩। " শরচ্চন্দ্র দাস মকদুমপুর, মালদহ।
১৬৪। " নৃত্যলাল সরকার হাফলং, উত্তর কাছাড়, আসাম।
১৬৫। " কালীকান্ত মৈত্রেয় পাতালেশ্বর, বেনারস সিটি।

## সাধারণ সদস্য—রঙ্গপুর সদর।

(কেবল শাখা সভার সাহায্যার্থে যাঁহারা চাঁদা দেন)

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২। " রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ, রঙ্গপুর।
৩। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া রঙ্গপুর।
৪। " দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫। " পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। " রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী, রঙ্গপুর।
৭। " সতীশকমল সেন বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮। " সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৯। " নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। " উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল, রঙ্গপুর।
১১। " রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। " লালবিহারী গুহ ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। " সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর।
১৪। " মথুরানাথ দে মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। " অনুরাগচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
১৬। " চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৭। " যাদবচন্দ্র সেন মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৮। " প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৯। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২০। " সতীশচন্দ্র শিরোমণি মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। " কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
২২। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৩। " রোহিণীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছোট দোকানষ্টেট, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। " অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
২৫। " প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্ ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। " সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার, টেপালজ, রঙ্গপুর।
২৭। " কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। " সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্, রঙ্গপুর।
২৯। " তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ পেসকার জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩০। " অন্নদাপ্রসন্ন মজুমদার বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩১। " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত, ধাপ, রঙ্গপুর।
৩২। " বিধুমোহন ভট্টাচার্য্য নায়েবনাজীর জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৩। " বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সিভিল কোর্ট আমীন ধাপ, রঙ্গপুর।
৩৪। " দীননাথ বাগচী বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
৩৫। " সারদাচরণ রায় জমিদার, রঙ্গপুর।
৩৬। " মদনগোপাল নিয়োগী জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৭। " শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত মুন্সেফ কোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৮। " আশুতোষ মজুমদার বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৯। " বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪০। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৪১। " নলিনীকান্ত ঘোষ জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৪২। " চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার, গোমস্তাপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৩। " যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৪। " কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৫। " মুন্সী আব্দুল গফুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৬। " শ্রীনাথ সরকার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৭। " গোপালচন্দ্র দাস, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৮। " সেখ মেহেরুদ্দীন প্রথম মুন্সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৪৯। " কাজী মহাম্মদ সৈয়দ মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৫০। " মৌলভী হাফেজউল্লা হেয়ার হোটেল, মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।

৫১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৫২। „ ভবানীপ্রসাদ দাস, দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৫৩। „ আবদুল কাদের খন্দকার, জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৫৪। „ আমজাদ হোসেন খান. মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৫৫। „ মহাম্মদ হুরমতুল্যা, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫৬। „ আশুতোষ মজুমদার নায়েব মমিনপুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৭। „ গোপীনাথ ঘোষ রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৫৮। „ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৯। „ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার রহমতপুর কুঠি, রঙ্গপুর।
৬০। „ মৌলভী সৈয়দ আবুল ফত্তাহ জমিদার মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৬১। „ প্রসন্নকুমার দাস মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬২। „ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬৩। „ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৬৪। „ হরিনাথ অধিকারী হেডড্রাফট্‌স্ম্যান ডি, বি, রঙ্গপুর।
৬৫। „ অনারেবল খান মৌলভী তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৬৬। „ ডাঃ মহাম্মদ মোজাম্মল মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।

## সাধারণ সদস্য—মফঃস্বল।

(কেবল শাখা সভার সাহায্যার্থ যাঁহারা চাঁদা দেন)

১ শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর রাজবাড়ী, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
২। „ অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর, কাকিনা রাজবাড়ী, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩। „ মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনরারী ম্যাজেষ্ট্রেট, চেয়ারম্যান সদর লোকালবোর্ড, কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৪। „ প্রিয়নাথ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর।
৫। „ গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ ডিস্‌পেনসেরী, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৬। „ সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়া শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৭। „ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল নায়েব বাহারবন্দ, উলিপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৮। „ অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার কামারপুকুর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
১০। „ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার মধনপুর গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১১। „ [illegible] সরকার [illegible] পোঃ [illegible], রঙ্গপুর।

১২। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩। " কুমুদচন্দ্র সান্যাল বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪। " রজক মহাম্মদ সরকার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৫। " জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৬। " রাধাকান্ত সরকার পোষ্ট জয়পুর হাট, বগুড়া।
১৭। " দুর্গামোহন সাহা, জমিদার সেরপুর, বগুড়া।
১৮। " সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৯। " রজনীকান্ত রায় সরকার চাপড়া, পোষ্ট দরোয়ানী রঙ্গপুর।
২৫। " খান্ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৬। " শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্ট্রার চিলমারী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৮। " মেহেরুল্লা তহশীলদার, চড়াইখোলা, দরোয়ানী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৯। " উপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, শাখাটা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩০। " কেদারনাথ বাগ্ছী ম্যানেজার টেপা, রঙ্গপুর।
৩১। " আমিরউদ্দীন আহম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোঃ, কোচবিহার।
৩২। " অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য উলীপুর থানা, উলীপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। " ব্রজেন্দ্রকুমার বাগচি পোঃ সমজিয়া, দিনাজপুর।
৩৪। " লালমোহন রায়চৌধুরী চাঁচাইতারা কাছারী, পোঃ মাদলা, বগুড়া।
৩৫। " বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন, পোঃ রায়কালী, বগুড়া।
৩৭। " মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো দীনহাটা পোঃ, কোচবিহার।
৩৯। " বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভুতছড়া, ভুতছড়া পোঃ, রঙ্গপুর।
৪০। " মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪১। " ইয়ানতুল্যা সরকার পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী।
এন্, বি, এস্, রেলওয়ে।
৪২। " সুরেন্দ্রমোহন সর্দ্দার ভাটপাড়া গোপালপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৩। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ, পোঃ দয়ারামপুর, রাজবাড়ী, রাজসাহী।
৪৫। " অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত পেস্কার গোপালপুর বড়তরফ, পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৪৬। " দ্বারকানাথ সরকার মহিষখচা, পোষ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর।
৪৮। " দেবীপ্রসাদ সরকার, নওদাবস, বড়মরিচা পোঃ, কোচবিহার।
৪৯। " সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।
৫২। " কুমুদবিহারী রায়, জমিদার দমদমা, পাঁচবিবি পোঃ, বগুড়া।
৫৩। " বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্, দেওয়ান গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর পোঃ,
ধুবড়ী, আসাম।

৫৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৬। " শ্রীকান্ত সরকার, সাং রামচন্দ্রপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৭। " চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
৫৮। " রজনীচন্দ্র সান্ন্যাল, বেলপুকুরহাজারী শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৯। " রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল, বাহাদুর জমিদার সৈয়দাবাদ পোঃ, মুর্শিদাবাদ।
৬০। " নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী, ভাগলপুর।
৬১। " মৌলবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম আরবী ও পারস্যাধ্যাপক।
জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়, কোচবিহার।
৬৩। " অনঙ্গমোহন সরকার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৬৪। " পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমূলজানী গ্রাম, বাজালা পোঃ, ময়মনসিংহ।
৬৫। " বলিমামুদ সাহা বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৬৬। " রমণীমোহন সরকার কঞ্চিপাড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬৭। " ক্ষেত্রনাথ আচার্য্য কবিরাজ, বালুয়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৬৮। " সারদাপ্রসাদ দাস তহসীলদার গ্রাম ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৭০। " নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৭১। " কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, বাঁশদহ পোঃ, রঙ্গপুর।
৭২। " পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।
৭৩। " গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৭৪। কেদারনাথ সান্ন্যাল নায়েব রাণীপুকুর কাছারী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৭৫। " সুধীন্দ্রনাথ সেন ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৭৬। " মহীন্দ্রনারায়ণ দাস পুটীমারী, দীনহাটা পোঃ, কোচবিহার।
৭৭। " হরিমোহন সাউদ কঞ্চিপাড়া, দীনহাটা পোঃ, কোচবিহার।
৭৯। " রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মৃজাপুর, দেউলপাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮০। " কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ডাক্তার সুন্দরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮১। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল, দীনহাটা পোষ্ট, কোচবিহার।
৮২। " হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল পুটীমারী, দীনহাটা পোষ্ট, কোচবিহার।
৮৩। " কুমুদকান্ত অধিকারী পুটীমারী দীনহাটা পোষ্ট, কোচবিহার।
৮৪। " মথুরানাথ রায় নায়েব, পোষ্ট দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
৮৫। " যতীন্দ্রমোহন রায় শিক্ষক গৌরীপুর বিদ্যালয়, গৌরীপুর, আসাম।
৮৬। " রাজেন্দ্রমোহন রায় জমিদার রায়কালী পোষ্ট, বগুড়া।
৮৮। " মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটী পোষ্ট, আসাম।
৮৯। " বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটী, আসাম।

৯০। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেশন মাষ্টার গিতালদহ পোঃ, কোচবিহার।

৯১। „ প্রমথনাথ ঘোষ স্কুল সবইনস্পেক্টার নীলফামারী, রঙ্গপুর।

৯২। „ পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ কুণ্ডী চতুষ্পাঠী, পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

৯৩। „ অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, শিক্ষক গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।

৯৪। „ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার নায়েব মজুমদার কাছারী, উলিপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।

৯৫। „ চন্দ্রকিশোর দাস শিমুলবাড়ী, মিরগঞ্জহাট পোষ্ট, রঙ্গপুর।

৯৬। „ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল, উকীল নিলফামারী, রঙ্গপুর।

৯৭। „ শশিশেখর মৈত্র তালন্দ পোষ্ট, রাজসাহী।

১০০। „ বছির উদ্দীন চৌধুরী চড়াইখোলা, দরওয়ানী পোষ্ট, রঙ্গপুর।

১০১। „ রজনীকান্ত সরকার বি, এল্ উকীল নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।

১০২। „ কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।

১০৩। „ যশোর উদ্দীন সরকার বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, ঐ

১০৪। „ প্রমথভূষণ বাগছী নিলফামারী পোষ্ট ঐ

১০৫। „ রাধিকাচরণ দাস তালুকদার, বগুলাগাড়ী শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।

১০৬। „ আদিত্যচন্দ্র চৌধুরী প্রধান শিক্ষক দেবোত্তর কাশিরাম স্কুল, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১০৭। „ হেমচন্দ্র সান্ন্যাল জমিদার বেলপুকুর ঐ ঐ

১১১। „ আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।

১১২। „ জগচ্চন্দ্র পাল ডাক্তার নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।

১১৩। „ তিলকচাঁদ ওসওয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

১১৪। „ শিশুকুমার সমাদ্দার হাজারীবিদ্যালয় ঐ ঐ

১১৫। „ তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য বেলপুকুর ঐ ঐ

১১৬। „ প্রেমচাঁদ ওসওয়াল হাজারী, ঐ ঐ

১১৮। „ রমেশচন্দ্র চৌধুরী পলাশবাড়ী, ঐ ঐ

১১৯। „ হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, পোষ্ট, কাকিনা, রঙ্গপুর।

১২০। „ ছখিউদ্দীন আহাম্মদ দেড় আনী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

১২১। „ ভজেতুল্যা সরকার, শিক্ষক ছইল বিদ্যালয় ঐ ঐ

১২২। „ নছর উদ্দীন সরকার হাতারী, ঐ ঐ

১২৩। „ ভোলানাথ দাস. শিক্ষক চাপরা সরঞ্জামী বিদ্যালয় ঐ ঐ

১২৪। „ হরনাথ দাস কানিয়াল খাতা, দরয়ানী পোষ্ট ঐ ঐ

১২৫। „ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, গোপালরায়, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।

১২৭। „ জামাল উদ্দীন সরকার ঝাড়ুয়া বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ ঐ

১২৮। „ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবগ্রাম, হেমনগর পোষ্ট, ময়মনসিংহ।

১৩০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাল, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
১৩১। " অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, কটক কলেজ, কটক।
১৩২। " রজনীকান্ত নিয়োগী, দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত নীলফামারী, রঙ্গপুর।
১৩৩। " বিনোদ বিহারী দাস ২য় মুনসেফী আদালত নীলফামারী, রঙ্গপুর।
১৩৫। " রাজমোহন সরকার কাঁকিনা, রঙ্গপুর।
১৩৬। " বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য ৭৭নং জঙ্গমবাড়ী, বেণারস সিটি।
১৩৭। " হেমায়েত উদ্দীন আহাম্মদ C/o. Basar Mahamad Choudhury. সৈদপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩৮। " পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩৯। " মহম্মদ ছমীর উদ্দীন চৌধুরী ধুলিয়া, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪১। " কৃষ্ণকেশব গোস্বামী কলিগ্রাম, কলিগাঁ পোঃ, মালদহ।
১৪২। " আবদুল গণি মোক্তার মালদহ।
১৪৫। " প্রমথনাথ মুন্সী কানিয়ালখাতা নীলফামারী, রঙ্গপুর।
১৪৭। " রামকুমার দাস দেওয়ান ফতেপুর ষ্টেট্, ইটাকুমারী, রঙ্গপুর।
১৪৮। " রামপদ ঘটক পেস্কার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
১৪৯। " কালিদাস চট্টোপাধ্যায় নীলফামারী রঙ্গপুর।
১৫০। " ধরণীধর অধিকারী ভোটমারী, রঙ্গপুর।
১৫১। " দীননাথ সরকার মোলানখুড়ী, পোঃ ফারাবাড়ী, দিনাজপুর।
১৫২। " কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
১৫৩। " সুরেশচন্দ্র সরকার জমীদার ৪১নং পদ্মপুকুর রোড বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১৫৪। " উপেন্দ্রচন্দ্র দত্তচৌধুরী কালীতলা, দিনাজপুর।
১৫৫। " হৃদয়নাথ কুণ্ডু মার্চ্চেন্ট সৈদপুর, রঙ্গপুর।
১৫৬। " পসর উদ্দীন সরকার কাশীরাম বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫৭। " মবেতুল্যা সরকার কাশীরাম বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫৮। " গোপালচন্দ্র কুণ্ডু সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
১৫৯। " নিয়াসা মহম্মদ সরকার খালিষা বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৬০। " শ্যামসুন্দর দাস, কয়া, সৈদপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৬১। " প্রতাপচন্দ্র কুণ্ডু সৈদপুর, ঐ ঐ
১৬২। " কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ উকীল ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১৬৩। " গিরীশচন্দ্র সান্যাল জমিদার বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৬৪। " ভবানন্দ সরকার জোতদার ফলীমারী, পোষ্ট গোবরাছড়া, কোচবিহার।
১৬৫। " সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মৃত্যুঞ্জয়, কাকিনা, রঙ্গপুর।

"খ" পরিশিষ্ট।

## সাধারণ তহবিলের আয়ব্যয় বিবরণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

আয়—

| বিবরণ | টাকা |
|---|---|
| বিগত বর্ষের তহবিল | ১০৭১৸৵৯ |
| দ্বিতীয়শ্রেণীর সভ্যগণের চাঁদা আদায় | ৭১৮৵৬ |
| ভিঃ পিঃ কমিশন আদায় | ১০।৵০ |
| চণ্ডিকাবিজয়ের মূল্য আদায় | ২।০ |
| চণ্ডিকাবিজয় কাব্য প্রকাশ তহবিল | ৫৮৲ |
| অহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট প্রকাশ তহবিল | ১০০৲ |
| ৺দাশরথিরায়ের ভ্রাতৃবধূর জন্য সাহায্য আদায় | ১৬৲ |
| পত্রিকার নগদ মূল্য আদায় | ৭২॥৵০ |
| গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশ তহবিল | ১০৩৲ |
| কুণ্ডীর ইতিহাস প্রকাশ তহবিল | ১০০৲ |
| শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলী মুন্সী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল | ৪০৲ |
| উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলন তৃতীয় অধিবেশন গৌরীপুর কার্য্যবিবরণ প্রথম ভাগ, প্রকাশবাবদ মোট যাহা আদায় হইয়াছে | ৪৮৮॥/৩ |
| সেরপুর ইতিহাসের মূল্য আদায় | ২৸০ |
| গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য আদায় | ৸০ |
| এককালীন প্রাপ্তদান | ১৮॥০ |
| পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য আদায় | ১৲ |
| সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলির মূল্য আদায় | ॥০ |
| প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা মোট ৬৮৫/০ আনার প্রতি টাকায় ॥০ হিসাবে মূল সভার নিকট শাখাসভার প্রাপ্য কমিশন | ৩৪২॥৬ |
| | ২৮৬৮৸৶০ |

ব্যয়—

| বিবরণ | টাকা |
|---|---|
| পত্রিকা প্রকাশ ব্যয় | ৬৭১/০ |
| গ্রন্থাগারের ব্যয় | ৪৬॥/০ |
| ৺দাশরথী রায়ের ভ্রাতৃবধূর এককালীন সাহায্য | ২৫।০ |
| রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশের ব্যয় | ৪৯॥৶০ |
| ডাকমাশুল ব্যয় | ২৭৩।৯ |
| বিশেষ অধিবেশনের ব্যয় | ১৬॥৬ |
| সেরপুর ইতিহাস প্রকাশ | ৫।/০ |
| মূর্ত্তি সংগ্রহ ব্যয় | ।০ |
| বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয় | ৪০।৶০ |
| বেতনব্যয় কর্ম্মচারী পিয়ন ও প্রহরীর | ১২৬৲ |
| পল্লীপরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ব্যয় | ২৮৶৬ |
| দপ্তর সরঞ্জামী | ৩৩।৶৯ |
| কুণ্ডীর ইতিহাস প্রকাশ ব্যয় | ২৲ |
| আসবাব খরিদ | ৪৯৲ |
| পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণব্যয় | ১।৯ |
| সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশ ব্যয় | ৫০॥৩ |
| অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশ ব্যয় | ৫৫।/৯ |
| আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট প্রকাশ ব্যয় | ৸৬ |
| চণ্ডিকাবিজয় মুদ্রণব্যয় শোধ | ১১৫॥৵০ |
| মালদহ সাহিত্যসম্মিলন ব্যয় | ।৶৬ |
| কর্ম্মচারিগণের যাতায়াতের ব্যয় | ৮॥৬ |
| গৌরীপুর কার্য্যবিবরণ প্রকাশ ব্যয় ১ম ভাগের অবশিষ্ট ব্যয় ২০২॥৵৯ এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৩৵ একুনে | ২১৫৸৯ |
| রাজা মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল সমিতির তহবিলে হাওলাত দেওয়া হয় | ১১৭৸৵০ |
| কার্য্যালয় মেরামতব্যয় | ২২।৵০ |
| বাজেখরচ | ৯৵০ |
| বিবিধ মুদ্রণব্যয় | ৩২।০ |
| কামাখ্যাসম্মিলন ব্যয় | ৫॥৵৩ |
| গৌড়ের ইতিহাসের লেবেল মুদ্রণ ব্যয় | ৪।০ |
| করোনেশন উপলক্ষে কার্য্যালয় সাজাইবার ব্যয় | ১১॥০ |
| | ২০১৮৸০ |

বিভং

| | |
|---|---|
| মোট আয় | ২৮৬৮৸৶০ |
| মোট ব্যয় | ২০১৮৸০ |
| উদ্বৃত্ত | ৮৫০৶০ |

"খ" পরিশিষ্ট

## বিশেষ তহবিলের আয়ব্যয় বিবরণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

| আয়— | | ব্যয় — | |
|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের নিকট চাঁদা আদায় | ৬৬৫/০ | মূল সভায় ইরসাল | ১৭৫৲ |
| প্রবেশিকা আদায় | ২০৲ | শাখা সভার প্রাপ্য কমিশন প্রতি টাকায় ।৹ হিসাবে ৬৮৫/০ আনার উপরে | ৩৪২॥৬ |
| | ৬৮৫/০ | মূল সভায় টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত ডাকমাশুল ব্যয় | ১/৩ |
| | | | ৫১৮॥/৯ |

বিতং

আয় ৬৮৫/০

ব্যয় ৫১৮॥/৯

১৬৬।৶৩ পাই উদ্বৃত্ত

## সাধারণ ও বিশেষ তহবিলের মোট উদ্বৃত্তের বিবরণ

| | |
|---|---|
| সাধারণ তহবিল উদ্বৃত্ত | ৮৫০৶০ |
| বিশেষ তহবিল উদ্বৃত্ত | ১৬৬।৶৩ পাই |
| মোট উদ্বৃত্ত | ১০১৬৸৶৩ পাই |

তহবিল জায় বিতং

| | |
|---|---|
| রঙ্গপুর লোন অফিসে গচ্ছিত | ৯০০৲ |
| সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত নগদ তহবিল | ১১৬৸৶৩ পাই |
| | ১০১৬৸৶৩ পাই |

| ( স্বাক্ষর ) | ( স্বাক্ষর ) | ( স্বাক্ষর ) |
|---|---|---|
| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী | শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল | শ্রীদীননাথ বাগচী |
| সম্পাদক | হিসাব রক্ষক | সহকারী আয়ব্যয় পরীক্ষক |

## "গ" পরিশিষ্ট

### ১৩১৮ সালে নিম্নলিখিত মূর্ত্তি

### রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উপহৃত হইয়াছে

| মূর্ত্তি | | উপহার দাতা |
|---|---|---|
| বাভ্রবীকায়া ( প্রস্তরমূর্ত্তি ) | ১ | শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি | ৩ | ঐ |
| দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ( প্রস্তর ) | ১ | ঐ |
| প্রস্তর বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকাংশ | ১ | শ্রীযুক্ত ল্যাংহর্ণ ডিষ্ট্রীক্টইঞ্জিনিয়ার রঙ্গপুর |
| বৃহৎ ভগ্নপ্রস্তরমূর্ত্তির নিম্নাংশ | ১ | শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই |

মোট সাতটি মাত্র

### ১৩১৮ সালে নিম্নলিখিত

### প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিতগ্রন্থ উপহৃত হইয়াছে

| গ্রন্থ | উপহারদাতা |
|---|---|
| ১। শিক্ষাসখী ( জীর্ণ ও খণ্ডিত ) | শ্রীসারদাচরণ ভট্টাচার্য্য |
| ২। মহাভারতীয় বনপর্ব্ব ( খণ্ডিত ) | ঐ |

### ১৩১৮ সালে নিম্নলিখিত

মুদ্রা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত ও অপর কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াছে।

| মুদ্রার নাম | সংগ্রাহকের নাম |
|---|---|
| চন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য নামাঙ্কিত অষ্টকোণাকৃতি রৌপ্যমুদ্রা ১টি | শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সভার ব্যয়ে ক্রীত। |
| প্রাচীন মুদ্রা ৪টি। ইহার একটির একদিকে সীতারাম মূর্ত্তি ও অন্য দিকে কপিসৈন্য অঙ্কিত আছে। | শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত। |

## ১৩১৮ সালে নিম্নলিখিত আলোকচিত্র

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উপহৃত হইয়াছে।

| | চিত্রের পরিচয় | উপহারদাতা |
|---|---|---|
| ১। | বৈদ্যনাথমন্দিরের আলোকচিত্র | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী |
| ২। | ৺কাশীধামস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৃহ সকলের আলোকচিত্র | ,, |
| ৩। | চেৎসিংহের বারাণসীস্থিত বাটীর আলোকচিত্র | ,, |
| ৪। | দেওঘর রেল ষ্টেসনের ,, | ,, |
| ৫।৬। | গ্রীশদেশীয় কাম রতি মূর্ত্তির ,, | শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্, |
| ৭। | তেলাংঘর বা চলাচল ঘরের | শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় |
| ৮। | শিবদোল মন্দিরের | |
| ৯। | দেবীদোল মন্দিরের | |
| ১০। | জনার্দ্দনমূর্ত্তির | |

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ।

“গ” পরিশিষ্ট

# রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে

## ১৩১৮ সালে উপহৃত প্রাচীন দলিলের তালিকা

| ক্রমিক নং | দলিলের পরিচয় | দাতা | গৃহীতা | দলিলের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | বেলপুকুর পল্লী-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহা কর্তৃক উপহৃত | | | | |
| ৯০। | ভূমিদান পত্র | কৃপাময়ী দেবী | কমলাকান্ত শর্ম্মা | ১২৩২ সাল | |
| ৯১। | ঐ | ভোলানাথ শর্ম্মা | দবেন্দ্র শর্ম্মাচক্রবর্ত্তী | ১২২৬ ” | |
| ৯২। | লাখেরাজ খালাসপত্র | সেখ বাদা চৌধুরী | | ১২৬৭ ” | কিনামামুদসাহার মাতা কালটী বিবির লাখেরাজ |
| ৯৩। | পারসীক দলিল | | | | |
| ৯৪। | ঐ | | | | |
| ৯৫। | হকিয়ৎবাজে জমীর মস্তখোপ | | | ১২০৭ ” | রত্নেশ্বরী দাসীর দস্তখতি |
| ৯৬। | ১১০৭ সালের মস্তখোপ বহির নকল | | | ১২৩৫ ” | লোকনাথ শর্ম্মাদখলিকার |
| ৯৭। | ১২০৭ সালের ঐ | ঐ | | ১২৩৫ ” | ভবানী দেবী ও গোবিন্দ প্রিয়াদেবী দখলিকার |
| ৯৮। | ঐ ঐ | ঐ | | ঐ | ঐ |
| ৯৯। | হকিয়ৎবাজে জমীর মস্তখোপ | | | ১২০৭ ” | রামশঙ্কর শর্ম্মা ও কালী শঙ্কর শর্ম্মার দস্তখতি |
| ১০০। | মেয়াদি কবুলিয়ৎ | ধনমামুদ ও নওবী পসারী | দোকড়ী দাসী | ১২৪০ ” | |

| ক্রমিক নং | দলিলের পরিচয় | দাতা | গৃহীতা | দলিলের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০১। | খোস-কবালাতে জমীবিক্রয়ান্তর কর্ম্মচারীর প্রতি হুকুমনামা | দোকড়ী দাসী | | ১২৪৪ ,, | |
| ১০২। | মাল জামিনী পত্র | চতুনন্ত | রাধাগোবিন্দ সাহা গং | ১২৭২ ,, | |
| ১০৩। | দাখিলা খাজনাবাবদ ব্রহ্মোত্তর জমী ইজারার পেষগী | রাজিবলোচন শর্ম্মা ও কমলা দেবী | টগর সাহা | ১২৪৭ ,, | |
| ১০৪। | মেয়াদি কবুলিয়ৎ | সেখ খোদাদিন | ঐ | ১২৩৯ ,, | |
| ১০৫। | ব্রহ্মোত্তর পত্র | সীতারাম ধর | খগেশ্বর শর্ম্মা | ১১২৪ সাল | |
| ১০৬। | ঐ | ঐ | গৌরীনন্দন শর্ম্মা | ১১৪০ ,, | |
| ১০৭। | ঐ | ঐ | শিবনাথ শর্ম্মা | ১১১৮ ,, | |
| ১০৮। | ঐ | ঐ | হরিরাম শর্ম্মা | ১১৩৮ ,, | |
| ১০৯। | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩৯ ,, | |
| ১১০। | ঐ | ঐ | আত্মারাম শর্ম্মা | ১১৩৫ ,, | |
| ১১১। | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩১ ,, | |
| ১১২। | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩৫ ,, | |
| ১১৩। | ঐ | জয়নারায়ণ | ঐ | ১১৫০ ,, | |
| ১১৪। | ঐ | সীতারাম ধর | উদয়রাম শর্ম্মা | ১১৩৮ ,, | |
| ১১৫। | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৪৩ ,, | |
| ১১৬। | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩৮ ,, | |
| ১১৭। | ঐ | সেখ বারিক | ঐ | ১১৪০ ,, | |

| ক্রমিক নং | দলিলের পরিচয় | দাতা | গৃহীতা | দলিলের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮। | পাট্টাপত্র | ——দেব্যা | টগরু নস্য | ১২১৪ " | |
| ১১৯। | লাখেরাজ জমীনের নামখারীজ দাখিল মোকদ্দমার ইস্তাহার | | | ১২৩৫ " | সেখ টগরু দরখাস্তকারী |
| ১২০। | আমল নামা | বৈদ্যনাথ শর্ম্মা | —চন্দ্র সান্যাল | ১২৪০ " | |
| ১২১। | একরার পত্র | তরিপমামুদ সাহা | মহাম্মদ কিনা সাহা | ১২৭২ " | |
| ১২২। | কয়জ খৎ পত্র | ঐ | | ১২৭৬" | |
| বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত | | | | | |
| ১২৩। | চিঠি | ব্রজকান্ত শর্ম্মার লিখিত | কাশীকান্ত সান্যালের নিকটে | ৬ই মাঘ | এই পত্রদ্বারা শর্ম্মা মহাশয় দুইটী অজ পুত্র পাঠাইতেছেন এবং ইহাতে ৮১ মহাশয়ের কথা উল্লেখ আছে |
| ১২৪। | ঐ | ধৈর্য্যনারায়ণ দাস লিখিত | ঐ | ১রা আশ্বিন | |
| ১২৫। | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৫২ (?) সাল | জীর্ণ |
| ১২৬। | ঐ | কৃষ্ণনাথ লিখিত | ঐ | ১০ই আষাঢ় | ঐ |
| ১২৭। | ঐ | সীতানাথ (?)শর্ম্মার লিখিত | ঐ | ৩১শা শ্রাবণ | ঐ |
| ১২৮। | জমীজমার কবুলিয়ত পত্র | চন্তু নস্য | গোপালপ্রসাদ বসু | ১২৭৮ সাল | |
| ১২৯। | ঐ | দুঃখুনস্য | ঐ | ১২৭৯ সাল | |
| ১৩০। | জমাজমীর ইস্তাফার পত্র | বাওল চঙ্গ | ঐ | ঐ | |

| | দলিলের পরিচয় | দাতা | গৃহীতা | দলিলের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩১। | জমাজমার কবুলিয়ত পত্র | খুজান মাজ | ঐ | ঐ | |
| ১৩২। | নালিশের দরখাস্ত | বাহার উল্লার | ঐ | ঐ | বাহার উল্যার নিকট হইতে শ্যামাদাস ১॥০ সহ শুল কাড়িয়া লওয়ার নিমিত্ত |
| ১৩৩। | খাজানা দাখিলের চালান | হরিদাস লাহিড়ী তহশীলদার | ঐ | ১২৭৮ সাল | |
| ১৩৪। | দরখাস্ত | ঝাপড়া | হরিদাস লাহিড়ী | ঐ | |
| ১৩৫। | জমীজমার পত্তনি ইস্তাফা পত্র | সম বেওয়া | শিবসুন্দরী (?) দেবী চাঁদমামুদ ও সোণাতুল্যা | ১২৮২ সাল | |
| ১৩৬। | বিচার প্রার্থনার দরখাস্ত | রণ মামুদ | গোপাপপ্রসাদ বসু | ঐ | রণমামুদের কন্যাকে তালাক না দিয়া কন্যার শ্বশুর তাহার বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়ায় |

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক উপহৃত

| | দলিলের পরিচয় | দাতা | গৃহীতা | দলিলের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩৭। | করজ খৎ | | | ১২৫০ সাল | |
| ১৩৮। | ঐ | ঐ | | ১২৫১ সাল | |

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ।

## "ঘ" পরিশিষ্ট।

বিগত ২৮ ভাদ্র (১৩১৯), ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ শুক্রবার অপরাহ্ণে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে আহুত এক বিশেষ অধিবেশনে সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার কঠিন পীড়া হইতে মুক্তি লাভের পর পরিষদের কার্য্যে প্রত্যাগমন উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।

# অভিনন্দনপত্র।

অকৃত্রিম প্রীতিসম্মান ভাজন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক

মহোদয় করকমলেষু—

মহাত্মন্!

আপনার কঠিন পীড়ার সংবাদে রঙ্গপুরবাসী চিন্তাকুল হইয়াছিল, সাহিত্য-পরিষৎ অধীর হইয়াছিল। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় আপনি নিরাময় হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরাগমন করিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে, আপনাকে পাইয়া পরিষদের হৃদয়ে যে আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে না জানাইলে চিত্তের তৃপ্তি বা আনন্দের সার্থকতা হয় না।

যে উদ্যমে সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি, যে চমৎকারিণী কর্ম্মবৃত্তিতে তাহার উন্নতি, যে অসামান্য কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমপরায়ণতায় তাহার বিস্তার, সেই শক্তি সমষ্টি বিধাতার ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য পরিষদের মঙ্গল চেষ্টা হইতে অপসারিত হইয়াছিল। বিধির এই বিধান পরিষদের সহ্য-বেদন নহে, তাই আজি বিধাতা সেই শক্তি ও সেই উদ্যম অক্ষুণ্ণভাবে পরিষদকে ফিরাইয়া দিলেন।

শুনিয়াছি দুঃখের পরে চিত্ত সবল হয়, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণতার সহিত উন্মেষিত হয়, সংসারে করুণতার সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ সংঘটিত করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করাইয়া দেয় ও কর্ম্মকে কামনা-বর্জ্জিত করিয়া পরিণত-সাফল্যে লোকহিতে নিয়োজিত করে।

সর্ব্বনিয়ন্তা আপনার চিত্তপরীক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত দুঃখের আয়োজন করিয়াছিলেন। আপনি স্বয়ং যখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থিত; ঠিক সেই সময়ে কর্ম্ম-সঙ্গিনী পত্নীকে ভগবান্ অনন্তের পথে টানিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র হৃদয়কে এই বেদনায় বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই চরম বেদনা আপনার চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করিয়া সম্পূর্ণ একাগ্রতায় কর্ম্মের দিকে ধাবিত করিল। এই মহাদুঃখ এবং তাহা গ্রহণের এই মহান্ দৃশ্য লোকশিক্ষাস্থল, সন্দেহ নাই।

হে কর্ম্মবীর! তুমি সেই দুঃখের পথে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলে, নিষ্ঠুরতার সংস্পর্শে তোমার হৃদয় করুণ-কোমল হইল, তোমার যাতনা-বিধৌত হৃৎপিণ্ড পরিষদের জন্য ক্রন্দনতর

স্পন্দিত হইল, তুমি তোমার কণ্টকের ভার লইয়া পরিষদের অন্তরে ফিরিয়া আইস ! পরিষদ্ সেই কণ্টকের মুকুট মাথায় পরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউক।

ভবদীয়

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অভিনন্দপত্র ও সুধীগণের সম্ভাষণের উত্তরে সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা-দ্বারা স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন—

চিরবন্দ্য বুধ ও সহৃদয় সুহৃদ্‌মণ্ডলি,

বিধাতৃ নির্দ্দেশে কিয়দ্দিবস আপনাদিগের সন্নিধ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া এক দারুণ জ্বালাময় পথ পরিক্রমণপূর্ব্বক শীর্ণ দেহ ও দীর্ণ মন লইয়া আমি আপনাদিগের দ্বারে পুনরাগত হইয়াছি। এই জীবন-মরুর তপ্তশ্বাসে শ্রমক্লিষ্ট বাণীসেবকগণের সুখসুপ্তির অন্তরায় না জন্মাইয়া আত্ম-গোপনার্থ নির্জ্জন বাসই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোর কষাঘাত এবং আপনাদিগের স্নেহ ও দয়ার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যখন চিরবিশ্রাম লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন শুনিলাম যে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ কামাখ্যা মহাপীঠে জগন্মাতার নিকটে আমার জীবন ভিক্ষা করিয়াছেন ; রোগমুক্তির পরে আবার আজ যখন দেখিতে পাইতেছি যে আপনারা স্নেহালিঙ্গনদানে আমাকে আবদ্ধ করিতে আগ্রহান্বিত, তখন আমার বাণী-সেবকগণের সেবার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছি।

মহামতি বেন্‌থামের ( Bentham ) নৈতিক মতবাদে উল্লিখিত হইয়াছে "Nature has placed mankind under the Governance of two sovereign masters pain and pleasure" এই সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়াই চিত্তশুদ্ধির সুশুভ্র পথ চিরনির্দ্দিষ্ট। আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে ও সদিচ্ছায় যদি আমি সেই পথের পথিক হইয়া আমার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে পারি তাহা হইলে সুখের পুষ্পশর অপেক্ষা শোকবজ্রই হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইব।

কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যের ফল বিচারণায় নিজত্বের সংকীর্ণতা পরিহার পূর্ব্বক যিনি পরার্থপরতার বিশালত্বে উপনীত হইতে পারেন, জগতে তিনিই ধন্য! পরার্থপরতামূলক হিতবাদের সহিত সংকীর্ণ স্বার্থবাদের ঘোরতর দ্বন্দ্ব জগতে নিয়তই চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া পরার্থপরতাকে যে বীর জীবন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনিই অমরত্বের অধি-কারী। তাঁহার পূত-চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া আমি যেন আপনাদিগের সেবকের স্থান আজীবন অধিকার করিতে পারি।

ক্লেশ কণ্টক দূরে নিক্ষেপ করিয়া জীবনকে ফুলময়পথরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা বীরোচিত নহে। জীবনযুদ্ধে সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রয়োজনীয়তা অধিক। মহাজ্ঞানী

সক্রেটিস্ (Socretes) পাপকে শরীরের স্ফোটকরূপে বর্ণনা করিয়া দুঃখকে তাহা হইতে মুক্তির একমাত্র অস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অস্ত্রাঘাতে স্ফোটকের দূষিত রক্তের ন্যায় পাপপঙ্ক নির্গত হইয়া চিত্ত বিমল হয়। মহাপুরুষগণের এই আশ্বাস বাণীর সহিত আপনাদের অভয়-দানই আমার শান্তির নিদান—জীবনব্রতের উত্তর-সাধক।

আভিজাত্যের অভিমান—সাংসারিকের সংকীর্ণতার অতি ঊর্দ্ধদেশে আমাদিগের চিরবরণীয়া বাণীর যে সমুজ্জ্বল আসন আস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহার পাদদেশে ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় আমাদিগের ভক্ত পরিবৃত পরিষদ্ অটলভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারুচরণে অর্পিত প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পদাশ্রিত সভক্ত পরিষদের মস্তকে আশীষরূপে চিরবর্ষিত হইতেছে। ইহা তাঁহার নিজের বা ভক্তের পূজা নহে, চিরারাধিতা বঙ্গবাণীর পূজা। আপনারা তাহারই উদ্যোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন যে "প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কার-বিমুগ্ধ, সেই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।" প্রকৃতির এই নিয়মের ব্যভিচার কোন ক্রমেই হইতে পারে না; সুতরাং পরিষদের প্রসারের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ অতীত—ইহা প্রকৃতির সমবেত শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। এই বহু নিমিত্তের মধ্যে আমিও ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র একটি নিমিত্ত হইতে পারি—উৎপন্ন দ্রব্যের উপকরণ আহরণে কাষ্ঠ-মার্জ্জারের ন্যায় বালুকাকণা বহন করিতে পারি মাত্র, কিন্তু জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় মনীষীও যখন ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক কিছু করিবার শক্তি নাই বলিয়া নীরব হইয়াছেন, তখন কোন্ সাহসে—কোন্ স্পর্দ্ধায় এই বিরাট্ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অভিমানে স্ফীতবক্ষ হইব? আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রীতিস্নেহলব্ধ একদেশ-দর্শিতার মনুষ্যোচিত পরিচয় মাত্র। অবিচলিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমি আপনাদিগেরই কৃপাবলে লাভ করিব। অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করিবার মত শক্তি আজও লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহাদর লাভ করিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইতেছে, তাহা ব্যক্ত হইতে পারিল না। ইহা মার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে। আমার প্রতি এবম্বিধ অচিন্তিতপূর্ব্ব আচরণে আপনারা আদান অপেক্ষা প্রদানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সর্ব্বাংশে আপনাদিগেরই মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আপনাদের চিরানুগত

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা (রায়চৌধুরী)।

## "ঙ" পরিশিষ্ট।

Office of the Superintendent of Collections and Moffussil Affairs,

Kakina Raj.

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক

মহাশয় সমীপে—

নকল নং ১৩৯২ সন ১৩১৮ সাল

তাং ৭ই কার্ত্তিক।

শ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়ের ২৯ আগষ্ট তারিখের অনুগ্রহ পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া সবিস্তার অবগত হইয়াছি। অনিবার্য্য কারণপ্রযুক্ত যথাসময়ে উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছি। আশা করি, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল ফণ্ডে এ পর্য্যন্তও আশানুরূপ টাকা আদায় হয় নাই। যাহা আদায় হইয়াছে তন্মধ্যে কাকিনা "মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল হাইস্কুল বোর্ডিং" এবং স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রভৃতির নিমিত্ত বহু টাকার প্রয়োজন ; তন্নিমিত্ত ঐ ফণ্ড হইতে কতক টাকা রাখিতে হইবে, সুতরাং আপনাদিগের কল্পিত বিষয়ের নিমিত্ত সাকল্যে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পাইতে পারিবেন। বিশেষ কি কার্য্য দ্বারা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে আপনারা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে পর সম্প্রতি ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা পাঠান যাইবে। তার পর শীতকাল অন্তে অবশিষ্ট ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পাঠান যাইবে। অত্র শুভ, আগামীতে মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনীয়। নিবেদন ইতি

(সেবক)

স্বাক্ষর শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার।

## "চ" পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অনুগত বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৮ সালের মাসিক অধিবেশনসমূহে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার তালিকা।

### প্রথম মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ | বিজ্ঞানজগতে আয়ুর্ব্বেদ | শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দা | দেশী ছিকা |
| | | | হস্তলিখিত |
| | | " ছখিউদ্দীন আহম্মদ | প্রাচীনপুথি ১খানা |
| | | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | ঐ |
| | | " তিলকচাঁদ ওস্ওয়াল | পাঁচটি তাম্রমুদ্রা |

### দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | পল্লী পরিষৎ | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | দুইটি রৌপ্যমুদ্রা |
| | | " অনাথবন্ধু চৌধুরী | ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির অংশ |

### তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | পল্লীপরিষদের প্রয়োজনীয়তা | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | ১৪ খানা দলিল ও |
| | | | ১টি রৌপ্যমুদ্রা |
| | | " বলিমামুদ সাহা | ৩২ খানা দলিল |

### চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| | " | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | ২ খানা প্রাচীন দলিল |
| | | | ২ খানা প্রাচীন পুথি |

### পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| | " | " প্রেমচাঁদ ওসোয়াল | ময়ূরাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ১টি |
| | | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | প্রাচীন পুথি ২ খানা |

### ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

| লেখকের নাম। | প্রবন্ধের নাম। | প্রদর্শক বা সংগ্রাহকের নাম। | প্রদর্শিত বা সংগৃহীত দ্রব্যাদির নাম। |
|---|---|---|---|
| " বসন্তকুমার লাহিড়ী | সাঙ্কেতিক ভাষা | " বসন্তকুমার লাহিড়ী | বুদ্ধমূর্ত্তি এবং সূর্য্য-মূর্ত্তির আলোকচিত্র |

| | | |
|---|---|---|
| মোট প্রবন্ধ—৪ | প্রাচীন পুঁথি—৬ | রৌপ্যমুদ্রা—৪ |
| প্রস্তর মূর্ত্তির অংশ—১ | প্রাচীন দলিল—৪৮ | তাম্রমুদ্রা—৫ |

বেলপুকুর পল্লীসাহিত্য পরিষৎ

দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম মাসিক অধিবেশন, ৩রা শ্রাবণ, ( ১৩১৮ ) বুধবার।

উপস্থিত সভ্য ১৫। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার লাহিড়ী জমিদার সভাপতি।

কার্য্যবিবরণ,—মালদহের ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের "বিজ্ঞান জগতে আয়ুর্ব্বেদ" ও শ্রীযুক্ত বছির উদ্দীন চৌধুরী লিখিত "স্বাস্থ্যই স্বর্গীয় সুখ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস সংগৃহীত দেশীয় ছিক্কা ; শ্রীযুক্ত ছখিউদ্দীন আহম্মদ সংগৃহীত ১ খানি ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত দুইখানি প্রাচীন পুঁথি। শ্রীযুক্ত তিলকচাঁদ ওসওয়াল সংগৃহীত পাঁচটি তাম্রমুদ্রা। অতঃপর সভাপতি ও বার্ষিক অধিবেশনে সাহায্যকারী মহাশয়দিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ৩রা আশ্বিন ( ১৩১৮ ) বুধবার।

উপস্থিত সভ্য ১১ জন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল জমিদার সভাপতি।

কার্য্যবিবরণ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার মহাশয় লিখিত "পল্লীপরিষৎ" প্রবন্ধ, প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত ২টি রৌপ্যমুদ্রা। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার মহাশয় সংগৃহীত ভগ্নপ্রস্তরমূর্ত্তির কিয়দংশ।

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৩ শ্রাবণ ( ১৩১৮ ) শনিবার।

উপস্থিত সভ্য ১০ জন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল জমিদার সভাপতি।

প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "পল্লীপরিষদের প্রয়োজনীয়তা"

প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত ১৪ খানি ও শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহা সংগৃহীত ৩২ খানা প্রাচীন দলিল। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত ১টি রৌপ্যমুদ্রা।

দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২রা মাঘ ( ১৩১৮ ) বুধবার।

উপস্থিত সভ্য ১০ জন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল জমিদার সভাপতি।

প্রবন্ধ নাই। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত দুইখানি প্রাচীন দলিল ও ২খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি।

দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ৫ই ফাল্গুন ( ১৩১৮ )

উপস্থিত সভ্য ১২ জন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল জমিদার সভাপতি।

প্রবন্ধ নাই। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ ওসোয়াল সংগৃহীত ময়ূরাঙ্কিত একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ২ খানি।

দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ( ১৩১৯ ) সোমবার

উপস্থিত সভ্য ১০ জন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সান্যাল জমিদার সভাপতি।

প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত "সাঙ্কেতিক ভাষা"

প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সংগৃহীত বুদ্ধমূর্ত্তি ও সূর্য্যমূর্ত্তির আলোক চিত্র।

## বিশেষ অধিবেশন

১৩।৮।১৮ বুধবার।

মহামান্য ভারত সম্রাট ও মহামাননীয়া সম্রাজ্ঞী মহোদয়ার ভারতাগমনোপলক্ষে

উপস্থিত সভ্য ১৫ জন ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার লাহিড়ী সভাপতি।

কার্য্যবিবরণ।

ভারতসম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর মঙ্গলকামনা।

নিম্নোক্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

বন্দুকের শব্দ, নগরকীর্ত্তন, শোভাযাত্রা, সর্ব্বমঙ্গলা কালীমাতা ও মাদারপীর সাহার সির্ণী। স্কুলের বালকদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন। বলাইযাত্রা, সত্যপীর, একদিলপীর, বাউলসঙ্গীত প্রভৃতি। ঘোড়দৌড়, নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক, মৌলুদসরিফ পাঠ, হরিরলুট, সর্ব্বমঙ্গলা নাট্যসমিতির যাত্রাগান। কাঙ্গালীবিদায়, সান্ধ্যসম্মিলন, আতসবাজী প্রভৃতি।

শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

# সপ্তম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

স্থান—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ, সময় অপরাহ্ন ৩টা

শনিবার ২৯শে ভাদ্র ( ১৩১৯ ) ১৪ সেপ্টেম্বর ( ১৯১২ )

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভার স্থায়ী সভাপতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত খান মৌলবী তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল।

„ নবাবজাদা এ, এফ, এম আবদুলআলী এম, এ; এম, আর এ, এস; এফ, আর এইচ, এস; এফ, আর জি, এস; এফ, আর, এস্, এল।

„ চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সবর্ডিনেট জজ।

„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডেপুটী কালেক্টর।

„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ঐ

„ শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ঐ

„ শ্রীশচন্দ্র রায় প্রথম মুন্সেফ্।

„ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় মুন্সেফ্।

শ্রীযুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার।

„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার।

„ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর জমিদার

„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার

„ নরেশচন্দ্র লাহিড়ী ঐ

„ হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ম্যানেজার তাজহাট রাজ

„ মৌলবী কোরবান উল্লা সদরসবরেজিষ্টার

„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার।

সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার

লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার ডিমলারাজ।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বাগচী ম্যানেজার টেপা বড়তরফ

যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল, ভাইস্‌চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটী।

বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল, সহঃ সম্পাদক।

সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল,

প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল

আশুতোষ মজুমদার বি, এল,

জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাদিরক্ষক

মদনগোপাল নিয়োগী।
হৃষীকেশ লাহিড়ী এম, বি
কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ
চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারশিয়ার,
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহঃ সম্পাদক।
পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি এল,
পত্রিকা সম্পাদক।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ বি, এল
কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগছী বি, এল
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহঃ সম্পাদক
„ ডাক্তার মহম্মদ মোজম্মল।
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী এল, এম, এস।
„ কবিরাজ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার, মার্চ্চেণ্ট।
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম এস
„ কালীপদ বাগছী ( ছাত্রসভ্য )
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

প্রভৃতি জেলার গণ্যমান্য সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ভিন্ন স্থল হইতে ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের শুভাগমন হইয়াছিল :—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সম্পাদক।
„ রামকমল সিংহ ঐ কার্য্যাধ্যক্ষ।
„ পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন বি, এল, দিনাজপুর।
„ অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার সৈদপুর।
„ শশীমোহন অধিকারী—সম্পাদক বঙ্গজননী।

এই সভার প্রারম্ভে ঐক্যতানবাদনের পর অন্যতম ছাত্রসদস্য শ্রীমান কালীপদ বাগছী কর্তৃক রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

মুলতান তাল—একতালা

জানি না কি দিয়ে পূজিব তোমায় অমর বাঞ্ছিত জ্ঞান অলঙ্কৃত।
কি অর্ঘ্য চরণে দিব আজি মোরা অকলঙ্ক যশঃ চরণে বিনত॥
ভারতীয় কুঞ্জে পিক পঞ্চস্বরে যার কীর্ত্তি সদা মধুরে ঝঙ্কারে,
কি মন্ত্র ভুবনে পূজিতে তাঁহারে, দীনহীন মোরা সকলি বঞ্চিত॥
এথা আছে শুধু বাসনা নিষ্ফল, বাণীপদে ভক্তি তপ্ত অশ্রুজল,
জ্ঞানের পিপাসা দীনের সম্বল, তাই লয়ে মোরা দ্বারে সমাগত॥
এস জ্ঞানবৃদ্ধ কমলা নন্দন, ভারতী তনয় করিছে বন্দন,
আশার হিল্লোলে প্রাণ সঞ্চারণ, কর কর দেব মোরা আশা হত॥
সাহিত্য পূজক এসগো সকলে, ধর ক্ষুদ্র অর্ঘ্য দীনের সম্বল এ,
পূজি মা ভারতী সর্ব্বশক্তি মিলি নব কীর্ত্তি হক ভুবন পূরিত॥

সঙ্গীত অন্তে এ সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই বার্ষিক অধিবেশনের জন্য মনোনীত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়কে অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে বলিলেন—

আজ শরতের প্রারম্ভে মহামায়ার পূজার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহারই কৃপায় শরৎকুমারকে সম্মুখে পাইয়াছি। আমরা যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাতে নেতৃত্ব করিবার তিনিই উপযুক্ত পাত্র। অদ্য যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, এরূপ অনুষ্ঠান রঙ্গপুরে পূর্ব্বে হইয়াছে বটে, কিন্তু নেতৃত্ব করিবার এরূপ যোগ্য পাত্র এতদিন মিলে নাই। উত্তরবঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরব যাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় যোগ্যপাত্র বঙ্গদেশে আর কে আছে? উপেক্ষিত অপরিচিত বঙ্গদেশকে যিনি জগতে পরিচিত ও শ্রদ্ধার সামগ্রী করিয়া দিতেছেন, তাঁহাকে আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, আশীর্ভাজন শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দকে সহায় করিয়া ইনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়াছেন। লক্ষ্মীরবরপুত্র হইয়াও ইনি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নহেন। একাধারে এরূপ অসামঞ্জস্যের মিলন আপনারা কোথাও দেখিয়াছেন কি? বরেন্দ্র ভূমিতে অনুসন্ধান কালে ইনি দুগ্ধফেন শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে অনায়াসে ত্রিংশৎ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন; সামান্য আহার ও পঙ্কিল জলপানে জীবনধারণ করিয়াছেন। এই কর্ম্মবীরের এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আপনারা সকলেই আশীর্ব্বাদ করুন,—শরৎকুমার তাঁহার জীবনব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে সমর্থ হউন; বঙ্গদেশ ধন্য হউক। শরৎকুমারের অনুসন্ধিৎসা কেবল ভারতেই আবদ্ধ নহে। ইনি পৃথিবীর বহুদেশ এই অল্প বয়সেই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বলিয়া কত দুঃখ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আশা হইয়াছে। তিনি স্বর্গ হইতে ইহা দেখিয়া সুখী হইবেন। এরূপ একজন প্রকৃত কর্ম্মীকে আমরা অদ্যকার মহাযজ্ঞের সভাপতিরূপে বরণ করিয়া ধন্য হইলাম।

এই অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল, ভাইস্ চেয়ারম্যান মিউনি-সিপালিটী মহোদয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার শরৎকুমার রায় ও সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ! আজ আমাদের রঙ্গপুর পরিষদের সপ্তম সাংবৎসরিক অধিবেশন। আপনারা আমাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আপনাদিগের আগমনে এবং আমাদিগের নিতান্ত আদরের ধন ও পরিষদের প্রাণ স্বরূপ সুরেন বাবুর নিরাময় হইয়া প্রত্যাগমনে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছি। রঙ্গপুর পুরাতত্ত্ববিদের নিকটে নিতান্ত হেয় না হইলেও ইহা অতি ক্ষুদ্র স্থান এবং আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আপনাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করা আমাদিগের সাধ্য নহে। গত রাত্রে এই পরিষদের নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয় আমাদের অভ্যর্থনার যেরূপ

নমুনা পাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যেরূপ মহৎ, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি এ সমুদয় ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা সকলেই সাহিত্যসেবী, কাজেই কল্পনাদেবীর উপাসক। আমাদিগের কার্য্যের অন্তরালে যে বাসনা নিহিত আছে, কল্পনা সাহায্যে আপনারা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কবি বলিয়াছেন ;—"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়েদপঃ।" আমি অধিক বলিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে চাহি না।

অতঃপর দিঘাপাতিয়ার সুযোগ্য রাজকুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, মহাশয় আনন্দধ্বনির মধ্যে মাল্যবিভূষিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল, মহাশয় স্বরচিত নিম্নলিখিত মাতৃস্তোত্র তারস্বরে পাঠ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন।

## স্তোত্রম্।

মাতঃ কৃপাময়ি ন কিং বিপদঃ সুতানাং জানাসি সর্ব্বহৃদয়েষ্ব প সংস্থিতা ত্বম্।
দুঃখং নিরন্তর মহো যদি ভুঞ্জতে তে ক্ষেমঙ্করী ত্বমিতি কিং মুনয়ো ব্রুবন্তি ॥ ১ ॥

সুখায় সর্ব্বে মনুজা যতন্তে কায়েন বাচা মনসা সদৈব।
পরন্তু তেষাং ন সুখং কদাপি নিপীড়িতানাং শতদুঃখশোকৈঃ ॥ ২ ॥

ব্রজন্তি মুগ্ধাঃ সততং সুখায় কামাদিসন্দর্শিতচারুমার্গৈঃ।
যৈরিন্দ্রিয়ানাং বিষয়া হি গম্যা আপাতরম্যাঃ পরিণামভীমাঃ ॥ ৩ ॥

মায়ামুগ্ধো ভবতি মনুজোঽচ্ছেদ্যবন্ধৈঃ সমন্তাদাশাপাশৈর্গ্রথিতহৃদয়ো দূরতঃ কৃষ্যমাণঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ পততি বিধুরো বিঘ্নসঙ্ঘাভিঘাতাল্লক্ষ্যভ্রষ্টো ভ্রমতি চ পুনঃ সঙ্কটাকীর্ণভূমৌ ॥৪॥

লোকে যদত্র সুখদং প্রতিভাতি বস্তু শোকাবহং ভবতি কিং ন তদেব ভূয়ঃ।
হৃষ্টং নরো যদনুধাবতি লব্ধুকামস্তস্মাৎ সুদূরমপসর্পতি ভীত এব ॥ ৫ ॥

হাহা ভবন্তি মনুজাঃ পরিদহ্যমানা আশানলৈরবিরতৈঃ পরিবর্দ্ধমানৈঃ।
ত্যক্তুঞ্চ তে শলভতাং ন তু শক্নুবন্তি ভুঞ্জীত কঃ কথমহো সুখশীতলত্বম্ ॥ ৬ ॥

জীবো লোকে চরতি বিষয়ামোদলুব্ধো হি শান্ত্যৈ ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা বিবিধবিষয়ান্ নৈব তৃপ্তঃ কদাপি।
এষা যাবদ্ বসতি হৃদয়ে কামনা দুর্নিবারা তাবচ্ছান্তিং কথমিহ জনো লব্ধুমীশো ধরায়াম্ ॥৭॥

নৈবাস্তি কিঞ্চিদনঘং বিষয়েষু লভ্যং যৎকামনাবিকলিতে পরিদূয়মানে।
শান্তিং মনুষ্যহৃদয়ে বিনিবৃত্তকামামুৎপাদয়েজ্জগতি সত্যসুখপ্রসূতিম্ ॥ ৮ ॥

কালদেশপরিমেয়বস্তুষু নৈব তৃপ্তিমুপগচ্ছতি স্পৃহা।
ভোগতো ন বিনিবর্ত্ততে কচিদুত্তরোত্তরমিয়ং হি বর্দ্ধতে ॥ ৯ ॥

অসীমরূপা মনুজস্য কামনা কথং প্রপূর্য্যেত সসীমবস্তুনা।
যৎকালদেশাতিগবস্তু কিঞ্চিন্মাতঃ কথং তৎ পিহিতং ত্বয়ৈব ॥ ১০ ॥
যদাদিমধ্যান্তবিহীনমচ্যুতং সত্যং শিবং শাশ্বতমদ্বিতীয়কম্।
ভয়াপহং যৎপদমীরিতং ন কিং তদেব মাতঃ পদপঙ্কজং তব ॥ ১১ ॥
গুণাতিগং সর্ব্বগুণাবলম্বনং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মং বহুরূপমেকম্।
সাকারমাকারবিহীনমত্বং ব্যাপ্নোতি তদ্ বিশ্বমিদং সমস্তম্ ॥ ১২ ॥
ইমানি ভূতানি ততো ভবন্তি জীবন্তি তস্মিন্ বহুধা স্থিতানি।
বিলীয়মানানি ভবন্তি তত্র জ্ঞানং পরানন্দময়ং তদেব ॥ ১৩ ॥
তস্মিন্ শ্রুতি হি শ্রুতমেব সর্ব্বং দৃষ্টে চ তস্মিন্ সকলং সুদৃষ্টম্।
জ্ঞাতে ন কিঞ্চিদ্ বিদিতব্যমস্যল্লব্ধে হি লব্ধং নিখিলার্থজাতম্ ॥ ১৪ ॥
তদেব লব্ধ্বা পরিতৃপ্তি কারণং সুদুর্নিবারা বিরমেদ্ধি কামনা।
তদেব শান্তেঃ পরমং নিকেতনং সুখং নরাণাং তত এব নান্যথা ॥ ১৫ ॥
তস্যামৃতস্য পরমস্য সুখৈক হেতোর্লাভায় নৈব মনুজাঃ স্বসুখার্থিনোঽপি।
মায়া-বিমোহিতবিবেকতয়া যতন্তে বিশ্বে-প্রসীদ জনয়াশু বিবেকমম্ব ॥ ১৬ ॥
মাতঃ শৃণোষি রুদিতং স্বয় মাত্মজানাং তেষাঞ্চ দুঃখ মখিলং স্বয়মেব বেৎসি।
দুঃখান্তকস্তব পদাশ্রয় এক এব তত্রাপি হেতুরিহ তে করুণৈব নান্যঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীযুক্ত মৌলবী খান তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল, মহাশয় কোরাণের পবিত্র সূরা পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত রূপে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

পূজ্যগ্রন্থ কোরাণ হইতে যাহা পঠিত হইল তাহার মর্ম্ম ও ব্যাখ্যা এই ;—

মহাপয়গম্বরকে শত্রুগণ বেষ্টন করিয়াছে. তিনি আত্মরক্ষার জন্য মুসলমান শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখাখননের আদেশ দিয়াছেন। মুসলমানগণ মুষ্টিমেয়, শত্রুগণ বহুসংখ্যক। পরিখা-খনন করিতে করিতে খননকারিগণ এক প্রস্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শত সাবলা-ঘাতেও তাহা ভাঙ্গিল না; কেহই তাহা ভগ্ন করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ মহা-পয়গম্বরের নিকট পৌঁছিল। তিনি সাবল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সজোরে প্রস্তরের উপর আঘাত করিলেন, প্রস্তরের এক তৃতীয়াংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং তৎসহ এক পরিষ্কার আলোক চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ; ঐ আলোকের মধ্যে পারস্যপতির প্রাসাদ সকল দৃষ্টি গোচর হইল। হজরৎ পয়গম্বর বলিলেন, মুসলমানগণ শীঘ্রই পারস্যের উপর আধিপত্য লাভ করিবেন। মুসলমানগণ আল্লা হো আকবর তকবিরধ্বনি করিতে লাগিলেন; মহাপুরুষ পয়গম্বর আবার সবলে প্রস্তরের উপরে সাবলাঘাত করিলেন, আবার এক তৃতীয়াংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং আবার পূর্ব্বরূপ এক জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহার মধ্যে কনস্টান্টি-নোপলের সৌধমালা দৃষ্ট হইতে লাগিল। হজরত পয়গম্বর বলিলেন, রোমক রাজ্যের উপরেও মুসলমান্ আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। পুনঃ মুসলমানগণ তকবিরধ্বনি আল্লা হো আকবর শব্দে

চতুর্দ্দিক কম্পিত করিলেন। আবার মহাপুরুষ সাবলাঘাত করিলেন, প্রস্তরের অবশিষ্টাংশ ধূলিসাৎ হইল এবং পুনঃ এক নির্ম্মল জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িল ; তাহার মধ্যে এমন রাজ্যের রাজধানী দৃষ্ট হইল ; পয়গম্বর বলিলেন এমন রাজ্য ও মুসলমানদের হইবে। আবার আল্লা হো আকবর বিজয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। শক্রগণ ইহা শুনিয়া বিদ্রূপাত্মক বাক্যে বলিতে লাগিল, ইহারা পাগল, ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, অর্থ সামর্থ্য নাই, ইহারা পারস্য রোমক এবং এমন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছে ; ইহাদের পয়গম্বর বায়ুগ্রস্ত। তখন আল্লার আদেশ হইল, "হে পয়গম্বর তুমি এইরূপ ঘোষণা কর,—হে আল্লা তুমি এই রাজ্য সকলের প্রকৃত অধিপতি, যে রাজ্য যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তাহা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা তাহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লও এতৎ সম্বন্ধে তোমার নিকট রোমক, পারশিক বা মোসলেম বলিয়া কোনও পার্থক্য নাই। তুমি যে উপযুক্ত জাতিকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্মান প্রদান কর এবং যে অনুপযুক্ত জাতিকে ইচ্ছা তাহাকে সম্মানহীন কর, সমস্ত মঙ্গল তোমার করতল গত, নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি সর্ব্ব বিষয়ের উপরে শক্তি সম্পন্ন। তুমি দুঃখের, কষ্টের, অপমানের রজনীকে পুণ্যকার্য্যের জন্য সুখের, সম্পদের, সম্মানের দিবসেতে পরিবর্ত্তিত কর এবং সুখের সম্পদের সম্মানের দিবসকে পাপকার্য্যের জন্য দুঃখের কষ্টের অপমানের রজনীতে পরিবর্ত্তিত কর, তুমি ধনসম্পদ সম্বলহীন এমন মৃত জাতিকে ধনসম্পদ সম্মান সম্পন্ন জীবিত জাতিতে এবং ধন সম্পদ সম্পন্ন জীবিত জাতিকে ধন সম্পদ সম্বলহীন মৃত জাতিতে পরিবর্ত্তিত কর। যখন যে জাতি যাহার উপযুক্ত হয়, তখন সেই জাতি তাহার পুরস্কার এবং যে জাতি যাহার উপযুক্ত হয় তাহাকে সেই দণ্ড প্রদান কর। তুমি কখনই অবিচার করনা, তোমার নিকট জাতি এবং বর্ণভেদ নাই।" অর্থাৎ ভারতবর্ষে তিনি যথা সময়ে আর্য্যজাতির নিকট হইতে রাজদণ্ড অপহরণ করিয়া তাহা মুসলমান জাতির হস্তে অর্পণ এবং আবার যথাসময়ে তাহাদের হস্ত হইতে উহা অপহরণ করিয়া বৃটিশ জাতির হস্তে প্রদান করিলেন। ইহাদের সুশাসনের সুশৃঙ্খলার এবং সহানুভূতির ফলে বঙ্গদেশে মহা মহা বক্তা, লেখক, সুকবি এবং বিবিধ বিদ্যায় পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইল এবং হইতেছে। বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যেমত বিদ্যার উন্নতি হইতেছে, তেমত পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও শাসনকর্ত্তাদের আমলে হয় নাই। অসম্ভব নহে যে, আমাদের এই সাহিত্য-সমিতি একদিন সাহিত্য-জগতে সম্রাটের স্থান অধিকার করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রেরিত সভার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক তড়িদ্বার্ত্তা এবং পত্র পঠিত ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল :—

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই।

" যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল শ্রীকণ্ঠ সম্পাদক বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ।

" শ্রীরাম মৈত্রেয় রাজসাহী

" অনারেবল কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
„ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
„ প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমিদার কোচবিহার।
„ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল রাজসাহী
„ হরিদাস পালিত মালদহ।
„ গোবিন্দকেলী মুন্সী নলডাঙ্গা
„ ব্রজনাথ সান্যাল, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা।
„ নিবারণচন্দ্র ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, সম্পাদক শান্তিকুটীর লাইব্রেরী।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কলিকাতা
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি এল। দিনাজপুর।
„ কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ, কোচবিহার।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বরেন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠের পূর্ব্বে বলিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে আমি ষ্টেশনে আসিয়া বিশ্রামঘরে সুখেই কাটাইয়াছি। আমি প্রাতের ট্রেণে আসিব মনে করিয়া যাহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া শেষ রাত্রে তিনটার সময় ষ্টেশনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া দেখুন। তজ্জন্য আমি বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ মহোদয় জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁহার নিকটে আমরা বরেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিব বলিয়াই আশা করি। প্রসিদ্ধ তিব্বত ভ্রমণকারী রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পত্রখানি প্রণিধানযোগ্য। পালরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার পরিচয় এতদ্দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার নিকটেও বরেন্দ্র সম্বন্ধে বহু কথা জানিবার আছে। ইত্যাদি।

তাঁহার বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৭ম ভাগ ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সভার সপ্তম সাংবৎসরিক এবং একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। এই কার্য্যবিবরণ ৭ম ভাগ প্রথম সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ ভাগ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। এই কার্য্যবিবরণ গ্রহনার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এফ এ, এম, আবদুল আলি এম, এ, ইত্যাদি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইংরাজীভাষায় বলিলেন যে, আমি বিহারবাসী, বাঙ্গলা ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারায় ইংরেজীতে বক্তব্যগুলি বলিতে বাধ্য হইতেছি। সম্পাদক মহাশয় বিগত বর্ষের যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ এবং সভার সর্ব্ববিভাগে কর্ম্মের সুন্দর পরিচয়। এতদ্দ্বারা সকলেরই ধারণা হইবে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সমস্ত সদস্য আগ্রহ সহকারে সভার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফললাভ হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মী পুরুষগণের নেতারূপে আমি সর্ব্বাগ্রে সভার সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তাহার পরে সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য পরিষৎ তাহার নিকট ঋণী থাকিবেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, বি, এল, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ বি এল, পণ্ডিত অন্নদা

চরণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি সদস্যগণের নিকটেও সভার ঋণ কম নহে। ইঁহারাই সভার স্তম্ভস্বরূপ।

রঙ্গপুর প্রাচীনকাল হইতে নানা বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানের জন্য পরিষদের সদস্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টা আবশ্যক। আমি পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছু জানিতাম না। সম্প্রতি বাহারবন্দের বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখি যে, এই দেশসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার আছে; এই স্থানের অনুসন্ধান কার্য্য ধারাবাহিকরূপে চালাইতে হইলে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা আবশ্যক এবং তাহার সদস্যগণ যাহাতে ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে গমন করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করাও নিতান্ত আবশ্যক। অতঃপর তিনি রঙ্গপুর নামোৎপত্তি ও তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়া সেই সকলের সঙ্কলনের জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বাগছী মহাশয় কার্য্য-বিবরণ গ্রহণার্থ প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত নিম্নলিখিত সদস্য গ্রহণ সংবাদ সম্পাদক ঘোষণা করিলেন।

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার। আজীবন সদস্য।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই। বিশিষ্ট সদস্য।

## অধ্যাপক সদস্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জানকীনাথ তর্করত্ন
" " বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" " হৃদয়নাথ তর্করত্ন, তর্ককণ্ঠ

## সহায়ক সদস্য।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার | রঙ্গপুর |
| " " ললিতমোহন কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ | ঐ |
| " " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী | মালদহ |
| " " বিধুশেখর শাস্ত্রী | ঐ |
| " অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ | ঐ |
| " " কুমুদনাথ লাহিড়ী | ঐ |
| " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ | শ্রীহট্ট, আসাম |
| " গোপালকৃষ্ণ দে | গৌহাটী, আসাম |
| " উমেশচন্দ্র দে | ঐ ঐ |

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ | রঙ্গপুর |
| " শশীমোহন অধিকারী | ঐ |
| " মোহিনীকুমার বসু | ঐ |

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

| সদস্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্রকিশোর রায় | সম্পাদক | শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ |
| বর্দ্ধনকোর্ট, গোবিন্দগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর | | " |
| " প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ | " | " |
| দেওয়ান, কোচবিহার | | |
| " নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি, এল | শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী | " |
| কোচবিহার | | |
| " কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব | সম্পাদক | " |
| সিনিয়ার বার-এট-ল কোচবিহার | | |
| " নরেশচন্দ্র লাহিড়ী | শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার | জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় |
| জমিদার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | | |
| " কৃষ্ণসুন্দর সেন উকীল | " প্রমদারঞ্জন বক্সী | পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ |
| কোচবিহার | | |
| " বিমলাচরণ সেন | " | |
| লাইব্রেরীয়ান ভিক্টোরিয়া কলেজ | | |
| " প্রিন্স জিতেন্দ্রনারায়ণ | সম্পাদক | বিধুরঞ্জন লাহিড়ী |
| কোচবিহার | | |
| " রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর | " | " |
| কৈসর ই হিন্দ, দার্জ্জিলিং | | |
| " প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্রনারায়ণ | " | " |
| কোচবিহার | | |
| " অনারেবল জষ্টিস প্রমদাচরণ | " | " |
| বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ-হাইকোর্ট | | |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন | শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় " | পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ |
| সব্ ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ষ্টেট্ | | |
| " জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত | " | " |
| জজকোর্ট, রঙ্গপুর | | |

| সদস্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভৌমিক সব্ নায়েব আহেলকার, কোচবিহার | সম্পাদক | শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ |
| „ নরেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল, সিভিল ও সেসনজজ, কোচবিহার | „ | „ |
| „ কেদারনাথ ঘোষ ধাপ, রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় | „ রাসবিহারী ঘোষ |
| „ রামপ্রসাদ সেন জমিদার রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ মৌলভী কোরবানউল্লা স্পেশাল সব্ রেজিষ্টার | „ এ, এফ, এম, আবদুলআলি | „ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী |
| „ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোচবিহার ষ্টেট রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় | „ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| „ তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ পূর্ণচন্দ্র রায় মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদর নায়েব, গোসাঞী বাড়ী, মহিগঞ্জ | „ | „ |
| „ ভুবনমোহন সেন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ অনন্তকুমার দাশগুপ্ত নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জজকোর্ট, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন হেড্মাষ্টার জিলা স্কুল, রঙ্গপুর | „ | „ |
| „ চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সবর্ডিনেটজজ, রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর | „ |
| „ শ্রীশচন্দ্র রায় বি, এল্ ১ম মুন্সেফ, রঙ্গপুর | „ | „ |

| সদস্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ ২য় মুন্সেফ, রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর | শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর | ,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় | ,, |
| ,, ভৈরবচন্দ্র অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর | ,, শশীমোহন অধিকারী | ,, |
| ,, হরিপ্রসাদ অধিকারী গ্রাম বিন্যাটারী, হরিদেবপুর পোঃ, রঙ্গপুর | ,, | ,, |
| ,, মহেন্দ্রনারায়ণ মোহন্ত ভোটমারী, রঙ্গপুর | ,, | ,, |
| ,, শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, নীলফামারী | সম্পাদক | ,, |

অতঃপর নিম্নলিখিত গ্রন্থ গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে সাদরে গৃহীত হইল ;—

| পুস্তকের নাম | উপহার দাতার নাম |
|---|---|
| নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন, গৌড়রাজমালা, গাইডবুক্ | শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় |
| হেড়ম্বরাজের দণ্ডবিধি | ,, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ |
| বঙ্গের কবিতা, Early History and growth of Calcutta. পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ( উপক্রমণিকা ) পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ( ভেষজবিভাগ ) | ,, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। |
| ভীষ্ম, উপকথা | ,, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি এল। |
| শিক্ষাবিজ্ঞান, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ | ,, বিনয়কুমার সরকার। |
| নারীশিক্ষা নিদর্শন | ,, গুরুগঙ্গা আইচ্ চৌধুরী। |
| বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস | ,, নগেন্দ্রনাথ বসু। |
| মৌনীবাবা | ,, আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত। |
| আদর্শ-পত্র-লিখন | ,, নির্ঝরিণী ঘোষ। |
| শ্রীমন্নামবোধা | ,, অমৃতভূষণ অধিকারী। |

| | |
|---|---|
| Annual Report of the Northern Bengal mounted rifles 2<br>Twentyforth annual report of the Upper Bengal Volunteer rifles | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী। |
| সামবেদ সংহিতা, ভাষাদর্পণ, কাব্যমালা, নিশীথচিন্তা, দেবসমিতি, গীতিকুঞ্জ, তারকেশ্বর তথ্য, প্রায়শ্চিত্ত পঞ্জতালিকা কালীপদ মিত্র, প্রবন্ধ-পুষ্পাঞ্জলি | ,, রাজকুমার বেদতীর্থ |

সম্পাদক মহাশয় সভার নূতন নিয়ম অনুসারে সদস্যগণের নিকট হইতে ভোট প্রাপ্ত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য নির্ব্বাচিত ১৬জন সদস্যের নাম তালিকা পাঠ করিলেন।

### ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত তালিকা

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, গৌহাটী।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ রঙ্গপুর।
,, যদুনাথ সরকার এম্, এ পাটনা।
,, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার, রঙ্গপুর।
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস, রঙ্গপুর।
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দিনাজপুর।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, রঙ্গপুর।
,, রাধারমণ মজুমদার জমিদার রঙ্গপুর।
,, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মালদহ।
,, ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম্, এস্, বগুড়া।
,, চৌধুরী আমানত উল্ল্যা আহাম্মদ জমিদার কোচবিহার
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল রঙ্গপুর।
,, সৈয়দ আবুল ফতা সাহেব জমিদার রঙ্গপুর।
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ঐ
,, হরিনাথ অধিকারী ঐ
,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল গৌরীপুর।

শ্রীযুক্ত মৌলভী সৈয়দ আবুল ফতাহ সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া সভার কর্ম্মাদি পরিচালন করিবেন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

## ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী তালিকা ঃ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কোচবিহার, পরিপোষক
" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন — সভাপতি
" অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ — সহঃ সভাপতি
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল,
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী — সম্পাদক
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" মদনগোপাল নিয়োগী
" দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন — সহঃ সম্পাদক
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি এল
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার — কোষাধ্যক্ষ।
" মথুরানাথ দে — গ্রন্থাধ্যক্ষ।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় — চিত্রশালাধ্যক্ষ।
" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ ছাত্রাধ্যক্ষ।
" পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল — পত্রিকাধ্যক্ষ।
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই — আয়ব্যয় পরীক্ষক।
" দীননাথ বাগছী বি, এল
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল — ঐ সহকারী।

অতঃপর এই সভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভার চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার উদ্দেশে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা এবং চিত্রাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক উপহার দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী কালেক্টর মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উহা গৃহীত হইয়া উপহারদাতাদিগকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর সন্তঃপুষ্করিণী — গ্রীসদেশীয় সুবর্ণ মুদ্রা ১টি।
২। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সন্তঃপুষ্করিণী — চীনদেশীয় তাম্রমুদ্রা ১টি।
৩। ঐ — তিব্বতদেশীয় তাম্রমুদ্রা ১টি।

| | | |
|---|---|---|
| ৪। | শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ খান শ্যামগঞ্জ, কুয়াপুর মেদিনীপুর। | বরোদা ষ্টেটের তাম্রমুদ্রা ১টি। |
| ৫। | ঐ | ডবল তাম্রমুদ্রা ১টি। |
| ৬। | ঐ | বিকানীর ষ্টেটের তাম্রমুদ্রা ১টি |
| ৭। | ঐ | টার্কি-ইমাম্ অব মস্কট ও ওমান ষ্টেটের তাম্রমুদ্রা ১টি। |
| ৮। | ঐ | ১৮০৮ সনের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাম্রমুদ্রা ১টি। |
| | ঐ | নেপোলিয়ন থার্ডের সময়ের ৫০ সেণ্ট ১টি। |
| ১০। | ঐ | পর্ত্তুগীজের সময়ের (১৮৮২) রৌপ্যমুদ্রা ২টি। |
| ১১। | ঐ | অনুদ্ধৃতপাঠ তাম্রমুদ্রা ৬টি এবং পিতলের মুদ্রা ১টি। |

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ — কৃত্যরাজ<br>শ্যামারহস্য<br>আহ্নিকাচার তত্ত্বাবিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি।

শশিমোহন অধিকারী — ভক্তি রত্নাবলী, নামভজন;<br>বৈষ্ণবগীতার পদ, পাণ্ডবগীতা;<br>ব্রতকোটী গণেশ সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত;<br>সুদামচরিত; আনন্দ চন্দ্রিকা;<br>প্রহ্লাদচরিত্র; ও ব্রতোত্তর দানপত্র।

প্রমথনাথ খান — কাশীখণ্ড (১১৮৫ সনের নকল)<br>লক্ষ্মী-সরস্বতীর পাঁচালী (১১৬১ সালের রচিত)<br>কপিলা-মঙ্গল (কবিচন্দ্র রচিত)<br>ধ্রুবচরিত্র (১২৫২ সালের নকল)<br>প্রহ্লাদ চরিত্র (ঐ)<br>আগমনী ষষ্ঠী<br>নারদ সংবাদ, (১২৫২ সালের নকল)<br>শিবরামের যুদ্ধ (কৃত্তিবাস রচিত)<br>জীমূতবাহনের পালা<br>দূতীসংবাদ,<br>গোবিন্দমঙ্গল,<br>কলঙ্কভঞ্জন (কবিচন্দ্র)

| | | |
|---|---|---|
| „ প্রমথনাথ খান | | দাতাকর্ণ (কবিচন্দ্র) |
| | | সুবচনীর পালা |
| | | শতস্কন্ধ রাবণবধ (কৃত্তিবাস) |
| | | একাদশীর পাঁচালী। |
| শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব | (১) | হরগৌরীমূর্ত্তি শ্রীহট্টের অন্তর্গত গৌরগোবিন্দের নামের সহিত সংসৃষ্ট |
| | (২) | ১২১২ সালের ময়ূরাঙ্কিত মুদ্রার আলোক-চিত্র। |
| | (৩) | ১২১৩ „ „ „ „ |
| „ প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় | | „ „ „ „ „ |

মহম্মদীয় সদস্যগণের সান্ধ্য-আরাধনার জন্য এই সময়ে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে ১৫ মিনিটের জন্য সভার কার্য্য স্থগিত থাকে।

সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইলে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৮ সালের সভার চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদির বিবরণ পাঠ করেন। উহা সভার সপ্তম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণের সহিত ৭ম ভাগ ১ম সংখ্যায় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর নিকটে সভার উদ্দেশ্য সংসাধনোপযোগী উপদেশ সভা প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা সভাপতি মহাশয় কর্তৃক বিঘোষিত হইলে, কর্ম্ম পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গলাদেশে অভিনবরূপে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে, ইহা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ও আশান্বিত হইয়াছি। এই অভিনব চেষ্টার যে সমিতি হইতে সূচনা, তাহার জন্ম ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এবং ভাল করিয়া সে বঙ্গদেশে পরিচয় লাভ করিবার পূর্ব্বেই ১৯১২ সনে একেবারে তাহার কর্ম্ম পরিচয় সহ বঙ্গবাসীর দ্বারে সহসা আসিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি অচিন্তিতরূপে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার ইতিহাসের আদিকাণ্ড গৌড়রাজমালা রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্বের কথা বড় বেশী আলোচিত হয় নাই। আমরা আজ সেইকালের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। ইহা কম কথা নহে। সেই কালের বাঙ্গলার সভ্যতার কথা, রাজবংশের কথা এই সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্দ্দেশমত আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেশের ভাস্কর্য্য ধীমান ও বীতপালের হস্তে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে আর লামা তারনাথের গ্রন্থ পড়িয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে না। তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ উক্ত সমিতি জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভিনসেন্টস্মিথ প্রভৃতি

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের মধ্যে বাঙ্গালাকে স্থান দান করিতে পারেন নাই। আজ বাঙ্গলার সে কলঙ্ক দূর হইল। সভাপতি মহাশয় এই গৌরবের সংবাদসহ বাঙ্গলাদেশের নব আবিষ্কারের বার্ত্তা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অভিভাষণকে সম্পূর্ণ মৌলিক ও সমগ্র দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সভাপতিরূপে পাইয়া সভাও ধন্য হইয়াছে।

অতঃপর এই সভার পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন যে,—আমরা বরেন্দ্রকীর্ত্তির অনুসন্ধান-দাতৃগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু কেবল মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিছুই নহে। কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সেই পুণ্যে আমরাও কৃতার্থ হইতে পারিব। তদ্ধেতু সমিতির অনুসন্ধানকারী বঙ্গের গৌড়মালা অপেক্ষা বহু পরিমাণ অধিকতর উজ্জ্বল মনোহর গৌরবমালা আপনাদিগকে বিভূষিত করিতে পারে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে দেশের সভ্যতা, বরেন্দ্র-ধ্বংসের বহুকাল পরে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংস প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত ভারতময় জানিত ছিল, সেই কমতাবিহারের পরিচয় অনেকের অবিদিত নাই, তাহারও একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি। এই কামতাবিহার বঙ্গদেশের সহিত সর্ব্বদা পৃথক্ থাকিয়া সর্ব্ববিষয়েই উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সেই কামতারই অঙ্কে স্থাপিত হইয়াছে। এককালে সমগ্র বরেন্দ্র এই কমতারই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। গৌড়দ্বারে কমতার ধ্বজা প্রোথিত হইয়াছিল। যে সময়ে মুসলমানদিগের হস্তে গৌড় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, সে সময়েও কমতার শুক্লধ্বজ বা চিলা-রায়ের সৈন্যাপত্যে মহারাজা মল্লনারায়ণ হিন্দু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বীর বক্তি-য়ারকে এই কমতা রাজ্য জয় করিতে আসিয়া প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। বিক্রান্ত কামতার রাজধানী কামতাপুরের ১৪ মাইল ব্যাপী ধ্বংসাবশেষ কোচবিহারের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই কমতাপুরেই ভাস্কর-বর্ম্মার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজত্ব কুশীনদী হইতে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই রাজ্যের কীর্ত্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আজও বিলুপ্ত হয় নাই। কোচবিহারের রাজধানীর পূর্ব্বে চিলারায়ের কোট বলিয়া যে স্থান আছে, তাহাতে এক একটি গলিত লৌহস্তূপ ২।৩ মাইল পরিসর স্থান ব্যাপিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শুক্লধ্বজের আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা ঐ স্থানেই ছিল। ভাস্কর্য্যের নিদর্শনেরও অভাব নাই। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় কমতার গৌরব ন্যূন নহে। এই স্থান হইতেই চৈতন্যের পূর্ব্বে শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। ইহার ধর্ম্মমত চৈতন্যের মত অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্। গোপিকা প্রেমাদি ইঁহার ধর্ম্মে স্থান পায় নাই। ইঁহার ধর্ম্ম কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার ভক্তগণের নাম কেউলিয়া এবং ধর্ম্মের নাম কেবল ধর্ম্ম। মাধবদাস ইঁহারই অনুসরণ করিয়া কেবল মতাবলম্বীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এই মহাপুরুষের ধর্ম্মমত "নামঘোষা" পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে।

ইহার পরে দামোদর দেব যিনি দামোদর-পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত, তিনিও কামতাবিহারেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দেশে রাজর্ষি জনকের মত অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কামতার অধিপতি প্রাণনারায়ণের যশঃ-সৌরভ ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে দিল্লীশ্বরের সভায় বসিয়া কবি জগন্নাথ "প্রাণা-ভরণম্ কাব্য" রচনা করিয়া মহারাজ প্রাণনারায়ণের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শিক্ষিত সমাজ ছাড়িয়া যদি গ্রাম্য সাধারণ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, নিরক্ষর গ্রাম্য-কবিরাও তাহাদের স্বভাব-কবিত্বে ও ভাব-সম্পদে এই কামতাকে পূজনীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের অধীন মহীপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি নামক গ্রাম্যকবি "সত্যপীর" নামক অপূর্ব্ব সুবৃহৎ গানের পালা প্রস্তুত করেন। ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ দূর করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই রচিত। উপনিষদের উচ্চভাবে হিন্দু-মুসলমান কেমন সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য এবং জাতি ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখাইয়া অধিকারী-ভেদ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। রাজবংশীগণ-মধ্যে যাহারা নিরক্ষর, তাহারাও গীতার ভাবে বিভোর। নিত্য কথাবার্ত্তায় গীতার অত্যুচ্চ উপদেশপূর্ণ গাথা—ছিল্কাগুলি—জীবনের গন্তব্য-পথ নিরূপণ করিয়া থাকে।

মালঞ্চা নগরের পশ্চিমে সুর নদীর তীরে বালক সত্যনারায়ণ একখানি পুথি পড়িয়া পাইলেন। মালঞ্চার রাজা মৈদানবের পুরোহিত, তাহার পালক পিতা কুশল ঠাকুরকে তাহা দেখাইলেন। কুশল ঠাকুর দেখিলেন "কোরাণ" এবং বলিলেন;—যেখানে পাইয়াছ সেইখানে রাখিয়া আইস; এই গ্রন্থ পড়িলে ব্রাহ্মণের জাতি যায়। সত্যনারায়ণ পুনরায় বলিলেন—কোরাণে কি আছে, যাহার জন্য ব্রাহ্মণের জাতি যায়? কুশল ঠাকুর বলিলেন,—

বিছমোল্লা হরফ আছে কোরাণের আউয়ালে। ব্রাহ্মণের জাতি যায় সেই নাম নিলে॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিছমোল্লা কয়। শেষ কালে সেই জন বৈকুণ্ঠ না পায়॥
এক ছাড়ি যেই জন দুই ভাব করে। সংসার তরিবে কি দোজখে পড়ি মরে॥

অর্থাৎ বিষ্ণু ও বিছমোল্লা পৃথক্। এক জাতি দুই ভাবিলে নরক গমন ধ্রুব। কবি সত্যনারায়ণ-মুখে বলাইতেছেন,—

হাসিয়া কহিছে কথা সত্যনারায়ণ। নাম নিলে জাতি নষ্ট করে কোন জন॥
এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দুই ব্রহ্ম নাই। সংসারের কর্ত্তা এক নিরঞ্জন গোসাঞী॥
হস্ত পদ নাহি তার করিছে বিহার। মুখ নাহিক তার করিছে আহার॥
কর্ণ নাই কথা শুনে চক্ষু নাহি দেখে। দেখিতে না পারে কেহ সর্ব্বঘটে থাকে॥
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমোল্লা কয়। বিষ্ণু আর বিছমোল্লা কভু ভিন্ন নয়॥ (সত্যপীর)

এইটি উপনিষদের "ন পাণি পাদৌ জবন্ গ্রহীতা" ইত্যাদির ভাবমাত্র।

পাল-রাজগণের রাজধানী বরেন্দ্রেই ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের রাজধানীর অনেক নিদর্শন এই রঙ্গপুরের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালের গড় দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ

করিতে পারি। সুতরাং পালকীর্ত্তির স্থলমাত্রেই বরেন্দ্র আপনার করিয়া লইতে গেলে আমা-দিগকে অগত্যা যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনুকরণে কামতা-অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা অচিরেই আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে অগ্রণী হইবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বি,এল, মহাশয় সভাপতির আদেশ অনুসারে বঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলনার্থ স্ব স্ব বংশ ও প্রত্যেক সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ যে একান্ত আবশ্যক তৎসম্বন্ধে নানা যুক্তি দেখাইয়া এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহার মতে, কেবল রাজা ও রাজামাত্যের বিবরণ দ্বারাই দেশের ইতিহাস হইবে না। যে প্রকাণ্ড জন-সমাজের দ্বারা জাতি গঠিত, সেই জনসমাজের ইতিহাস-সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে চেষ্টা করিতে হইবে। এবং ইহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কুলপঞ্জিকাগুলির অনুসন্ধান ও সামঞ্জস্য-সাধন-পূর্ব্বক উদ্ধার করিলে বহু বংশ-পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া তীর্থস্থানেও বংশানুক্রমে তীর্থগুরুগণ তাঁহাদের খাতায় আমাদের নাম লিখিয়া রাখেন। যাজপুরের ব্রাহ্মণগণের খাতা হইতে বহু বংশ পরিচয় সংগ্রহ হইতে পারে। এইরূপ বংশ-পরিচয় হইতে সমাজের পরিচয় এবং বিভিন্ন সমাজের পরিচয় হইতে দেশের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমি সুধীমণ্ডলীকে অন্যবিধ প্রত্নতত্ত্ব অপেক্ষা স্ব স্ব জীবন্ত প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করার জন্যই সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৌলবী খান তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্, মহাশয় বলিলেন যে,—

পূর্ব্ব বক্তারা বরেন্দ্র-কামতার মধ্যেই দেশটা ভাগ করিয়া লইলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে আমাদিগেরও ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে একটা দখল সত্ব যে আছে, তাহা তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়াই গিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদের এই সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ইতিহাসই বাঙ্গালার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। একদেশে বহুদিবসা-বধি বাস করিয়া মুসলমানগণের মাতৃভূমি আর এখন পৃথক্ নহে। বাঙ্গালী মুসলমানগণের বাঙ্গালাই মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষার আলোচনাতেই উভয় জাতির বৈষম্য দূর হইয়াছে। পরিষদই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মিলন-ক্ষেত্র। জাতিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া যদি প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে পরিষদের সভ্যগণ যত্ন করেন, তাহা হইলে মত-দ্বৈধের কারণ বা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণার ভাব থাকিবে না। ভাষার দ্বারাই লোককে শত্রু বা মিত্র করা যায়। সুন্দর কবিতায় রচিত পূর্ব্ব পুরুষ বৈরতার উত্তেজক বিবরণ শ্রবণ করিয়া আরবদেশে দুই বংশের মধ্যে অস্ত্রধারণ করিলে স্বয়ং হজরৎ মহম্মদ তাহাদিগকে কোরাণসরিফ হইতে শান্তিময় ধর্ম্মকথা শুনাইয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা যে ইতিহাস পাঠ করি তাহা হইতে হিন্দু মুসলমানে চিরশত্রুতার বর্ণনা ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। মহম্মদ গজনবীর সহিত বহু হিন্দু সৈন্য ছিল, তিনি হিন্দু মুসলমানে ভেদ করিতেন না। বৈদেশিকগণের বর্ণিত ইতিহাসে সিন্ধুজয়ের যে বিবরণ লিখিত আছে তাহাতে মহম্মদ

কাসিমের চরিত্র কলঙ্কিত করা হইয়াছে। মহাপুরুষ কাসিমের দ্বারা হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ আচরণ অসম্ভব। অনুসন্ধান করিয়া এই সকল ভ্রম ইতিহাসের অঙ্ক হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে আর কেহ কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় তাঁহার শেষ বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমরা বঙ্গদেশের একাংশে মাত্র সামান্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছি; কামতা সম্বন্ধে আমরা এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই, তাহার ক্ষেত্রও পৃথক্ সুতরাং ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌহাটীর অধিবেশনে কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে, সুতরাং এই গৌরবময় রাজ্য সম্বন্ধে আমরা এইবারে অনেক বিষয় জানিতে পারিব।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যমত থাকিলেও প্রস্তরাদি দূরে ফেলিয়া কেবল বংশপঞ্জী সংগ্রহ দ্বারাও দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হওয়ার আশা করা যায় না। ইহা আমরা বলিতে বাধ্য ঐ সকল পুঁথি ও আমরা যে সব প্রস্তরের অনুসন্ধান করি তাহাতে প্রভেদ নাই। ইতিহাস রচনায় এই দুয়েরই আবশ্যকতা আছে।

প্রীতি-সম্মান-ভাজন খান বাহাদুর মৌলবী সাহেবের যুক্তিযুক্ত মন্তব্যের উত্তরে এই বলিতে চাই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বর্ত্তমান কালে যে সব ইতিহাস আছে তাহার উপরে নির্ভর না করিয়া স্বাধীন অনুসন্ধানলব্ধ উপকরণের দ্বারা বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের বিবরণ সঙ্কলনে যত্ন করিতেছেন। রাজসাহী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক মৌলবী গোলাম হোসেন ইয়াজদানী সাহেব এম, এ, মহোদয় এ বিষয়ে সমিতিকে সাহায্য করিতেছেন। হিন্দু রাজত্ব অপেক্ষা মুসলমান রাজত্বের পরিচয় সংগ্রহের উপকরণ পূর্ব্বেই বহু সংগৃহীত হইয়াছিল। নবাব, বাদসাহগণের মুদ্রা, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ ও গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ধৃত শিলালিপির অসদ্ভাব নাই। বঙ্গীয় মুসলমানগণ দিল্লীর শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করিয়াছিলেন। তোগলক বংশীয়গণের সময়ে এই স্বাধীন রাজত্বের সূচনা; তার পরে হাবসী ক্রীতদাসগণ রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ সুলতান হুসেনশাহ তুল্যদৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমানগণকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সুলতানের বঙ্গভাষায় অনুরাগের ফলে বহুকাব্য রচিত হইয়াছিল। বঙ্গ সাহিত্যের উহা উন্নতির যুগ। হিন্দু হইয়া মুসলমান-গণের নাম ও উপাধি গ্রহণ এবং তদ্বিপরীত উদাহরণের দ্বারা এই উভয়জাতির নৈকট্য কিরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুগণই মুসলমান সুলতানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বারভূইঞার অন্যতম ইসা খাঁ হিন্দুগণের সাহায্যে বঙ্গদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিবরণ যথাযথ লিখিবার নিমিত্ত আমি আপনাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

রঙ্গপুরে আসিয়া আমি অনেক উপদেশ লাভ করিলাম। এরূপ সুধীমণ্ডলীর দ্বারা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য দিন দিন অগ্রসর এবং উত্তরবঙ্গের তথা সমগ্র বঙ্গের মুখোজ্জ্বল হইবে।

পরিশেষে এই সভার অন্যতম সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্,এ, বি,এল, মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি এই শেষ-রক্ষার ভার প্রদত্ত হওয়ায় সভাপতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইল কি না, ইহাই প্রথমে চিন্তা করিবার বিষয়। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্র যখন জগতে কিরণ-সুধা বর্ষণ করিতে থাকে, মাতৃক্রোড় হইতে অজ্ঞান শিশুও তৎকালে হস্তপদ সঞ্চালন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করে। এই অতি ক্ষুদ্র শিশুর আনন্দ প্রকাশে যেমন চন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ না হইয়া তাঁহার প্রিয়দর্শন সুধাংশু নামের সার্থকতাই রক্ষিত হয় তদ্রূপ মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই অভিনন্দনে বরেন্দ্র-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগৎ পূজ্য সভাপতি মহাশয়ের গৌরবহানির সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের কিছু ভাল নয় এই একটা ভাব আমাদের আধুনিক শিক্ষার ফল কিনা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু এই ভাবে আমরা এতদিন বিভোর হইয়াছিলাম। সুখের বিষয় দেশের প্রতি এই অনাস্থার ভাবটা ক্রমে যাইতে বসিয়াছে। রোমে লাইব্রেরী অব্ ভ্যাটিগান্ ( Vatigan ) নামক যে চিত্রশালা আছে, তাহাতে জগতের সকল স্থানের চিত্র-সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই স্থানে গমন না করিলে চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের দেশেও এইরূপ আটটি চিত্রশালা ও গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু আমরা তাহাদের বিষয় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে বরেন্দ্র ভূমিতেও একটির অস্তিত্বের বিষয় আজ জানিতে পারিতেছি। এই গৌরবময় সংবাদ যিনি আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছেন, যাঁহার উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে আমরা এই গৌরবলাভের অধিকারী হইয়াছি, যিনি আভিজাত্যের উচ্চতম শিখরে বসিয়াও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে ব্রতী হইয়াছেন, তিনি কি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ পাইতে পারেন না ?

সভ্যগণ বিধু বাবুর এবম্বিধ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে আশীর্ব্বাচন দানের পর রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময়ে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ-ক্রমে সভাভঙ্গ হইল।

শনিবার—৩০শে ভাদ্র ; ১৩১৯ বঙ্গাব্দ ; অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

শ্রীযুক্তকুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য এই দিবস অপরাহ্ণে একটি সান্ধ্য-সমিতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রঙ্গপুরের যাবতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সমাগত ব্যক্তিগণের অনেকেরই সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। ইহাতে ঐক্যতান বাদন, সঙ্গীত ও রঙ্গাভি-

নয়াদির দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করা হয়। এইরূপে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন— শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক
পরবর্ত্তী অধিবেশনের সভাপতি

## অষ্টম বর্ষ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২০শে আশ্বিন (১৩১৯) ৬ অক্টোবর (১৯১২)

স্থান—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা, সময়—অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
" নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট্
" কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল্
" দীননাথ বাগছী বি, এল্।
" ভুবনমোহন সেন।
" মথুরানাথ দে গ্রন্থাধ্যক্ষ।
" মদনগোপাল নিয়োগী, সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—সহঃ সম্পাদক।

## আলোচ্য বিষয়।

১। গত সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত "আমরাজ ও কুমারপাল"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত শ্রাদ্ধ-তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থ। ৬। বিবিধ।

এই তারিখে টাউনে ফুটবল্ ম্যাচ্ থাকায় অনেক সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। সভায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক সভাপতি

## বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—দার্জ্জিলিং লাউইস্ স্যানিটেরিয়ম হল্।

বুধবার ১৩ই কার্ত্তিক (১৩১৯) ২৯শে অক্টোবর (১৯১২)

সময় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

### উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি, সভাপতি।
প্রধানাধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই
„ রাজকুমার দিঘাপাতিয়া
„ রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম্ এ, বি, এল উকীল সরকার, হুগলি।
„ অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ,
„ বসন্তকুমার দাস গুপ্ত বি, এ, হেডমাষ্টার দার্জ্জিলিং হাইস্কুল।
„ ডাক্তার সারদাপ্রসাদ সরকার এল্ এম্ এস দিনাজপুর।
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহঃ সম্পাদক রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী সন্তোষের প্রসিদ্ধ সুকবি, জমিদার।

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, এম্ এ, বি, এল্ বেদান্ত-বাচস্পতি উকীল-সরকার, যশোহর।
„ আর্, কে, দাস বার-আট্-ল, ঢাকা।
„ ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার এম্ বি, দার্জ্জিলিং।
„ হরিলাল গোস্বামী হেড্ আসিন্টান্ট ডেপুটী কমিশনার আফিস্, দার্জ্জিলিং।
„ ডাক্তার শিশিরকুমার ঘোষ এল্, এম্, এস, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জুবিলী স্যানিটেরিয়ম্ দার্জ্জিলিং।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

এই অধিবেশনে দার্জ্জিলিংএর বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল; কিন্তু সকলের নাম প্রকাশ করার স্থানাভাবজন্য বিশিষ্ট কয়েক জনের মাত্র নামোল্লেখ করা হইল।

### আলোচ্য বিষয়।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্ম-পরিচয় প্রদান।

২। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় কর্তৃক "যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান" অথবা তাঁহার তিব্বতগমনের পথনির্দ্দেশ। ৩। বিবিধ।

### নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্, এ; বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এইচ্, ডি, মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ক্ষেত্র দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে ঐ সভার পরিচয় প্রদানার্থ আহ্বান করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশ-ক্রমে সম্পাদক মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান করিলেন--

"হিমবন্তের পর পার হইতে আদিম আর্য্যস্রোত সিন্ধু ও জাহ্নবীর জল-ধারার সহিত মিলিত হইয়া যখন ভারতভূমির পশ্চিম প্রান্ত পরিপ্লাবিত করিয়াছিল ঠিক সেই সময় যুগপৎ বিশাল-কায় লৌহিত্যও তাহার নানা শাখা প্রশাখার সহিত উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ ভেদ করিয়া সংবহমান আর্য্য-সভ্যতার বিমল তরঙ্গে উহার পূর্ব্বপ্রান্ত বিধৌত করে, ঘটনা-পরম্পরায় ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমগামী আর্য্য-স্রোতদ্বয়ের মিলন-ক্ষেত্ররূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভারতে চির-গ্রথিত। আগম-নিগম-নিয়ন্ত্রিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তৎপরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ পৌণ্ড্র বর্দ্ধন,জ্ঞান-বরেণ্য বরেন্দ্রভূমি, স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের শেষ নিদর্শন কামতাবিহার ও গৌরবময় গৌড়রাজ্যের উত্থান ও পতনের স্মরণীয় কাহিনীর সহিত উত্তরবঙ্গের নাম চিরবিজড়িত থাকিয়া তাহাকে জগৎ-বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয় তন্দ্রালস বঙ্গবাসীর অনুসন্ধিৎসার খনিত্র অতীত গৌরবের এই মহার্হ খনির প্রতি যথোপযুক্তরূপে প্রযুক্ত না হওয়ায় আজও তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের আদিকাণ্ড রচিত হইতে পারে নাই।

বাঙ্গালীর এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে যেখানে আবদ্ধ হইয়াছে আজ তাহারই সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ এই হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ-বক্ষে আপনাদিগকে সাদরে আহবান করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র হইলেও এই মহতী চেষ্টার প্রবর্ত্তক-রূপে উক্ত পরিষৎ বঙ্গবাসীর প্রীতিলাভের যোগ্য কি না, সুধীসমাজ তাহার বিচার করিবেন। শুভক্ষণে বঙ্গবাসীর গৌরব-কেতনরূপে মহানগরী কলিকাতার প্রোথিত পরিষত্তরুর একটি ক্ষুদ্র শাখা রঙ্গপুর নগরে প্রসারিত হইয়াছিল, আজ তাহার প্রসার আর একটিমাত্র নগরে সীমাবদ্ধ নহে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম—নগরাজ হিমাচলের বক্ষ হইতে ভাগীরথী ও মহানন্দার তীর—পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গ প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ষের পর বর্ষে এই বিস্তৃত ভূভাগের প্রধান প্রধান নগরীতে এই ক্ষুদ্র পরিষৎ নব নব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া সগর্ব্বে দেখাইতেছেন যে, বাঙ্গলার ইতিহাস তথাকথিতরূপ মসীময় নহে। কেবল অনুসন্ধিৎসা ও চর্চ্চার অভাবে বাঙ্গলার ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও সান্দ্র-তমিস্রায় সমাচ্ছন্ন। অপিচ ইহা নিঃসংশয়িতরূপে আমাদিগের জাতীয় দৌর্ব্বল্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ঘৃণিত পরিচয় সন্দেহ নাই। রত্নগর্ভা শৈলমালা পরিশোভিতা বঙ্গোত্তর ভূমির শষ্পমণ্ডিত শ্যামল বক্ষঃপ্রান্তরে ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ হইতে যে অমূল্য রত্নরাজি লুকায়িত রহিয়াছে তাহা লোক-লোচনের সম্মুখে উন্মুক্ত

করিয়া দিলে বঙ্গবাসীর অতীত কালের কল্পিত দৈন্য অপসারিত ও জগৎ বিমুগ্ধ হইবে।

শৈবাল-জড়িতা পুণ্যতোয়া সদানীরা অদ্যাপি এই পুণ্যভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া বৈদিকযুগের ক্ষীণস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। নদশ্রেষ্ঠ লৌহিত্য উহার কণ্ঠ-সংলগ্ন মাল্যের ন্যায় শোভমান থাকিয়া ভারতে আর্য্য-অভিযানের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের সংঘর্ষে এই পুণ্যভূমির অতীত সমৃদ্ধির বিবিধ নিদর্শন অদ্যাপি সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সভ্যতার ক্রমাবর্ত্তনের পরেও আবার হিন্দু সভ্যতার ক্ষীণালোকে এই ভূভাগের বরেন্দ্রভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই জ্যোতিঃ একেবারে নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে কামতাবিহার সহসা স্পন্দিত হইয়া উঠে। ইহার পর ইস্‌লাম উত্থানের অচিন্তিত-পূর্ব্ব অভিনয়। তাহারও আদি অভিনেতা উত্তরবঙ্গের বক্ষেই চিরবিশ্রাম লাভ করেন। ইস্‌লাম-সমাধির উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত বৃটীশ শাসনের সূচনার সহিতও বঙ্গোত্তর ভূমির ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ধারাবাহিকরূপে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনার সময় এখন সমাগত। বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত বৃত্তান্তের অবাধ গ্রহণের কাল অতীত হইয়াছে। রাষ্ট্রবঙ্গের ন্যায় জ্ঞান-প্রচার-প্রসঙ্গেও ক্ষেমেন্দ্র দীপঙ্করপ্রমুখ ধর্ম্মবীরগণ উত্তরবঙ্গ হইতেই বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া হিমবন্তের পরপারে গমন পূর্ব্বক অর্দ্ধজগৎবাসীকে ভারত চরণে নতশীর্ষ করিয়াছেন। আবার দক্ষিণে ভারতসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে ভারতীয় সভ্যতালোক বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত এই স্থান হইতেই বাণীর প্রিয়পুত্রগণ সদর্পে নীলাম্বুধির বক্ষে বিচরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রজ্ঞা প্রচারের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে অবদান-কল্পলতা, ভক্তিশতক, বৃত্ত-মালাদির ন্যায় শত শত গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নৈয়ায়িকপ্রবর কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য, বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকাকার গদাধর আচার্য্য, মন্বর্থমুক্তাবলী নামক মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট, প্রয়োগ-রত্নমালা রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, পানিনীর টীকাকার পুরুষোত্তম এবং ইদানীন্তনকালে প্রথিতনামা সমাজ সংস্কারক মহাত্মা রাম মোহন রায় প্রমুখ মনীষিবর্গের আদি রঙ্গভূমিরূপে উত্তরবঙ্গ চিরগৌরবে উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক পঞ্জীতে এই সকল অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশ স্থলের বিশদ বিবরণ সহ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় আপনারা প্রাপ্ত হইবেন।

জ্ঞানমার্গের ন্যায় বিভাগান্তরেও উত্তরবঙ্গের উৎকর্ষ ন্যূন নহে। বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-ধীমান ও বীতপাল দুইটি বিভিন্ন অথচ সম্পূর্ণ মৌলিক শিল্পাদর্শের স্রষ্টা বলিয়া আজও জগতার্দ্ধে পূজা লাভ করিতেছেন। লামা তারানাথের উক্তি একটুকুও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন, খৃষ্টির অষ্ট হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারতোত্তরভাগকে উত্তরবঙ্গই শিল্পাদর্শ প্রদান করিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন আর প্রচ্ছন্ন নহে। সুপ্রসিদ্ধ অচিরপ্রসূতা বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির রাজসাহীস্থিত সমৃদ্ধ চিত্রশালায় গমন মাত্রেই দর্শকের এতদ্ সম্বন্ধে সন্দেহ নিরাকৃত হইবে।

আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞানের চরকাদি দুরূহ গ্রন্থনিচয়ের মন্থনকারী নিদানপ্রণেতা পরম নিষ্ঠাবান্ মাধবকরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞধূমে একদা উত্তর-বঙ্গের আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল, এই পূত যজ্ঞাগারের ভস্মাবশেষ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার বঙ্গবাসীর মাতৃপ্রদত্ত বীণার ঝঙ্কারের সহিত যাঁহারা প্রথম কণ্ঠস্বর মিলাইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অমরকবি কৃত্তিবাস ও নরোত্তম দাস উত্তর-বঙ্গেরই স্তন্য পানে পরিপুষ্ট। বঙ্গবাসী তাঁহাদের পরিচয়মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন, এমন আরও অনেকানেক কাব্য-কাননচারীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অদ্ভুতাচার্য্যের অপূর্ব্ব রামায়ণ, কমললোচনের শক্তিসদন কামরূপসান্নিধ্যে গীত চণ্ডিকাবিজয়নাম্নী শক্তিগীতি, গোবিন্দমিশ্রের পঞ্চটীকা-সমন্বিত গীতার পদ্যানুবাদ, শ্রীনাথের মহাভারত উত্তর-বঙ্গেরই উল্লেখযোগ্য গৌরবের সামগ্রী। বহু সন্ধানলব্ধ বঙ্গভাষার এই আদি নিদর্শনগুলি আপনাদিগের আহ্বানকারী ক্ষুদ্র পরিষৎ একে একে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনারা ভক্ত কবি রামপ্রসাদের সাধন-উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের ভক্তিগাথার রসোদ্বোধনে বঞ্চিত আছেন। এই পরিষৎ কর্তৃক সেই অমূল্য গীতাবলীর উদ্ধারসাধন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাধকের গীতের সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন কাহার প্রাপ্য, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মাত্র ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া এই পরিষৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব এরূপ সহস্রাধিক দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহ ও ধারাবাহিক রূপে তাহাদের বিবরণ উহার মুখপত্রে প্রকাশ করিতেছেন। নানাবিধ প্রাচীন শিল্পাদর্শ ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাদি দ্বারা তাহার চিত্রশালা উত্তরোত্তর পরিশোভিত হইতেছে। মহানগরীর বিলাসনিকেতন ত্যাগ করিয়া পল্লীর পর্ণকুটিরে ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় এই পরিষৎ নিরাভরণা বঙ্গজননীর অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধনে নিরত রহিয়াছেন।

সমগ্র বঙ্গের ঐতিহাসিক ভিত্তি উত্তর-বঙ্গের পুরাতত্ত্বালোচনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মুষ্টিমেয় স্বল্পশক্তি সাধকের উপরে এই দুরূহ কার্য্যভার সংন্যস্ত না করিয়া আপনারা সকলেই এই মহাসাধনায় সমবেতশক্তি নিয়োগ করুন। বাঙ্গালী সভ্যসমাজে অতীত গৌরবের প্রকট নিদর্শন উপস্থাপন-পূর্ব্বক পুনরায় যোগ্য স্থান অধিকার করুক।

পরিশেষে পরিষদের পোষ্টৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। বঙ্গের একমাত্র সামন্তনৃপতি ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি ভূপ বাহাদুর এই পরিষদের পরিপোষণ কল্পে অগ্রণী হইয়া স্বীয় বংশোচিত সাহিত্যানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত বংশধর এখন তাঁহার স্থলে সমাসীন। উত্তর বঙ্গের প্রধান রাজপুরুষ সাহিত্যনিষ্ঠ বিভাগীয় সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ, জে, মোনাহান সাহেব বাহাদুর এই সভার প্রতি বিশিষ্ট অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এতদ্‌ব্যতীত বঙ্গের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই পরিষদের সদস্যের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সমগ্রবঙ্গের গৌরবস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক সভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই; ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়

কুমার মৈত্রেয় বি,এল ; শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম,এ, প্রমুখ মনীষিগণ ইহার পরিচালন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কলিকাতা পরিষদের কর্ণধার মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ও সহানুভূতি লাভে সভা ধন্য হইয়াছেন।

আর অদ্যকার অধিবেশনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক নানাভাষাবিৎ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভার গুরুত্ববৃদ্ধির সহায় হইলেন। উত্তরবঙ্গের শিরোভূষণ বঙ্গের এই দ্বিতীয় রাজধানীতে নানাকারণে উর্ব্বর মস্তিষ্কের সমাবেশ অপরিহার্য্য হইয়াছে। পরিষদের সংগৃহীত উপকরণের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভের ইহাই অনুকূল ক্ষেত্র। আপনাদের কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যে বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী এই শিশুসভার সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে। তাই সে আপনাদের কৃপালাভার্থ এখানে উপস্থিত হইয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। আপনারা তাহার সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সুধীগণোচিত ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতা অন্তে সভাপতি মহাশয় স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ তিব্বতভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয়কে তাঁহার যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান শীর্ষক প্রবন্ধপাঠার্থ অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সারমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। মানচিত্রাদি সহ এই প্রবন্ধ সভার মুখপত্রে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান সকল হিন্দুরই চিরপরিচিত বিষয়। বহুকাল পরে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় না থাকিলেও এই ব্যাপার সম্বন্ধে তিব্বতীয় ইতিবৃত্ত হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, অদ্য তাহাই আপনাদিগের বিচারার্থ অবতারিত হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রসমরে জয়লাভ করিয়া জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাম্রাজ্য সমগ্র কুরু, মগধ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ হিমবন্তের দক্ষিণ ও ত্রিস্রোতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তর কুরু অর্থাৎ তিব্বতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিয়ৎ কাল রাজ্য উপভোগের পরে তিনি সশরীরে স্বর্গগমনের জন্য যাত্রা করিলেন। এই স্বর্গের অবস্থান সুমেরু পর্ব্বত হইতে জম্বু ও লৌহিত্যের উৎপত্তি। লৌহিত্যের বর্ত্তমান আখ্যা ব্রহ্মপুত্র এবং জম্বুনদ তিব্বতের (Tsang-Po) সাং পো। স্বর্গগমনের কালে চারিভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ তিনি লৌহিত্যের তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বৃহৎ নদ পার হইয়া আরও অগ্রসর হইলে তাঁহার সঙ্গীরা একে একে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি নিঃসঙ্গ কুকুররূপী ধর্ম্মের সঙ্গে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হন।

যুধিষ্ঠিরের অভীপ্সিত স্বর্গ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কল্পনা করা যাইতে পারে না, কেননা তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না এবং তাঁহার পক্ষে নূতন নহে। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী গান্ধারী

পশ্চিম প্রান্তস্থিত উদ্যান বা কাবুলের নিকটবর্ত্তী গান্ধার (কান্দাহার) হইতে হস্তিনাপুরে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসপর্ব্বত ও মানসসরোবরের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী স্থানের বিষয়ও অবগত ছিলেন; উহা দ্রুপদরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীর পরিণয়কালে সে প্রদেশে তাঁহাদের গতিবিধি হইয়াছিল। দ্রুপদ বৃক্ষবিশেষ; আজও কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং আধুনিক শিমলাশৈলে দ্রুপদবৃক্ষের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

চিরপরিচিত এই সকল প্রদেশ ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে লৌহিত্য লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল।

এরূপ হইলে তাঁহার স্বর্গ তিব্বতের মধ্যভাগে ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মধ্য তিব্বত সূর্য্যকিরণোদ্দীপ্ত রমণীয় স্থান। ইহার মধ্য দিয়া দক্ষিণ হিমালয়ের তুষারগলিত নদীসকল প্রবাহিত হইয়া নানা ফল ফুলে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ও যবাদি শস্যের প্রাচুর্য্য ও বনস্থলীতে অপর্য্যাপ্ত মধুদ্বারা এই স্থানে মনুষ্যের উপাদেয় আহার্য্য সর্ব্বদা সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সুরম্য ইয়ার লং উপত্যকায় আমি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গমন করিয়া তৎস্থানবাসিগণের আতিথ্যে তুষ্ট হইয়াছিলাম। ইহার প্রধান প্রদেশের নাম চেথাং বা অগ্রস্থান, সাং পোঃ নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার কয়েক মাইল দক্ষিণে অম্বু-লা থ্যাং নামক স্থানে তিব্বতীয়গণের আদি রাজা নয়া-থি সাং পোর দ্বিতল প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণের মতে এই আদিরাজা বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে নিঃসঙ্গ তুষারাবৃত লারি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তথায় ছাগ ও মেষপালগণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার রাজশ্রীসম্পন্ন কান্তি দেখিয়া পশুপালকগণ কোথা হইতে শুভাগমন হইয়াছে, নিজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যে লারি পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিনি সেই রমণীয় প্রদেশে উপনীত হইয়াছেন, ঊর্দ্ধদেশে তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাকে স্বর্গ হইতে সমাগত দেবতা জ্ঞান করিয়া অতি যত্নের সহিত "নয়া থি" অর্থাৎ পৃষ্ঠবাহিত যানে ইয়ার লাং প্রদেশে লইয়া যায়। যে স্থানে মেষপালকগণের সহিত আদি রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাকে আজও "স্যাং-থাং-গো-সি" অর্থাৎ চতুর্দ্বারবিশিষ্ট রাজক্ষেত্র বলে। অম্বুবৃক্ষসমাচ্ছাদিত স্থানে তাঁহার উদ্দেশে নির্ম্মিত চৈত্যর আজও তিব্বতীয় ভাষায় "অম্বু-না থাং" বলিয়া পরিচিত। এই সুপ্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরে এক্ষণে বৌদ্ধমূর্ত্তিসকল রক্ষিত হইয়াছে। এই আদি রাজা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। এবং তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি একটি তিব্বতীয় মহিলার পাণি-গ্রহণ করেন। তদ্বংশজাত রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যে গ্রন্থে এই বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম "গাইয়াল রেল-সাল ওয়াই-মিলং" অর্থাৎ তিব্বতীয় রাজবংশাবলীর উজ্জ্বল দর্পণ।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রেতলোকদর্শনের যে কাহিনী মহাভারতে বর্ণিত আছে, মিতাক্ অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রাবৃত প্রেতস্বভাবাপন্ন তিব্বতীয়গণের দর্শনলাভের সহিত তাহার ঐক্য

হইতে পারে। মেষ ও ছাগপালের সহিত যে সকল প্রকাণ্ড কুকুর রক্ষকরূপে রক্ষিত হয়, ভারতের কুত্রাপি আর তাহা দৃষ্ট হয় না।

আদিম তিব্বতীয় বা হূনদিগের ধর্ম্মের নাম "ইয়াং-ড্রুং-বন্" অর্থাৎ স্বস্তিক ধর্ম্ম (এই স্থানে বক্তা স্বস্তিকমণ্ডলের চিত্র প্রদর্শন করিলেন)। স্বস্তিকমণ্ডল তিব্বতের প্রত্যেক গৃহদ্বারে এবং দেবমন্দিরে অদ্যাপি অঙ্কিত করা হয়। এই ধর্ম্মের সহিত যুধিষ্ঠিরের সমকালীন হিন্দুধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে এই ধর্ম্মের উৎসাদনকল্পে বহু প্রযত্নসত্ত্বেও আজও তিব্বত হইতে ইহা অন্তর্হিত হয় নাই। স্বস্তিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ কৈলাসপর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তী মানস-সরোবরকে আজও অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া পূজা করে। তাহাদের আরাধ্য স্বস্তিক দেবতার স্থান কৈলাসের শিখরদেশে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয়। তাহাদিগের আরাধ্য অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতা নরদেহ-বিশিষ্ট স্থলজ সামুদ্রিক জন্তুর মস্তকবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে গরুড়ই প্রধান স্থান অধিকার করে।

নেপাল, সিকিম ও ভোটানের গিরিপথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারত হইতে মধ্য-তিব্বত গমনের সুগমপথ ভুটানের মধ্যে এবং চমো লারি অর্থাৎ দেবগিরি পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কাশ্মীরের পণ্ডিতবর সামাশ্রী—যিনি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক ১২০২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার বিক্রমশিলা, উদ্দান্তপুরী, বজ্রাসনের ধ্বংসসাধন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি তিব্বতে এই পথে গমন করেন; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা সত্য হইলে রামমোহন রায়ও এই পথ অবলম্বন করিয়া তিব্বতে গমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসভ্য ভুটিয়াদিগের নিকটে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। সুতরাং ভারত হইতে তিব্বত গমনের ইহাই পূর্ব্বে সুগম পথ ছিল।

ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, হিববতের কোনও স্থানে গন্ধমাদন পর্ব্বত আছে। আমার যতদূর বিশ্বাস ইহা পর্ব্বত বিশেষের নাম নহে। হিমালয়ের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপী সমুদ্র হইতে ১৪০০০ হইতে ১৫০০০ ফিট উর্দ্ধদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুগন্ধি উদ্ভিজ্জের জন্ম হইয়া থাকে। ইহার নিম্নে আসিলে আর সুগন্ধ অনুভব হয় না। ইহাই ভারতীয় হিন্দুগণের বর্ণিত গন্ধমাদন। প্রত্যেক তিব্বত-যাত্রীকেই এই গন্ধমাদন পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনপথে যথার্থরূপে গন্ধ-মাদনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আমি উভয় দেশ হইতেই এই মহাপ্রস্থানের ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রমাণের উপকরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, আপনারা এতৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে সত্য নির্ণীত হইতে পারে।

প্রবন্ধপাঠান্তে তৎসম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে ঢাকার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আর্, কে, দাস ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে প্রবন্ধরচয়িতার গবেষণার প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এতকাল্ পরে এই সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সত্য নির্ণীত হওয়া কঠিন। তথাপি রায় বাহাদুর যে তৎসম্বন্ধে পথপ্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, এজন্ত

আমাদিগের সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন। তিব্বত সম্বন্ধে সভ্যজগতের সংবাদদাতারূপে তাঁহার জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা আছে। ভারতের সহিত সেই তিব্বতের নানা সম্পর্ক এককালে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত যে মানচিত্রাদি প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে অনেক শিক্ষালাভ হইল। পরিষদ্ হইতে এই সকল দুর্ল্লভ মানচিত্রের প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরে বহু সন্ধানেও এই সকল মানচিত্রের সন্ধান লাভ করা যাইবে না। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, রঙ্গপুর-পরিষৎ এই সকল মানচিত্রসহ রায়বাহাদুরের বক্তৃতা বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশ করিবেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপযুক্ত শাখা। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এই শাখার সমধিক পরিপুষ্টি হইয়াছে। অনেক উপাদেয় মৌলিকগ্রন্থ রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

সুধীগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক। বলিতে কি তিনিই উহার প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে অসুস্থতানিবন্ধন কয়েকমাস দার্জ্জিলিং শৈলে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় তিনি অধুনা সুস্থ হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক ও সামাজিকগণ তাঁহার স্বাস্থ্যলাভে আনন্দিত হইয়া শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তাঁহাকে রঙ্গপুরে আহ্বানপূর্ব্বক অভিনন্দিত করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তিনি রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিংএ আজ এই বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বরেন্দ্রভূমি এক সময়ে সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাচর্চ্চায় ইহা কখনও পশ্চাৎপদ ছিল না। মালদহের রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন পণ্ডিত ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কায় গমন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র লঙ্কায় যে প্রস্তর নির্ম্মিত বিহারে বাস করিতেন, আমি তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি।

রামচন্দ্র কবিভারতীর নাম এখনও লঙ্কায় সজীব রহিয়াছে। রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এই দুই নামের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে আমাকে অভিনন্দন পত্রে "রামচন্দ্রের নিকট আত্মীয়" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমরা আশা করি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সুরেন্দ্রবাবু-প্রমুখ সাহিত্যিকগণের নেতৃত্বে ক্রমশঃ উন্নতির চরমশিখরে অধিরোহণ করিবে।

অদ্যকার আলোচ্যবিষয় যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান। মহাভারতের শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্রের হস্তে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন। আসামের নিকট যাইয়া তাঁহারা লৌহিত্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করেন। পথিমধ্যে দ্রৌপদী ও চারি ভ্রাতার মৃত্যু হয়।

যুধিষ্ঠির উত্তরে স্বর্গারোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ কবির কল্পনামাত্র। কাহারও মতে স্বর্ণপ্রাকার বেষ্টিত চীনসাম্রাজ্যই যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ। আবার কোনও কোনও মতে কৈলাসপর্ব্বত স্বর্গের নামান্তর। যুধিষ্ঠির কোথায় মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ইহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মে। পরম শ্রদ্ধাভাজন বিদ্বদগ্রণী রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহাশয় এই বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করিয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। হিমবৎ-প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণ রায় বাহাদুর সম্যক্ অবগত আছেন। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ লোক অতি বিরল। রায় বাহাদুরের মতে তিব্বতের চেথাঙ্ প্রদেশই যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ। তাঁহার প্রবন্ধে অনেক ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। শিব ও পার্ব্বতী এই হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন। শিব যথায় বাস করিতেন, তথায় হাতী ছিল না। বিবাহের পর শিবের বাটীতে যাইবার সময় পার্ব্বতীকে ষণ্ডে (চমরীতে) চড়িতে হইয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠির স্বর্গের পথে প্রকাণ্ড কুকুর দেখিতে পান। চেথাঙ্ প্রদেশেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর বিদ্যমান আছে। প্রাচীনকালে লৌহিত্য নদী পার হইয়া তিব্বতে যাইবার প্রশস্ত পথ বিদ্যমান ছিল। কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন, রঘু পারসীক, হূণ, কাম্বোজ, উৎসব সঙ্কেত [u, da (yul), sa (yul) ba (thang), (tsang) keta (khotan) প্রদেশের সপ্ত তিব্বতীয় জাতি] প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া উত্তরপূর্ব্বকোণ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি যখন লৌহিত্যনদী উত্তীর্ণ হন, তখন প্রাগ্জ্যোতি-ষের অধিপতি কাঁপিতে থাকেন। এই সকল বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রায়বাহাদুর যুধিষ্ঠিরের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

আমরা রায়বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। দার্জ্জিলিঙ্গে অনেকেই বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য আগমন করিয়া থাকেন। এখানে সাহিত্যের আলোচনা একরূপ অসম্ভব। এরূপ স্থলেও রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ তাহার ক্ষেত্রবিস্তার এবং শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে অভিনন্দিত করেন, ইহা কম গৌরব ও আনন্দের কথা নহে। রায় বাহাদুরের বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও শিশুর ন্যায় সরলতা প্রকাশ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, ইহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আরও বহুকাল এইরূপ সাহিত্যচর্চ্চা করিতে থাকুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সভ্যগণের নিকট প্রদর্শনার্থ সভাস্থলে রাখা হইয়াছিল, সকলেই আগ্রহ সহকারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন | শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী |
| সভাপতি | সম্পাদক |

অষ্টমবর্ষ।

## স্থগিত প্রথম মাসিক অধিবেশন।

রবিবার—১৬ই অগ্রহায়ণ ( ১৩১৯ ) ১লা ডিসেম্বর (১৯১২ )

স্থান কার্য্যালয়, সময় অপরাহ্ন ৪টা।

### উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয় নাথ তর্করত্ন—সভাপতি।
,, ,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ সহঃ সভাপতি।
,, আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
,, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট্।
,, অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
,, মথুরা নাথ দে—গ্রন্থাধ্যক্ষ।
,, কবিরাজ দেবেন্দ্র নাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন সহকারী সম্পাদক।
,, মদনগোপাল নিয়োগী ঐ
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।
ও অন্যান্য।

### আলোচ্যবিষয়।

১। সভার গত সাংবৎসরিক এবং দার্জ্জিলিঙ্গে আহুত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভা নির্ব্বাচন। ৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বার-এট্-ল, মহোদয়ের সভার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র পাঠ ও তাঁহাকে সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব। ৪। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৫। বঙ্গ সাহিত্যের জনক স্থানীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরস্থ আবাসস্থলে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাব। ৬। প্রবন্ধ (ক) পূর্ব্ব-অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "আমরাজ ও কুমার পাল" (খ) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের—মৈমনসিংহে ন্যায়চর্চ্চা। ৭। বিবিধ।

### নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতহৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় সভাপতিত্বে বৃত হইলেন।

১। গত সপ্তম সাংবৎসরিক অধিবেশন ও দার্জ্জিলিংএ আহুত সভার বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বার-এট্-ল মহোদয়ের সভার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র পঠিত হইল। উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যোগদান হেতু সভা উৎসাহিত হইলেন। এবং তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞ রহিলেন। অতঃপর তাঁহাকে ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল।

| সভ্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, এম, এ, বার,-এট্-ল, ৪৭ নং ওল্ড বালিগঞ্জ রোড কলিকাতা। | সম্পাদক | শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন |
| শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার কলিগাঁও, মালদহ। | শ্রীহরিদাস পালিত | কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ |
| শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩ ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা | শ্রীযুক্ত কালিপদ বাগচী ছাত্রসভ্য | ঐ |
| শ্রীকেদার নাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার, রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার | ঐ |

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল।

| | গ্রন্থের নাম | উপহার দাতৃগণের নাম। |
|---|---|---|
| ১। | স্তবপঞ্চক | শ্রীযুক্ত প্রমথ ভূষণ মুখোপাধ্যায়। |
| ২। | নলিনী নলিনী | শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার। |
| ৩। | বাঘা তেঁতুল | ঐ |
| ৪। | Research and Review | শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, |
| ৫। | Journal and Text of the Buddhist Society of Calcutta. | ঐ |
| ৬। | বাঙ্গালা ভাষা ১ খানা | ঐ |

৪। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের রঙ্গপুরস্থ বাসস্থানে একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

অচিরপ্রসূতা বঙ্গভাষার বাক্স্ফুরণে যে মহাপুরুষের প্রাণময় প্রযত্ন প্রথম পরিস্ফুট, তাঁহার স্মৃতি চিরপুণ্যময়ী এবং বঙ্গবরণীয়া—আর বঙ্গবাসীর এই আদি ধাত্রীর কর্ম্মজীবনের আদি রঙ্গভূমিরূপে উত্তরবঙ্গ চিরগৌরবভূষিত। কে জানিত বঙ্গের বনাকীর্ণ সুদূর প্রান্তনিঃসৃত একটি ক্ষীণপ্রবাহ সাগরসান্নিধ্য লাভের পূর্ব্বে এরূপ বিশালকায় ধারণ করিয়া উপেক্ষিতা বঙ্গভাষার উষরক্ষেত্র চির-উর্ব্বর করিয়া তুলিবে—সমগ্র ভারতের ভাবরাজ্যে এক অভিনব অনুপ্রেরণা আনয়ন করিবে!

বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনে যাঁহার নিপুণ হস্ত সর্ব্বাগ্রে লেখনীধারণ করিয়াছিল ভাষান্তর, হইতে রত্নরাজী যাঁহার দ্বারা প্রথম আহরিত হইয়া মাতৃভাষার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল, রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অরাজকতার কালে যিনি স্বদেশবাসীর দৈন্য-মোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার স্থান সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার অতি উর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ভাববৈচিত্রে ভারত জগতবরেণ্য। এই বিভিন্ন ভাবস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে ভারতীয় ভাষা সমৃদ্ধি-শিখরে ক্রমারোহণ করিয়াছে। বঙ্গভাষার উপর দিয়া যখন বৈষ্ণবীয় প্রেমপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার কোমলকান্ত কবিতাময়ী নারীমূর্ত্তি সমগ্র জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু যুক্তিতর্কসহ তাঁহার কর্ম্মঠ পরুষ পুরুষমূর্ত্তি তখনও জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অদম্য লেখনীর অগ্রভাগে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় কোমল কঠোরের মিলনদ্বারা যিনি বঙ্গভাষাকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে প্রকট করিয়াছিলেন, সেই ভক্তঋষিকে আরাধ্য-দেবতা সহ বঙ্গবাসী অবশ্যই পূজা করিবে। ভাষার সমৃদ্ধি তাহার উভয় অঙ্গের যুগপৎ পুষ্টির উপরেই নির্ভর করে, ইহা মহাত্মা রামমোহনই সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ধর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্বগগণের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার স্বমত প্রতিষ্ঠার অনুকূলে পুরুষ মূর্ত্তিতে ভাষাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী তাঁহার সেই অক্লান্ত আরাধনার ফল উপভোগ করিতেছে।

জগতের জ্ঞানভাণ্ডার যখন স্বদেশবাসীর নিকটে অবরুদ্ধ ছিল, আত্মত্যাগের চরম আদর্শ দেখাইয়া তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার পরুষপথে নিঃসঙ্গ গমন পূর্ব্বক তাহার স্বর্ণদ্বার স্বদেশবাসীর জন্য চির উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার ফলে ভারতীয় স্বর্ণযুগের সান্নিধ্যলাভের সম্ভাবনা হইয়াছে।

এরূপ মাতৃভূমি ও ভাষা সেবকের অলৌকিক জীবনবৃত্ত নিয়ত আলোচনার এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্মারকচিহ্ন সর্ব্বদা রক্ষিত হইবার যোগ্য।

সভ্য জগতে মহাপুরুষগণের জীবনীর মূল্যবান উপাদানরূপে তাঁহাদিগের সুবৃহৎ জীবনযাত্রার সহযাত্রিক ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় নিদর্শন অতি যত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়া থাকে এই নিদর্শন কত ভ্রান্ত পথিকের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, কত জীবন গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য দেশ পরলোক প্রস্থিত মহাত্মগণের স্মরণ মননের এবম্বিধ সহজ উপাদানগুলিকে উপযুক্ত ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে এখনও ভালরূপ অভ্যস্ত হয় নাই, তাঁহাদিগের ঔদাসীন্যে এরূপ নানা উপাদান কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

সাগরের পরপারে মহাত্মা রামমোহনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ যে দিবস চিরবিশ্রাম লাভার্থ শায়িত হইয়াছিল, সেই স্মরণীয় দিন অতর্কিতে বহুবার আসিয়াছে এবং বহুবার চলিয়া গিয়াছে। তৎপ্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শনের সার্ব্বজনীন আয়োজন আজও না হইয়া থাকিলেও অন্ততঃ উপেক্ষার ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জীবনের মধুময় প্রারম্ভের সহিত উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর নগরের প্রান্তবর্ত্তী যে প্রাচীন পল্লীর নাম চিরবিজড়িত, তাহার উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রামমোহন যখন রঙ্গপুর কালেক্টরের সেরেস্তাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, মাহিগঞ্জ নামক নগর উপান্ত-পল্লীতে তাঁহার রম্যনিকেতন বহুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাই তাঁহার বাস্তব জীবনের শিক্ষাদীক্ষার আদি স্থান। আজও সেই পরিত্যক্ত পল্লীর বৃক্ষলতা সমাচ্ছাদিত পিককুহরিত একটি স্থান রামমোহনের প্রিয়নিকেতন বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে। কাল সন্ধ্যাতে সেই নির্জ্জন স্থান হইতে এই পুণ্যস্মৃতি একেবারে মুছিয়া যাইবার পূর্ব্বে বঙ্গবাসী নরনারীকে তাহার রক্ষায় তৎপর হইতে হইবে।

মহাপুরুষের এই আদিলীলা নিকেতন বঙ্গবাসীর পক্ষে তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া যখন সহস্র সহস্র ভক্তযাত্রী নিয়ত আকর্ষণ করিবে, তখনই জানিব তাঁহারা গুণ-গ্রহণের পক্ষপাতী এবং আন্তরিকতায় আত্মহারা হইয়াছেন। কর্ম্মজীবনের সূচনায় উত্তরবঙ্গ যাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, কর্ম্মাবসানে তাঁহার এই প্রিয়নিকেতন পরিচিহ্নিত করিয়া রাখিতে অবশ্যই অগ্রসর হইবে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন, বঙ্গবাসী নরনারী তাঁহাকে মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করুন। ইহা বহুব্যয় সাপেক্ষ নহে। দেশবাসীর মুষ্টিভিক্ষাতেই পরিষদের ঝুলি পূর্ণ হইয়া এই পুণ্যস্মৃতি রক্ষিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদক মহাশয়ের উত্থপিত বিষয়টি সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে মহাত্মা রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরস্থ বাসভবনের স্থানে একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল। উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ভার উক্ত নিয়োগী মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়ের সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র পঠিত হইল।

স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর ও স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহোদয়দ্বয়ের পরলোক গমনে এ সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ-বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের উত্তাধিকারিগণের নিকটে সান্ত্বনা-জ্ঞাপক পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থাসহ এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

লেখকের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের রচিত "ময়মনসিংহে ন্যায়চর্চ্চা" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। অতঃপর ঐ কারণে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত "আমরাজ ও কুমার পাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে উপস্থিত সভ্যগণ কোন মত প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ রচয়িতা যে বংশের প্রধান পুরুষদিগের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, ঐ বংশের সহিত আমি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত, এই নিমিত্ত বলিতে সাহস করি যে, প্রবন্ধের বিষয় যথাযথরূপে লিখিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে অনেক শাস্ত্রবিৎ

পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তরূপে দুইটি সুপরিচিত মহাত্মার নাম উল্লেখ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন ময়মনসিংহ কি রত্ন প্রসব করিয়াছিলেন। প্রথম মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয় পণ্ডিতবর হরসুন্দর তর্করত্ন। ইঁহারা বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। যে বংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, সে বংশও ময়মনসিংহের মধ্যে অতি সম্মানার্হ। এই জন্যই আমি বলিতে চাই. প্রবন্ধ রচয়িতা এইরূপে অন্যান্য পণ্ডিত বংশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলে পরিষদ্ তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় বলিলেন "আমরাজ ও কুমার পাল" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক যে সকল পৌরাণিক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ত্রৈবিদ্য এবং চতুর্ব্বিদ্য বিষয়ে যথাক্রমে তেওয়ারী ও চোবে নামক তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণবাসীদের যে অপভ্রংশ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ ত্রিবেদের অধ্যাপনাকারীকে ত্রৈবিদ্য তদ্রূপ চতুর্ব্বেদের অধ্যাপনাকারীকে চতুর্ব্বিদ্য আখ্যায় আখ্যাত করেন। অতি পূর্ব্বকালে প্রবন্ধ লেখকের মতানুযায়ী এরূপ আখ্যা বিদ্যমান ছিল কিনা, তাহা অধুনা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক প্রবন্ধের লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও প্রশংসার যোগ্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দে
সভাপতি।

অষ্টম বর্ষ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ ( ১৩১৯ ), ১৫ ডিসেম্বর ( ১৯১২ )

সময়—অপরাহ্ণ ৪টা।

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্ম সভাগৃহ।

## উপস্থিত সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ; আই, সি, এস্
কালেক্টর রঙ্গপুর, সভাপতি।
কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর ডিমলা।
বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, বামনডাঙ্গা।
যতীন্দ্রকুমার রায় চোধুরী, জমিদার, ফতেপুর।
মনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী।
নরেশচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নলডাঙ্গা।
সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, „
মৌলবী খান তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্।
রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্ সহঃ সভাপতি।
বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ,; বি, এল্, সহকারী সম্পাদক।
কুঞ্জবিহারী হার এম্ এ; বি এল্,।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ; বি, এল্,।
পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন।
„ ললিতমোহন গোস্বামী, কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ, ছাত্রাধ্যক্ষ।
ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্।
কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
দীননাথ বাগ্চী বি, এল্, সহকারী আয় ব্যয় পরীক্ষক।
সতীশকমল সেন, বি, এল্।
কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এল্।
রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার।
কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী, „
নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট্।
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
মদনগোপাল নিয়োগী, ঐ
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ—কবিরঞ্জন সহঃ সম্পাদক।
মথুরানাথ দে, মোক্তার, গ্রন্থাধ্যক্ষ।
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্রশালাধ্যক্ষ।
গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
ডাক্তার মহাম্মদ মোজাম্মল সাহেব।
প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী, উকীল।
রামকুমার দাস, দেওয়ান, ফতেপুর ষ্টেট্।
হেমচন্দ্র সেন, পেস্কার, জজকোর্ট।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক

## আলোচ্য বিষয়।

১। শোকপ্রকাশ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাতা পরম বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য সেবক স্বনামখ্যাত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে। ২। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ৩। সভ্য নির্ব্বাচন। ৪। গ্রন্থোপহার দাতৃগণেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের রচিত শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক ৫ম প্রবন্ধ—সন্তানোৎপত্তি। ৬। প্রদর্শন—(ক) রাজকুমার শ্রীযুক্ত যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুরের আলয়ে রক্ষিত শের সাহের আদেশে ৮০৮ হিজরীতে নির্ম্মিত ভগ্ন কামান (খ) ছাত্রসদস্য শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বগুড়া হইতে সংগৃহীত পুরাতন সৌধের কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টকাদি। ৭। প্রাচীন কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা। ৮। বিবিধ।

## নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সহকারী সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুরের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস মহোদয় অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ; বি, এল্, মহোদয় নিম্নলিখিত শোকপ্রস্তাব সদস্যগণের সমক্ষে উত্থাপিত করিলেন।

"বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সাহিত্যসভার প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক স্বনামধন্য শোভাবাজারের মাননীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই ক্ষতি সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। বঙ্গ-সাহিত্যের এরূপ একজন অনুগ্রাহকের অভাবে এই সভা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শোভাবাজারের রাজকুমার-গণের নিকটে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।"

উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, আমাদিগের দেশের সাহিত্য এখনও আপনার উপরে নির্ভর করিয়া পুষ্টিলাভের উপযোগী হয় নাই। দেশান্তরে সাহিত্যসেবা করিয়া লোকে কোটিপতি না হউক, লক্ষপতি হইয়াছে শুনিয়াছি। কিন্তু এতদ্দেশের সাহিত্য সেবিগণ অন্নাভাবে কঙ্কালসার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপস্থলে সাহিত্য সেবকগণের পক্ষে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ব্রতী ধনীর সংখ্যা দেশে আজও অতি স্বল্প।

এরূপ দুর্ভাগ্যদেশে আভিজাত্যের উচ্চশিখরে বসিয়া যে মহাত্মার প্রাণ দীন সাহিত্যিকের ক্রন্দনে বিচলিত হইত—যাঁহার দ্বার তাঁহাদিগের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত তাঁহার

বিয়োগে সমগ্র দেশ যে সংক্ষুব্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইতিহাস প্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশ জনহিতকর নানাকার্য্যেই তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ এই বংশ গরিমা আরও বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণগ্রামে আপামর সাধারণ উচ্চ রাজপুরুষ হইতে ছিন্ন উত্তরীয় পরিহিত দীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলে মুগ্ধ। তিনি সকলের প্রতিই সমদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার চির অমায়িকতার বলে তিনি জীবনের অতি অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতার বিরাট সমাজের অন্যতম নেতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যের ও দেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, এরূপ একজন যথার্থ পৃষ্ঠপোষককে অতি অল্পদিনের মধ্যেই হারাইতে হইল।

এই প্রস্তাব সমর্থন কালে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্যের পরিপোষণ কল্পে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববক্তা যথার্থরূপেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা সাহিত্য পরিষৎ ইহার আলয়েই প্রথমে স্থান পাইয়াছিল, এবং তাহার নাড়ীচ্ছেদে ইনিই ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য সভার কেবল নাড়ীচ্ছেদ নহে, ভরণ পোষণের ভার প্রধানতঃ ইহারই উপরে ন্যস্ত ছিল। বাঙ্গালা ভাষার—বাঙ্গালী জাতির—গৌরব যে সভাদ্বয় জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার ভার বহনে যিনি অকুণ্ঠ তাঁহার বদান্যতার পরিচয় আর অধিক কি দিতে হইবে! কেবল এই বদান্যতার পরিচয়ই যথেষ্ট নহে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু পরিচয় না দিলে তাঁহার পক্ষে অবিচার করা হইবে। আভিজাত্যের মধ্যে বিরল বাণীসেবার অধিকারী হইয়া তিনি নানা তথ্য সঙ্কলনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার রচিত "Early History and Growth of Calcutta" নামক কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থ জগতের পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সাহিত্য সেবায় ব্রতী ছিলেন বলিয়াই তিনি সাহিত্যিকগণের অন্তরের সহিত নিজ অন্তর মিশাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহাদের দুঃখ এই কারণেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বেগে আঘাত করিত। যদিও অতি অল্পকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সৌভাগ্য আমার দার্জ্জিলিংএ বাস কালে ঘটিয়াছিল, তথাপি তাহাতেই তাঁহার নানাবিধ গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। দীর্ঘকালের সাহচর্য্যেও যে ঘনিষ্ঠতা অন্যত্র বিরল এই অতি অল্প কালের মধ্যেই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহিত আমার তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার নিকট আত্মীয়ের মত সরল ও অমায়িক ব্যবহারের কথা চিরদিন মনে থাকিবে। রাজা রাধাকান্ত দেবের এই উপযুক্ত বংশধরের দ্বারা শোভাবাজার রাজকুল আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

ইহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সভার পক্ষ হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া সম্পাদক মহাশয় যে তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সভাস্থলে পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

| সদস্যের নাম। | প্রস্তাবক। | সমর্থক। |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত কুমার যামিনী বল্লভ সেন ডিমলা রাজবাটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক | শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বি, এল্‌ |
| শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার বামনডাঙ্গা, রঙ্গপুর। | „ মনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী সহঃ সম্পাদক। |
| শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার থানসিংপুর কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর। | সম্পাদক। | ঐ |
| শ্রীযুক্ত রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার রঙ্গপুর। | ঐ | ঐ |

৪। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থগারে গৃহীত হইল ;—

| গ্রন্থের নাম | উপহার দাতৃগণের নাম |
|---|---|
| গৌড়লেখমালা ... ... | শ্রীযুক্ত কুমার শরৎ কুমার রায় |
| Some letters on the elevation of Raja Benoy Kissen Deb··· | „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী। |

৫। ডিমলা রাজবাড়ীতে রক্ষিত শেরসাহ নামাঙ্কিত কামান সভাস্থলে সদস্যগণকে প্রদর্শিত হইল। এই কামানটি ৮০৮ হিজরীতে নির্ম্মিত। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ কর্ত্তৃক মুসলমানদিগের নিকট ইহা বিজয়লব্ধ দ্রব্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে কামান গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই কামান প্রদর্শন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় একটি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। চিত্রসহ উহা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া এস্থলে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করা হইল না। রাজকুমার বাহাদুরকে এই কামান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

এই সভার অন্যতম ছাত্র সভ্য শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বগুড়া আদমদীঘি থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুরের গোপীনাথ জীউর প্রাচীন মন্দিরের সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শন করিলেন। এই মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়। ৺বিগ্রহ টীনের ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন। গোপীনাথ জীউর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেবাইতগণের পক্ষে অভিভাবিকা শ্রীগিরিবালা দাসী নূতন মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সভা হইতে তাঁহাকে প্রাচীন মন্দিরটি সংস্কার করিয়া পূর্ব্বকালের একটি সুন্দর স্থাপত্যের চিহ্ন রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ করার জন্য গ্রন্থধ্যক্ষ মহাশয় প্রস্তাব করিলে সম্পাদক মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্ব সম্মতিতে তাহা গৃহীত হইল।

শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া এই ইষ্টক শিল্পের সুন্দর নিদর্শন সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

৬। সময়াভাবশতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের "সন্তানোৎপত্তি" শীর্ষক আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পঞ্চম প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই সার-গর্ভ প্রবন্ধ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থার বিষয় বুঝাইয়া বলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিগত গৌহাটীস্থ অধিবেশনে এই অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল্ মহাশয় তাহার সম্পাদক ও ন্যাস রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, সুতরাং কেবল তাঁহাদিগের উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। উত্তরবঙ্গের করতোয়ার পশ্চিম হইতে সমগ্র আসাম বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে ভাগ করিয়া লইয়া অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। রঙ্গপুর জেলা এই কামরূপেরই অন্তর্গত। এই জেলার মধ্যে যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে তাহার তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে কামরূপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে অনুসন্ধানের সূচনা হইয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে। এই অনুসন্ধান এতদিন আরব্ধ হয় নাই বলিয়াই আমারা রঙ্গপুর ইতিহাস যেরূপভাবে রচিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ যোগ্য মনে করি নাই। অনুসন্ধানের পরেই উহার প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। আমাদিগের সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অনুসন্ধান কার্য্যে অবশ্যই সাফল্য লাভ করা যাইবে। ডিমলার সুযোগ্য কুমার বাহাদুরও এই অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। সুতরাং এরূপ সুযোগে কি ভাবে এই অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করা কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি অনুসন্ধান শাখাসমিতি গঠিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এম, এ, আই সি, এস্।
„ কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর।
„ খান তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ।
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ—ওভারসিয়ার।
„ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন।
„ বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার।
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু।
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার।
„ জীতেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী বি,এ, ছাত্রসভা
„ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত আবশ্যক মত আরও সদস্য এই শাখা সমিতিতে গৃহীত হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে সদস্যগণের মত জিজ্ঞাসার সময়ে বলিলেন যে, রঙ্গ-পুরের দক্ষিণ প্রান্তের মৃত্তিকা কঠিন, পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সেই দিকেই অধিক আছে। উত্তর-দিকে নদীর গতি পরিবর্ত্তনে পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান কার্য্য উৎসাহী

সদস্যের চেষ্টায় সফল হইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে সদস্যগণকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অনুসন্ধান না করিয়া লিখিলে ইতিহাসে অনেক ভুল থাকিয়া যাইবে। উৎসাহী সদস্যগণকে ক্রমে ক্রমে একটি করিয়া স্থানে পাঠাইয়া দিয়া তথ্য সংগ্রহ করাই সঙ্গত। এই অনুসন্ধান কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয় গৌহাটী হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত এবং তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী সাত ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

। রায় চৌধুরী, শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন,
সম্পাদক— সভাপতি

## বিশেষ অধিবেশন।

বুধবার, তারিখ ১০ই পৌষ ( ১৩১৯ ), ২৫ ডিসেম্বর ( ১৯১২ ) অপরাহ্ণ ৪টা।

উপস্থিত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্ সহঃ সভাপতি।
„ কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর।
„ বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
„ খান বাহাদুর তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ।
„ যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার।
„ পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার।
„ সৈয়দ আবুল ফত্তাহ সাহেব জমিদার।
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্।
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোচবিহার ষ্টেট্।
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম এ; বি-এল্।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন
„ সতীশকমল সেন বি, এল।
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
„ ভুবনমোহন সেন
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ; বি, এল।
„ উপেন্দ্রনাথ সেন বি, এল।
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্।
„ রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল।
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস্।
„ অনুরাগচন্দ্র গাঙ্গুলী।
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার।
„ ক্ষীরোদকুমার বসু।
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ।
„ মদনগোপাল নিয়োগী সহঃ সম্পাদক।
„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় মহামান্য রাজপ্রতিনিধি সহৃদয় লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের নব রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশকালীন তাঁহার জীবন নাশের নৃশংস উদ্যোগের সংবাদে এ সভা মর্ম্মাহত হইয়াছেন; এবং এ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবানের নিকট তাঁহার নিরাময় প্রার্থনা করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের অনুলিপি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে তারযোগে অগৌণে প্রেরণ করা হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

অষ্টম বর্ষ।

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১২ই পৌষ (১৩১৯) ২৭ ডিসেম্বর (১৯১২) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫টা।

### উপস্থিতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।

শ্রীযুক্ত কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর ডিমলা।

„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্ সহঃ সভাপতি।

„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্, এ; বি এল্ নায়েব বাহারবন্দ।

„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ; বি এল্।

„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।

„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্; মালদহ।

„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার।

„ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এল্।

„ হেমচন্দ্র সেন।

„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্।

„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল।

„ ভুবনমোহন সেন।

„ মথুরানাথ দে গ্রন্থাধ্যক্ষ।

„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি, এল, সহঃ সম্পাদক।

„ মদনগোপাল নিয়োগী ঐ

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগছী বি, এল্।

„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার।

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কলিকাতা।

„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।

„ সৈয়দ আবুলফতাহ জমিদার।

„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ।

„ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাত্র সভ্য।

„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

### আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত "প্রসাদ কবি ও পদচিন্তামণি মালা"।

নির্দ্ধারণ।

১। গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তি যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

| সদস্যের নাম। | প্রস্তাবক। | সমর্থক। |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু। ডিম্‌লা, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। | শ্রীযুক্ত কুমার যামিনীবল্লভ সেন। | সম্পাদক। |

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, মহাশয়ের উপহৃত "অনুসন্ধান" ও "সাধনা" এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপহৃত "পদচিন্তামণি মালা" সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কবিবর রজনীকান্তের জীবনী রচয়িতা শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, কবিবরের পিতা গুরু-প্রসাদ সেনের কবিত্বের সম্যক্ পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাই নাই। তবে এই সভার সভাপতি মহাদয়ের নিকটে তিনি যে একজন ভাবপ্রবণ কবি ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। আজ আমরা তাঁহার কাব্য রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইব বলিয়া আশা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার রচিত "প্রসাদ কবি ও পদচিন্তামণি মালা" প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে বলিলেন যে, উত্তরবঙ্গে নানা সময়ে যে নানা কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রথম সংবাদ আমরা রঙ্গপুর পরিষদের প্রাণ স্বরূপ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে পঠিত অভিভাষণ হইতে জ্ঞাত হইয়াছি। তাঁহারই অভিভাষণ হইতে জানিয়াছি উত্তরবঙ্গ হইতে কবিবর কালীচন্দ্রের মর্ম্মন্তুদ আকুল আহ্বান—

"আধুনিক যুবজনে স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে,
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম
এই মাত্র রাখহে প্রমাণে॥"

বঙ্গের শ্রেষ্ঠকাব্য "পদ্মিনী উপাখ্যান" ও আদি নাটক "কুলীন কুল-সর্ব্বস্বের" রচনার মূলীভূত কারণ। ইহার পরে পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক আহূত রজনীকান্তের শোকসভায় প্রসাদ কবির প্রথম পরিচয় আমরা অবগত হই। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি রজনীকান্তের জীবনী রচনাকালে পূজ্যপাদ পণ্ডিতরাজ মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তরে তিনি প্রসাদ কবির যে কাব্যাংশের আস্বাদ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার রচিত গ্রন্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সচেষ্ট হই। তাহার ফলে এই

অমূল্য গ্রন্থ "পদচিন্তামণিমালা" আমার হস্তগত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ এই সকল কবিকে লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছে এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছে। আমার অনুসন্ধানের ফলে কবি গুরুপ্রসাদ সেন মহোদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছি তৎসহ পদচিন্তামণিমালার সংক্ষেপতঃ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সদস্য মহোদয়গণ এই স্বদেশীয় কবির স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে বিচার করিবেন।

অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি রঙ্গপুরসাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া এস্থলে তাহার সার উদ্ধৃত হইল না।

প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগচী মহাশয় বলিলেন যে, 'লেখক উল্লেখ করিয়াছেন কাব্য ও সঙ্গীত এই দুইটি বিষয় একত্র আলোচনা করিবেন। আমাদের সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেই একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন যে, চিন্তামণিমালার কবিতা উচ্চ অঙ্গের না হইলেও গ্রন্থকার রাজকীয় বিচারাসনে আইনের কূটতর্কের মধ্যে সতত ব্যাপৃত থাকিয়াও যে ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। চণ্ডীদাস পাঠ করিয়া অনুভব করিয়াছি যে প্রাণ হইতে যেন সমস্ত কঠোরতা দূরে সরিয়া গিয়া তাহার সরলতা সম্পাদন করে এবং এক প্রকার অবশ ভাব সহ ত্যাগের আদর্শ সম্মুখে আনিয়া দেয়। যাঁহাদের মনের মধ্যে এইরূপ অবসাদের ভাব আছে তাঁহারাই বৈষ্ণবের চরম স্থানে যাইতে পারেন। এই কবির কবিতা ঠিক সেইরূপ না হইলেও ঐ দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রজবুলীতে রচিত কবিতার শব্দ নৈপুণ্যের উপরেই ভাব নৈপুণ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত আধুনিক কবিতা ঠিক ইহার বিপরীত। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর কবিতা এরূপ কৌশলে রচিত যে, সরস ও মধুর ভাবের সহিত ধর্ম্মপ্রেরণা আনয়ন করে। চণ্ডীদাস ধর্ম্মছাড়াও মানুষের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখামৃত তাঁহার কবিতাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই দুঃখের সহিত ধর্ম্মের একটা গাঢ় সম্পর্ক আছে। ব্যথাতে আলোড়িত না হইলে ধর্ম্মভাব আসে না। রাধিকার বিরহ ইহার দৃষ্টান্ত। সেইরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাতে যে এ ভাব যথেষ্ট প্রস্ফুটিত হয় নাই একথা বলিতে পারি না। উত্তরবঙ্গে যে এমন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত। কঠোরতাময় জীবন সংগ্রামে এরূপ সরস অন্তরের গাথা অনেক পরিমাণে শান্তির নিদান হইয়া থাকে, নতুবা ভারত মরুভূমি হইত, ইহাই ভারতের সর্ব্বস্ব। ভারত সর্ব্বস্বহীন হইয়াও এই সরলতাপূর্ণ ধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত।

বিধুবাবুর আলোচনার উত্তরে নলিনী বাবু বলিলেন যে, এই গ্রন্থ সমুদায় না পড়িলে আস্বাদ পাওয়া যাইবে না। আমি আনন্দের সহিত এই গ্রন্থ সভায় উপহার দিলাম। আপনারা পাঠ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবেন। ইহা একই ছন্দে রচিত নহে। বিবিধ ছন্দে উক্ত কবির হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় বলিলেন যে, বিধুবাবু ইহাকে যে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ নহে বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত মনে করি না। আমরা পরিষদে সমস্ত গ্রন্থেরই আলোচনা করিব। চণ্ডীদাসের সঙ্গে ইহাকে তুলনা করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। সেরূপ কবির পরিচয় আর প্রদান করিতে হয় না। ৺রজনীবাবুর পিতার রচিত গ্রন্থ বলিয়াও ইহার মূল্য অনেক। ইহা বঙ্গ বিখ্যাত কবি রজনীকান্তের পিতৃরচিত গ্রন্থ বলিয়াও প্রকাশযোগ্য। এরূপ দুর্ল্লভ গ্রন্থ উপহার দেওয়ায় আমরা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আমরা কারণতাবাদী হিন্দু। কার্য্যকারণভাবই নৈয়ায়িকের সর্ব্বস্ব। আমরা যখনই কান্ত কবি রজনীকান্তের কবিতা পাঠ করি তখনই এই কমনীয় কবিতার উৎস যে স্থান হইতে উদ্ভব হয় তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকি। সেই অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারি এই উৎসযুগলের—রজনীকান্ত, ও তাঁহার সাধ্বী বিদুষী ভগ্নি অন্নদাসুন্দরীর—উদ্ভবস্থান মরুভূমিতে নহে কাব্যরসসিক্ত উর্ব্বর উদার ও সমৃদ্ধ একটি ক্ষেত্র হইতে উৎসযুগল বহিয়া আসিতেছে। আমার বহুকালের বন্ধু রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব সবজজ গুরুপ্রসাদ সেনই সেই উর্ব্বর ও উদার ক্ষেত্র। এরূপ ক্ষেত্র হইতে এরূপ উৎস না বহিবে কেন? চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী বৈদ্যদিগের কবিরাজ উপাধীর স্বার্থকতা তাঁহাদের রচিত চিকিৎসা গ্রন্থের মুখবন্ধের লিখিত ২।৪টি শ্লোক হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বৈদ্য-বংশোদ্ভব বিজয়দত্ত, ও কলাপের টীকাকার সুকবি ছিলেন। এই বৈদ্যবংশেই গুরুপ্রসাদ সেনের জন্ম। তিনি সেকালের কবি ছিলেন। আর একালে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য লাভ করিয়, তাঁহারই স্বনামধন্য পুত্র রজনীকান্ত এত বড় কবি হইয়া সকলের হৃদয় তুল্যভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রকৃত কবি হইতে হইলে সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার থাকা চাই। ব্যবহার শাস্ত্রে দক্ষতা থাকিলে সূক্ষ্ম পরিদর্শনের শক্তি প্রবল হয়। কবির পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক। আবার সমুদ্র ও পর্ব্বত প্রভৃতিতে ভ্রমণ কবির পক্ষে প্রয়োজন। সৌভাগ্যশালী গুরুপ্রসাদ তাঁহার সাধনার সিদ্ধির অনুকূল এই অবস্থাগুলির অধিকারী ছিলেন।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, উত্তরবঙ্গের এরূপ একজন কবির সন্ধানের নিমিত্ত দক্ষিণবঙ্গের একজন সাহিত্যিক এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কবিবরের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াই, যাহা আমাদের অগ্রগণ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, তাহা তিনি আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন; এজন্য আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার গ্রন্থালোচনাও অতি সুন্দর হইয়াছে।

কল্যাণভাজন শ্রীমান বিধুরঞ্জন এই প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থভেদে কবি দুই প্রকার। ব্রজবুলীতে যাঁহারা রচনা করেন তাঁহারা শব্দ কবি এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভাব সমৃদ্ধ কবিতায় অর্থ কবি। কিন্তু ব্রজবুলীতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী

পাঠ করিয়া আমাদের এ ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। উহা কেবল শব্দ যোজনার নৈপুণ্য নহে ভাব নৈপুণ্যেও পরিপূর্ণ। আমরা ব্রজবুলী ভাল জানি না সুতরাং তাহার ঝঙ্কার আমাদের নিকটে বোধগম্য হয় না। যাঁহারা জানেন তাঁহারাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আমাদের ব্রজবুলিতে স্বল্পজ্ঞানের দ্বারা যেটুকু ভাব উপলব্ধ হয় তাহাতেই উহার আংশিক মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারি মাত্র। আমাদের মাতৃভাষায় রচিত চণ্ডীদাসের গাথা শ্রবণ মাত্রেই হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া আমাদিকে মুগ্ধ করে। গুরুপ্রসাদ প্রাচীন রীত্যনুসারে ব্রজবুলীতে তাঁহার প্রাণের ভক্তিগাথা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমরা অনেক সময়ে শ্রবণ মাত্রেই তাহার রসাস্বাদনে অক্ষম, তাই বলিয়া ইহাকে ভাব সমৃদ্ধ নহে বলা যাইতে পারে না। পদচিন্তামণিমালার যে সকল স্থান সমালোচক উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে এক স্থানের মর্ম্ম এই যে শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন যে, "তোমরা শ্যামের বংশীর সাতটি মাত্র ছিদ্রের কথা কহিতেছ, কিন্তু উহা শ্রবণ মাত্রে হৃদয়ে যে অসংখ্য ছিদ্র হয়," ইহা কি ভাব নৈপুণ্যের পরিচয় নহে? চণ্ডীদাস একটি মৌলিক পথের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহার পন্থানুসরণকারী কখনই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না, মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া কালিদাস কখনই তাঁহার সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না, তথাপিও কালিদাসের কবিতায় জগৎ মুগ্ধ। বঙ্গভাষার মধ্যযুগে গুরুপ্রসাদ যাহা দিয়া গিয়াছেন এখন তাহারও প্রত্যাশা নাই। রজনীকান্ত ইঁহারই পাদমূলে স্থান পাইবেন। পদচিন্তামণিমালাতে যথার্থই কবিত্ব আছে। বন্ধুবর গুরুপ্রসাদেরও কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল, তিনি রঙ্গপুরে যখন সদরআলা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তখন অনেক গান রচনা করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ ও সমালোচনা শেষ হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভার সমক্ষে উত্থাপিত ও গৃহীত হইল :—

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বঙ্গ সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবকের অকালতিরোধানের সংবাদ আমি সভায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের নিকটে সভার পক্ষ হইতে সান্ত্বনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিতেছি। ইনি মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ। অতি অল্প বয়সে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিললেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের Accountant Generalপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারও অকাল মৃত্যু হয়। আর শ্রীমান মুনীন্দ্রও চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একটিমাত্র পুত্র অবশিষ্ট থাকিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শোভাবাজার বেনাভলেণ্ট সোসাইটীর" জন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার অভাবে এই সমিতির সমূহ ক্ষতি হইল।

এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

২। অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মূল পরিষদের উত্তরবঙ্গেতর স্থানের সদস্যদিগকেও কম হারে শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক পত্রিকাদি প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়টি বিবেচনার্থ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন। সর্ব্ব সম্মতিতে উহা পরিগৃহীত হইল।

৩। কবি গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় রচিত "অভয়াবিহার" নামক অপ্রকাশিত শক্তিগাথা নাটোরের উকীল শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় মহোদয়ের নিকট আছে। ইহা তাঁহার নিকট হইতে আনাইয়া প্রকাশ যোগ্য কি না বিচার করা হয়। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এই প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব সম্মতিতে তাহা গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পরে রজনী প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল।

| | |
|---|---|
| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন |
| সম্পাদক। | সভাপতি। |

## অষ্টম বর্ষ

### চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

রবিবার ৫ই জানুয়ারী (১৯১৩) ২১ পৌষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন অধ্যাপক সদস্য
" ললিতমোহন গোস্বামী
কাব্য-ব্যকরণ পুরাণতীর্থ ছাত্রাধ্যক্ষ
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ
" মদনগোপাল নিয়োগী সহকারীসম্পাদক
" অন্নদাচরণ-বিদ্যালঙ্কার ঐ
" দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দাস গুপ্ত আর্টিষ্ট
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
" রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার
" সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" গোপীনাথ ঘোষ
" মথুরানাথ দে গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

### আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনর কার্য্য বিবরণ গ্রহণ ২। সদস্য নির্ব্বাচন ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের রচিত "নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ" সম্বন্ধে আলোচনা ৫। বিবিধ।

## নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল

২। এই অধিবেশনে কোনও নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হয় নাই।

৩। নিম্নলিখিত প্রাচীন পুঁথি ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে উপহাররূপে গৃহীত হইল

| প্রাচীন পুঁথির নাম | উপহার-দাতার নাম |
|---|---|
| গ্রন্থ মঙ্গলাচরণ | শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায় |

শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ মহাশয়ের রচিত "নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ" সম্বন্ধে আলোচনা প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "নারায়ণ দেব ও পদ্মাপুরাণ" প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—"বোর গ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। পরে শ্রীহট্ট হইতে ময়মনসিংহে পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত বহু শব্দের সাদৃশ্য ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। নারায়ণ দেব প্রথমতঃ শ্রীহট্ট বাসী ছিলেন পরে ময়মনসিংহে আইসেন। কবিবল্লভ ও নারায়ণ দেব পৃথক্ ব্যক্তি। উভয়ে মিলিয়া এই পদ্মাপুরাণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় বলিলেন যে, সতীশ বাবুর বাসস্থান ও কেদার বাবুর পত্রের বিষয় লক্ষ্য করা প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গত হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত গল্পের দ্বারা নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

ইংরাজাধিকারের কিছু পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক যখন বিচার আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সময়ে ইংরাজীনবিশের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তখন শিক্ষিত বলিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়কেই বুঝাইত। তাৎকালিক প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্য হইতে সদর আলা (সব জজ) সদর আমিন (মুন্সেফ) ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মনোনীত করিয়া লইতেন। অবশ্য সেই মনোনীত পণ্ডিতগণই যে চাকুরী স্বীকার করিতেন এমন নহে, এজন্য ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেগ পাইতে হইত। নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া কোন কোন পণ্ডিতকে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিতেন। সেই গৃহীত পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা শাস্ত্র চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সেই সরল প্রকৃতির পণ্ডিতগণ বিচারকার্য্যে তাদৃশ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। বাদী প্রতিবাদীর আবেদন, প্রতিবাদ ও উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেন। কাহার কথা বিশ্বাস করিবেন, কাহার কথা অবিশ্বাস করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের কর্ণধার ছিলেন, সে কালের চতুর বিষয়ী সেরেস্তাদার। সেরেস্তাদার যেরূপ বুঝাইতেন কার্য্যেও তাহাই হইত। আলিপুরের নিকটবর্ত্তী তবকপুর গ্রামনিবাসী জগন্নাথ পণ্ডিত নামধেয় কোন পণ্ডিত রঙ্গপুরের সবজজের

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ রায় নামে এক চতুর বিষয় দক্ষ ব্যক্তি তাঁহার সেরেস্তাদার ছিলেন। পণ্ডিত সবজজ গঙ্গাগোবিন্দের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "অদ্যকার মোকদ্দমা উপস্থাপিত কর।" গঙ্গাগোবিন্দ একটি মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণনা পাঠ করিলেন। পণ্ডিত সবজজ বর্ণনা শুনিয়া মোহিত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার লিখা?" গঙ্গা গোবিন্দ তাহার উত্তরে বলিলেন,—"বাদীর পক্ষের উকীল কৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ তাঁরই লেখা।" সবজজ উকীল কৃষ্ণনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কেমন, এ তোমার লিখা? কি সুন্দর! কি সুন্দর!! ইহার উপরে কি আর অন্য কথা আছে? এখন ডিক্রী লিখিলেই হইল।"

গঙ্গাগোবিন্দ—"আজ্ঞে জবাব আছে।"

সবজজ—"হাঁ হাঁ জবাব আছে? পড়, পড়।"

গঙ্গাগোবিন্দ জবাব পড়িলেন।

সবজজ—"আঃ সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছে। আর কিছুই নাই, কিছুই নাই। এখন ডিস্‌মিস্ লিখিলেই হইল আর কি। এ লিখা কাহার?"

গঙ্গাগোবিন্দ—"বিবাদী পক্ষের উকীল প্রমদাচরণ বসু, এ তাঁরই লেখা।"

সবজজ প্রমদাচরণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"কি প্রমদা তুমি লিখিয়াছ? এ তোমা ভিন্ন হইবার সম্ভব নাই। তোমার শক্তি অসীম, আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে এখন আমার কার্য্য ডিস্‌মিস্ করা।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"না, জবাবেরও জবাব আছে।"

সবজজ—"হাঁ, তা তো থাকিবেই, কৃষ্ণনাথ কি ছাড়িবার পাত্র? সেও কম নয় পড়, পড়।"

গঙ্গাগোবিন্দ জবাবের জবাব পড়িলেন।

সবজজ—(আহ্লাদ সহকারে) "বটে? আর ডিগ্রী না দিয়া কি থাকা যায়? বাদীর দাবী যে সত্য তাহা চক্ষের উপর ভাসিতেছে। কৃষ্ণনাথ একজন সদর দেওয়ানীর উকীলের যোগ্য।"

গঙ্গাগোবিন্দ—"আবার অর্দ্ধজবাব আছে।"

সবজজ—"অর্দ্ধজবাব থাকিবে না? প্রমদা কি অর্দ্ধজবাব না লিখিয়া ছাড়ে? পড়, পড়।"

গঙ্গাগোবিন্দ অর্দ্ধজবাব পড়িলেন।

সবজজ—"আর কি, এখন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ লিখিলেই হয়। প্রমদা খুব যোগ্যতা দেখাইয়াছে। এক পক্ষে কর্ণ, অপর পক্ষে অর্জ্জুন। কাহাকে ছোট বলিব কাহাকে বড় বলিব? গঙ্গা কি বল?"

গঙ্গাগোবিন্দ—"আজ্ঞে তা তো ঠিক তবে সাক্ষী প্রমাণ আছে।"

সবজজ—"উঃ! উহারা নাছোড়বান্দা, সাক্ষী না দিয়া ছাড়িবে না! পড়।"

গঙ্গা উভয়পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী পাঠ করিলেন। সবজজ হতভম্ব; কি করিবেন স্থির করিতে পারেন না। অবশেষে কর্ণধার গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন—"গঙ্গা! কি বল কি বল?"

অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দ যে পথে চালাইলেন সবজজ সেই পথেই চলিলেন। আজ আমার সেই জগন্নাথ পণ্ডিতের দশা ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লিখিত 'নারায়ণ দেব ও পদ্মাপুরাণ প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম, সতীশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। ইহার উপরে আর কথা নাই। আবার যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ লিখিত তাহার প্রতিবাদ শ্রবণ করিলাম তখন আবার সেই দিকেই হেলিয়া পড়িলাম। কোন্ দিকে ডিক্রী ডিস্‌মিস্ দিব তা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পণ্ডিত জগন্নাথের সেরেস্তাদার গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন কর্ণধার আমার কর্ণধারেরও অভাব। তবে আশা আছে, কেবল বর্ণনা ও জবাবমাত্র শুনিলাম। ইহার জবাবত জবাব আছে, অর্দ্ধ জবাব আছে, ততদূর পর্য্যন্ত গেলে যদি গঙ্গাগোবিন্দের দরকার হয় তখন দেখা যাইবে। এখন আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না। আমি বৃদ্ধ, লেখকদ্বয়ের নিকটে বিনীতভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারা তথ্য নির্ণয়ের জন্য যথামতি তর্কোদ্ভাবন করুন, তদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের মত খণ্ড খণ্ড করুন, উত্তম কথা। কিন্তু প্রতিপক্ষকে আক্রমণের ভাষায় আক্রমণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়।"

শ্রীযুক্ত মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও বঙ্গীয় গভর্ণরের নিকট হইতে এ সভা হইতে প্রেরিত টেলিগ্রামের উত্তরে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম পঠিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

## অষ্টম বর্ষ—পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

রবিবার ২০শে মাঘ (১৩১৯) ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) অপরাহ্ণ ৪৷৹ ঘটিকা

### উপস্থিত

শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
„ কালীকান্ত বিশ্বাস সব ইন্‌স্পেকটর অব পুলীশ।
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার।
„ নগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল,
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ সহঃ-সম্পাদক।
মথুরানাথ দে গ্রন্থাধ্যক্ষ।
মদনগোপাল নিয়োগী সহঃ-সম্পাদক।
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ-সম্পাদক।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

### নির্দ্ধারণ

সভাপতি ও তাঁহার সহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মোক্তার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেঃ ম্যাঃ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত শিক্ষক জিলাস্কুল
„ কাশীশ্বর দাস হেডক্লার্ক ফৌজদারী-কোর্ট রঙ্গপুর।
„ মৌলবী আবদুল আজিজ ভায়া কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ কালীমোহন রায় পণ্ডিত আলোকডিহি মডেলস্কুল সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সমর্থক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩। বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত নিম্নোক্ত হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি ধন্যবাদ পুরঃসর গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল—

(১) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (২) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত (৩) ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী (৪) রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব (৫) অমরসিংহের নামলিঙ্গানুশাসন (৬) স্তবকবচাদি (৭) শ্রাদ্ধতত্ত্ব (৮) শ্রীমদ্রামরসায়ন (৯) স্বপ্নফল (খণ্ডিত)

বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত

সুবৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং একখানি প্রস্তরফলক প্রদর্শিত হইল। প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখিত আছে।

শ্রীরামঃ ॥ শকাব্দাঃ ১৬৯১ ॥

শাকেঙ্কাঙ্কস্তিরাপেমিত ইহ সততং কৃষ্ণচন্দ্রাত্মজোঽজং
ধ্যায়ন্নঙ্ঘ্র্যব্জযুগ্মাদ্বিগলিতমমৃতং পাতুমন্তে মুরারেঃ।
রায়শ্রীবৈদ্যনাথ ক্ষিতিপতিহরিণা পূর্ণচেতোঽভিলাষঃ
প্রাসাদং বিষ্ণবেঽদাদ্দ্বিজগণপুরতঃ শ্রীলগঙ্গাপ্রসাদঃ ॥ শ্রীঃ ॥

সংগ্রাহককে ধন্যবাদ-প্রদান-পূর্ব্বক উহা চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের নেতৃত্বে অনুষ্ঠাতব্য আন্তর্জ্জাতিক ঐতিহাসিক মহাসভায় যোগদানের নিমিত্ত রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ্, জে, মোনাহান স্কোয়ার আই, সি এস্ মহোদয়কে এই সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

সাদরে সর্ব্বসম্মতিতে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ-সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "পুরীষ্যাগ্নি বা গ্যাস আলোকের ইতিবৃত্ত" এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়ের লিখিত "কালঞ্জেশ্বরী" প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় প্রথম প্রবন্ধের সম্বন্ধে বলিলেন, অগ্নির নামকরণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহার কোনও সত্তাই নাই। কারণ অম্লজানের সহিত গ্যাসের মিলনে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ইহা পদার্থ-বাচ্য হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল, মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, বহুকাল হইতে তিনি আলেয়ার উৎপত্তি ও গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পঙ্কিল পুষ্করিণী হইতে গ্যাস সংগ্রহ করিয়া তিনি উজ্জ্বল আলোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই গ্যাস হইতেই আলেয়ার উৎপত্তি সুতরাং ইহা পদার্থ-বাচ্য নহে। পৃথক্ দুইটি বস্তুর সংযোগ-ক্রিয়ার ফলমাত্র।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন, প্রবন্ধ-রচয়িতা এককালে এই সভা ও সমগ্র হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় এরূপ একটি পুণ্যকীর্ত্তির নিদর্শন এবং হিন্দুর পুণ্যতীর্থরক্ষা হইবার উপায় হইয়াছে। এই পুরাকীর্ত্তি-রক্ষায় দিনাজপুরের মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী বৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। এখন মন্দিরটির সংস্কার হইলেই পুরাকীর্ত্তিটি রক্ষা পায়।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ইনভিসিবল লাইট্" বিষয়ক বক্তৃতার উল্লেখ করিলেন। ডাক্তার বসু আলো ধরার জন্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কার

করিয়াছেন। আলো বস্তু নহে, তবে সর্ব্বত্রই আছে। "পুরীষ্যালোক" লেখক বিশেষ ধন্য-বাদের পাত্র। তাঁহার সংগ্রহ-নৈপুণ্য প্রশংসার্হ। "কালগ্নেশ্বরী" প্রবন্ধও অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ-প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী<br>সম্পাদক

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার<br>সভাপতি

## অষ্টমবর্ষ—ষষ্ঠমাসিক অধিবেশন।

বৃহস্পতিবার ২২শে ফাল্গুন ( ১৩১৯ ) ৬ই মার্চ্চ ( ১৯১৩ ) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

### উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি এল, সভাপতি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ<br>
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার<br>
" রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত আই, এ

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী<br>
" কালীকান্ত বিশ্বাস<br>
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

### নির্দ্ধারণ

১। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

২। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (বি, এ, ক্যান্টাব) বার-আট্-ল মহোদয়কে দিনাজপুরে আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব-গ্রহণার্থ নির্ব্বাচন-প্রস্তাব, যাহা এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি দিনাজপুরে পাঠাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বসম্মতিতে অনুমোদিত হইল। চৌধুরী মহোদয় সানন্দে সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মতি দিয়াছেন জানিয়া সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

৩। সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, চট্টগ্রামবাসীর এবং কলিকাতার সাহিত্যিকগণের অনুরোধে এবং দিনাজপুর-অভ্যর্থনাসমিতির নির্দ্ধারণ ও নির্ব্বাচিত সভাপতির নির্দ্দেশ মত আগামী ইষ্টারের অবকাশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন স্থগিত রাখা

হউক। অতঃপর কোন্ দিন সম্মিলন হইবে, তাহা নির্ব্বাচিত সভাপতি ও দিনাজপুরের অভ্যর্থনা-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে।

৪। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৫। ডাক্তার স্পূনার সাহেব বাহাদুর বিষ্ণুমূর্ত্তির যে সকল চিত্র সভার চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন, তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

| প্রস্তাবক | সমর্থক | সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | সম্পাদক | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি, এ পোষ্টালসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বগুড়া ও রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট। |
| „ গোপালচন্দ্র দাস | শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষাল মহীগঞ্জ রঙ্গপুর। |

৭। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বর্ত্তমান শিক্ষা ও তাহার অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধের ভাষা উপাদেয়, লেখক শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া যথার্থই শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের অবলম্বিত বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। ইংরাজরাজত্বে শিক্ষা যে কোন ফল প্রসব করে নাই, ইহা আমাদেরই ভাগ্যবশে। আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে চালিত হইয়াছি। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য চাকরী দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশ বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষা এবং তাহার ফল-লাভের উপযোগী হইতে পারে না। জাপান শিল্পের অনুকূলক্ষেত্র, কিন্তু সাহারা নহে। তৎপরে বক্তা বঙ্গদেশের দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলির বিফলতার বিষয় উল্লেখ করিলেন। এ দেশ কৃষিজীবী, অষ্ট্রেলিয়াও সেইরূপ, সুতরাং এই দুই দেশে কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই উচিত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিলে বহু অর্থাগম হইতে পারে। এক দেশ হইতে শ্যামের ধন রাম পাইলে অর্থাগম হয় না ভিন্নদেশ হইতে অর্থ আনিতে পারিলেই দেশের যথার্থ অর্থাগম হইতেছে বলা যাইতে পারে। লেখকের অর্থাগম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মত সমীচীন নহে।"

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের দেশ অনুকূল নহে বলিয়া শিল্পের অনুপযোগী, কিন্তু আমাদের দেশ হইতেই বহুদ্রব্য অন্য দেশে গিয়া রূপান্তরিত হইয়া আবার আমাদের কাছেই আসে। দেশে যদি সেই রূপান্তরের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই বহু অর্থাগম হইতে পারে। সুতরাং মাষ্টার মহাশয় শিল্পের উন্নতির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, চেষ্টা করিলে কখনই তাহা ব্যর্থ হইবার নয়।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রথমতঃ এই প্রবন্ধের ভাষার দিকেই আমাদিগের লক্ষ্য

করা আবশ্যক। লেখক অতি প্রাঞ্জল ও অভিনব ভাষায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ক্রিয়াপদের প্রয়োগেও বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সহিত কয়েকটিমাত্র ক্রিয়াবাচক পদ যোগ করিয়া তবে বাক্য সমাপ্ত করা হয়। যথা—স্পর্শ করিল, সৃজন করিল, ব্যক্ত করিল, আরম্ভ হইল ইত্যাদি। লেখক এরূপ স্থলে সৃজিল, বলিল, আরম্ভিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা বঙ্গভাষায় গ্রহণীয় কি না তৎসম্বন্ধে আমি মতামত প্রকাশ করিতেছি না। তবে এই বিষয়ে দৈন্য-মোচনের প্রয়াস যে অতি সাধু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থনীতি-সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় অতি কমই আলোচনা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু জীবন-ধারণের প্রধান সহায় অর্থনীতি অবগত না হইতে পারিলে লোকে কখনই দেশের ও সমাজের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে না। আমাদের শিক্ষার দোষে কেবল চাকরী অর্থাগমের উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সভ্য জগৎ যেরূপ বিবিধ প্রকারে অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, আমাদের পক্ষেও তাহা আবশ্যকীয়। এই অর্থনীতি সম্বন্ধে যত অধিক আলোচনা হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। বঙ্গভাষার এই বিভাগে দৈন্য-মোচনের জন্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অগ্রণী হইয়াছেন। আমাদের সভাতে লেখক অদ্য সেই বিষয়েরই অবতারণা করিলেন। আশা করি সুধীবৃন্দ সকলেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রচনায় অতঃপর ব্রতী হইবেন। লেখক সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, "আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় Theoritical শিক্ষা হইতেছে, তৎস্থানে Practical শিক্ষার ইঙ্গিত লেখক করিয়াছেন। কৃষিশিল্প দুই বিষয় বলিয়াছেন, কিন্তু বাণিজ্যের কথা স্পষ্ট না বলিলেও তাহার মধ্যেই নিহিত আছে। প্রতিদেশ বিশেষ বিশেষ শিল্পের প্রসূতি, এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববক্তার সহিত আমিও একমত। কৃষিশিল্প-বিদ্যালয় আমাদের দেশে অতি কম। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষারই আয়োজন করা উচিত। অর্থনীতি বিশেষ জানি না। আমাদের দেশে যে সব শিল্পজাত দ্রব্য নাই তাহা সংগ্রহেও অর্থ চাই। সুতরাং অর্থকে কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় যেরূপ কম আবশ্যকীয় বলিয়াছেন, আমার মনে সেরূপ হয় না। জমিদারদের সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সাহায্যে প্রতি জেলায় কলেজ হওয়া উচিত। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি জেলায় কলেজ হওয়া সম্ভবপর নহে। বিদ্যালয় যত বৃদ্ধি হয়, ততই ভাল, তবে উচ্চশিক্ষা এত সুলভ হইলে তাহার মূল্য যেন একটু কম হইতেও পারে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে; তাহার প্রচারও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। লেখককে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর রাত্রি প্রায় ৭॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী — সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দে — সভাপতি

## অষ্টম বর্ষ—সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—সভার কার্য্যালয়—ধর্ম্মসভাগৃহ।

রবিবার ২৪শে চৈত্র (১৩১৯) ৬ই এপ্রিল (১৯১৩)

সময় অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

### উপস্থিত।

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি এস্, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—সভাপতি।

২। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল সহকারী-সভাপতি।

৩। ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

৪। ডাক্তার " যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন

৬। " ললিতমোহন কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ ছাত্রাধ্যক্ষ।

৭। " হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

৮। হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।

৯। সিদ্ধেশ্বর সাহা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল-স্কুল।

১০। কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল্।

১১। ভুবনমোহন সেন।

১২। মহম্মদ আলি চৌধুরী বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৩। পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।

১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।

১৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

১৬। " নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট।

১৭। কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস।

১৮। রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত।

১৯। সুরেশচন্দ্র সমাদ্দার।

২০। রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।

২১। মথুরানাথ দে মোক্তার গ্রন্থাধ্যক্ষ।

২২। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন।

২৩। দীননাথ বাগছী বি, এল্।

২৪। নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল্।

২৫। চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার।

২৬। সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার।

২৭। সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

২৮। কালীপদ বাগছী ছাত্রসভ্য ও অন্যান্য।

১। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্, সহকারী সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দে বি, এ, আই সি, এস্ রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুর অদ্য দিবসীয় অধি-বেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

## নির্দ্ধারণ।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এ সভার বরাবর প্রেরিত স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপন সম্বন্ধে উৎসাহজ্ঞাপক পত্র পাঠ করিয়া এতদ্দ্বারা সংগ্রাহকগণের মন হইতে অনুসন্ধান-কার্য্যে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহা অতঃপর দূর হইবে ইহা ব্যক্ত করিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী স্থানীয় চেষ্টায় ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহপূর্ব্বক চিত্রশালা-স্থাপনের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এরূপ আশঙ্কার উদ্ভব হয়। উত্তরবঙ্গ হইতেই এই অভিমতের প্রতিবাদ প্রথমে উত্থাপিত হইয়াছিল। রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার এবং এই সভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত এফ্, জে, মোনাহান্ আই, সি, এস্ মহোদয় স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া এই প্রতিবাদের সমর্থন পূর্ব্বক এক মন্তব্য গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সদাশয় অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পুনার মহোদয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা-পরিদর্শনার্থ রঙ্গপুরে শুভাগমন করেন এবং তিনি ও সুযোগ্য কমিশনার সাহেব বাহাদুরের সহিত এতদ্বিষয়ে একমত হন। রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুরও এ বিষয়ে সভার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহোদয়-প্রমুখ সদস্যগণের চেষ্টাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের চেষ্টায় ভারতের নানাস্থানে চিত্রশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তিগত প্রতিকূল মন্তব্যের প্রচার হেতু যে আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল পূর্ব্বোক্ত রাজপুরুষগণের পরামর্শে ভারত-গবর্ণমেণ্ট অদ্য তাহার মূলোৎপাটন করিয়া সমগ্র সাহিত্যিক সমাজের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। এক্ষণে পুরাকীর্ত্তির অমূল্য নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশের নানাস্থানে চিত্রশালা স্থাপনপূর্ব্বক ঐতিহাসিকেরা পুরাতত্ত্বালোচনায় উৎসাহের সহিত ব্রতী হইতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই আশ্বাসবাণীর প্রচারে এ সভা আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের মধ্যবর্ত্তিতায় এই সংবাদ গভর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করা হউক।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সাধু প্রস্তাব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

২। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের দিন অবধারণ সম্বন্ধে দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের পত্র পঠিত এবং আগামী ৩০।৩১শে জ্যৈষ্ঠ দশহরার অবকাশে মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ( বি, এ, ক্যাণ্টাব ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের এই অধিবেশন আহ্বান করা সর্ব্বসম্মতিতে এ সভার অনুমোদিত হইল।

৩। বিগত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হওয়ার পরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

৪। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

| সদস্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| (১) শ্রীযুক্ত মহাম্মদ আলি চৌধুরী বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রঙ্গপুর | সম্পাদক | শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| (২) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, উকিল হাইকোর্ট ২৮।৩ অখিল মিত্রের লেন কলিকাতা। | শ্রীকালীপদ বাগছী | শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার |

৬। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এম্, আর, এ, এস্ মহোদয়ের উপহৃত সুবৃহৎ প্রাচীন ভগ্ন নালিকাস্ত্রের শীর্ষাংশ সভার চিত্রশালায় ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইয়া সদস্যগণকে প্রদর্শিত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় গিরিডির সুযোগ্য সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ মহাশয়ের রচিত "পদ্মাপুরাণ ও দ্বিজ বংশীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে বলিয়া এস্থলে তাহার সার উদ্ধৃত হইল না। পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, কেতকাদাসের, ক্ষেমানন্দের ও নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ প্রথমে রচিত হয়, তৎপরে দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপরাণ। দেশ যখন জঙ্গলময় ছিল তৎকালে শ্বাপদভীতি-নিবারণ জন্য ব্যাঘ্রদেবতা ও সর্পের দেবীর পূজার প্রচার স্বাভাবিক। এই কারণে সর্পের দেবী পদ্মা ও ব্যাঘ্রের দেবতা সোনারায়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত ইহার অপর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়াই নানাস্থানে চাঁদ সদাগরের বাটী নির্দ্দিষ্ট হয়। বক্ষ্যমাণ পদ্মাপুরাণের কল্পনাতে যথেষ্ট ভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যকারের পক্ষে তাঁহাকে মানবীরূপে বর্ণনা করিয়া আবার স্বর্গে লইয়া গিয়া দেবত্ব অর্পণ সমীচীন হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখকের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারের বাসস্থান ময়মনসিংহের অন্তর্গত কোন স্থানে ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত। পদ্মার উপরে অভিসম্পাত ছিল যে, চাঁদসওদাগরের দ্বারা পূজা না পাইলে তাঁহার পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার হইবে না। গ্রন্থালোচনা-প্রসঙ্গে প্রবন্ধলেখক ইহার উল্লেখ করেন নাই। চাঁদের পূজা গ্রহণে পদ্মার এত আগ্রহ কেন তাহার কারণ নির্ণয় করা উচিত ছিল। তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ইহাতে নুতনত্ব কিছু নাই।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, জগতে গৌরবময় জিনিস সকলেই নিজস্ব করিতে চায় ইহা স্বাভাবিক। কাব্যে রূপকের বর্ণনা বিচিত্র নহে। বঙ্গদেশ কোন সময়ে অরণ্যময় ছিল তাহা জানি না। ঋগ্বেদেও বঙ্গের নাম ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্গ হইতে অতি

পুরাকালে বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন সুতরাং বঙ্গের সভ্যতা আদি সভ্যতা বলিতে সঙ্কোচ নাই। সমালোচক বঙ্গের প্রাচীন সভ্যতা বোধহয় স্বীকার করেন না! বিষহরি পদ্মাপুরাণের রচনাকালে বঙ্গ নিশ্চয়ই সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত ছিল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, ঐ পুরাণোক্ত চাঁদসদাগর প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন ইহাই আমার বলার অভিপ্রায়।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—ঘনরাম বলিয়াছেন "ধুবড়ী ছাড়িয়া যায় নেতা ধুবনীর পাট।" মুকুন্দরামও তাঁহার গ্রন্থে এরূপ সতীত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং নানা গ্রন্থকার যাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। লৌকিক ধর্ম্মশিক্ষার জন্য পদ্মাপুরাণ রূপকমাত্র নহে, ইহার মূলে কিছু ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে।

শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বেহুলার উপন্যাস লইয়া নানা স্থানে নানারূপ আলোচনা হইতেছে। পদ্মার পূজা সর্ব্ববঙ্গে সাধারণে যেরূপ প্রচারিত, সত্যনারায়ণের পূজাও সেইরূপ প্রচলিত। সত্যনারায়ণ ও বেহুলার মূল উপাখ্যান একরকম। ইহাকে ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যের পরিচয় মাত্র বলিয়া মনে হয়। কোন কালে বাঙ্গালা অনার্য্যভূমি ছিল, পরে আর্য্যগণ আগমন করেন। সর্পপূজা অনার্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ আসিলে তাঁহাদের পূজার সহিত সর্পপূজার সংমিশ্রণে পদ্মাপুরাণের জন্ম। চাঁদসদাগরের বাসস্থান নির্দ্দেশ লইয়াও নানারূপ তর্ক উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে পদ্মাপুরাণের বর্ণিত বিষয় এত সুন্দর যে সকলেই তাহাকে নিজ নিজ আলয়ের নিকটবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া, আপনার করিয়া লইতে চায়। ইহা অস্বাভাবিক নহে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় পদ্মাপুরাণের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তৎবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, সর্ব্ববঙ্গ ও বিহার পর্য্যন্ত যে পদ্মাপুরাণের কথা চলিত আছে তাহা একবারে ভিত্তিহীন নহে। খাসিয়াদের মধ্যে এখনও সর্পপূজা প্রচলিত আছে। বৈদিকধর্ম্মে সর্পপূজা ছিল না। ঐ সকল অনার্য্যজাতির মধ্য হইতে হিন্দুধর্ম্মে সর্পপূজা আসিয়াছে। পদ্মাপুরাণ সেই ধর্ম্ম-গ্রহণের আখ্যায়িকা মাত্র। সম্ভবতঃ চাঁদসওদাগরের পুত্র পদ্মার দোহাই দিয়া কোন প্রকারে সর্পাঘাত হইতে বাঁচিয়া যান এবং সেই হইতে পদ্মাপূজার প্রচলন আর্য্যগণের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আমাদের পুরাতন সাহিত্য হইতে যে সকল প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা হইতে শিখিবার অনেক বিষয় আছে। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয় ইহার অবতারণা করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বরচিত সাহিত্যানুরক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত একটি পদ্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর বার্ষিক অধিবেশনের দিন ও সভাপতি-নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে, বৈশাখের মধ্যে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে তাঁহার পক্ষে কোন সুবিধাজনক দিনে অষ্টম সাম্বৎসরিক অধি-বেশন আহুত হইবে। সভার পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাদুরকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ আহ্বান করা হউক।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সহকারী সভাপতি মহাশয়—সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে এই সভাধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণের নিমিত্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করার পরে রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সভাপতি